জৈব ধর্ম

SACCHIDĀNANDA SRILA
BHAKTI VINODE THĀKUR

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জৈবধর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টমাধস্তন-পুরুষবর্য্য শ্রীরূপানুগবর
ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর শ্রীরূপানুগআচার্যভাস্কর
ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-
লিখিত 'উপোদঘাত' ও 'ফলশ্রুতি' সহ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পরম্পরায় দশম অধস্তন আচার্য
শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশক ঃ–
শ্রীভক্তিবিজয় পর্ব্বত মহারাজ
শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট
কলিকাতা-২৬

দশম-সংস্করণ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব বাসর
৮ ডিসেম্বর, ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

— প্রাপ্তিস্থান —
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ–শ্রীমায়াপুর
জেলা–নদীয়া। পিনঃ–৭৪১৩১৩
ফোনঃ– (০৩৪৭২) ২৪৫২১৬, ২৪৫১৩৭

মুদ্রাকরঃ—
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপোদঘাত

ভগবানের প্রাকৃতসৃষ্টির মধ্যে মানবের স্থান সর্বোচ্চ। অপ্রাণী হইতে স্বতন্ত্র সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে আকারগত দৈর্ঘ্য, বর্ণগত সৌন্দর্য্য, শারীরবল, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিচারে মানবের স্থান সর্বোচ্চ না হইলেও মানসবলে মানব অপর সৃষ্টজীবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ভগবৎসেবাপর ব্যক্তিগণ বলেন,—মানবজীবন সুদুর্লভ এবং অর্থদ; এমন কি, দেব বা মানবেতর অপরাপর জীবন অপেক্ষা মানবজীবনই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মানবের শ্রেণীগত বৈষম্য-বিচারে আমরা দেখিতে পাই যে, কতিপয় মানব যথেচ্ছাচারকেই মানবজীবনের ফলরূপে গ্রহণ করেন। তাদৃশ আচার অপরের সুবিধার হানিজনক বিবেচিত হওয়ায় দুঃখ ও ক্লেশ প্রদানের পরিবর্তে কোন কোন মানব সমজাতীয়ের ইন্দ্রিয়জসুখকে নীতিপুষ্ট সদাচার বলিয়া থাকেন। ইহারই নামান্তর সৎকর্ম-ফলভোগ। ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচারে ইন্দ্রিয়জসুখে নিত্য অধিষ্ঠানের অসদ্ভাব বিবেচিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়, তচ্চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সমন্বয়-প্রয়াস ফলভোগের পরিবর্তে ফলত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করে। ইহারই নামান্তর— অদ্বৈতজ্ঞান বা নির্ভেদানুসন্ধান। ইন্দ্রিয়তর্পণমূলেই যথেচ্ছাচার এবং সৎকর্মফলভোগের বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়তর্পণে জাড্য হইতে নির্বিশিষ্ট জ্ঞান এবং জাড্য পরিহার করিলেই সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সবিশেষ নির্মলজ্ঞানোত্থ সেবার উদয় হয়। ইহাকেই ভক্তি বলে। ভক্ত—সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, হেয় গুণজাত হইতে নিরপেক্ষ এবং সর্বভূতে সমদয়াবিশিষ্ট। ভক্ত—ভগবানে প্রেমবিশিষ্ট এবং সর্বজীবে মিত্রবুদ্ধি বলিয়া সর্বদা শান্ত।

এই গ্রন্থে যথেচ্ছাচার, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কথোপকথনমুখে বিষয়-চতুষ্টয়ের বর্ণনপ্রণালী বিভিন্ন ধর্মপর্য্যায়ের তারতম্য-বিচার-বিষয়ে পাঠকের আশাতীতভাবে অভিষ্ট সিদ্ধ করিবে। গুণগত বৈষম্যভেদে মানব পরস্পর বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট, কিন্তু ভক্তের সমদর্শনে গুণগত বৈষম্য নিরস্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ বোধাভাবেই সনাতনধর্ম বা আত্মধর্মানুশীলনে নানা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানে সেবা-নিরত মুক্তজীবগণের প্রেমসেবায় গুণগত ভেদের হেয়তা ও অসম্পূর্ণতা নাই। জীবের আত্মবৃত্তি উন্মেষিত হইলে তাহাতে অনিত্য, অজ্ঞান বা নিরানন্দের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয় না। যেখানে ঐগুলি বর্তমান, সেখানেই অভক্তি বা অনাত্ম- চেষ্টার বশীভূত হরিসেবা-

বিমুখ জৈব-প্রতীতি। তাহা কখনই জৈবধর্ম নহে। জৈবধর্ম নিত্যানিত্যভেদে নানাপ্রকারে প্রতীত হইলেও স্বরূপ-ধর্মে ভেদজন্য বৈষম্য নাই। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-বশে ইন্দ্রিয়তর্পণমুগ্ধ বদ্ধজীব উপাদেয় নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিলাসকে জড়বৈষম্য-শব্দের সহিত সমজ্ঞান করিয়া যে ভ্রমে পতিত হন, তাহাই সুষ্ঠুভাবে এই 'জৈবধর্ম' গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বধারণা প্রবল রাখিয়া গ্রন্থখানিকে পাঠ করিলে, ইহার মধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রবেশ-লাভ দুর্ঘট, এজন্য নিরপেক্ষ হইয়া পূর্ব ধারণা যতদূর সম্ভব পরিহারপূর্বক শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ পাঠ বিধেয়। অবিসংবাদিত বাস্তব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে গ্রন্থকারের ন্যায় মুক্ত মহাজনের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা উপেক্ষা করিলে চলিবে না,—ইহাই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গ্রন্থখানি পড়িবার প্রারম্ভে গ্রন্থকারের কিছু পরিচয় পাইতে পাঠকগণ স্বভাবতই কৌতুহল প্রকাশ করেন। এজন্য এস্থলে তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গ আনুষঙ্গিক মনে করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

জৈযধর্মের লেখক মহোদয় শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবকসূত্রে প্রেমভক্তিময়বিগ্রহ এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। তাঁহার অমলচরিত্র ও ভগবানে প্রগাঢ় সেবাভিনয় ভক্তিরাজ্যের দর্শকের প্রভূত উপকার সাধন করিবে।

শ্রীচৈতন্য যেদশে, যে প্রদেশে, যে-বিভাগে ভাগ্যবানের নেত্রে স্বীয় প্রাকট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গ্রন্থকারও সেই ভারতে, সেই গৌড়ে, সেই নদীয়ায় তাঁহার উপাস্যবস্তুর ইচ্ছায় তাঁহারই অনুগমনে আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য স্বীয় প্রকটকালে পার্ষদসমূহের দ্বারা নানাপ্রকারে সুদুর্লভ প্রেমভক্তির কথা জগতের নানাশ্রেণীর নিকট উপস্থাপিত করেন। কালপ্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ প্রপঞ্চ হইতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে পর গৌর-গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটায় গৌর-বিহিত-কীর্তন-কিরণ -বঞ্চিত হইয়া আবৃত হয়। গৌর গগনের সূর্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তারকারাশি একে একে লোকলোচনের অন্তরালে স্ব স্ব জ্যোতির্বিম্ব-প্রদর্শনে বিরত হইলে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর অন্য উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশত বর্ষান্তে নদীয়া জিলান্তর্গত বীরনগর-গ্রামে এই শ্রীগৌর নিজ-জনের আবির্ভাবকাল গৌড়ীয়-গগনতল প্রোদ্ভাষিত করিয়াছিল।

সর্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।।
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্ দরশন।।

(১) কৃপালু, (২) অকৃতদ্রোহ, (৩) সত্যসার, (৪) সম।
(৫) নির্দোষ, (৬) বদান্য, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) অকিঞ্চন।।
(১০) সর্বোপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণৈকশরণ।
(১৩) অকাম, (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, (১৬) বিজিত-ষড় গুণ।।
(১৭) মিতভুক্, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী।
(২১) গম্ভীর, (২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী।।

কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই।

কৃপালু দয়ানিধি গৌরহরি বদ্ধজীবকে নববিধভাবে অমন্দোদয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় প্রেষ্ঠ নিজ-জন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়েও তাদৃশ দয়া-বিতরণের কার্য দেখা যায়।

(১) তিনি বদ্ধজীবের অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানের আবরণত্রয়রূপ ধূলি উড়াইয়া দিয়া বহু জীবের মলিনচিত্ত পরিমার্জিত করিয়া নির্মল ভগবদবসতিস্থল করিয়াছেন।

(২) ভাগবত-কথিত "অস্তীতি-নাস্তীতি ভিদাত্মনিষ্ঠ" শাস্ত্রসমূহের ও তাহাদের অনুগত লোকগণের বৃথা প্রজল্প ও বিবাদ প্রশমিত করিয়া তিনি জৈবধর্ম, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, দশমূল প্রভৃতি গ্রন্থে 'নিগমকল্পতরুর গলিত ফলে'র নির্য্যাস বিতরণ করিয়া সারগ্রাহী সুধীসমাজের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছেন।

(৩) ঐহিক ও পারমার্থিক চেষ্টা পরস্পর পৃথক্ এবং পরমার্থ লাভ করিতে হইলে ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে,—ইহাই ছিল ঠাকুরের অপার-কৃপোত্থিত বাণী।

(৪) স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ উপাধিদ্বয় ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছারূপ মল দূরীভূত করিয়া একমাত্র হৃষীকেশ- সেবন-তৎপর হইলেই জীবাত্মা নির্মল-হন,—ইহাই কৃপাময় ঠাকুর সকল সময়ে গাহিয়াছেন।

(৫) সাধুকে অসাধুজ্ঞানে বা উপেক্ষা-মূলে সাধুজনসঙ্গত্যাগরূপ নির্জন ভজন বা দুঃসঙ্গ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই 'জনসঙ্গ' ত্যাগ; তাদৃশ দুর্জন-সঙ্গ বিহীন নিরপরাধ ভজনেই অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়,—ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা।

(৬) জড়রস- ভোগ - চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অভিধেয়ানুশীলনে ভক্ত অদ্বয়জ্ঞানের সেবা-লাভ ফলে সর্বত্র সমদর্শন হন।

(৭) কৃষ্ণবিস্মৃতি-জনিত খেদ দূর হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় সেবা -সুখ-লাভে সুখী হন,—ঠাকুর এই কথা কীর্তন করিয়া বহুজীবের মনস্তাপ দূর করিয়াছেন।

(৮) কৃষ্ণতত্ত্বরসোদয়ে জীব শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় কৃষ্ণসেবায় আমোদিত হন।

(৯) দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় ও ভেদজনিত হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্বদা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিহেতু কৃষ্ণমার্ধুর্য্যমর্য্যাদায় নিত্য অবস্থিত হইলেই জীবের যে চরম মঙ্গল লাভ হয়, তাহা ঠাকুর মহাশয় আচার ও প্রচারদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অকৃতদ্রোহ—এই নয় প্রকার দয়া ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশ্যে তিনি কোনও কালে জগৎকে ভক্তির বিপথে লইয়া যান নাই। ঠাকুর মহাশয়ের জীবনে নানা ঘটনায় তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবত কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর ন্যায় তাঁহার ভজন- চেষ্টায় বহু পাষণ্ড বৃথা বাধা ও উদ্বেগ প্রদান করিলেও তিনি কখনও কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া বা কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করা দূরে থাকুক, জীবের নিত্য সুকৃতির জন্য নিয়তই চেষ্টান্বিত ছিলেন। পরলোকগত ঘোষ—তাঁহার প্রতি প্রচুর বিদ্বেষফলে পুরী-সহরে যখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মুমুর্ষু অবস্থায় স্বীয় আসন্নমৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর মহাশয় অত্যাশ্চর্য ও অপ্রাত্যশিতভাবে স্বীয় ভজনস্থল হইতে বহু দূরবর্তী ঐ ব্যক্তির আবাসে তাঁহার পূর্বাচরিত তমোগুণোচিত হিংসা ভুলিয়া গিয়া ক্ষমাগুণের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপরাধী সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট স্বকৃত পূর্ব অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমার প্রতিশ্রুতি পাইবামাত্র শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সত্যসার—ঠাকুর পরম সত্যনিষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর ছিলেন। কাহারও অনুরোধ, উপরোধ বা বিরোধে তিনি একচুলও নড়িতেন না। একদিকে যেমন তিনি কুসুমাদপি মৃদু ছিলেন, অপর দিকে তেমনই সত্যপ্রকাশে বজ্র হইতেও কঠোর ছিলেন। ফলভোগকামী স্বার্থন্বেষীর দল চিরকালই তাঁহাকে ভীতির চক্ষে দর্শন করিত।

কতিপয় বর্ষ পূর্বে যখন কতিপয় অর্থগৃধ্নু ধূর্ত জড়স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি অর্থ ও উৎকোচে বশীভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত ও বহিষ্কৃত পুরীসহরস্থিত উড়িয়া মঠের অতিবাড়ী বা গুরু-গৌরাঙ্গ-বিরোধী মহান্তকে গৌড়ীয়- বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া অসতের সহিত সতের সমন্বয়-সাধনপূর্বক সত্যের মর্য্যাদা ধ্বংস করিবার জন্য, উদ্যত হইয়াছিল, তখন একমাত্র তিনি দৃঢ়তা সহকারে তাদৃশ হরি-গুরু-বিরোধমূলা অসতী ঘৃণ্যা চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

সম—ঠাকুর আজীবন অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাভিষিক্ত থাকায় দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত জড়ীয় ভেদ বা দ্বন্দ্বভাবপরিশূন্য ছিলেন; সুতরাং অচিৎ-পরিণতি দর্শন ত্যাগ করিয়া সর্বত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধ-দর্শন-হেতু তিনি সমদৃক্ ছিলেন। আ-

শ্বগোখরচণ্ডালব্রাহ্মণ, সকলকেই বাহ্যপোষাক-পরিহিত দেখিবার পরিবর্তে হরিদাস-জ্ঞানে প্রণাম করিতেন। হরিসম্বন্ধী ও মায়াসম্বন্ধী বস্তুর সমন্বয়-সাধনদ্বারা কোনদিনই বৈষম্যের পরিচয় দেন নাই।

নির্দোষ—ঠাকুর প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ পুণ্যশ্লোক ছিলেন। কলির স্থানপঞ্চকের দুর্গন্ধ কোনদিনই তাঁহার চির-নির্মল চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে নাই। জীবনে কোনদিনই তিনি কাহারও নিকট এক কপর্দকও ঋণী ছিলেন না বা শত শত দুর্বার প্রলোভনেও উৎকোচ গ্রহণপূর্বক স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নাই অথবা কখনও কোন পাপের বা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই—পরলোকগত নটবিদ্যাকুশল— ঘোষ মহাশয় নিজ রচিত 'চৈতন্য-লীলা' নাটকের প্রথম অধিবেশন দিবসে তাঁহাকে সভাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিলে তিনি উহাতে অস্বীকৃত হইয়া জগৎকে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম এবং শুদ্ধভক্তির অশেষ পার্থক্য দেখাইয়াছিলেন।

বদান্য—তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্টের প্রচারকবর ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে তিনিও আজীবন শুদ্ধভক্তির আচরণ ও প্রচার করিয়া স্বীয় বদান্য নাম সার্থক করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ এবং তৎপর শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভুগণের পর শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত জীবাত্মার নিত্য সনাতনধর্ম যখন আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, জীব-হৃদয়ে কল্মষকৈতব-তমোজাল যখন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ধর্মের নামে অধর্ম, বিধর্ম, অপধর্ম বা উদ্ধর্মের কুজ্ঝটিকা যখন শুদ্ধভক্ত্যাকাশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তখন সেই কুহেলিকা ও দারুণ সংশয় তিমিরাচ্ছন্ন সুপ্তজীবকুলের সম্মুখে জলন্ত ভাস্করের ন্যায় কোন্ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণের নির্মল কীর্তন রশ্মি-সাহায্যে তাহাদের অজ্ঞানতমঃ দূর করিয়া তাহাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল? তিনি ——এই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

মৃদু—একদিকে যেমন ঠাকুর মহাশয় সত্যপ্রকাশ-ব্যাপারে বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন, অন্যদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় মার্দব ও ক্ষমা-গুণের নিত্য উৎসরূপে দৃষ্ট হইত। নশ্বরফলভোগকামী কর্মী ও শুষ্কজ্ঞানের কাঠিন্য কোনদিনই তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে আক্রমণ করে নাই। তিনি ভগবদ্ভক্তিবিরোধী শুষ্কজ্ঞানজাত বৈরাগ্য বা নির্বিণ্নতা ও আসক্তিরূপ কাঠিন্যকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার জন্য চিরকালই স্বীয় আশ্রিতবর্গকে শ্রীমুখে ও লেখনীদ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সত্যসার ও মৃদু-গুণদ্বয় অত্যাশ্চর্য ও উপাদেয়ভাবে অলৌকিক-চরিত্র, ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে সমন্বিত ছিল।

শুচি——ঠাকুর মহাশয় নিত্যকাল শুদ্ধহরিভজনে জীবন অতিবাহিত করিয়া সর্বক্ষণ

শুচি ছিলেন। নিরীশ্বর মনোধর্মী বা প্রচ্ছন্ন-স্মার্তকে কোনদিনই তিনি আদর করেন নাই। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে" অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশপ্রসূত জড়ভোগ্যের বিচ্ছেদজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিলেই জীব নিজের শুদ্ধ পবিত্র-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন,—ইহাই ছিল ঠাকুরের শুচি আচারের নির্দশন।

অকিঞ্চন—জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপের মোহ থাকিলে কোনদিনই জীব ভগবানের শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং নিরন্তর শুদ্ধনাম কীর্তন করিয়া, কিরূপে নিরপরাধে শুদ্ধনাম-ভজন কর্তব্য, তাহা জীবকে দেখাইয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ নিষ্কিঞ্চন থাকিয়াও " যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়" এই গীতদ্বারা বৈষ্ণব-গার্হস্থ্যের উপাদেয় আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া নিরয়বর্ত্মগৃহে বদ্ধতৃষ্ণ গৃহমেধীগণকে সাবধান করিবার জন্যই উত্তরকালে নিষ্কিঞ্চন পরমহংস- বেশ স্বীকার করিয়া "কুশলো জড়বদ্বিচরেন্মুনিঃ" এই ভাগবত-বাক্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

সর্বোপকারক—ঠাকুর মহাশয় প্রাণপণে যথাসাধ্য সকলেরই উপকার করিয়া গিয়াছেন। 'হিংসা'-কথাটী তাঁহার হৃদয়ে ও জীবনে আদৌ দেখা যায় নাই। জগতে যাবতীয় অভাব ও ক্লেশের মূলবীজ—কৃষ্ণবিস্মৃতিকারিণী অবিদ্যা। রোগের নিদানচিকিৎসকের ন্যায় তিনি বিমুখজীবের সেই অবিদ্যা কিসে দূর হয়, তজ্জন্য কতদিকে কতভাবে যে প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সূর্য্য যেমন সাধু এবং অসাধুনির্বিশেষে সকলের গৃহেই অমল কিরণ বিস্তার করিয়া উপকার সাধন করে, বৃহৎ তরুরাজ যেরূপ শত্রু ও মিত্র, উভয়কেই ছায়া-প্রদান-বিষয়ে কৃপণতা বা কুণ্ঠতা প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ আমাদের ঠাকুরও, ম্লেচ্ছ, বিধর্মী, পাপী, কর্মজড়, শুষ্কজ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই কিভাবে ভগবদ্ভক্তিময় জীবন লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন।

শান্ত—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।।"-—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত- প্রোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সার্থকতা তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ হওয়াতেই ঠাকুর মহাশয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর ন্যায় কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশা-লুব্ধ ব্যক্তিগণের যাবতীয় নিন্দাগ্লানি সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া, ঐকান্তিকী ও ব্যভিচারিণী ভক্তির পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণসেবেতর কোন প্রবৃত্তি তাঁহাকে কোনদিন চঞ্চল করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণৈকশরণ—সর্বোপরি তাঁহার কৃষ্ণৈকশরণ জীবন নিত্যকাল আমাদের আদর্শস্থল থাকিবে। প্রভূত বিভূতিসম্পন্ন, হঠযোগী অহংগ্রহোপাসক বিশ্বক্সেনের বিচারকালে যখন উড়িষ্যায় তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত হইয়াছিল, একে একে যখন ঠাকুরের সন্তানত্রয় অমর্ষপরায়ণ বিশ্বক্সেনের ক্রোধানল-প্রসূত অভিসম্পাতফলে কঠিন- রোগগ্রস্ত, তখন

কৃষ্ণৈকশরণ ঠাকুর একটুও বিচলিত না হইয়া নির্ভীকভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শরণাগতির ছয়টী লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তাঁহার হৃদয়ে দেখা যাইত। কৃষ্ণৈকশরণের বাহ্য বেষ-ধারণে বা অধারণে যে কিছু আসে যায় না, ইহা কাষ্ঠাধারী রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের পুরীধামে অবস্থানকালে তিলকমালা না দেখিয়া অবজ্ঞা করিবার ফলে কঠিন জ্বর রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে স্বপ্নে ইষ্টদেবের আদেশে ঠাকুর মহাশয়ের করুণাপ্রভাবে নিরাময় হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অকাম—ঠাকুর মহাশয় বুভুক্ষা মুমুক্ষা উভয়বিধ কৈতবকে উপেক্ষা করিয়া নিষ্কামভাবে তীব্রভক্তি যোগদ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনমোহনের অহৈতুকী- সেবাদ্বারাই যে স্বানন্দ লাভ করা যায়, তাহা ঠাকুর মহাশয় স্বীয় আদর্শ কৃষ্ণ ভজনময় আচরণদ্বারা দেখাইয়াছেন।

নিরীহ—ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য ঈহা বা চেষ্টাই ফলভোগকাম মূলা। তাদৃশ স্বার্থপর চেষ্টা কোনদিনই ঠাকুরকে বিব্রত করিতে পারে নাই। তিনি ফলভোগকামতাৎপর্য্যময় জড়ভোগ বা জড়দর্শনে চিরদিনই উদাসীন থাকিয়া ভগবদ্ভজনে নিরন্তর উৎসাহসম্পন্ন ও তত্তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। কৃষ্ণভজনচেষ্টা—বিরোধীর জাড্য কোনদিনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

স্থির—ঠাকুর মহাশয় স্বীয় আরাধ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় নিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হইয়া কৃষ্ণভজন চেষ্টা-রহিত হন নাই। মুকুন্দসেবা ব্যতীত পতঞ্জলিঋষি-কথিত যোগদর্শন বিহিত উপায়ে অর্থাৎ শমদমাদি সাধন-ষটক্‌দ্বারা যে চিত্ত স্থির হয় না, তাহা স্বয়ং হরিভজন করিয়া বুঝাইয়াছেন। বিগত ৪০০ শ্রীগৌরাব্দে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকটিত হন, তখন তিনি স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ধনীনির্ধন নির্বিশেষে সমস্ত লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া যোগপীঠের সেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে- লৌকিক ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদা-সত্ত্বেও বাহিরে লোকের নিন্দা ও ঈর্ষায়, মান ও অপমানে তিনি চিরদিনই সমভাবে স্থির থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিজিত- ষড়্‌গুণ—কামাদি রিপুষটক বা ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা ও মৃত্যু- —এই ছয়টী অনাত্মধর্ম ঠাকুরকে বশীভূত করিতে পারে নাই; কেননা, তিনি নিত্যকালই আত্মধর্ম কৃষ্ণানুশীলনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্য সুপ্রসন্ন ছিলেন। অপ্রসাদ বা অসন্তোষ তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার কারণ এই যে, তিনি সর্বক্ষণ হরিতোষণতাৎপর্যময় কর্ম করিতেন। আমরাও তাঁহাকে বিজিতষড়্‌গুণ জানিলে ক্রমশঃ সজ্জনদাস হইতে সমর্থ হইব।

মিতভুক্—ঠাকুর মহায় প্রাকৃত লোকের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন নাই, কেননা, তাঁহার হৃষীকগণ সর্বক্ষণ শ্রীহৃষীকেশ গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত ছিল, সুতরাং জড় ইন্দ্রিয়ের অত্যাহার-বিক্রম তাঁহাকে পীড়ন ও আক্রমণ করিতে পারে নাই। মৎস্য, মাংস, তাম্বুলাদি পানদোষাসক্ত এবং জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট ব্যক্তিগণকে তিনি কখনও প্রশয় দেন নাই। তিনি স্বয়ং বিজিতেন্দ্রিয় প্রকৃত 'গোস্বামী'-শব্দবাচ্য ছিলেন এবং অন্যকেও হরিভজন বিষয়ে যাবদর্থানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়াছেন।

অপ্রমত্ত—ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ভোগ- চেষ্টায় কোনদিনই অভিনিবিষ্ট ছিলেন না—নিররন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং কখনও মনোধর্মের অনুশীলন করেন নাই, অন্যকেও মনোধর্মে প্রমত্ত থাকিবার পরিবর্তে হরিভজনেই নিরত থাকিবার পরামর্শ দিতেন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপের গৌরবে অপ্রমত্ত থাকিয়া কৃষ্ণভজনে অব্যর্থকালত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মানদ—"অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ", এই মহাপ্রভুর বাক্য কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা ঠাকুর-মহাশয় নিজ-জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সামাজিক ও পারমার্থিক, উভয় সম্মানেরই পরস্পর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের পক্ষপাতী ছিলেন। একদিকে যেমন জগতে পরমার্থের সর্বোত্তম মর্য্যাদা দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবগুরুর অবজ্ঞাকারী পাঞ্চরাত্রিক- মন্ত্রবাচককেও পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, অপরদিকে বাহ্যতঃ যজ্ঞসূত্র বা মালাতিলকধারী জাতিগোঁসাই বা শৌক্র-ব্রাহ্মণব্রুবকেও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কোনদিনই কুণ্ঠিত ছিলেন না।

অমানী—তিনি স্বয়ং কখনও জড় প্রতিষ্ঠাশা- ভিক্ষু ছিলেন না। তিনি নিত্যকাল সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জড়জগতের মান অপমানে কোনদিন ক্ষুব্ধ না হইলেও স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রীতিমূলা সেবা ব্যাপারে কাহারও হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চার প্রশ্রয় দিতেন না। পারমহংস্যধর্মের মর্য্যাদা-প্রদর্শনই যে বর্ণাশ্রমীর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, তাহা তিনি নিজ জীবনে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

গম্ভীর—স্বীয় আরাধ্যের প্রতি ঠাকুর মহাশয়ের অচলা সেবা-প্রবৃত্তি থাকায় কোন মতবাদই তাঁহাকে স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। গৌরমন্ত্র ও কৃষ্ণমন্ত্রে পৃথগ্‌বুদ্ধিকারীগণ তাঁহাকে স্ব-স্ব-দলভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবিচলিত থাকিয়া আম্নায়মর্য্যাদা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করিয়া গৌরকৃষ্ণে অভেদজ্ঞানমূলে উভয়লীলারই বৈচিত্র্য শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালে প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণ ও ভূতপ্রেতবাদিগণ চিজ্জগতের অপ্রাকৃত ব্যাপারকে তাহাদের স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়জ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত 'আধ্যাত্মিক' জ্ঞান করিয়া বিবিধ তাণ্ডব প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাতে

অচল অটল থাকিয়া, মহাজন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য উপদেশ দিয়াছেন।

করুণ—ঠাকুর মহাশয় মহারাজ ভগীরথের ন্যায় বর্তমান-জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোতঃ পুনপ্রবাহিত করাইয়া অনর্থ-নরকমগ্ন অসংখ্য জীবকে পবিত্রীভূত ও উদ্ধার করিয়া মহাকারুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। করুণাবিগ্রহ নিতাইচাঁদের ন্যায় তিনি রাঢ়ে, মেদিনীপুরে, ধাম-মণ্ডলে দ্বারে দ্বারে শ্রীনামহট্ট প্রচার করিয়াছেন, অপরদিকে ষড় গোস্বামীর ন্যায় ন্যূনাধিক শতাবধি পরমার্থপ্রদ গ্রন্থ লিখিয়া সর্বক্ষণ বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে প্রযত্নশীল ছিলেন।

মৈত্রী—ভগবদ্ভক্তের সহিত তাঁহার সখ্য অতুলনীয় ছিল। ভগবদ্ভক্তের সহিত কৃষ্ণকথালাপে, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তাঁহার গেহ, দেহ, অর্থাদি সর্বস্ব উন্মুক্ত ছিল। নিষ্কপট হরিভজনপ্রয়াসীর পক্ষে তাঁহার নিজস্ব সমস্তই অবারিতদ্বার ছিল। তিনি শুদ্ধভক্তকে আহার, বসন, বাসস্থান-প্রদানে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। বর্ধমান জিলান্তর্গত আমলাযোড়া গ্রাম-নিবাসী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়দ্বয়ের সহিত তাঁহার স্নেহ মৈত্রী অতুল ও আদর্শস্থল ছিল—তাঁহাদের বিয়োগে তিনি হৃদয়ে গভীর স্বজনবিচ্ছেদদুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীগৌরজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সহিত তিনি চিরজীবন অচ্ছেদ্য-প্রণয়-বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—বাবাজী মহারাজের সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদনে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন।

কবি—ঠাকুর মহাশয় অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীরূপের অভিন্ন কলেবর ছিলেন। প্রাকৃত-কবি দ্রষ্টা বা ভোক্তার অভিমানে মায়ার বিলাসদর্শনে মুগ্ধ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর স্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় মুগ্ধ। প্রাকৃত কবি প্রকৃতি-সম্বন্ধি বিরাট্ বা বিশ্বরূপদর্শনে লোলুপ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে' সপ্রণয়বিকৃতি শ্রীনন্দনন্দনের রূপ- সেবার মূর্তবিগ্রহ।

দক্ষ—শ্রীগৌরসুন্দর যেমন অপ্রাকৃত কাব্যরসে শ্রীরূপকে, বৈধভক্তির আচার্যরূপে শ্রীজীবগোস্বামীকে, সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্যরূপে শ্রীল সনাতনপ্রভুকে, রাগানুগা ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীদাসগোস্বামীকে, গৌর মহিমা-প্রচার-কার্যে শ্রীপ্রবোধনন্দ সরস্বতীকে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলন- কার্যে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে, শ্রীভাগবতের পঠন-পাঠন-কার্য্যে শ্রীরঘুনাথভট্ট- গোস্বামীকে, শ্রীনামহট্ট-প্রচারকার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাসকে দক্ষতা দিয়াছিলেন,তদ্রূপ ঠাকুর মহাশয়কেও শুদ্ধভক্তিপ্রকাশকার্য্যে সর্ববিধ দক্ষতা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীজৈবধর্ম, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, তাঁহার শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, তাঁহার তত্ত্ববিবেক, তাঁহার

শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, তাঁহার তত্ত্বসূত্র ও আম্নায়সূত্র, শ্রীভজনরহস্য, শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীউপদেশামৃত ব্যাখ্যা, সর্বোপরি তাঁহার কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী ও গীতমালা এবং ধাম-মাহাত্ম্যসূচক পুস্তিকাবলীর বহু সংস্করণ তাঁহার গৌড়ীয়- বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণকার্য্যে অদ্ভুত দক্ষতারই পরিচয় দিতেছে।

মৌনী—ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণেতর কোন বিষয়-কথা কীর্তন করিয়া জিহ্বালাম্পট্যের প্রশ্রয় দেন নাই। "হরিভজন কর ও করাও"—ইহাই ছিল তাঁহার জিহ্বার ও লেখনীর ভাষা। বিষয়- কথা-কীর্তনে তিনি সর্বদাই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবদ্‌বিমুখের কথায় তিনি সর্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া মৌন থাকিতেন। তৎকৃত কল্যাণকল্পতরুর নিম্নলিখিত পদ্যটী তাঁহার প্রদর্শিত ভাব সুন্দররূপে জ্ঞাপন করিতেছে—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।।"

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, উল্লিখিত সজ্জন লক্ষণসমূহ যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াই একাধারে ঠাকুরের সহিত সংশ্লিষ্ট। হরিবিমুখ দণ্ড্যজীব করণাপাটব- দোষে অনেক সময়ই ঠাকুরের অপ্রাকৃত লক্ষণসমূহ দেখিতে না পাইয়া অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবকে সমজ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। তাদৃশ অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই অর্থাৎ জীবের নিত্যধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রকটিত এই জৈবধর্ম গ্রন্থরাজ শাস্ত্রসিন্ধুমন্থনোত্থিত অমৃতের ন্যায় শত শত প্রশ্নোত্তর-ধারায় তপ্তজীবজগতে বর্ষিত হইতেছে। নিষ্কপট অমৃতসন্ধানেচ্ছু পাঠক ও শ্রোতা তাহা পান করিয়া ধন্য হউন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা, আর আমরাও অদ্য তাঁহার অমূল্য অপ্রাকৃত দূরবগাহ চরিত-সিন্ধু বিন্দুর স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলাম।

নিবেদন

ঐহিক বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে শ্রীভগবানকে জানা যায় না। তিনি প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবের ও অক্ষজ—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত বলিয়া 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সূর্য্যের রশ্মিতে মাত্র যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভবপর, সেইরূপ ভগবৎকৃপা-রশ্মিতেই মাত্র ভগবৎ-সূর্য্য প্রেম-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকেন। যাঁহারা কৃপারশ্মি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শুদ্ধ- বৈষ্ণব—প্রকৃত মহাপুরুষ—সদ্গুরু। তাঁহারাই ভগবত্তত্ত্ববর্ণনে সমর্থ। সেই কৃপা লাভ না করিয়া যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহাদের লেখায় ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা- দোষচতুষ্টয়জনিত সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস প্রবেশ করিবেই। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,—''ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং, ন বুদ্ধ্যা, ন চ টীকয়া।'' শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশীয় কবিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-সম্বন্ধীয় নাটক-রচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—''যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।। চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'। তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ।। তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবা নির্মল।''

শুদ্ধ জীবাত্মার ধর্ম-জৈবধর্ম। তাহা নিত্য, সুতরাং দেশ-কালপাত্রভেদে কখনই পরিবর্তিত হয় না। ভগবৎকৃপায় যাঁহারা বদ্ধদশা অতিক্রম করিয়া স্বরূপসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র এই ধর্ম প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ভগবৎপার্ষদগণ কৃপাপূর্বক ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্বরূপের ধর্মের সন্ধান প্রদান করেন। মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীসনাতন-রূপাদি ষড়্ গোস্বামী শ্রীভগবান, ভক্ত ও ভক্তি সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর বর্তমান ধারার ভগীরথ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'সপ্তম-গোস্বামী' নামে খ্যাত। ''যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।''—এই ভাগবতীয়-বাণী যে তাঁহাতে দেদীপ্যমান, তাহা আমরা ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত উপোদ্ঘাতে বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। এই মহাপুরুষ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭৬ বৎসর প্রকট-লীলা করিয়া শ্রীরূপানুগ আচার্যবর্যরূপে—(১) শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-স্থান নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত-শ্রীমায়াপুর-আবিষ্কার দ্বারা লুপ্ততীর্থোদ্ধার, (২) শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপ্রকাশ,

(৩) গ্রামে গ্রামে যাইয়া ভক্তিসদাচার প্রচার এবং (৪) জৈবধর্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, তত্ত্ববিবেক, শ্রীনবদ্বীপধামগ্রন্থমালা, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজনরহস্য, শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, শ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা প্রমুখ ভজন সম্বন্ধীয় বহু উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত শুদ্ধভক্তগণের নিকটে এই সকল গ্রন্থ অনুশীলন করিলে আমরা নিশ্চয়ই ভজনপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব।

আলোচ্য 'জৈবধর্ম' গ্রন্থখানিতে সিদ্ধান্তাচার্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের 'ভগবৎ-সন্দর্ভ' বা ষট্সন্দর্ভ, শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষাসমূহ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সজ্জন সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন প্রথমোক্ত গ্রন্থত্রয় অনুশীলনে অসমর্থ, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি-পাঠে পরমার্থের প্রকৃত আলোক লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

'জৈবধর্ম' গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' নাম্নী মাসিক-পারমার্থিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তৎপরে ইঁহার আরও ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ যে পরমার্থ-পথের পথিকগণকর্তৃক পরম আদরের সহিত গৃহীত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃপক্ষে গ্রন্থখানি উত্তমরূপে অনুশীলিত হইলে তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সকল সন্দেহ দূরীভূত এবং নিগূঢ় ভজনের রাজ্যে প্রবেশের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য পূর্ব সংস্করণসমূহের গ্রন্থসমূহ নিঃশেষ হওয়ায় সজ্জনগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বর্তমান নবম সংস্করণ-প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। গ্রন্থখানিকে তিনটী আলোকমালায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম আলোকমালায় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীল প্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের প্রদ্যুম্নকুঞ্জে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নক্রমে (১) জীবের নিত্যধর্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম, (২) জীবের নিত্যধর্ম শুদ্ধ ও সনাতন, (৩) নৈমিত্তিক ধর্ম অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী, (৪) নিত্যধর্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম, (৫) বৈধী ভক্তি—নিত্য-ধর্ম, নৈমিত্তিক নয়, (৬) নিত্যধর্ম ও জাতিবর্ণাদিভেদ, (৭) নিত্যধর্ম ও সংসার, (৮) নিত্যধর্ম ও ব্যবহার, (৯) নিত্যধর্ম ও প্রাকৃতবিজ্ঞান এবং সভ্যতা, (১০) নিত্যধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে এবং কোলদ্বীপে কাজীর সহিত বিচারে "নিত্যধর্ম ও বুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকতা" বিষয়ে আলোচনা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আলোকমালায় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চাননের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রঘুনাথ দাস বাবাজী মহারাজ 'নিত্যধর্ম ও সাধন'

এবং দশমূলাত্মক 'নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন'-সম্বন্ধীয় বিচার ১৪টী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে শেষ তিনটি অধ্যায়ে নাম, নামাপরাধ ও নামাভাস বিচার করা হইয়াছে। তৃতীয় আলোকমালায় পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতিপীঠ গম্ভীরায় ব্রজনাথ ও বিজয়ের প্রশ্নোত্তরে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপাদকর্তৃক পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরস এবং লীলাপ্রবেশ ও 'সম্পত্তি' সম্বন্ধীয় বিচার ১৫টী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সাধকের দিক হইতে যত প্রকারের প্রশ্ন হইতে পারে, তৎসমুদয়ের অবতারণা করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাদের যে সুমীমাংসা করিয়াছেন, তাহা তুলনা রহিত। তজ্জন্য এই গ্রন্থখানি সাধকগণের কণ্ঠমণিসদৃশ।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহের শিক্ষাসারই যে ' জৈবধর্ম-গ্রন্থ' তাহার প্রণেতা ঠাকুর মহাশয় ঐসকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থাভ্যন্তরস্থ সেই সকল শ্লোকের সন্ধান প্রদানের নিমিত্ত অধ্যায় সূচীর পরেই বর্ণনাক্রমে শ্লোকসূচী প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে অধ্যায়ের নির্যাস এবং গ্রন্থের শেষে অধ্যায়সমূহের অনুশীলনমালা প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠান্তে ঐসকল অনুশীলনমালার উত্তর নিজে লিখিতে চেষ্টা করিলে শিক্ষার্থিগণ পরম লাভবান্ হইবেন এবং অনুশীলন সুদৃঢ় হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীজন্মাষ্টমীবাসর, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ।

নিবেদক—
বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

অধ্যায় সূচী

(১৩শ অধ্যায় হইতে ২৫ শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ''নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব'' বর্ণিত হইয়াছে)

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

জৈবধর্ম্ম

প্রথম অধ্যায়

জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম

(প্রেমদাস ও সন্ন্যাসী-সংবাদ—সন্ন্যাসীর পরিচয়— প্রেমদাসের দৈন্য—উভয়ের দেবপল্লী-গমন— প্রেমদাসের ভজননিষ্ঠা—সন্যাসীঠাকুরের সিদ্ধদেহের পরিচয় লাভ—ধর্ম-প্রশ্ন—ধর্ম-তত্ত্বব্যাখ্যা—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম-পার্থক্য—বস্তু ও স্বভাব-ব্যাখ্যা—বাস্তব বস্তু ও অবাস্তব বস্তু—জীবের স্বরূপ—জীব কৃষ্ণের অংশ—কৃষ্ণ ও জীবের পরস্পর-সম্বন্ধ—তটস্থা শক্তি—ভগবান্,-জীব ও মায়া—পারমার্থিক সত্য— ভেদাভেদ—নিত্যভেদের নিত্য পরিচয়—জীবের নিত্যধর্ম ও নৈমিত্তিক ধর্মের পার্থক্য।)

পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্বোত্তমা। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের একদেশে ভাগীরথীকুলে শ্রীগোদ্রুমনামে একটি রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান। শ্রীগোদ্রুমের উপবনে প্রাচীনকালে অনেকগুলি ভজনানন্দী-পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে-স্থলে কোন সময়ে শ্রীসুরভি স্বীয় লতামণ্ডপে ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে 'প্রদ্যুম্নকুঞ্জ'-নামে একটি ভজনকুটীর ছিল। তথায় নিবিড়লতাচ্ছন্ন একটী কুটীরের মধ্যে শ্রীভগবৎ-পার্ষদপ্রবর প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় নিরন্তর ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন।

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্নতত্ত্ববোধে শ্রীগোদ্রুম-বনকে একান্তমনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম এবং সর্ববৈষ্ণব-উদ্দেশে শত শত দণ্ডবৎ ও গোপগৃহে মাধুকরীদ্বারা জীবননির্বাহ, এই তাঁহার জীবনের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ে তিনি ঐ কার্যসকল হইতে বিশ্রাম করিতেন, তখন কোনপ্রকার গ্রাম্যকথা না কহিয়া ভগবৎপার্ষদপ্রধান শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত' সজলনয়নে পাঠ করিতেন। ঐকালে নিকটস্থ কুঞ্জবাসিগণ আসিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। করিবেন না কেন, যেহেতু 'প্রেমবিবর্ত'-গ্রন্থ সমস্ত রসতত্ত্বে পরিপূর্ণ; আবার বাবাজী মহাশয়ের মধুস্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয় হইতে বিষয়-বিষানল বিদুরিত হইত।

একদা অপরাহ্নে নাম-সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমাধবীমালতী লতামণ্ডপে উপবেশনপূর্বক শ্রীপ্রেমবিবর্ত পাঠ করিতে করিতে ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন, এমত সময় একটি চতুর্থাশ্রমী তাপস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ-মধ্যেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্তি হইলে সাষ্টাঙ্গ পতিত সন্ন্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচজ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ! এই অধমকে কৃপা কর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন,-- "প্রভো! আমি অতিশয় হীন ও দীন, আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন?" সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহাকে কলার বল্কলাসন দিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমগদগদবাক্যে কহিলেন--- "প্রভো! এ দীন ব্যক্তি আপনার কি সেবা করিতে যোগ্য?" কমণ্ডলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন করযোড়ে কহিতে লাগিলেন--

"প্রভো! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তর-পূর্ব-মীমাংসাদ্বয় এবং উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্র বারাণস্যাদি বহুবিধ পূণ্যতীর্থে প্রচুর অধ্যয়নপূর্বক শাস্ত্রতাৎপর্যবিতর্কে অনেক কাল যাপন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। দণ্ড গ্রহণ করিয়া সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্বত্র শাঙ্করী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি। কুটিচক, বহূদক, হংস--এই তিন অবস্থা অতিক্রমপূর্বক কিছুদিন পরমহংসপদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনালম্বনপূর্বক বারাণসীক্ষেত্রে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত মহাবাক্য আশ্রয় করিয়া ছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্মীলন করতঃ দেখিলাম যে, সেই বৈষ্ণব অশ্রুধারায় স্নাত এবং তাঁহার সর্বশরীরপুলকে পরিপূর্ণ। গদগদস্বরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ" এই নামটী বলিতেছেন ও নৃত্য করিতে করিতে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে যে কি একটী অনির্বচনীয় ভাব উদয় হইল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে, তথাপি স্বীয় পরমহংস-পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমি আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। হা ধিক্! ধিক্ আমার পদমর্য্যাদা! ধিক আমার ভাগ্য! কেন বলিতে পারি না, সেইদিন হইতে আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়া সেই বৈষ্ণবটির অনেক অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিলাম যে, সেই বৈষ্ণবদর্শনে ও তাঁহার মুখে নামশ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ হইয়াছিল, তাহা আমি তৎপূর্বে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। মানবসত্তায় যে এরূপ সুখ আছে, তাহা কখনই জানিতাম না।

আমি কয়েকদিন বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, আমার বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। আমি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম। তথায় অনেক বৈষ্ণব দেখিলাম। তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামীর নাম করিয়া অনেক বিলাপ করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করেন, আবার শ্রীনবদ্বীপ নাম করিয়া প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীনবদ্বীপদর্শনে লালসা হইয়া উঠিল। শ্রীব্রজধামে চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করতঃ আমি কয়েক দিবস হইল শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর-নগরে আপনার মহিমা শ্রবণ করিয়া অদ্য আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কৃপাপাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন।''

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দন্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—''সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমি নিতান্ত অপদার্থ। উদরপূর্তি, নিদ্রা ও বৃথালাপে আমার জীবন বৃথা গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া দিনপাত করিতেছি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু, তাহা আস্বাদনদ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধন্য! যেহেতু এক মুহূর্তের জন্যও বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত। এই অধমকে প্রেম-আস্বাদনের সময় এক -একবার স্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বৈষ্ণব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়া একটী অভূতপূর্ব ভাব লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে তিনি এই পদ্য গান করিতে লাগিলেন—

''(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ।
(জয়) প্রেমদাস গুরু, জয় ভজন আনন্দ।।''

অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্তনের পর স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পর অনেক কথাবার্তা কহিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, —''হে মহাত্মন্, আপনি এই প্রদ্যুম্নকুঞ্জে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আমাকে পবিত্র করুন।'' সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন,—''আমি আপনার চরণে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম। কিয়দ্দিনের কথা কেন, আমার দেহত্যাগ পর্যন্ত আমি আপনার সেবা করিতে পাই, ইহাই আমার প্রার্থনা।''

সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। গুরুকুলে কিছুদিন বাস করিয়া গুরূপদেশ লইতে হয়, তাহা তিনি ভালরূপে জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে কহিলেন,—''হে মহাত্মন্, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজকাল শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপল্লীগ্রামে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-উপাসনায় মগ্ন। আজ চলুন, মাধুকরী সমাপনপূর্বক তাঁহার চরণদর্শন করিয়া আসি।'' সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন,—''যে আজ্ঞা হয়, তাহাই পালন করিব।''

বেলা দু'টার পর তাঁহারা উভয়ে শ্রীঅলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেবপল্লীতে উপস্থিত

হইলেন। সূর্যটীলা অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে ভগবৎপার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর চরণদর্শন পাইলেন। দুর হইতে পরমহংস বাবাজী মহাশয় দণ্ডবন্নিপতিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভক্তবাৎসল্যে আর্দ্র হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমনপূর্বক পরমহংস বাবাজীকে উভয় হস্তের দ্বারা উত্তোলন করতঃ প্রেমালিঙ্গন করিয়া কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠীর পর পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর সাদরবাক্যে কহিলেন—"ভাই, তুমি যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। প্রেমদাসের নিকট প্রেমবিবর্ত শিক্ষা কর।"

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম ১২৭)

সন্ন্যাসী ঠাকুরও বিনীতভাবে পরমগুরুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ কহিলেন,—"প্রভো! আপনি চৈতন্যপার্ষদ, আপনার কৃপাকটাক্ষে আমার ন্যায় শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পবিত্র হইতে পারে। কৃপা করুন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভক্তগোষ্ঠীর পরস্পর-ব্যবহার পূর্বে শিক্ষা করেন নাই। গুরু ও পরমগুরুতে যে-প্রকার ব্যবহার দেখিলেন, তাহাই সদাচার জানিয়া নিজ গুরুর প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্রীগোদ্রুমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিলেন। এখন বেষ ব্যতীত আর সমস্তই তাঁহার বৈষ্ণবের ন্যায় হইয়াছে। শমদমাদিগুণসম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা পূর্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরব্রহ্মের চিল্লীলানিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীনভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

একদিন অরুণোদয়সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিষ্কৃত হইয়া তুলসী মালায় নাম-সংখ্যা করিতে করিতে মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। কুঞ্জভঙ্গলীলা স্মৃতিজনিত প্রেমবারি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীয় সিদ্ধভাবে পরিভাবিত ও তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার স্থূল দেহ -স্মৃতি হারাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করতঃ তাঁহার সাত্ত্বিকভাবসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন—"সখি! কক্‌খটীকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কর, নতুবা আমার রাধাগোবিন্দের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইলে সখী ললিতা দুঃখ পাইবেন এবং আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন। ঐ দেখ অনঙ্গ-মঞ্জরী তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছেন। তুমি রমণ মঞ্জরী; তোমার এই নির্দিষ্ট সেবা। তুমি তাহাতে যত্নবতী হও।"— বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধদেহ

ও পরিচয় জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল হইল। পূর্বদিকে ঊষা আসিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষীগণ চারিদিকে আপন আপন গান করিতেলাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। আলোক-প্রবেশ-সময়ে প্রদ্যুম্নকুঞ্জের মাধবীমণ্ডপের যে অপূর্ব শোভা হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

পরমহংস বাবাজী কদলীবল্কলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহ্যস্ফূর্তি ক্রমে ক্রমে হইতেছে। নামমালা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সমীপে বিনীতভাবে উপবেশনপূর্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভো! এই দীনজন একটী প্রশ্ন করিতেছে। উত্তর দান করিয়া তাহার প্রাণ শীতল করুন। ব্রহ্মজ্ঞানানলে দগ্ধ হৃদয়ে ব্রজরসের সঞ্চার করুন।"

বাবাজী কহিলেন,—"আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে-প্রশ্ন করিবেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, —"প্রভো! আমি অনেক দিন হইতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া 'ধর্ম কি' তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে-সমস্ত পরস্পর অনৈক্য। অতএব আমাকে বলুন, 'জীবের ধর্ম কি?' এবং পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষকেরা কেনই বা পৃথক পৃথক উপদেশকে ধর্ম বলিয়া বলেন? ধর্ম যদি এক হয় তবে পণ্ডিতেরা সকলেই কেন সেই এক অদ্বিতীয় ধর্মের অনুশীলন করেন না?"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—" ওহে ভাগ্যবান্! ধর্মতত্ত্ব যথাজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য-সহচররূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্য ধর্ম। পরে যখ : কোন ঘটনাবশতঃ বা অন্যবস্তু-সঙ্গে সেই বস্তু:: কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা–জল একটি বস্তু। তারল্য তাহার স্বভাব। ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা হয় তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা, কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয় এবং নিমিত্ত বিদূরিত হইলে, স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম। বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম। যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান

আছে, তাঁহারা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মের প্রভেদ জানিতে পারেন। যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান নাই, তাঁহারা নিসর্গকে স্বভাব মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্মকে নিত্যধর্ম মনে করেন।''

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—''বস্তু কাহাকে বলে এবং স্বভাব শব্দের অর্থ কি?''

পরমহংস বাবাজী কহিলেন,—''বস্-ধাতুতে সংজ্ঞার্থে 'তু' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু'-শব্দ হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার অর্থাৎ বাস্তব বস্তু এবং অবাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থ-ভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু--দ্রব্যগুণাদি-রূপ। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে। অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে সত্য, কোনস্থলে ভাণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে '' বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্'' এই কথায় বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ— ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ একমাত্র বাস্তব বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। অতএব 'বস্তু'-শব্দে ভগবান্ জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরস্পর-সম্বন্ধ জ্ঞানকে শুদ্ধজ্ঞান বলা যায়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে। সে-সমস্ত অবাস্তব বস্তুমধ্যে পরিগণিত। বৈশেষিকদিগের দ্রব্য ও গুণসংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনামাত্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ, তাহাই তাহার স্বভাব। জীব একটি বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ, তাহাই তাহার স্বভাব।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, —''প্রভো! এই বিষয়টী আমি ভাল করিয়া জানিতে চাই।''

বাবাজী মহাশয় কহিলেন, —''শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক একটী কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি-গ্রন্থ দেখাইয়াছেন, সেই গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর এবিষয়ে একটী উপদেশ আছে, যথাঃ—

''জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮,১১৭)

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু। তুলনাস্থলে অনেকে তাঁহাকে চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন। জীব তাঁহার কিরণকণা মাত্র। জীব অনেক। 'জীব কৃষ্ণের অংশ'— একথা বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্বতের অংশ, সেরূপ বলা হয় না। কেননা, অনন্ত অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিঃসৃত হইলেও কৃষ্ণের কোন অংশ ক্ষয় হয় না। এইজন্য বেদসকল অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের সহিত জীবের একাংশে সাদৃশ্য বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তুলনার স্থল নাই। মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গই বলুন, সূর্যের কিরণ পরমাণুই বলুন, বা মণিপ্রসূত স্বর্ণই বলুন, কোন তুলনাই সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এই সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ

পরিত্যাগ করিতে পারিলে, সহজ-হৃদয়ে জীবতত্ত্বের স্ফূর্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অণুচিদ্বস্তু। চিদ্ধর্মে উভয়ের ঐক্য আছে, কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম। কৃষ্ণ অনন্তশক্তি সম্পন্ন; অতএব চিজ্জগৎ প্রকাশে যেমত পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ জীব সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার একটী তটস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অপূর্ণ জগৎসংঘটনে কোন বিশেষ শক্তি কার্য করে। সেই শক্তির নাম তটস্থা। তটস্থা শক্তির ক্রিয়া এই যে, চিদ্বস্তু ও অচিদ্বস্তু— এই উভয়ের মধ্যে এমত একটী বস্তু নির্মাণ করে, যাহা চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ—উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্তু অচিদ্বস্তুর বিপরীত, অতএব স্বভাবতঃ তাহার অচিদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে কিন্তু কোন ঐশী শক্তিদ্বারা তাহা অচিৎসম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই ঐশী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে, অর্থাৎ উভস্থ। উক্ত ঐশী শক্তি তটে স্থিত হইয়া ভূধর্ম ও জলধর্ম—দুইই এক সত্তায় ধারণ করে; জীব চিদ্ধর্মী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড়ধর্মের বশ হইবার যোগ্য। অতএব শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় জীব জড়সম্বন্ধাতীত ন'ন। চিদ্ধর্মপ্রযুক্ত তিনি জড়বস্তুও ন'ন। জড় ও চিৎ—এই দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া একটি জীবতত্ত্ব হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এইজন্য নিত্য ভেদ স্বীকার করা কর্তব্য। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব মায়াবশ্য অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে 'নিত্যো নিত্যানাম্'— এই বেদবাক্যদ্বারা ভগবান্ তিন তত্ত্বের মূল নিত্যতত্ত্ব।

জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে সিদ্ধান্তিত হয় যে, জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা; এই স্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবানও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ। এই জন্যই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতেই জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহিমুর্খতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এই জন্যই 'অনাদি-বহির্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্মুখতা ও মায়াপ্রবেশ-কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম বিকৃত হইয়াছে। অতএব মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ

উদয় হইলে নৈমিত্তিক ধর্মের অবসর হইল। নিত্যধর্ম এক, অখণ্ড ও নির্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম নানা আকারে, নানা অবস্থায়, নানা লোক কর্তৃক, নানারূপে বিবৃত হয়।''

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই পর্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সমস্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করতঃ দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্বক কহিলেন,—''প্রভো! আমি অদ্য এই সকল কথা আলোচনা করি; যে-কিছু প্রশ্ন উদিত হয়, কল্য তাহা আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব।''

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের নিত্য-ধর্ম শুদ্ধ ও সনাতন

(সন্ন্যাসীর প্রশ্ন—জীব অণুবস্তু হইলেও তথাপি তাঁহার ধর্ম পূর্ণ—শুদ্ধ ও বদ্ধ অবস্থা—কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি জীবের সংসার—লিঙ্গ ও স্থূল -দেহাভিমান—জীবের স্বধর্ম -বিকৃতি— অনিত্য ধর্ম— বৈষ্ণব-ধর্মই নিত্যধর্ম—মহাভাব ও অদ্বৈত-সিদ্ধি—শঙ্করাচার্যের গৌরব—শঙ্করাবতারের প্রয়োজন—তিনি বৈষ্ণব ছিলেন—মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার মত বৈষ্ণব—তদুত্তরে তিনি নিস্তব্ধ—অদ্বৈত-সিদ্ধি ও প্রেমের কোন্ বিষয়ে ঐক্য ও কোন্ বিষয়ে পার্থক্য—মহাভাব কি? —বাহ্যবেশ—মর্কটবৈরাগ্যনিষেধ—ধর্ম এক বই দুই নয়—তাহাই জৈব বা বৈষ্ণব ধর্ম— জৈবধর্মকে কেন বৈষ্ণবধর্ম বলি—বিশুদ্ধ প্রেম ও এস্ক্—মহাপ্রভুই বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন—চিৎকাল ও মায়িক কালের ভেদ—হরিনাম শ্রেষ্ঠ-সাধন—নিরপরাধে নাম করিলে প্রেম পাওয়া যায়—নামগ্রহণক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণববিচার—সন্ন্যাসীর নাম-গ্রহণ।)

পরদিন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ব্রজভাবে নিমগ্ন থাকায়, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পান নাই। মধ্যাহ্নকালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই শ্রীমাধবী-মালতী-মণ্ডপে উপবিষ্ট। পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্বক কহিলেন —'' হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্মবিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন?'' এই কথা শ্রবণ করতঃ সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—''প্রভো! জীব যদি 'অণু' পদার্থ হয়, তবে তাঁহার নিত্যধর্ম কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি তাঁহার ধর্মের গঠন হইয়া থাকে, তবে সে-ধর্ম কিরূপে সনাতন হয়?''

এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্ম ধ্যানপূর্বক সহাস্যবদনে পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন,—''মহোদয়! জীব অণু পদার্থ হইলেও তাঁহার ধর্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অণুত্ব কেবল বস্তুপরিচয়। বৃহদ্বস্তু একমাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্দ্র। জীবসমূহ তাঁহার অনন্ত পরমাণু। অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গসমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী

বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণধর্মের বিকাশভূমি হইতে সমর্থ। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটি জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হ'ন। যে-পর্যন্ত স্বীয় ধর্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে, সে-পর্যন্ত সেই পূর্ণ ধর্মের সহজ বিকাশ দেখাইতে অণু- চৈতন্যস্বরূপ জীব অপারগ হইয়া প্রকাশ পান। বস্তুতঃ বিষয়-সংযোগেই ধর্মের পরিচয়। 'জীবের নিত্যধর্ম কি,— ইহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন। প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম, জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন। প্রেমই ইহার ধর্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম।

জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু-পদার্থ। সেই অণুত্ব প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্বাচীন। কিন্তু ধর্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হ'ন, তখনই তিনি স্বধর্মবিকার প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখপিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবামাত্রই সংসার-গতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ-শরীরের একটী পৃথক্ অভিমান উদিত হয়। সেই অভিমান আবার স্থূলদেহের অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ-শরীরে জীব কেবল কৃষ্ণদাস। লিঙ্গ-শরীরে জীব আপনাকে স্বকর্ম ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগকর্তা বলিয়া মনে করেন। তখন কৃষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গ দেহাভিমানদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়া 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি দুঃখী, আমি রোগ-শোকদ্বারা অভিভূত, আমি স্ত্রী, আমি অমুকের স্বামী' ইত্যাদি বহুবিধ স্থূলাভিমানদ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই প্রকার মিথ্যা-অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম। সুখ-দুঃখ, রাগদ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ-সুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল-শরীরে দেখা যায়। এখন দেখুন, জীবের নিত্যধর্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায় যে

ধর্মের উদয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। নৈমিত্তিক ধর্ম আর এক দিবস ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম লক্ষিত হয় তাহা নিত্যধর্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদয় ধর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন— নিত্য-ধর্ম, নৈমিত্তিক-ধর্ম ও অনিত্য-ধর্ম। যেসকল ধর্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই, সে-সকল অনিত্য-ধর্ম। যে-সকল ধর্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্বস্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য উপায়দ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে-সকল নৈমিত্তিক। যাহাতে বিমল-প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই সব ধর্ম নিত্য। নিত্যধর্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে-ধর্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।''

এই স্থলে সন্ন্যাসী ঠাকুর করযোড়ে বলিলেন,—''প্রভো, আমি শ্রীশচীনন্দনের প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্মের সর্ব উৎকর্ষ সর্বক্ষণ দেখিতেছি। শঙ্করাচার্য প্রকাশিত অদ্বৈতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটি কথা উদিত হইতেছে, তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়া রাখিতে চাহি না। সে কথাটি এই--প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ঘনীভূত প্রেমের মহাভাব-অবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহা কি অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পৃথক অবস্থা?''

পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎপ্রণামপূর্বক কহিলেন, ---মহোদয়, 'শঙ্কর শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', একথা সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এইজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছি[illegible]। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম-[illegible]র্মের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও, ঐ ধর্ম নিতান্ত অনিত্য। সে-সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ-কার্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্যসকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য সার্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ-কার্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে-ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের প্রাসাদ নির্মাণ

করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব-ধর্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য।

শ্রীশঙ্কর যে-বিচারপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড়জগতে স্থূল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিদ্বস্তু পৃথক ও অতিরিক্ত, তাহা বৈষ্ণবগণ ও শঙ্করাচার্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তাবিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড়-জগতের সম্বন্ধ-ত্যাগের নাম মুক্তি, তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্যন্ত শ্রীশঙ্করও বৈষ্ণবাচার্যগণের অনেক প্রকার ঐক্য আছে। হরিভজনদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ—ইহাও শঙ্করাচার্যের শিক্ষা। কেবল মুক্তিলাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। শঙ্কর একথা ভালরূপ জানিতেন যে, হরিভজনদ্বারা জীবকে মুক্তিপথে চালাইতে পারিলেই ক্রমশঃ ভজন-সুখে আবদ্ধ হইয়া জীব শুদ্ধভক্ত হইবেন। এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধিক কিছু বৈষ্ণব-রহস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যসকল যাঁহারা বিশেষ বিচার করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শঙ্করের গূঢ় মত বুঝিতে পারেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম হইতে বিদূরিত হ'ন।

অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতসিদ্ধির যে সঙ্কুচিত অর্থ করা যায়, তাহাতে তাহার ও প্রেমের পার্থক্য হইয়া পড়ে। প্রেম কি পদার্থ, তাহা বিচার করুন্। একটী চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে-ধর্মের দ্বারা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হ'ন তাহার নাম প্রেম। দুইটি চিৎপদার্থের পৃথক অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে-ধর্মদ্বারা পরম-চিৎপদার্থ কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ণ-প্রেম। কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাঁহার প্রতি যে অনুগত ভাবের সহিত নিত্য পৃথক্ অবস্থান, তাহার প্রেমতত্ত্বে নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন —এই তিনটী পৃথক্ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের একত্ব হয়, তবে প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না। যদি অচিৎ-সম্বন্ধশূন্য চিৎপদার্থের শুদ্ধ অবস্থাকে অদ্বৈতসিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈতসিদ্ধি এক হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্কর পণ্ডিতগণ চিদ্ধর্মের অদ্বৈতসিদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিদ্বস্তুর একতা-সাধনের যত্নদ্বারা বেদোদিত অদ্বয়তত্ত্বসিদ্ধির বিকার প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেমের নিত্যত্বহানি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সে-সিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কেবল চিত্তত্ত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত অবস্থা বলেন, কিন্তু তাঁহার অর্ব্বাচীন চেলাগণ তাঁহার গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করয়া ফেলিতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া, মায়াবাদ-নামক একটী সর্বাধম মত জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদিগণ আদৌ একটী বই আর অধিক চিদ্বস্তু স্বীকার করেন না। চিদ্বস্তুতে যে প্রেমধর্ম আছে, তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম যতক্ষণ

একাবস্থা-প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানা আকার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি মায়াগ্রস্ত। সুতরাং ভগবানের নিত্য-শুদ্ধ চিদ্ঘন-বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। জীবের পৃথক্ সত্ত্বাকেও মায়িক মনে করেন। কাজে কাজেঁই প্রেম ও প্রেমবিকারকে মায়িক মনে করয়া অদ্বৈত-জ্ঞানকে নির্মায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তমতের অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদার্থ হয় না।

কিন্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব যে-প্রেম আস্বাদ্ন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বীয় লীলাচরিতদ্বারা যাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মায়াতীত—বিশুদ্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির চরম ফল। মহাভাব সেই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকারবিশেষ। তাহাতে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ অত্যন্ত প্রবল; সুতরাং সংবেদক ও সংবেদ্যের পার্থক্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ একটি অপূর্ব অবস্থায় নীত হয়। তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন অবস্থায় কোন কার্য্য করিতে পারে না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"প্রভো! মায়াবাদ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে আমার সংশয় ছিল, অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মায়াবাদী-সন্ন্যাসী বেশ, তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে।"

বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—"মহাত্মন, আমি বেশের প্রতি কোন প্রকার রাগ-দ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না। অন্তঃকরণের ধর্ম পবিষ্কৃত হইলে, বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যেখানে বাহ্য বেশের বিশেষ আদর সেখানে অন্তরের ধর্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ। আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয়, তখন বাহ্য বেশাদি নির্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অনুগত করুন্। তাহা হইলে যে-সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে, তাহা আচরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যটি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন—

"'মর্কট-বৈরাগ্য না কর' লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬ শ ২৩৮-৩৯)

সন্ন্যাসী ঠাকুর সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া আর বেশ-পরিবর্তনের কথা উত্থাপন করিলেন না। করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,—"প্রভো, আমি যখন আপনার শিষ্য হইয়া চরণাশ্রয় করিয়াছি, তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন, আমি তাহা বিনা তর্কে মস্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বিমল কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম। তাহাই জীবের নিত্য-ধর্ম। সেই ধর্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নানা

দেশে যে নানাপ্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে, সে-সব ধর্মের বিষয় কিরূপ ভাবনা করিব?''

বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—''মহাত্মন্, ধর্ম এক—দুই বা নানা নহে। জীবমাত্রেরই একটি ধর্ম। সেই ধর্মের নাম বৈষ্ণব-ধর্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে জৈবধর্মকে অভিহিত করেন; কিন্তু পৃথক্ ধর্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম-বস্তুতে অণু-বস্তুর যে নির্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈবধর্ম অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধীয় ধর্ম। জীবসকল নানা-প্রকৃতি-সম্পন্ন হওয়ায় জৈব-ধর্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম নাম দিয়া জৈব-ধর্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্মে যে- পরিমাণে বৈষ্ণব-ধর্ম আছে, সেই পরিমাণে সে ধর্ম শুদ্ধ।

কিছু দিবস পূর্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যাবনিক ধর্মে যে 'এস্ক্' বলিয়া শব্দ আছে, তাহার অর্থ কি নির্মল প্রেমা, না আর কিছু—এই আমার প্রশ্ন ছিল। গোস্বামী মহোদয় সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেযতঃ যাবনিক ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয় কৃপা করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

''হাঁ, 'এস্ক্' শব্দের অর্থ প্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর ভজন বিষয়েও 'এস্ক্' শব্দ ব্যবহার করেন; কিন্তু প্রায়ই 'এস্ক্' শব্দে মায়িক প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। 'লয়লা মজনুর' ইতিবৃত্ত ও হাফেজের 'এস্ক্'-ভাব বর্ণন দেখিলে মনে হয় যে, যবনাচার্যগণ শুদ্ধ চিদ্বস্তু যে কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থূলদেহের প্রেম বা কখন লিঙ্গ দেহের প্রেমকে তাঁহারা 'এস্ক্' বলিয়া লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম তাহা অনুভব করেন নাই। সেরূপ প্রেম আমি যবনাচার্যের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব-ধর্মেই দেখিতে পাই। যবনাচার্য দিগের 'রু' যে শুদ্ধ জীব, তাহাও বোধ হয় না। বরং বদ্ধভাব প্রাপ্ত জীবকেই যে 'রু' বলিয়া থাকেন, এরূপ বোধ হয়। অন্য কোন ধর্মেই আমি বিমল কৃষ্ণ-প্রেমের শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব-ধর্মে সাধারণতঃ কৃষ্ণপ্রেম উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম''-রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল কৃষ্ণপ্রেম-ধর্মের শিক্ষা দেন নাই। আমার কথায় যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয়, তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।'' আমি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সনাতন গোস্বামীকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরও সেই সময় দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—''ভক্তপ্রবর, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্তনিবেশপূর্বক শ্রবণ করুন্। জীব সৃষ্টি ও জীবগঠন—এই সকল শব্দ

মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। জড়ীয় বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন অবস্থায় যে কাল বিভক্ত, তাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের যে-কাল, তাহা সর্বদা বর্তমান। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যদ্‌রূপ বিভাগ-গত ব্যবধান নাই। জীব ও কৃষ্ণ সেইকালে অবস্থান করেন। অতএব জীব নিত্য ও সনাতন এবং জীবের কৃষ্ণপ্রেমরূপ ধর্মও সনাতন। এই জড়-জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের সৃষ্টি, গঠন, পতন ইত্যাদি মায়িক-কাল-গত ধর্মসকল জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব অণু-পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন। জড়-জগতে আসার পূর্বেই তাহার গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত-ভবিষ্যদ্‌রূপ অবস্থা না থাকায় সেই কালে যাহা যাহা থাকে, সকলই নিত্য বর্তমান। জীব ও জীবের ধর্ম বস্তুতঃ নিত্য বর্তমান ও সনাতন। একথাটি আমি বলিলাম বটে, কিন্তু আপনি যতদূর শুদ্ধ চিজ্জগতের ভাব পাইয়াছেন, ততদূরই আপনার একথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে। আমি আভাসমাত্র দিলাম, আপনি অর্থটি চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়া লইবেন। জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এসকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। জড়বন্ধন হইতে অনুভবশক্তিকে যত শিথিল করিতে পারিবেন, ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদিত হইবে। আদৌ স্বীয় শুদ্ধ-স্বরূপের অনুভব এবং সেই স্বরূপে শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈব-ধর্মের উদয় প্রবলরূপে হইতে থাকিবে। অষ্টাঙ্গ-যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা চিদনুভব বিশুদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনই নিত্যসিদ্ধ ধর্মোদয় করাইতে সমর্থ। আপনি নিরন্তর উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন্। হরিনাম-অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন। কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব অনুরাগ জন্মিবে। সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই, চিজ্জগতের অনুভব উদিত হইবে। ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম-অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র ফলপ্রদ। অতএব শ্রীকৃষ্ণদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটি শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ বলিয়া লিখিত আছে—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তা'র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪র্থ ৭০,৭১)

মহাত্মন্, যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, "কাহাকে বৈষ্ণব বলিব?" আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব,—"যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে অন্য

কোন প্রকার লক্ষণদ্বারা বৈষ্ণব নির্ণয় করিতে হইবে না।''

সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামৃতে নিমগ্ন হইয়া ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।''—এই নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে-দিন তাঁহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিলেন,—''প্রভো, দীনের প্রতি কৃপা করুন্।''

তৃতীয় অধ্যায়

নৈমিত্তিক ধর্ম অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী

(সন্ন্যাসীর অপ্রাকৃত-মায়াপুর-দর্শন—মায়াপুর- বৈভবদর্শনে সন্ন্যাসীর বৈষ্ণব বেশ-গ্রহণ--প্রতিষ্ঠাভয়---সন্ন্যাসীর বৈষ্ণবদাস নামপ্রাপ্তি---- বৈষ্ণবদিগের নিকট বৈষ্ণবদাসের দৈন্যোক্তি— বৈষ্ণব-সঙ্গই ভক্তির মূল—কালিদাস লাহিড়ীর পরিচয়---কালিদাসের প্রশ্ন--বৈষ্ণবদাসের কথারম্ভ---মানব-প্রকৃতি বৈধী ও রাগানুগা--স্বরূপতঃ মুক্তি ও বস্তুতঃ মুক্তি---সংসার—রাগাত্মিকা প্রকৃতি--শাস্ত্রমূলতত্ত্ব,— কর্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, প্রেমাধিকার--একাঙ্গ মীমাংসকের দোষ—অধিকার— সোপান—অকর্ম, বিকর্ম ও কুকর্ম—শুভকর্ম--নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম--বর্ণব্যবস্থা—পৃথক্ পৃথক বর্ণলক্ষণ—বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বৈধ-জীবন--কর্মকাণ্ডে নিত্য-নৈমিত্তিক শব্দগুলি কেবল ঔপচারিক মাত্র--ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের ধিক্কার---অনুদিত-বিবেক ও উদিত-বিবেক মানব —উপায় ও উপেয়---চিত্তত্ত্বই উপাদেয়— নৈমিত্তিক ধর্ম অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী—জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের পরিচয়—তাঁহার বৈষ্ণবদাসের প্রতি শ্রদ্ধা—মাধবদাস বাবাজীর কথা—লাহিড়ী মহাশয়ের তাঁহার কথা শ্রবণ—মাধবদাসের বাটী পরিত্যাগপূর্বক লাহিড়ী মহাশয়ের প্রদ্যুম্নকুঞ্জে অবস্থান।)

এক দিবস একপ্রহর রাত্রের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর হরিনাম-গান করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুমের উপবনের একান্তে একটী উচ্চভূমিতে বসিয়া উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একটী অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, অনতিদূরে শ্রীমায়াপুর নয়নগোচর হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—''আহা! ঐ যে একটি আশ্চর্য আনন্দময় ধাম দেখিতেছি। বৃহৎ বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণসমূহ কিরণমালা বিস্তার করিয়া জাহ্নবীর তীরমণ্ডলকে উজ্জ্বলিত করিতেছে। অনেক স্থানে হরিনাম-সংকীর্তনের শব্দ তুমুল হইয়া গগনমণ্ডলকে বিদারিত করিতেছে। নারদের ন্যায় কত শত ভক্তগণ বীণাযন্ত্রে নামগান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেতকলেবর দেবদেব মহাদেব ডম্বরু ধরিয়া ''হা বিশ্বম্ভর, দয়া কর''— বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে পতিত হইতেছেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা কোন স্থলে বসিয়া বেদবাদী ঋষিদিগের সভায় ''মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্তকঃ। সুনির্মলামিমাং

প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।'' (১) এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার নির্মল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ''জয় প্রভু গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ'' বলিয়া লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতেছেন। পক্ষিসকল ডালে বসিয়া ' গৌর নিতাই' বলিয়া রব করিতেছে। ভ্রমরসকল গৌর-নাম রসপানে মত্ত হইয়া চতুর্দিকে পুষ্পোদ্যানে গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে। প্রকৃতি- দেবী সর্বত্র গৌর-রসে উন্মত্ত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিতেছেন। আহা! আমি দিবসে যখন শ্রীমায়াপুর দর্শন করি, তখন ত' এ ব্যাপার দেখিতে পাই না! আজ বা কি দেখিতেছি।'' তখন শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,- ---''প্রভো, আজ জানিলাম, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করাইলেন। আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজজন বলিয়া পরিচয় দিবার একটী উপায় সৃজন করিব। আমি দেখিতেছি যে, অপ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই তুলসীমালা, তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। আমিও তাহা করিব।''—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন অবস্থা উপস্থিত হইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সে অপূর্ব চিন্ময় ব্যাপারসকল আর নয়নগোচর হইল না। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,----''আমি বড় সৌভাগ্যবান্ যেহেতু শ্রীগুরুকৃপা লাভ করিয়া ক্ষণকাল শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিলাম।''

পরদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় দণ্ডটী জলে বিসর্জন দিয়া গলদেশে ত্রিকণ্ঠি তুলসী-মালা ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া 'হরি হরি' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। গোদ্রুমবাসী বৈষ্ণববর্গ তাঁহার অপূর্ব নূতন বেশ ও ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সময়ে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—''ভাল আমি বৈষ্ণবদিগের কৃপাপাত্র হইবার জন্য বৈষ্ণব- বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটি দায় উপস্থিত হইল। আমি শ্রীগুরুদেবের মুখে বারম্বার একথাটী শুনিয়াছি,——

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।''
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২১) (২)

তখন, যে- বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়া মনে করি, তাঁহারা আমাকে প্রণাম করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে? এইরূপ চিত্তে আলোচনা করিতে করিতে পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

(১। সেই পুরুষই মহাপ্রভু; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক। তাঁহার কৃপায়ই সুর্নিমলা শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তিনিই নিয়ন্তা ও অব্যয়।)

(২। তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহনশীল ও অভিমানবর্জিত হইয়া অপরকে সম্মানপ্রদানপূর্বক সর্বদা হরিকীর্তন কর্তব্য।)

মাধবীমণ্ডপে আসীন হইয়া বাবাজী মহাশয় হরিনাম করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশপরিবর্তন ও নামে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণদ্বারা স্বীয় শিষ্যকে স্নাত করাইতে করাইতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন,—"ওহে বৈষ্ণবদাস, আজ তোমার মঙ্গলপূর্ণ দেহ স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।" এই কথা বলিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব নাম দূর হইল। এখন 'বৈষ্ণবদাস'-নামে পরিচিত হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটী অপূর্ব জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদি-সন্ন্যাসিবেশ, সন্ন্যাস-আশ্রমের অহঙ্কারপূর্ণ নাম এবং আপনাকে মহদ্বুদ্ধি,—এ সমস্ত দূর হইল।

অপরাহ্নে শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপবাসী অনেকগুলি বৈষ্ণব পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে অসিয়াছিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়াছেন। সকলেই তুলসী-মালায় হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ "হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ", কেহ কেহ "হা সীতানাথ" এবং কেহ কেহ "হে জয় শচীনন্দন" এইরূপ বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। বৈষ্ণবসকল পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। সমাগত বৈষ্ণবসকল তুলসীপরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় বৈষ্ণবদাস আসিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা কর্ণাকর্ণী করিয়া বলিতে লাগিলেন,-—"ইনিই না সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর! আজ ইঁহার কি আশ্চর্যমূর্তি হইয়াছে।"

বৈষ্ণবগণের সম্মুকে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণবদাস বলিতেছেন,—"অদ্য আমি বৈষ্ণবপদরজঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রীগুরু দেবের কৃপায় আমি ভালরূপে জানিয়াছি যে, জীবের বৈষ্ণবপদরজঃ ব্যতীত আর গতি নাই। বৈষ্ণবের পদরজঃ, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত-এই তিন বস্তু ভবরোগের ঔষধ ও ভবরোগীর পথ্য। ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হয় এরূপ নয়, কিন্তু বিগতরোগ-পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয়। হে বৈষ্ণবগণ, আমি যে নিজের পাণ্ডিত্য-অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না। আমার হৃদয় আজকাল সমস্ত-অহঙ্কারশূন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইয়াছিল, সর্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন আর আমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা ছিল না। যদবধি আমি বৈষ্ণবতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছি, ততদিন আমার হৃদয়ে একটী দৈন্যবীজ রোপিত হইয়াছে। আমি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জন্মাহঙ্কার, বিদ্যামদ ও আশ্রমগৌরব দূর করিয়াছি। এখন আমার মনে হয় যে, আমি একটি নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র জীব। বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর কোনপ্রকার গতি নাই। ব্রাহ্মণত্ব, বিদ্যা ও সন্ন্যাস—ইহারা আমাকে ক্রমশঃ অধঃপাতিত করিতেছিল। আমি সরলভাবে আপনাদের চরণে সকল কথা বলিলাম। এখন আপনাদের দাসকে যাহা করিতে হয় করুন।"

বৈষ্ণবদাসের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই বলিয়া উঠিলেন,—"হে ভাগবত প্রবর, আপনার ন্যায় বৈষ্ণবের চরণরেণুর জন্য আমরা লালায়িত। কৃপা করিয়া আমাদিগকে

পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনি পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র। আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে লিখিয়াছেন যে, আপনার ন্যায় সঙ্গী লাভ করিলে ভক্তি হয়, যথা—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ।।" (১)

আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তি-পোষক-সুকৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার সৎসঙ্গ আমরা লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গ-বলে আমরা হরিভক্তি লাভ করিবার আশা করিতেছি।

বৈষ্ণবদিগের পরস্পর দৈন্য ও প্রণতি সমাপ্ত হইলে সেই ভক্তগোষ্ঠীতে বৈষ্ণবদাস মহাশয় এক পার্শ্বে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা বর্ধন করিলেন। তাঁহার হস্তে নূতন হরিনামের মালা দীপ্তি লাভ করিয়াছিল।

সেই গোষ্ঠীতে সে দিবস আর একটি ভাগ্যবান্ লোক বসিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যাবনিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেকটা মুসলমান রাজাদিগের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটি গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর, ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কুলীন, অনেক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী এবং দলাদলি কার্য্যে বিশেষ পটু। বহুদিন ঐসকল পদ ভোগ করিয়া, তাহাতে সুখ লাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম-সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে তিনি দিল্লীর কালোয়াতদিগের নিকট রাগ-রাগিণীর শিক্ষা করেন। সেই শিক্ষাবলে তিনি হরিনাম-সংকীর্তনেও মণ্ডল হইয়া পড়িলেন। যদিও বৈষ্ণবগণ তাঁহার কালোয়াতি সুর ভালবাসিতেন না, তথাপি সংকীর্তনে একটু একটু কালোয়াতি টান দিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার একটু নামে সুখবোধ হইল। তদনন্তর তিনি শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের নিকট গানকীর্তনে যোগ দিবার জন্য শ্রীগোদ্রুমে আসিয়া একটী বৈষ্ণবাশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবের সহিত প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া মালতী-মাধবী মণ্ডপে বসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের পরস্পর ব্যবহার ও দৈন্য এবং বৈষ্ণবদাসের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে কয়েকটী সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্মিতায় পটু ছিলেন বলিয়া সাহসপূর্বক সেই বৈষ্ণব-সভায় এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্ন, যথা—

"মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণবর্ণকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন। নিত্যকর্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সেই কার্য নিত্য হয়, তবে বৈষ্ণবব্যবহারসকল কেন তাহার বিরুদ্ধ হয়?"

(১। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিবৃত্তি উদিত হ'ন। পুরুষসকল পূর্বপূর্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রাপ্ত হ'ন।)

বৈষ্ণবগণ বিতর্ক ভালবাসেন না। কোন তার্কিক ব্রাহ্মণ এরূপ প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা কলহের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্নকর্তা হরিনাম-গান করেন বলিয়া সকলে কহিলেন,—"শ্রীযুত পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা সকলে সুখী হইব!" পরমহংস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্বক কহিলেন,—"মহোদয়গণ, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভক্তপ্রবর শ্রীবৈষ্ণবদাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিবেন।" সে-কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন।

বৈষ্ণবদাস শ্রীগুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করতঃ আপনাকে ধন্য জানিয়া দৈন্যপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন। এরূপ মহামান্য বিদ্বৎসভায় আমার কিছু-বলা নিতান্ত অন্যায়, তবে গুরু-আজ্ঞা সর্বদা শিরোধার্য্য। আমি গুরুদেবের মুখপদ্মনিঃসৃত যে তত্ত্ব-উপদেশরূপ মধুপান করিয়াছি, তাহাই স্মরণপূর্বক যথাসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' ইহা বলিয়া বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি সর্বাঙ্গে মৃক্ষণ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—

" যিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ভগবান্, ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ, সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন। মন্বাদি-ধর্মশাস্ত্র বেদশাস্ত্রের অনুগত বিধিনিষেধনির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সর্বত্র গণ্যমান্য হইয়াছেন। মানব-প্রকৃতি দুই প্রকার — বৈধী ও রাগানুগা। যতদিন মানব-বুদ্ধি মায়ার অধীন, ততদিন মানব-প্রকৃতি অবশ্যই বৈধী থাকিবে। মায়াবন্ধ হইতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না,—রাগানুগা প্রবৃত্তি প্রকটিতা হয়। রাগানুগা প্রকৃতিই জীবের শুদ্ধা প্রকৃতি— স্বভাবসিদ্ধা, চিন্ময়া ও জড়মুক্তা। শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় শুদ্ধ-চিন্ময় জীবের জড়সম্বন্ধ দূরীভূত হয়; কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা না হয়, ততদিন জড়সম্বন্ধ কেবল ক্ষয়োন্মুখ হইয়া থাকে। সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় মানববুদ্ধি স্বরূপতঃ জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্তুতঃ জড়মুক্তি হয় নাই। বস্তুতঃ জড়মুক্ত হইলে শুদ্ধজীবের রাগাত্মিকা বৃত্তি স্বরূপতঃ ও বস্তুতঃ উদিত হয়। ব্রজজনের যে প্রকৃতি, তাহা রাগাত্মিকা প্রকৃতি। ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব সকল রাগানুগা হইয়া পড়েন। জীবের পক্ষে এ-অবস্থা বড়ই উপাদেয়। এই অবস্থা যে-পর্যন্ত না হয়, সে-পর্যন্ত মানববুদ্ধি মায়িক বস্তুতেই অনুরাগ করে। নিসর্গক্রমে মায়িক বিষয়ের অনুরাগকে মূঢ় জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া মনে করে। চিদ্বিষয়ের বিশুদ্ধ অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে 'আমি ও আমার'—এই দুইটি বুদ্ধি গাঢ়রূপে কার্য করিতে থাকে। 'এই দেহ আমার ও এই দেহই আমি'—এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখসাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে প্রীতি এবং সুখবাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে দ্বেষ সহজে হইয়া থাকে। এই রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া মূঢ় জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ

প্রকাশ করতঃ অন্যকে শত্রু-মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে,—বিষয় লইয়া বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়া সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। ইহার নাম সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়া জন্ম, মরণ, কর্মফল, উচ্চ, নীচ অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীবসকল ভ্রমণ করিতেছে। এই সকল জীবের চিদনুরাগ সহজ বলিয়া বোধ হয় না। চিদনুরাগ যে কি তাহাও উপলব্ধি হয় না। আহা! যে চিদনুরাগই জীবের স্বধর্ম ও নিত্য-প্রকৃতি, তাহা ভুলিয়া জড় অনুরাগে বিভোর হইয়া চিৎকণস্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করিতেছে। সংসারে প্রায় সকলেই এই দুর্দশাকে দুর্দশা বলিয়া মনে করে না।

রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা ত' দূরে থাকুক, মায়াবদ্ধ জীবের রাগানুগা প্রকৃতিও নিতান্ত অপরিচিত। কখনও সাধুকৃপাবলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগা প্রকৃতির উদয় হয়। রাগানুগা প্রকৃতি, সুতরাং বিরল ও দুর্লভ। সংসার ঐ প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত।

কিন্তু ভগবান্ সর্বজ্ঞ ও কৃপাময়। তিনি দেখিলেন,—মায়াবদ্ধ জীব চিৎপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। কি-প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে? কি করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান পাইবার একটি উপায় হয়? সাধুসঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারিবে। সাধুসঙ্গের কোন নির্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলের প্রতি ঘটনীয় হইবে, ইহারই বা আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্য একটি বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কৃপাদৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদিত হইল। আর্য-হৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎ কৃপা-প্রসূত শাস্ত্র-সূর্য উদিত হইয়া সর্বসাধারণের নিকট আজ্ঞাবিধি সকল প্রচার করিল।

আদৌ বেদশাস্ত্র। বেদশাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও কোন অংশে প্রীতিরূপ ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎপরিমাণে বিজ্ঞ, কেহ বা বহুবিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। ইহার নাম অধিকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণানুসারে তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার ত্রিবিধাধিকার নির্দিষ্ট আছে। বেদ-বিধি নির্মাণপূর্বক এই তিন অধিকারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া নির্দিষ্ট ধর্মের নাম বৈধ-ধর্ম। জীব যে-প্রবৃত্তিক্রমে ঐ ধর্মগ্রহণ করে, সেই প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি যাঁহার নাই, তিনিই নিতান্ত অবৈধ। অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাঁহার জীবন সর্বদা অবৈধ কার্যে ন্যস্ত। তিনি বেদবহির্ভূত ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দিষ্ট। বেদ-শাস্ত্র যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ঋষিগণ সংহিতাশাস্ত্রে পরিবর্ধন করিয়া বেদানুগত অন্যান্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্মশাস্ত্রে কর্মাধিকার লিখিয়াছেন। দর্শনবাদিগণ তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে জ্ঞানাধিকার বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তিতত্ত্বের অধিকারগত উপদেশ ও ক্রিয়া

নির্ণয় করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। ঐ ঐ শাস্ত্রের নবীন মীমাংসকগণ সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন কোন স্থলে একাঙ্গের সর্বোৎকৃষ্টতা বর্ণন করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহগর্তে ফেলিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের অপূর্বমীমাংসারূপ গীতাশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, কর্ম জ্ঞানকে উদ্দেশ না করিলে, পাষণ্ড-কর্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। আবার কর্ম ও জ্ঞান উভয় যোগ ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে, কর্ম ও জ্ঞান উভয়েই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুতঃ একই যোগ মাত্র। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত।

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কর্মাশ্রয়। পরে কর্মযোগ, পরে জ্ঞানযোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটি সোপান না দেখাইলে, তিনি কোন ক্রমেই ভক্তিমন্দিরে উঠিতে পারেন না।

কর্মাশ্রয় কি? জীবনধারণপূর্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম। সেই কর্ম দুইপ্রকার—শুভ ও অশুভ। শুভকর্ম দ্বারা জীবের শুভ ফল হয়। অশুভকর্মদ্বারা জীবের অশুভ ফল হয়। অশুভ কর্মকে 'পাপ' বা 'বিকর্ম' বলে। শুভকর্মের অকরণকে 'অকর্ম' বলে। দুই প্রকারই মন্দ। শুভকর্মই ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার—অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্যকর্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট। হেয়ত্ব ও উপাদেয়তা বিচারপূর্বক শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মকেই 'কর্ম' বলেন, অকর্ম ও বিকর্মকে 'কর্ম' বলেন না। কাম্যকর্মও যখন হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইয়াছে, তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মই কর্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্মকে 'নিত্যকর্ম' বলেন। নিত্যকর্ম সকলেরই কর্তব্য কর্ম। যে সকল কর্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্মের ন্যায় কর্তব্য হয়, তখন তাহাকে ' নৈমিত্তিক কর্ম' বলে। সন্ধ্যা, বন্দনা; পবিত্র উপায়দ্বারা শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্যপালন —এই সকল নিত্যকর্ম। মৃত পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত-এ সমস্তই নৈমিত্তিক।

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকর্তৃগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্বক 'বর্ণাশ্রম'- নামে একটী ধর্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম এই যে, কর্মানুষ্ঠানযোগ্য মানববৃন্দ স্বভাবতঃ চারিপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা যে-অবস্থা অবলম্বনপূর্বক সংসারে অবস্থিত হ'ন, তাহা চারিপ্রকার তাহার নাম আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদিগের চারিটী আশ্রম। যাহারা অকর্ম ও বিকর্মপ্রিয়, তাহারা অন্ত্যজ বর্ণ ও নিরাশ্রম। বর্ণসকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেখানে কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণনিরূপণ, সেখানে তাৎপর্য-হানিই একমাত্র ফল। বিবাহিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও স্ত্রীসঙ্গত্যাগের পর বিরাগের অবস্থা অনুসারে আশ্রমসকল

নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম। অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারীর আশ্রয়। স্ত্রীসঙ্গবিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠাশ্রম। ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ।

সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে,—

"বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ।।
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ।
স্থৈং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্।।
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকাম-ক্রোধ-লোভতা।
ভূত-প্রিয় হিতেহা চ ধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিকঃ।।"

(১১।১৭।১৫-২১) (১)

এই বিদ্বৎসভায় শাস্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, বর্ণ এবং আশ্রম-ব্যবস্থাই বৈধজীবনের মূল। যে-দেশে যতদূর বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অভাব, সে-দেশে ততদূরই অধার্মিকতা প্রবল।

(১। বর্ণ এবং আশ্রমের জন্মস্থানানুসারে মনুষ্যের নীচ ও উত্তম প্রকৃতি উৎপন্ন হইল। পদ ও যঘন-প্রদেশ নীচ স্থান, তাহা হইতে শূদ্রবর্ণ ও গৃহস্থাশ্রম উৎপন্ন হওয়াতে শূর ওগৃহিগণের নীচ প্রকৃতি।

শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে (ভগবানে) ভক্তি, পর-দুঃখে কাতরতা, সত্য---এই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রকৃতি।

প্রতাপ, বল, ধৈর্য্য, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য এবং ঐশ্বর্য—এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব।

ভগবানে বিশ্বাস, দাননিষ্ঠা, নিষ্কপটতা, ব্রাহ্মণ- সেবা, অর্থবুদ্ধিবিষয়ে প্রযত্ন---এই সকল বৈশ্যস্বভাব।

দেব, দ্বিজ এবং গোসকলের অকপটে পরিচর্যা এবং গো-দ্বিজ- দেব-শুশ্রূষাদ্বারা লব্ধ অর্থে সন্তোষ—এই সমস্তই শূদ্রস্বভাব।

অপবিত্রতা, মিথ্যা, চৌর্য, পরলোকে অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ, অসৎ বিষয়ে লোভ—এই সকল আশ্রমভ্রষ্ট অন্ত্যজগণের প্রকৃতি।

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, কাম- ক্রোধ- লোভশূন্যতা, সর্বজীবের প্রিয় ও হিতচেষ্টা---ইহা সর্ববর্ণেরই ধর্ম।)

এখন বিচার্য এই যে, কর্মবিচারে যে 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক'-শব্দ দুইটীর ব্যবহার হয়, তাহা কি প্রকার? শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য বিচার করিয়া দেখিলে, কর্মসম্বন্ধে ঐ দুইটী শব্দ পারমার্থিকভাবে ব্যবহৃত হয় না, কেবল ব্যবহারিক বা ঔপচারিকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'নিত্যধর্ম', 'নিত্যকর্ম', 'নিত্যতত্ত্ব', 'নিত্যসত্য' প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ-চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে যে উপায়-বিচারে কর্মকে লক্ষ্য করিয়া 'নিত্য'-শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল সংসারে নিত্যতত্ত্বের দূর-উদ্দেশক বলিয়া ঔপচারিক ভাবে কর্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম যখন কর্মযোগদ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে; তখনই কর্ম ও জ্ঞান ঔপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাকে 'নিত্যকর্ম' বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে-পন্থা হইয়াছে, তাহা নিত্য-সাধক বলিয়া নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কার্য সাধিবার জন্য যে জড়ীয় কার্য অবলম্বন করা যায়, তাহা নিত্যকর্মের সহায়, অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে 'নিত্য' না বলিয়া 'নৈমিত্তিক' বলাই ভাল। কর্মব্যাপারে যে নিত্য- নৈমিত্তিক-বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্ত্বিক নয়।

বস্তু-বিচার করিলে শুদ্ধচিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম হয়, আর যতপ্রকার ধর্ম, সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রমধর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যজ্ঞান ও তপস্যা সমুদয়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধহওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক 'নিমিত্ত।' সেই নিমিত্তজনিত ঐ সকল ধর্ম, ধর্ম হইয়াছে; অতএব তাত্ত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম ও তাঁহার কর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ— এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম। এই সমস্ত কর্ম ধর্মশাস্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকারভেদে নিতান্ত উপাদেয়, তথাপি নিত্যকর্মের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই; যথা (ভাঃ ৭/৯/১০)—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।" (১)

সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনুসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদশ্রবণ ও ব্রত- -এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণধর্ম। এবম্ভূত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি

(১। কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ, দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ; কেননা, আমি মনে করি, যাঁহার কৃষ্ণেতে অর্পিত মন, বাক্য, চেষ্টা ও অর্থ, তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু বহুমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারে না।)

ঐসকল-গুণ-যুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি শূন্য হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য এই যে, চণ্ডালবংশে জন্মলাভ করিয়া সাধুসঙ্গরূপ সংস্কারদ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জাত, শুদ্ধচিদনুশীলনরূপ নিত্যধর্মানুশীলনে বিরত, নৈমিত্তিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জগতে মানব দুই প্রকার অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত বিবেক মানবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদিত-বিবেক বিরল। অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর 'বৈষ্ণব'। বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ও অনুদিত বিবেক ব্যক্তিদিগের ব্যবহার পরস্পর অবশ্য পৃথক্ হইবে। পৃথক্ হইলেও বৈষ্ণব-ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন-জন্য নির্মিত স্মার্তবিধানের তাৎপর্যবিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্রতাৎপর্য সর্বত্রই এক। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থূল বাক্যের একদেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য আছেন। উদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া-ভেদেও তাৎপর্য-ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত-বিবেক পুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ ব্যবহারের মূল তাৎপর্য এক।

উদিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক-ধর্ম উপদেশ-যোগ্য; কিন্তু নৈমিত্তিক-ধর্ম বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

নৈমিত্তিক-ধর্মে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। চিদনুশীলনের অনুগত করিয়া জড়ানুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদনুশীলনরূপে উপেয়-প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে। উপায় উপেয়কে দিয়া নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়—উপেয় বস্তুর খণ্ডাবস্থা-মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণস্থল এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনা তাঁহার অন্যান্য কর্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধিসাধ্য। সহজ-প্রবৃত্তি হইতে ঐ সকল কার্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে, যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্মাকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যাবন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্যের উপায় মাত্র। ইহা কখন সম্পূর্ণ তত্ত্ব হয় না।

নৈমিত্তিক-ধর্ম সদুদ্দেশক বলিয়া আদৃত হইলেও উহা হেয়, মিশ্র। চিত্তত্ত্বই উপাদেয়। জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয়! নৈমিত্তিক-ধর্মে অধিক জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে, জীব সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়িয়া থাকিতে পারে না; যথা—ব্রাহ্মণের ঈশোপাসনা ভাল বটে, কিন্তু 'আমি ব্রাহ্মণ, অন্য জীব আমা অপেক্ষা হীন'—এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয়ফলজনক করিয়া তুলে। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে 'বিভূতি'-নামক একটী অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক।

'ভুক্তি', 'মুক্তি' এই দুইটী নৈমিত্তিক- ধর্মের অনিবার্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিলে তবে মূল উদ্দেশ্য যে চিদনুশীলন, তাহা হইতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক-ধর্মে জীবের পক্ষে হেয়ভাগ অধিক।

নৈমিত্তিক-ধর্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম জীবের সর্বাবস্থায় সর্বকালে থাকে না; যথা--ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক-ধর্ম, নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চণ্ডাল-জন্ম লাভ করিলেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণবর্ণাগত নৈমিত্তিক-ধর্ম আর স্বধর্ম নয়। 'স্বধর্ম'-শব্দটীও এস্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের স্বধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্মের পরিবর্তন হয় না। নিত্যধর্মই বস্তুতঃ জীবের স্বধর্ম, নৈমিত্তিক-ধর্ম অচিরস্থায়ী।

তবে যদি বলেন, বৈষ্ণবধর্ম কি? উত্তর--এই ধর্ম জীবের নিত্যধর্ম। বৈষ্ণব-জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড়বদ্ধ অবস্থায় উদিত-বিবেক হইয়া জড় ও জড়সম্বন্ধের মধ্যে চিদনুশীলনের সমস্ত অনুকূলবিষয় আদরপূর্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য করেন না। যে-বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল, তখনই তাহাকে আদর করেন। যখন প্রতিকূল, তখনই তাহাকে অনাদর করেন। নিষেধ সম্বন্ধেও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে আমার বক্তব্য সকল বলিলাম। আপনারা আমার সমস্ত দোষ মার্জনা করুন।

এই বলিয়া বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবসভাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গোদ্রুমের কুঞ্জ-সকলও চতুর্দিক হইতে ধন্য ধন্য বলিয়া উত্তর দিল।

জিজ্ঞাসু গায়ক ব্রাহ্মণটী বিচারের অনেক স্থলে নিগূঢ় সত্য দেখিতে পাইলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু সন্দেহের বিষয়ও উপস্থিত হইল। যাহা হউক, তাঁহার মনে বৈষ্ণবধর্মের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়পূর্বক বলিলেন,--মহোদয়গণ, আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব হইয়াছি। আপনারা কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপা করিয়া বলিলেন,--আপনি সময়ে সময়ে শ্রীমান্ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্তশাস্ত্র গাঢ়রূপে পাঠ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে ছিলেন; আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া ইঁহাকে এই শ্রীনবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন ইনি বৈষ্ণবতত্ত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইঁহার গাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে।

জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজী মহাশয়ের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবদাসকে মনে মনে গুরু বলিয়া বরণ করিলেন। তাঁহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকূলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবার যোগ্য, আবার বৈষ্ণব-তত্ত্বে ইঁহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের অনেক কথাই ইঁহার নিকট জানা যাইবে। এই মনে করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,— "মহোদয়, আপনি আমাকে কৃপা করিবেন।" বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উত্তর দিলেন,–"আপনিও আমাকে কৃপা করিলেই আমি চরিতার্থ হই।"

সে দিবস প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটি পল্লীর মধ্যে একটি গোপনীয় স্থান; সেটীও একটী কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। দুই দিকে দুইখানি ঘর। উঠানটি চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ, নিমগাছ ও আর কয়েকটী ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদাস বাবাজী। বাবাজীটী প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গ দোষে তাঁহার বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া ভজনাদি খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ নিজের ব্যয় ভালরূপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাসা করিয়াছেন।

অর্দ্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণবদাস বাবাজীর বক্তৃতার সারার্থ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটি শব্দ হইল। বাহিরে হইয়া দেখেন, মাধব দাস বাবাজী একটী স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে লজ্জিত হইয়া মাধবদাস নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,–বাবাজী , এ কি ব্যাপার?

মাধবদাস সজলনয়নে কহিলেন–আমার মাথা! আর কি বলিব? হায়! আমি কি ছিলাম, আবার কি হইলাম! পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন! এখন তাঁহার নিকট যাইতে আমার লজ্জা হয়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,–কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা বুঝিতে পারি।

মাধবদাস বলিলেন,– যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিলেন, উনি আমার পূর্বাশ্রমে বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি কিছুদিন পরে শ্রীপাট শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া বাস করিলেন। এইরূপে অনেকদিন গেল। আমি শ্রীপাট শান্তিপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দেখিয়া কহিলাম,—তুমি কেন গৃহত্যাগ করিলে?

উনি আমাকে বুঝাইলেন যে, সংসার আর ভাল লাগে না, আপনার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি তীর্থবাস করিতেছি, ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু না বলিয়া শ্রীগোদ্রুমে আসিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোদ্রুমে আসিয়া একটি সদগোপের বাটীতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উহার সহিত দেখা হয়। আমি যত উহার হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। উনি এখন একটী আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আসিয়া আমার সর্বনাশ করিবার যত্ন করেন। আমার অযশ সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে। উহার সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসগণের মধ্যে আমি কুলাঙ্গার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। শ্রীগোদ্রুমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করিয়া আজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না।

লাহিড়ী মহাশয় ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মাধবদাস বাবাজী, সাবধান হউন। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাবাজীও নিজ গদিতে গিয়া বসিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে কহিলেন, মাধবদাস বাবাজী ত' বান্তাশী হইয়া অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাকা উচিত হয় না, কেননা, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাসহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না।

প্রাতঃকালেই তিনি প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণবদাসকে যথাবিধি অভিবাদনপুরঃসর ঐ কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্শ্বে একটী কুটীরে তাঁহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় ঐ কুটীরে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণবাটীতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যধর্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম

(লাহিড়ী মহাশয়ের সর্পভয়-নিবারণ--মরণচিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া হরিভজন করা উচিত— বৈষ্ণবকে সকল জীবই অনুরাগ করেন---শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম ও বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম--কর্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ- ভেদে দুই প্রকার বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম---প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম শুদ্ধ---ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নৈমিত্তিক-ধর্মের বিষয়--ভগবান্ ভক্তি-দ্বারা নিত্যধর্মে উপাসিত---শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-জ্ঞানের আবশ্যকতা--সম্বন্ধ-তত্ত্বব্যাখ্যা--সাকার-নিরাকার বিচার---ভগবানে দুই স্বরূপই আছে--ব্রহ্মে কেবল একটি--নিত্যরূপস্থাপন--নিত্যরূপাদি-ধ্যান-প্রক্রিয়া---নামরসে-নিত্যরূপাদি --জীবতত্ত্ব---তটস্থশক্তি-জীবগণের প্রকার ভেদ--মায়া-শক্তি--মায়া, জীব ও কৃষ্ণের পরস্পর-সম্বন্ধ--দীক্ষা ও শিক্ষা---অভিধেয়তত্ত্ব---অভিধেয়-সাধন-ভক্তির প্রকার---তাহার অধিকার--নামদান-- নিরপরাধে নাম করিবার উপদেশ---লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবর্তন----প্রয়োজন-জিজ্ঞাসা-- শ্রীগুরুমাহাত্ম্য।)

লাহিড়ী মহাশয়ের কুটির ও শ্রীবৈষ্ণবদাসের কুটির পরস্পর পার্শ্ববর্তী। নিকটে কয়েকটি আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষ। চতুর্দিক ছোট ছোট পূগবৃক্ষে সুশোভিত। অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্রাকার চবুতরা। যেকালে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঐ কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে ঐ চবুতরাটি আছে। অনেকদিন হইতে বৈষ্ণবগণ ঐ চবুতরাকে 'সুরভি চবুতরা' বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীবৈষ্ণবদাস নিজ কুটিরে একটী পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম করিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষ, রাত্রি ক্রমশঃ অধিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার দ্বারের নিকটে একটি সর্পের আকৃতি দেখা গেল। লাহিড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ একটি লগুড় লইয়া ঐ সর্পটি মারিবার উদ্যোগে অলোটি প্রদীপ্ত করিলেন। আলোক লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে সপটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাসকে বলিলেন,-- আপনি একটু সাবধানে থাকিবেন, একটী সর্প আপনার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণবদাস বলিলেন; লাহিড়ী মহাশয়, আপনি কেন সর্পের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন ? আসুন, আমার কুটিরে নির্ভয়ে বসুন। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুটিরে প্রবেশূর্বক একটী পত্রাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন সর্পবিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল। তিনি বলিলেন--মহাশয়, আমাদের শান্তিপুর এ বিষয়ে ভাল। সহর স্থান--সাপ টাপের ভয় নাই। নদীয়ায় সর্বদাই সর্পভয়, বিশেষতঃ গোদ্রুমাদি বনময় স্থানে ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন।

শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,— লাহিড়ী মহাশয়, এই সকল বিষয়ে চিত্ত

চঞ্চল করা নিতান্ত মন্দ। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে পরীক্ষিৎ মহারাজের কথা অবশ্য শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সর্পভয় পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরিকথামৃত অচঞ্চলচিত্তে শ্রীমৎ শুকদেবের মুখে শ্রবণ করতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মানবের চিদ্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎকথা-বিরহরূপ সর্পই সে দেহের ব্যাঘাত-জনক সর্প। জড়দেহ নিত্য নয়, অবশ্য একদিন পরিত্যক্ত হইবে। জড়দেহের জন্য কেবল শারীর কর্মসকল বিহিত। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন এই দেহের পতন হইবে, তখন কোন চেষ্টাদ্বারা ইহাকে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন সর্পের পার্শ্বে শয়ন করিলেও সর্প কিছু বলিবে না। অতএব সর্পভয়াদি ত্যাগ করিলে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় হইতে পারে। এই সকল ভয়ে চিত্ত যদি সর্বদা চঞ্চল রহিল, তবে কিরূপে হরিপাদপদ্মে নিযুক্ত হইবে? সর্পভয় ও তজ্জনিত সর্পবধের চেষ্টা অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হইয়া কহিলেন,—মহাশয়, আপনার সাধুবাক্যে আমার হৃদয় নির্ভয় হইল। আমি জানিলাম যে, হৃদয় উচ্চ করিতে পারিলেই পরমার্থলাভের যোগ্য হওয়া যায়। গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্মা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা কখনই বন্যজন্তুর ভয় করেন না, বরং অসাধুসঙ্গকে ভয় করিয়া বন্যজন্তুদিগের সহিত বনে বাস করেন।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—ভক্তিদেবী হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলে হৃদয় সহজে উন্নত হয়—-জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া যায়। সাধু ও অসাধু জীব, সকলেই ভক্তকে অনুরাগ করেন। অতএব মানবমাত্রেরই বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন,--আপনি নিত্যধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধর্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্মের কিছু নিকট-সম্বন্ধ আছে—- এরূপ আমার মনে প্রতীতি হইয়াছে। কিন্তু নিত্যধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের একতা আমার এখনও বোধ হয় নাই। প্রার্থনা করি, আপনি এই কথাটা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন--

''জগতে বৈষ্ণবধর্ম নামে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম আর একটী বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসভেদে চারিপ্রকার---অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম, সখ্যগত বৈষ্ণব ধর্ম, বাৎসল্যগত বৈষ্ণবধর্ম ও মধুররসগত বৈষ্ণবধর্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্যতম নাম নিত্যধর্ম বা পরধর্ম। ''যজ্জ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি''--এই শ্রুতিবাক্যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মকে লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ জানিবেন।

বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম দুই প্রকার অর্থাৎ কর্মবিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম। স্মার্তমতে যে-সকল বৈষ্ণবধর্মের পদ্ধতি আছে, সে-সমস্তই কর্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম। সেই বৈষ্ণবধর্মে

বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ-বিষ্ণুকে কর্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে বিষ্ণু সকল দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্মাঙ্গ ও কর্মাধীন; বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম নয়, কর্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এই মতে উপাসনা ভজন ও সাধন—সমস্তই কর্মাঙ্গ, যেহেতু কর্ম অপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব আর নাই। জড়মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন। শুদ্ধবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চা'ন না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্য মাত্র।

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয়-ব্রহ্মতত্ত্বই সর্বোচ্চ তত্ত্ব। সেই মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার-উপাস্য দূর হয়। শেষে নির্বিশেষ-ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চ-উপসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখন রাধাকৃষ্ণ-বিয়য়ক হইলেও, তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম নয়।

এবম্ভূত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধর্মকেই বৈষ্ণবধর্ম বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবের পরমার্থ-প্রবৃত্তি তিন-প্রকার— অর্থাৎ ব্রহ্মা- প্রবৃত্তি, পরমাত্ম-প্রবৃত্তি ও ভাগবত-প্রবৃত্তি। ব্রহ্মা প্রবৃত্তিক্রমে নির্বিশেষ-ব্রহ্মতত্ত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া নির্বিশেষ হইতে চেষ্টা করেন, কালে সে-সকল উপায় পঞ্চদেবতার উপাসনা বলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম উদিত হইয়া থাকে।

পরমাত্ম প্রবৃত্তিক্রমে সূক্ষ্ম-পরমাত্মস্পর্শী যোগতত্ত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া পরমাত্মসমাধি আশা করেন, সে-সকল ক্রিয়াকর্মযোগও অষ্টাঙ্গাদি-যোগ বলিয়া পরিচিত। এই মতে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা, বিষ্ণুপূজা ও ধ্যানাদি সমস্তই কর্মাঙ্গ। তন্মধ্যে কর্মবিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম উদিত হইয়া থাকে।

ভাগবত প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ-সবিশেষ-ভগবৎ স্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয়। ইঁহারা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে-সকল ক্রিয়া কর্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয়— শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণবধর্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বচন—যথা (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

দেখুন, ব্রহ্মপরমাত্মাভেদী ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই শুদ্ধ বিষ্ণুতত্ত্ব।

সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধজীব। তাঁহার প্রবৃত্তির নাম 'ভক্তি'। হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম, নিত্যধর্ম, জৈবধর্ম, ভাগবতধর্ম, পরমার্থধর্ম, পরধর্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ও পরমাত্মপ্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম হইয়াছে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্বিশেষ-গতির অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক ধর্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি-সুখবাঞ্ছায় পরমাত্ম-ধর্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্মভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পরমাত্মধর্ম নিত্য নয়, কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধর্মই নিত্য।

এই পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন মহোদয়,—যাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম বলে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন্। আমি এই অধিক বয়সে আপনার চরণাশ্রয় করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আমি শুনিয়াছি যে, অপাত্রের দ্বারা পূর্বে দীক্ষা ও শিক্ষা হইয়া থাকিলেও, সুপাত্র লাভ করিলে পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। আমি কয়েকদিবস হইতে আপনার সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে জাত-শ্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি কৃপা করিয়া প্রথমে বৈষ্ণবধর্মে শিক্ষা এবং অবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র করুন।

বাবাজী মহাশয় একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—দাদা ঠাকুর, আমার সাধ্যমত আমি আপনাকে শিক্ষা দিব। আমি দীক্ষাগুরু হইবার যোগ্য নই। সে যাহা হউক, আপনি এখন শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা করুন।

জগতের আদিগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্মে তিনটি তত্ত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব। এই তিন তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি যথাযথ আচরণ করেন, তিনিই শুদ্ধবৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্ত।

সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটি বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে– জড় জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্বদা সুন্দররূপে একটি স্বতন্ত্রস্বরূপ। তাঁহার অঙ্গ কান্তি সুদূরবর্তী হইয়া নির্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশী শক্তি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া অংশে পরমাত্মস্বরূপে জগৎপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। ঐশ্বর্য্যপ্রধান প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য-প্রকাশে তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাহার প্রকাশ ও বিলাসসমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই;—তাঁহার অধিকের ত' কথাই নাই। তাঁহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরা-শক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় মাত্র আছে। একটির

নাম চিদ্বিক্রম—যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা-সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে; আর একটির নাম জীববিক্রম বা তটস্থবিক্রম—যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবিস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়াবিক্রম,—যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের যে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধতত্ত্ব। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন না।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—আমি বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, বৈষ্ণবগণ কেবল ভাবুকতার অধীন, তাঁহাদের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এ কথা কিরূপ? আমি এ পর্যন্ত হরিনামকীর্তনে ভাব সংগ্রহ করিবারই যত্ন করিয়াছি, সম্বন্ধ-জ্ঞান জানিতে চেষ্টা করি নাই।

বাবাজী কহিলেন,—বৈষ্ণবের ভাবোদয়ই চরম ফল বটে; কিন্তু শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে চরম ফল জানিয়া সাধন-মধ্যে ভাব শিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধ ভাব নয় অর্থাৎ শুদ্ধভাবের ভাণ মাত্র। শুদ্ধভাব একবিন্দু হইলেও জীবকে চরিতার্থ করে, কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ-ভাবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়া জানিবেন। হৃদয়ে যাঁহার অভেদ-ব্রহ্মভাব, তাঁহার ভক্তিভাব কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র। অতএব শুদ্ধভক্তদিগের সম্বন্ধজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক।

লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব কি আছে? ভগবান্ হইতে যদি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তাহা হইলে জ্ঞানীলোক সকল কেন ব্রহ্মত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন না?

বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মা, চতুঃসন, শুক, নারদ, দেবদেব মহাদেব সকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,—ভগবান্ রূপবিশিষ্ট তত্ত্ব, অতএব সীমা-বিশিষ্ট তিনি কিরূপে অসীম ব্রহ্মের আশ্রয় হইতে পারেন?

বাবাজী কহিলেন,—জড় জগতে একটি আকাশ বলিয়া বস্তু আছে, তাহাও অসীম। এমত স্থলে ব্রহ্মের অসীম হইয়া কি অধিক মাহাত্ম্য হইল? ভগবান্ নিজ অঙ্গকান্তিরূপ-শক্তিক্রমে অসীম হইয়াও যুগপৎ স্বরূপ-বিশিষ্ট। এমন আর কোনও বস্তু দেখিয়াছেন? এই অদ্বিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা সুতরাং উচ্চ। একটী অপূর্ব সর্বাকর্ষকস্বরূপ-তাঁহাতে সর্বব্যাপিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিত্ব, পরমদয়া, পরমানন্দ পূর্ণরূপে বিরাজমান। এরূপ স্বরূপ ভাল, কি কোনও গুণ নাই, কোনও শক্তি নাই—একটী অজ্ঞাত সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল? বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভগবানের নির্বিশেষ আবির্ভাব। ভগবানে নির্বিশেষতত্ত্ও সবিশেষত্ব—দুইই সুন্দররূপে যুগপৎ অবিস্থিত। ব্রহ্ম তাঁহার এক অংশ মাত্র। নিরাকার,

নির্বিকার, নির্বিশেষ, অপরিজ্ঞেয় ও অপরিমেয় ভাবটী অদূরদর্শী ব্যক্তিদের প্রিয় হয়; কিন্তু যাঁহারা সর্বদর্শী, তাঁহারা পূর্ণ তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই রতি করেন না। বৈষ্ণবেরা নিরাকার তত্ত্বকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, যেহেতু তাহা নিত্য ধর্মের বিরোধী ও শুদ্ধপ্রেমের বিরোধী। পরমেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় তত্ত্বের আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং সমস্ত শুদ্ধজীবের আকর্ষক।

লা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কর্ম ও দেহত্যাগ আছে–তাঁহার মূর্তি কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

বা। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সচ্চিদানন্দ –তাঁহাতে জড়সম্বন্ধীয় জন্ম, কর্ম ও দেহত্যাগাদি নাই।

লা। তবে কেন মহাভারতাদি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন?

বা। নিত্যতত্ত্ব বর্ণনার অতীত। শুদ্ধজীব আপন চিদ্বিভাগে কৃষ্ণমূর্তি ও কৃষ্ণলীলা পরিদর্শন করেন। বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে গেলে, জড়ীয় ইতিহাসের ন্যায় কাযেকাযেই বর্ণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মহাভারতাদি গ্রন্থের সারগ্রহণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা কৃষ্ণলীলাদি যেরূপ অনুভব করেন, জড়বুদ্ধি লোকেরা ঐসকল বর্ণন শুনিয়া অন্যপ্রকার অনুভব করিয়া থাকেন।

লা। কৃষ্ণমূর্তি-ধ্যান করিতে গেলে একটি দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার শ্রীমূর্তির ধ্যান হইতে পারে?

বা। ধ্যান মনের কর্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ-চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তিভাবিত মন ক্রমশঃ চিন্ময় হইয়া পড়ে; সেই মনে যে ধ্যান হয়, তাহা অবশ্য চিন্ময়। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণনাম করেন, তখন জড়জগৎ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা চিন্ময়। চিন্ময় জগতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা-ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গসেবাসুখ ভোগ করিতে থাকেন।

লা। আপনি কৃপা করিয়া ঐ চিদনুভব আমাকে প্রদান করুন।

বা। আপনি সমস্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন অহরহ নাম-আলোচনা করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই চিদনুভব উদিত হইবে। যত বিতর্ক করিবেন ততই জড়বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করিবেন। যতই নামরস উদয় করাইবেন, ততই জড়বন্ধন শিথিল হইবে ও চিজ্জগৎ হৃদয়ে প্রকাশ পাইবে।

লা। আমি ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা কি, তাহা বলিয়া দেন।

বা। মন বাক্যের সহিত সে তত্ত্বকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল চিদানন্দের অনুশীলনেই তাহা পাওয়া যায়। আপনি বিতর্ক ছাড়িয়া কিছুদিন নাম করুন, তাহা হইলে আপনা আপনি সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে এবং আপনি আর কাহাকেও কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন না।

লা। আমি জানিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নামরস পান করিলে সমস্ত

পরমার্থ পাওয়া যায়। আমি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া নামাশ্রয় করিব।

বা। একথা সর্বোৎকৃষ্ট। আপনি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া অনুভব করুন।

লা। ভগবত্তত্ত্ব আমি এখন বুঝিয়াছি। ভগবানই এক পরমতত্ত্ব; ব্রহ্ম, পরমাত্মা তাঁহার অধীন। তিনি সর্বব্যাপী হইয়াও চিজ্জগতে স্বীয় অপূর্ব শ্রীবিগ্রহে বিরাজমান। তিনি ঘনীভূত-সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং সর্বশক্তিসমন্বিত। সকলশক্তির অধীশ্বর হইয়াও হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গসুখে সর্বদা প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ত্ব বলুন।

বা। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে 'তটস্থ' বলিয়া একটি শক্তি আছে। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্তী উভয় জগতের সঙ্গযোগ্য একটি তত্ত্ব সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত হয়; তাহার নাম জীবতত্ত্ব। জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু। লঘুতাপ্রযুক্ত তাহা জড় জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু শুদ্ধগঠনপ্রযুক্ত একটু চিদ্বল পাইলেই পরমানন্দে চিজ্জগতের নিত্যনিবাসী হইতে পারেন। সেই জীব দুইপ্রকার—মুক্ত অর্থাৎ চিজ্জগৎনিবাসী ও বদ্ধ অর্থাৎ জড়জগৎনিবাসী। বদ্ধজীব দুই প্রকার—উদিতবিবেক ও অনুদিতবিবেক। মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমার্থ-চেষ্টা নাই ও পশুপক্ষিগণ, ইহারা অনুদিতবিবেক বদ্ধজীব। যে সকল মানব বৈষ্ণবপথাবলম্বী, তাঁহারা উদিতবিবেক। যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমার্থচেষ্টা নাই। এইজন্য বৈষ্ণবসেবাও বৈষ্ণবসঙ্গ সকল কর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অনুসারে উদিতবিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদিত-প্রবৃত্তি হ'ন, তাহাতেই বৈষ্ণবসঙ্গ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুদিতবিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাদ্বারা কৃষ্ণনাম করেন না; কেবল পরম্পরা-আচার-অনুসারে কৃষ্ণমূর্তিসেবা করেন। সুতরাং বৈষ্ণবসম্মানের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের হৃদয়ে আরূঢ় হয় না।

লা। কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বুঝিলাম। এখন মায়াতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন।

বা। মায়া অচিৎ ব্যাপার। মায়া একটী কৃষ্ণশক্তি। ইহার নাম অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছায়া আলোক হইতে দূরে থাকে, তদ্রূপ মায়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি হইতে দূরে থাকে। মায়া জড়-জগতের চৌদ্দভুবন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্বরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মায়িক। মুক্ত হইলে জীবের চিদ্দেহ পরিষ্কৃত হয়। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃষ্ণবহির্মুখ। যতদূর মায়ামুক্ত, ততদূর কৃষ্ণসাম্মুখ্যপ্রাপ্ত। বদ্ধজীবের ভোগায়তনস্বরূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ-ইচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছে। এই মায়িক জগত জীবের নিত্যবাসস্থান নয়। এ জগৎ কেবল জীবের কারাগারমাত্র।

লা। প্রভো! আপনি এখন মায়া, জীব ও কৃষ্ণের নিত্য-সম্বন্ধ বলুন।

বা। জীব চিদণু, অতএব নিত্য-কৃষ্ণদাস। মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। এখানে সৎসঙ্গবলে নামানুশীলন করিয়া কৃষ্ণকৃপাক্রমে জীব চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধচিৎ স্বরূপে

কৃষ্ণসেবারস ভোগ করেন। ইহাই তিন তত্ত্বের পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই জ্ঞান না হইলে ভজন কিরূপে হইবে?

লা। যদি বিদ্যাচর্চাক্রমে জ্ঞানলাভ করিতে হয়, তবে বৈষ্ণব হইবার পূর্বে কি পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে?

বা। বৈষ্ণব হইবার জন্য কোন বিদ্যা বা ভাষাবিশেষ আলোচনা করিতে হয় না। জীবের মায়াভ্রম দূর করিবার জন্য সদ্‌গুরু সদ্বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা আবশ্যক। তিনি বাক্যের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করিয়া দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা।

লা। দীক্ষা-শিক্ষার পর কি করিতে হয়?

বা। সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম অভিধেয় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়তত্ত্ব বলেন।

সজল-নয়নে লাহিড়ী। গুরো! আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম। আপনার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমার সম্বন্ধজ্ঞান হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কি জানি, আপনার কৃপাবলে বর্ণগত, বিদ্যাগত ও শিক্ষাগত সমস্ত পূর্বসংস্কার দূর হইল। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অভিধেয়তত্ত্ব শিক্ষা দেন।

বা। আর চিন্তা নাই। আপনার যখন দীনতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে অবশ্য কৃপা করিয়াছেন। জড় জগতে আবদ্ধ হইয়া জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সাধুগুরু কৃপা করিয়া ভজনশিক্ষা দেন। সেই ভজনবলে ক্রমশঃ প্রয়োজনলাভ হয়। হরিভজনই অভিধেয়।

লা। আমাকে বলুন, কি করিলে হরিভজন হয়?

বা। ভক্তিই হরিভজন। ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রথমে 'সাধন'-ভক্তি সাধন করিতে করিতে 'ভাবোদয়' হয়। ভাব সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলে।

লা। সাধন কতপ্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয়, আজ্ঞা করুন।

বা। 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী এ সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।। (ভাঃ ৭।৫।২৩)

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধ সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টিপ্রকার করিয়া গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই

যে, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা—ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধ। রাগানুগা সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির অধিকারী তিনি সে প্রকার সাধন করিবেন।

লা। সাধনভক্তিতে কিরূপে অধিকার-বিচার হয়?

বা। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী, গুরুদেব তাঁহাকে বৈধী সাধনভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী, তাঁহাকে রাগমার্গীয় ভজনশিক্ষা দিবেন।

লা। অধিকার কিরূপে জানা যাইবে?

বা। যাঁহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্র শাসনমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরিভজনে শাস্ত্রশাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহার আত্মার হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনি রাগানুগ ভজনের অধিকারী।

লা। প্রভো! আমার অধিকার নির্ণয় করুন, তাহা হইলে আমি অধিকারতত্ত্ব বুঝিতে পারিব। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিকার বুঝিতে পারিবেন। আপনার মনে এমত কি আছে যে, শাস্ত্রমতে না চলিলে ভজন হয় না?

লা। আমি মনে করি যে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টমত সাধনভজন করিলে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু আমার মনে আজকাল ইহাও স্থান পাইতেছে যে, হরিভজনে রসের সমুদ্র আছে, তাহা ক্রমশঃ ভজনবলে পাওয়া যায়।

বা। এখন দেখুন, শাস্ত্রবিধি আপনার হৃদয়ের প্রভু। অতএব আপনি বৈধী ভক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হইবে। এই শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদস্পর্শপূর্বক কহিলেন,—"আপনি কৃপা করিয়া আমার যাহাতে অধিকার, তাহাই প্রদান করুন। আমি এখন অনধিকারচর্চা করিতে চাই না।" বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বসাইলেন।

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব, স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন।

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন। যতপ্রকার ভজন আছে, সর্বাপেক্ষা নামাশ্রয়ভজনই বলবান্। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। নিরপরাধে নাম করিলে অতি শীঘ্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই হইয়া থাকে। নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ-কীর্তন উভয়ই হয়। নামের সহিত হরিলীলা-স্মরণ ও মানসে পাদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই হয়।

লা। আমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। প্রভো, কৃপা করিতে বিলম্ব করিবেন না।

বা। মহোদয়, আপনি নিরপরাধে নিরন্তর এই কথা বলুন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

—এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে একটী তুলসীমালা প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সেই মালায় উক্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, —"প্রভো, আজ আমি যে কি আনন্দ লাভ করিলাম, বলিতে পারি না।" আনন্দে অচেতন হইয়া বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে যত্ন করিয়া ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন— "আমি আজ ধন্য হইলাম। এ প্রকার সুখ আমি কখনও পাই নাই।"

বা। মহোদয়, আপনি ধন্য, যেহেতু শ্রদ্ধাপূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেন। আপনি আমাকেও ধন্য করিলেন।

সে দিবস লাহিড়ী-মহাশয় মালা গ্রহণ করিয়া নিজ কুটীরে নির্ভয়ে নাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই সেবা করেন না। প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব দেখিলেই দণ্ডবৎপ্রণাম করেন। পরমহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া অন্য কার্য করেন। নিজগুরুদেবের সর্বদা সেবা করেন। বৃথা কথা ও কালোয়াতি গানে আর রুচি নাই। লাহিড়ী মহাশয় আর সে লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব হইয়াছেন।

এক দিবস তিনি বৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, প্রয়োজনতত্ত্ব কি?"

বা। কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। সাধন করিতে করিতে 'ভাব' হয়। ভাব পূর্ণ হইলে 'প্রেম'-নাম হইয়া থাকে। তাহাই জীবের নিত্যধর্ম, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন। সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ। প্রেম অপেক্ষা আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ—চিন্ময় তত্ত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেম হয়।

লা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যোগ্য হইব?

বা। (আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন, স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপনি সাধনভক্তিকে ভাবভক্তি করিয়াছেন। আর কিছুদিনেই কৃষ্ণ আপনাকে অবশ্য কৃপা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আহা, গুরু ব্যতীত আর বস্তু নাই। আহা, আমি এতদিন কি করিতেছিলাম! গুরুদেব আমাকে অপার কৃপা করিয়া বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন"।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈধী-ভক্তি—নিত্যধর্ম, নৈমিত্তিক নয়

(লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র দেবীদাস ও চন্দ্রনাথ—শান্তিপুরে নানাকথা– দেবী, চন্দ্রনাথ ও তদুভয়ের মাতার পরামর্শ—দেবীদাস ও শম্ভুনাথের গোদ্রুমগমন ও লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন– বৈষ্ণবদিগের প্রার্থনা ও লাহিড়ী মহাশয়ের পদ—শান্তিপুর-বাসের অসুখ-বর্ণন–বর্ণাশ্রমের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, বৈধভক্তির সাধন হইতে পৃথক—রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে শাস্ত্র তিনপ্রকার—সারগ্রাহী অধিকারী—মুক্তি-বিচার—ন্যায় ও বেদান্ত—শাঙ্কর-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ও বৈষ্ণবভাষ্য লইয়া কথা—কবিকর্ণপুর— গোপীনাথাচার্য—স্মার্তসংসার ও বৈষ্ণবসংসারে প্রভেদ– দেবীর প্রশ্ন—ঐহিক ও পারমার্থিক ভেদ—সিদ্ধিকামী, জ্ঞাননিষ্ঠ ও ঈশানুগত—নিত্যমূর্তি ও কাল্পনিকমূর্তির ভেদ—শ্রীবিগ্রহ—কাজী—রু— মুজররদ্, জিস্‌ম্, ইস্ক্,মুক্তি, সুফী, বিহিস্ত——এবাদত—বন্দা—সুফিগণ অদ্বৈতবাদী—কাজী বংশধরের নিজমত--শুদ্ধভক্তি।)

লাহিড়ী মহাশয়ের শান্তিপুরের বাড়িতে অনেক লোক জন। দুইটী সন্তান লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। একটির নাম চন্দ্রনাথ; তাঁহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। তিনি জমিদারী ও গৃহের সমস্ত কার্য নির্বাহ করেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত; ধর্মের সম্বন্ধে কোন ক্লেশ স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজে প্রভূত সম্মান; দাসদাসী, দ্বারবান্ প্রভৃতি রাখিয়া গৃহকার্য সম্মানের সহিত নির্বাহ করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাটির সন্মুখে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্বক ১০।১৫ টি ছাত্র পড়াইয়া থাকেন; ইঁহার উপাধি বিদ্যারত্ন।

এক দিবস শান্তিপুরে একটি রব উঠিল যে, কালিদাস লাহিড়ী ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ঘাটে বাজারে পথে সর্বত্র এই কথা। কেহ কেহ কহিতেছে যে, বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ; এতদিন মানুষের মত থাকিয়া এখন বুড়ো ক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল,—"ভাল এ আবার কি রোগ—ঘরে সুখ আছে, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পুত্র পরিবার স্ববশে,—এমন লোক কেন, কোন্ দুঃখে ভেক নেয়? কেহ বলিল,—"ধর্ম ধর্ম করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইলে, এইরূপ দুর্গতিই শেষে হয়।" কোন কোন শিষ্ট লোক বলিলেন যে, কালিদাস লাহিড়ী মহাশয় পুণ্যাত্মা বটে; সংসারে সমস্তই আছে, অথচ হরিনামে শেষে রতি হইল। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কহিলেন।

বিদ্যারত্ন বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া দাদার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন,—"দাদা, বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি; তিনি শরীর ভাল থাকে বলিয়া নদীয়া-গোদ্রুমে থাকেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গদোষ হইয়াছে। গ্রামে ত' আর কান পাতা যায় না।"

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—"ভাই! আমিও কিছু কিছু কথা শুনিয়াছি। আমাদের ঘরটা এত বড়, কিন্তু বাবার কথা শুনিয়া আর মুখ দেখাইতে পারি না। অদ্বৈতপ্রভুর বংশকে আমরা অনাদর করিয়া আসিয়াছি— এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস অন্দরে চল, মাতা ঠাকুরাণীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাহা হয়, কর।"

দোতলা বারান্দায় চন্দ্রনাথ ও দেবীদাস আহার করিতে বসিয়াছেন। একটী বিধবা ব্রাহ্মণের কন্যা পরিবেশন করিতেছেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কহিলেন—"মা, বাবার কথা কিছু শুনিয়াছ?"

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—"কেন, কর্তা ভাল আছেন ত'? তিনি হরিনামে মত্ত হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আছেন। তোমরা কেন তাঁহাকে এখানে আন না?"

দেবীদাস কহিলেন,—"মা, কর্তা ভাল আছেন; কিন্তু যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তাঁহার ভরসা আর নাই। বরং তাঁহাকে এখানে আনিলে আমাদেরই সমাজে পতিত হইতে হইবে।"

মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কর্তার কি হইয়াছে? আমি সেদিন বড় গোস্বামীদের বধূর সহিত গঙ্গাতীরে অনেক কথাবার্তা কহিয়াছিলাম।" তিনি কহিলেন,— "আপনার কর্তার বিশেষ সুমঙ্গল হইয়াছে— তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন।"

দেবীদাস কহিলেন,—"সম্মানলাভ করিয়াছেন, না, আমাদের মাথা করিয়াছেন; এই বৃদ্ধবয়সে ঘরে থাকিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন, না, এখন তিনি কৌপীনধারীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া উচ্চবংশে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায় রে কলি! এত দেখিয়া-শুনিয়া বাবার কি বুদ্ধি হইল?"

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—"তবে তাঁহাকে এখানে আনিয়া একটী গুপ্তস্থানে রাখ এবং বুঝাইয়া সুঝাইয়া মত ফিরাইয়া দেও।"

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—"ইহা বই আর কি করা যাইতে পারে? দেবী দুই-চারিটী লোকসঙ্গে গোদ্রুমে গোপনে গোপনে গিয়া কর্তা মহাশয়কে এখানে আনুন।"

দেবী কহিলেন,—"আপনারা ত' জানেন, কর্তা মহাশয় আমাকে নাস্তিক বলিয়া অনাদর করেন। আমি গেলে পাছে কোন কথা না ক'ন, তাহাই ভাবিতেছি।

দেবীদাসের মামাত ভাই শম্ভুনাথ কর্তার প্রিয়। শম্ভুনাথ কর্তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনেকদিন সেবা করিয়াছে। স্থির হইল যে, দেবীদাস ও শম্ভুনাথ দুইজনে গোদ্রুমে যাইবেন। গোদ্রুমে একটী ব্রাহ্মণ-বাটীতে বাসা স্থির করিবার জন্য একটি চাকর সেই দিবসেই প্রেরিত হইল।

পরদিবস আহারান্তে শম্ভুনাথ ও দেবীদাস গোদ্রুম যাত্রা করিলেন। নিরূপিত বাটীতে

শিবিকাদ্বয় হইতে তাঁহারা নামিয়া বেহারাদিগকে বিদায় করিলেন। তথায় একজন পাচক-ব্রাহ্মণ ও দুইটী সেবক রহিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীদাস ও শম্ভুনাথ ধীরে ধীরে শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন যে, শ্রীসুরভি-চবুতরার উপর একটী পত্রাসনে কর্তা মহাশয় বসিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করতঃ মালা লইয়া হরিনাম করিতেছেন। দ্বাদশ তিলক সর্বাঙ্গে শোভা পাইতেছে। শম্ভুনাথ ও দেবীদাস ধীরে ধীরে চবুতরার উপর উঠিয়া কর্তা মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করতঃ কহিলেন,—"কেন রে শম্ভু, এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছিস্? দেবী, ভাল আছ ত?"

উভয়েই নম্রভাবে কহিলেন—"আপনার আশীর্বাদে আমরা সকলেই ভাল আছি।"

লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কি আহারাদি করিবে? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন,—আমরা বাসা করিয়াছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না।"

এমন সময়ে শ্রীপ্রেমদাস বাবাজীর মাধবীমালতীমণ্ডপে একটী হরিধ্বনি হইল। শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী নিজ কুটীর হইতে বাহির হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,-—"শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধ্বনি কেন হইল?" লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্ণবদাস অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, অনেকগুলি বৈষ্ণব আসিয়া হরিধ্বনি দিয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইঁহারাও তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শম্ভুনাথ মণ্ডপের একপার্শ্বে 'হংসমধ্যে বকো যথা' বসিয়া থাকিলেন।

একজন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন,—"আমরা কন্টক-নগর হইতে আসিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরদর্শন এবং পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের চরণরেণু গ্রহণ করা আমাদের মুখ্য তাৎপর্য্য।" পরমহংস বাবাজী মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"আমি অতি পামর, আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আপনাদের আগমণ।" অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশ হইল যে, তাঁহারা সকলেই হরিগুণগানে পটু। তৎক্ষণাৎ মৃদঙ্গ, করতাল আনীত হইল। সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি প্রাচীন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রার্থনা-পদটি গান করিতে লাগিলেন ঃ--

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাই অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ।।
অপার করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর।
মো হেন পামরে দয়া করহ প্রচুর।।
জাতি-বিদ্যা-ধন-জন-মদে মত্ত জনে।
উদ্ধার কর হে নাথ, কৃপাবিতরণে।।
কনক-কামিনী-লোভ, প্রতিষ্ঠা-বাসনা।

ছাড়াইয়া শোধ মোরে, এ মোর প্রার্থনা।।
নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবে উল্লাস।
দয়া করি' দেহ মোরে, ওহে কৃষ্ণদাস।।
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশা।
জীবনে মরণে মাত্র আমার ভরসা।।

এই পদটি সমাপ্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটী প্রার্থনা-পদ তিনি গান করিলেন;—

মিছে মায়াবশে, সংসার-সাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি।
করুণা করিয়া, দিয়া পদছায়া, আমারে তারিলে তুমি।।
শুন, শুন, বৈষ্ণব ঠাকুর।
তোমার চরণে, সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ কর দুর।।
জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যাকলা।
শোধিয়া আমায়, নিতাই চরণে, সঁপহে,—যাউক জ্বালা।।
তোমার কৃপায়, আমার জিহ্বায়, স্ফুরুক যুগলনাম।
কহে কালিদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম।।

—এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ''জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম''—এই অংশটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কয়েকটি ভাবুক বৈষ্ণব প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন একটি কি অপূর্ব ব্যাপার হইল, তাহা দেখিয়া দেবীদাস মনে মনে বিচার করিলেন যে, তাঁহার পিতা এখন পরমার্থে মগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বাটি লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। প্রায় মধ্যরাত্রে ঐ সভা-ভঙ্গ হইল। সকলেই পরস্পর অভ্যর্থনাপূর্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। দেবী ও শম্ভু কর্তার আজ্ঞা লইয়া নিজ বাসায় গমন করিতে লাগিলেন।

পরদিবস আহারান্তে দেবী ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়া দেবীদাস বিদ্যারত্ন নিবেদন করিলেন।

আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এখন শান্তিপুরের বাটীতে থাকুন। এখানে বহুবিধ কষ্ট হইতেছে। বাটীতে আমরা সকলে আপনার সেবা করিয়া সুখী হইব। আজ্ঞা করেন ত' একটি নির্জন খণ্ড আপনার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—তাহা মন্দ নয়, কিন্তু এখানে যেরূপ সাধুসঙ্গে আছি, শান্তিপুরে সেরূপ হইবে না। দেবি! তুমি জান, শান্তিপুরের লোকেরা যেরূপ নিরীশ্বর ও নিন্দাপ্রিয়, সে স্থানে মনুষ্যের বাসে সুখ নাই। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তন্তুবায়ের সংসর্গে তাঁহাদের বুদ্ধি অসরল হইয়া পড়িয়াছে। পাতলা কাপড়, লম্বা লম্বা

কথা ও বৈষ্ণবনিন্দা—এই তিনটি শান্তিপুরবাসীদিগের লক্ষণ। প্রভু অদ্বৈতের বংশধরেরা তথায় কত কষ্টে আছেন। সঙ্গদোষে তাঁহারাও প্রায় মহাপ্রভুর বিরোধী। অতএব আমাকে তোমরা এই গোদ্রুমধামেই যত্ন করিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা।

দেবীদাস কহিলেন, পিতঃ! আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য। আপনি শান্তিপুরের লোকের সহিত কেন ব্যবহার করিবেন? নির্জন খণ্ডে আপনার স্বধর্ম-আচরণপূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দিনযাপন করিবেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মই ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম। তাহাতেই মগ্ন থাকা আপনার ন্যায় মহাত্মা লোকের কর্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—বাবা! সে দিন আর নাই। কয়েক মাস সাধুসঙ্গ করিয়া ও শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তোমরা যাহাকে নিত্যধর্ম বল আমি তাহাকে নৈমিত্তিক-ধর্ম বলি। হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম। সন্ধ্যা বন্দানাদি বস্তুতঃ নৈমিত্তিক-ধর্ম।

দেবীদাস কহিলেন,—পিতঃ! আমি কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখি নাই। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কি হরিভজন নয়? যদি হরিভজন হয়, তবে তাহাও নিত্যধর্ম। সন্ধ্যা-বন্দনাদির সহিত কি শ্রবণ কীর্তনাদি-বৈধী ভক্তির কোন প্রভেদ আছে?

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,—বাপু! কর্মকাণ্ডের সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও বৈধী ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্মকাণ্ডে সন্ধ্যা-বন্দনাদি মুক্তিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরিভজনের শ্রবণ-কীর্তনাদির কোন নিমিত্ত নাই। তবে যে সকল শ্রবণ-কীর্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও, সে সকল কেবল বহির্মুখ লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য। হরিভজনের হরিসেবা ব্যতীত অন্য ফল নাই। হরিভজনের রতি উৎপত্তি করাই বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফল।

দেবীদাস কহিলেন,—পিতঃ! তবে হরিভজনের অঙ্গসকলের গৌণ ফল আছে, বলিয়া মানিতে হইবে।

লা। সাধক-ভেদে গৌণ ফল আছে। বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ-সাধনে দুইটি তাৎপর্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠাভেদই মূল। কর্মাঙ্গে কৃষ্ণপূজা করিয়া চিত্ত-শোধন ও মুক্তি অথবা রোগশান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজাদ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্মীদিগের একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়। ভক্তদিগের একাদশী-ব্রতের দ্বারা হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়। দেখ, কত ভেদ। কর্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গের যে সূক্ষ্ম ভেদ, তাহা কেবল ভগবৎকৃপা হইলেই জানা যায়। কর্মিগণ গৌণ ফলে আবদ্ধ হয়। ভক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যতপ্রকার গৌণ ফল আছে, সে-সকল দুইপ্রকার মাত্র; —ভুক্তি ও মুক্তি।

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন?

লা। জগতে দুইপ্রকার লোক অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে কোন সৎকার্য করে না। তাহাদের জন্য গৌণ ফলের মাহাত্ম্য-বর্ণন। শাস্ত্রের ও তাৎপর্য নয় যে, তাহারা গৌণ ফলে সন্তুষ্ট থাকুক। শাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে, গৌণ ফল দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে, স্বল্পকালের মধ্যেই সাধু কৃপায় মুখ্যফলের পরিচয় ও ক্রমে তাহাতে রুচি হইবে।

দে। স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি অনুদিত-বিবেক?

লা। না, তাঁহারা স্বয়ং মুখ্যফলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কেবল অনুদিত-বিবেক লোকের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দে। কোন কোন শাস্ত্রে কেবল গৌণ ফলের কথা দেখা যায়, মুখ্যফলের উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য কি?

লা। শাস্ত্র মানবদিগের ত্রিবিধ অধিকারভেদে— ত্রিবিধ। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্র। রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র। তমোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য তামসিক শাস্ত্র।

দে। তাহা হইলে শাস্ত্রের কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং কি উপায়দ্বারা নিম্নাধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে?

লা। মানবগণের অধিকারভেদে স্বভাব-ভেদ ও শ্রদ্ধা-ভেদ। তামসিক মানবের স্বভাবতঃ তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, রাজসিক মানবের স্বভাবশতঃ রাজসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। সাত্ত্বিকজনের স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধানুসারে সহজেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত নিজ অধিকার মত কর্ম করিতে সাধুসঙ্গবলে উচ্চাধিকার জন্মে। উচ্চাধিকার জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় ও তদুদিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্র কারেরা অভ্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্র এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠাতেই ক্রমশঃ উচ্চ অধিকার জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রে এই জন্যই পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের হেতু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রই সকলপ্রকার শাস্ত্রের মীমাংসা; তাহাতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে।

দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; কিন্তু অদ্য আপনার কৃপায় একটী অপূর্ব তাৎপর্য বোধ হইল।

লা! শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"অনুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ।।" (ভাঃ ১১।৮।১০) (১)

(১। ভ্রমর যেমন ফুলসমূহ হইতে মধু আহরণ করে, সারগ্রাহী-ব্যক্তিও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।)

বাপু, আমি তোমাকে নাস্তিক বলিতাম। এখন আর কোন লোকের নিন্দা করি না, কেননা অধিকারনিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই। সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া কার্য করেন। সময় হইলে ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। তুমি তর্কশাস্ত্র ও কর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আছ। এতএব, তোমার অধিকারগত-বাক্যে তোমার দোষ নাই।

দে। আমার যতদুর জানা ছিল, তাহাতে বোধ হইত যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে পণ্ডিত নাই। বৈষ্ণবগণ কেবল শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া গোঁড়ামি করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি আজ যাহা বলিলেন, ইহাতে বোধ হয় যে, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সারগ্রাহী লোক আছেন। আপনি কি ইদানীং কোন মহাত্মার নিকট শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতেছেন ?

লা। বাপু, আমাকে আজকাল গোঁড়া বৈষ্ণব বা যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল। আমার গুরুদেব ঐ অপর কুটীরে ভজন করেন। তিনি সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য আমাকে বলিয়াছেন; তাহাই তোমাকে বলিলাম। তুমি যদি তাঁহার চরণে কিছু শিক্ষা করিতে চাও, ভক্তিভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। চল, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দেবী বিদ্যারত্নকে শ্রীবৈষ্ণবদাসের কুটীরে লইয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। লাহিড়ী মহাশয় দেবীকে তথায় রাখিয়া নিজ কুটীরে আসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈ। বাবা, তোমার পড়াশুনা কি হইয়াছে ?

দে। ন্যায়শাস্ত্রের 'মুক্তিপাদ' ও 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলী' পর্যন্ত পড়িয়াছি। স্মৃতিশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়াছি।

শ্রীবৈ। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক পরিশ্রম করিয়াছ। শাস্ত্রে যে পরিশ্রম করিয়াছ, তাহার ফলের পরিচয় দেও।

দে। 'অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ'-- এই মুক্তির জন্য সর্বদা প্রয়াস করা উচিত। আমি স্বধর্মনিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অন্বেষণ করিতেছি।

শ্রীবৈ। হাঁ, এককালে আমিও ঐসকল গ্রন্থ পড়িয়া তোমার ন্যায় মুমুক্ষু ছিলাম।

দে। মুমুক্ষুতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন ?

শ্রীবৈ। বাবা, বল দেখি, মুক্তির আকার কি ?

দে। ন্যায়শাস্ত্রের মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ আছে। অতএব ন্যায়ের মত কি প্রকারে অত্যন্ত-দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা স্পষ্ট নাই। বেদান্তমতে অভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে 'মুক্তি' বলে। তাহাই একপ্রকার স্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীবৈ। বাবা, আমি ১৫ বৎসর শাঙ্কর বেদান্তগ্রন্থ পাঠ করিয়া কয়েক বৎসর সন্ন্যাস করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি। শঙ্করের মতে যে চারিটী মহাবাক্য, তাহা অবলম্বনপূর্বক অনেকদিন নিদিধ্যাসন করিয়াছিলাম। পরে সে-পন্থা অর্বাচীন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

দে। কিসে অর্বাচীন বলিয়া জানিলেন ?

শ্রীবৈ। বাবা, কৃতকর্মা লোক নিজের পরীক্ষা সহজে অপরকে বলিতে পারে না। অপরে তাহাই বা কিরূপে বুঝিবে ?

দেবীদাস দেখিলেন যে, শ্রীবৈষ্ণবদাস মহাপণ্ডিত, সরল ও মহাবিজ্ঞ; দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন, যদি ইনি কৃপা করেন, তবে আমার বেদান্ত-অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন আমি কি বেদান্ত পড়িবার যোগ্য ?

শ্রীবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে তুমি অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার।

দে। আপনি কৃপা করিয়া যদি আমাকে পড়ান, তবে আমি পড়ি।

শ্রীবৈ। আমার কথা এই যে—আমি অকিঞ্চন বৈষ্ণবদাস। পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া সর্বদা হরিনাম করিতে বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়া থাকি। সময় অল্প। বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বৈষ্ণবদিগকে শারীরক-ভাষ্য পড়িতে বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়া আমি আর শাঙ্কর-ভাষ্য পড়ি না বা পড়াই না; তবে জীবলোকের আদি গুরু শ্রীশচীনন্দন শ্রীসার্বভৌমকে যে বেদান্তসূত্র-ভাষ্য বলিয়াছেন; তাহা এখনও অনেক বৈষ্ণবের নিকট কড়চা-আকারে লেখা আছে। তাহা তুমি নকল করিয়া লইয়া পড় ত' আমি তোমার সাহায্য করিতে পারি। তুমি কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীমৎ কবিকর্ণপুরের গৃহ হইতে উক্ত কড়চা আনাইয়া লও।

দে। আমি যত্ন করিব। আপনি বেদান্তে মহাপণ্ডিত। আপনি সরলতার সহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণব-ভাষ্য পড়িয়া বেদান্তের যথার্থ অর্থ পাইব কি না ?

শ্রীবৈ। আমি শাঙ্কর-ভাষ্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাষ্য প্রভৃতি কয়েকখানি ভাষ্য পড়িয়াছি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ যে শ্রীগোপীনাথ আচার্যের প্রদত্ত মহাপ্রভুর সূত্রার্থ ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আমি কিছু দেখি নাই। ভগবৎকৃত সূত্রার্থে কোন মতবাদ নাই। উপনিষদ্-বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করা যায়, সে সমুদয় যথাযথ ঐ সূত্র-ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। সূত্র ব্যাখ্যাটী কেহ যদি রীতিমত গ্রথিত করেন, তাহা হইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বৎসভায় আদৃত হইবে না।

এই কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন উল্লসিতচিত্তে শ্রীবৈষ্ণবদাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পিতার কুটীরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। পিতা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—দেবি, অনেক পড়িয়াছ শুনিয়াছ বটে, এখন জীবের সদগতি অন্বেষণ কর।

দে। পিতঃ, আমি অনেক আশার সহিত আপনাকে শ্রীগোদ্রুম হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একবার বাটী গেলে সকলেই চরিতার্থ হ'ন। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে, আপনার চরণ একবার দর্শন করেন।

লা। আমি বৈষ্ণবচরণ-আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ভক্তিপ্রতিকূল গৃহে আর গমন করিব না। তোমরা সকলে আগে বৈষ্ণব হও, তবে আমাকে লইয়া যাইবে।

দে। পিতঃ, এ কথাটা কিরূপ আজ্ঞা করিলেন ? আমাদের গৃহে ভগবৎসেবা আছে। আমরা হরিনামের অনাদর করি না। অতিথি, বৈষ্ণব-সেবা করিয়া থাকি আমরা কি বৈষ্ণব নই ?

লা। যদিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্রিয়াতে ঐক্য আছে, তথাপি তোমরা বৈষ্ণব নহ।

দে। পিতঃ, কি হইলে বৈষ্ণব হইতে পারি ?

লা। নৈমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়া নিত্যধর্ম আশ্রয় করিলে বৈষ্ণব হইতে পার।

দে। আমার একটী সংশয় আছে। আপনি ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া দিন। বৈষ্ণবেরা যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতেও যথেষ্ট জড়-মিশ্র কর্ম আছে। সে-সকল বা কেন নৈমিত্তিক হয় না ? এ-বিষয়ে আমি কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি। শ্রীমূর্তিসেবা, উপবাস, জড় দ্রব্যের দ্বারা পূজা, এ সমস্তই স্থূল, কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

লা। বাপু, এ কথাটা বুঝিতে আমারও অনেক দিন লাগিয়াছিল। তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। মনুষ্য দুইপ্রকার—ঐহিক ও পারমার্থিক। ঐহিক মানবগণ কেবল ঐহিক সুখ, ঐহিক মান ও ঐহিক উন্নতি অনুসন্ধান করেন। পারমার্থিক মানবগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ ঈশানুগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী। সিদ্ধিকামী লোকগণ কর্মকাণ্ডের ফলভোগে নিরত। কর্মের দ্বারা অলৌকিক ফলের উদয় করিতে চায়। যাগ, যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায়। ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি কর্মবশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ঐ শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচর্চার দ্বারা আপনাদের ব্রহ্মতা উদয় করিতে যত্ন করেন। ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকুন না থাকুন, উপায়কালে একটী ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাঁহার ভক্তি করিতে করিতে, ক্রমশঃ জ্ঞান-ফল পাইয়া থাকেন। জ্ঞান-ফল পাইলে আর উপায়কালীয় ঈশ্বরের আবশ্যকতা থাকে না। ঈশভক্তি ফলকালে জ্ঞানাকারে পরিণত। এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশভক্তির নিত্যতা নাই। ঈশানুগত পুরুষেরা তৃতীয় শ্রেণীর পারমার্থিক। ইঁহারাই বস্তুতঃ পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইঁহাদের মতে একটী অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বীয় শক্তিক্রমে জীব ও জড় সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবসকল তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার প্রতি নিত্য আনুগত্য-ধর্মই জীবের নিত্য ধর্ম। জীব নিজ বলে কিছু করিতে পারে না। কর্মদ্বারা জীবের কোন নিত্য ফল হয় না। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয়। অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের কৃপাতেই জীবের সর্বার্থ-সিদ্ধি। পূর্বকার দুই শ্রেণীর নাম কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডী। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশভক্ত। জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্মকাণ্ডী কেবল আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভিমান করে। বস্তুতঃ

তাহারা ঐহিক; অতএব নৈমিত্তিক। তাহাদের যতপ্রকার ধর্ম-চর্চা, সমস্তই নৈমিত্তিক।

সম্প্রতি শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর— ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীন। ইহারা যে শ্রবণ-কীর্তনাদি করে, সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদব্রহ্ম সম্পত্তি পাইবার আশায় করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রবণ-কীর্তনাদিতে ভুক্তি মুক্তি আশা নাই, তাঁহারা সেই সেই মূর্তিতে বিষ্ণু সেবাই করিয়া থাকেন। ভগবন্মুর্তি নিত্য, চিন্ময় ও সর্বশক্তিসম্পন্ন। উপাস্যতত্ত্বকে যদি ভগবান না বলা যায়, তবে অনিত্যের উপাসনা হয়। বাপু, তোমাদের যে ভগবন্মুর্তি-সেবা, তাহাও পারমার্থিক নয়। কেননা, তোমরা ভগবানের নিত্যমূর্তি স্বীকার কর না। অতএব ঈশানুগত নও। এখন বোধ হয়, তুমি নিত্য ও নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ জানিতে পারিলে?

দে। হাঁ, যদি ভগবদ্বিগ্রহকে নিত্য না বলা যায় এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চন করা যায়, তাহা হইলে নিত্য বস্তুর উপাসনা হয় না। অনিত্য উপাসনাদ্বারা অন্যপ্রকার নিত্যতত্ত্বের কি অনুসন্ধান হয় না?

লা। হইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধর্ম বলিতে পার না। বৈষ্ণব ধর্মের নিত্যবিগ্রহে অর্চনাদি নিত্যধর্ম।

দে। যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করা যায়, তাহা মানবকৃত-মূর্তি। তাহাকে কিরূপে নিত্য-মূর্তি বলিব?

লা। বৈষ্ণবপূজ্য বিগ্রহ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান্ ব্রহ্মের ন্যায় নিরাকার ন'ন। তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, সর্বশক্তিবিশিষ্ট। সেই শ্রীমূর্তি পূজনীয়। সেই শ্রীমূর্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদিত হয়। মন হইতে নির্মিত শ্রীমূর্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়ে। তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময়-মূর্তি দেখেন, তাঁহার সহিত শ্রীমূর্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিতবিগ্রহ সেরূপ নয়। তাহাদের মতে একটি পার্থিব তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজা-কাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে। পরে সে মূর্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছুই নয়। এখন গাঢ়রূপে উভয় মতের অর্চনাদির ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের কৃপায় যখন বৈষ্ণবী দীক্ষা পাওয়া যায় তখন ফলদৃষ্টে এই পার্থক্যের বিশেষ উপলব্ধি হইয়া পড়ে।

দে। আমি এখন দেখিতেছি, বৈষ্ণবদের কেবল, গোঁড়ামি নয়, তাঁহারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। 'শ্রীমূর্তি-উপাসনা' ও পার্থিব বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্। কার্যে ভেদ কিছুই দেখি না। নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। এবিষয়ে আমি কিছু দিন চিন্তা করিব। পিতঃ, আমার একটা প্রধান খট্‌কা মিটিয়া গেল। এখন আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, জ্ঞানবাদীদিগের উপাসনা কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা মাত্র। ভাল, একথা আবার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তখন দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে উভয়ে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে সব কথার অবকাশ ছিল

না। নামগানে সুখলাভ করিয়াছিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন। দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন। এমত সময় ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীর কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সম্মান করিয়া উঠিলেন। কাজীও পরমানন্দে বৈষ্ণবদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া মণ্ডপে বসিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন—"আপনারা ধন্য, যেহেতু আপনারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র চাঁদকাজীর বংশধর। আমাদিগকে কৃপা করিবেন।" কাজী বলিলেন—"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদে আমরা বৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র হইয়াছি। আমাদের গৌরাঙ্গই প্রাণপতি। তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম না করিয়া আমরা কোন কার্য করি না।"

লাহিড়ী মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোরাণ সরিফের ৩০ সেফারা সমুদায় পড়িয়াছেন। সুফীদিগের অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের মতে মুক্তি কি?"

কাজী কহিলেন,— "আপনারা যাহাকে জীব বলেন, তাহাকে আমরা 'রু' বলি। সেই 'রু' দুই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ রু-মুজর্‌রদী ও রু-তর্‌কীবী। যাহাকে আপনারা চিৎ বলেন, তাহাকেই আমরা মুজর্‌রদ্ বলি। যাহাকে আপনারা অচিৎ বলেন, তাহাকে আমরা জিসম্ বলি। মুজর্‌রদ্ দেশ ও কালের অতীত। জিসম্ দেশ ও কালের অধীন। তর্‌কীবী-রু বা বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুৎ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ। মুজর্‌রদী-রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথক্। আলম মিসাল বলিয়া যে চিন্ময়ভুমি আছে, তথায় মুজর্‌রদী- রু থাকিতে পারেন। এস্ক্ অর্থাৎ প্রেম সমৃদ্ধিক্রমে 'রু' শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইয়া যান, সেই স্থানে জিসম্ নাই, কিন্তু সেখানেও 'রু' বন্দা অর্থাৎ দাস এবং ঈশ্বর খোদা অর্থাৎ প্রভু। অতএব বান্দা ও খোদার সম্বন্ধ নিত্য। শুদ্ধভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি। কোরাণে এবং সুফীদিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে, কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভু কৃপা করিয়া চাঁদকাজী সাহেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন; তদবধি আমরা শুদ্ধভক্ত হইয়াছি।

লা। কোরাণের মূল মত কি?

কা। কোরাণের যে বিহিস্ত্ বর্ণিত আছে, তথায় কোন এবাদতের কথা নাই বটে কিন্তু তথায় জীবনই এবাদত। খোদাকে দর্শন করিয়া পরমসুখে তত্রস্থ লোকসকল সুখে মগ্ন থাকেন। একথা শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন।

লা। খোদার কি মূর্তি কোরাণে পাওয়া যায়।

কা। কোরাণ বলেন, খোদার মূর্তি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্তি নিষেধ; শুদ্ধমুজর্‌বদী মূর্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময়-

মূর্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিয়াছিলেন। অনান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল।

লা। সুফীরা কি বলেন?

কা। তাঁহাদের মতে অনল্ হক্ অর্থাৎ আমি খোদা। আপনাদের অদ্বৈতবাদ ও মুসলমানের আসওয়াফ মত একই বটে।

লা। আপনারা কি সুফী?

কা। না, আমরা শুদ্ধভক্ত—গৌরগতপ্রাণ।

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মহাশয় বৈষ্ণবদিগকে সম্মান করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে হরিসংকীর্তনের পর সভা-ভঙ্গ হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও জাতিবর্ণাদি-ভেদ

(দেবীদাসের যবন-ঘৃণা ও ক্রোধ—কৃষ্ণচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে দেবীর গোদ্রুমে আনয়ন—তর্কারম্ভ—মহাজনগত পন্থার প্রতি দোষারোপ---শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর বিচার-ভার গ্রহণ---বিচারসভা--জাতির নিত্যতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন--উত্তর-আরম্ভ-- পাপযোনিদিগেরও ভক্তিতে অধিকার আছে--যজ্ঞাদি কার্যের জন্য ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মের প্রয়োজন--চতুর্বর্ণ-লক্ষণ-- কেবল জন্মই বর্ণের কারণ নয়—কর্মযোগ্য স্বভাবই কারণ---তাত্ত্বিক বা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা ভক্তি-অধিকারের হেতু—স্বভাব কর্মাধিকারের হেতু---গীতামতেও অনন্যশ্রদ্ধাই ভক্তির হেতু বা মূল----শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির করস্থিত পরাগতি--- শ্রদ্ধার লক্ষণ---শরণাপত্তি---সুকৃত দুই-প্রকার----নিত্য ও নৈমিত্তিক---নিত্য সুকৃত হইতে শ্রদ্ধা---নিত্যসুকৃত-ব্যাখ্যা----ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গ---কর্মজনক ঘটনা----- মুক্তিজনক ঘটনা---ভক্তিজনক ঘটনা--আর্য ও যবনে ব্যবহারিক ভেদ আছে, পারমার্থিক ভেদ নাই----যবনদিগের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য--- দেবালয় ও যবন---ব্রাহ্মণ দ্বিরূপ---স্বভাবসিদ্ধ ও কেবল জাতিসিদ্ধ----তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার-বিচার--তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম কথিত আছে।)

দেবীদাস বিদ্যারত্ন একজন অধ্যাপক। তাঁহার মনে বহুদিন হইতে এই বিশ্বাসটি চলিয়া আসিতেছে যে, ব্রাহ্মণ বর্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ পরমার্থী হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ-জন্ম না পাইলে জীবের মুক্তি হয় না। জন্ম হইতেই বাহ্মণের ব্রহ্মত্ব জন্মে। তিনি সে দিবস কাজীবংশধরের সহিত বৈষ্ণবদের কথোপকথন শুনিয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। কাজী সাহেব যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মনে মনে কহিলেন,----"যবন-জাতি কি এক অদ্ভুত ব্যাপার।

কথাগুলি যাহা বলে, তাহারও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। ভাল, বাবা ত' ফার্সি ও আরবী পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে ধর্মচর্চা করিতেছেন। তিনি যবনটাকে কেন এতদূর আদর করেন ? যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় তাহাকে কি বুঝিয়া শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী ও শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে বসাইয়া এত আদর করিলেন ?'' সেই রাত্রেই বলিয়াছেন,—''শম্ভু ! আমি এ বিষয়ে তর্কানল উঠাইয়া পাষণ্ড মত দগ্ধ করিব। যে নবদ্বীপে সার্বভৌম ও শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন এবং রঘুনাথ স্মৃতিশাস্ত্র মন্থনপূর্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবদ্বীপে আর্য্য ও যবনের মধ্য এরূপ ব্যবহার ? নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বোধ হয়, এসব কথা অবগত নহেন।'' দুই এক দিনের মধ্যেই বিদ্যারত্ন কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় প্রহর বেলা, মেঘের দৌরাত্ম্যে সে দিবস অদিতিনন্দন একবারও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই। প্রাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইয়াছে। দেবী ও শম্ভু উপযুক্ত সময় পাইয়া দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই খেচরান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। তথাপি তৃতীয় প্রহরের সময় প্রায় সকলেই প্রসাদসেবা করিয়া মাধবী-মালতীমণ্ডপের এক পার্শ্বে একটি প্রশস্ত কুটীরে নামের মালা লইয়া বসিলেন। পরমহংস বাবাজী, বৈষ্ণবদাস, শ্রীনৃসিংহপল্লী হইতে সমাগত পণ্ডিত অনন্তদাস; লাহিড়ী মহাশয় ও কুলিয়াবাসী যাদবদাস এই কয়জন বসিয়া নামানন্দে তুলসীমালা জপ করিতেছেন। এমন সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীসমুদ্রগড়নিবাসী চতুর্ভুজ পদরত্ন, কাশীনিবাসী চিন্তামণি ন্যায়রত্ন, পূর্বস্থলীনিবাসী কালিদাস বাচস্পতি এবং বিখ্যাতনামা কৃষ্ণচূড়ামণি তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ মহাসমাদরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে তথায় আসন দিয়া বসাইলেন। পরমহংস বাবাজী কহিলেন,— মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে অনেকে দুর্দিন বলেন, কিন্তু অদ্য আমাদেরপক্ষে সুদিন হইয়াছে, কেননা, ধামবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কৃপা করিয়া আমাদের কুটীরে পদধূলি দিলেন। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ তৃণাদপি নীচ বলিয়া আপনাদিগকে জানেন, অতএব 'বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে মানী পণ্ডিত জানিয়া আশীর্বাদ করতঃ বসিলেন। বিদ্যারত্ন তাহাদিগকে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা লাহিড়ী মহাশয়ের অপেক্ষা অল্পবয়স বলিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, অতএব পণ্ডিতদিগের প্রণাম হাতে হাতে ফেরৎ দিলেন।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ামণি বাগ্মিতায় বিশেষ পটু। কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি খর্বাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও গম্ভীর। তাঁহার চক্ষু দুইটী যেন নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তিনিই বৈষ্ণবদিগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

আমরা আজ বৈষ্ণবদর্শন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের সমস্ত আচার আমরা প্রশংসা করি না, তথাপি আপনাদের একান্ত ভক্তি আমার ভাল লাগে। ভগবান্ বলিয়াছেন-

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ।।" (গীতা ৯।৩০) (১)

এই ভগবদগীতার বচন আমাদের প্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আজ আমরা সাধুদর্শন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের একটি অভিসন্ধি আছে। তাহা এই—আপনারা যে ভক্তিছলে যবনসঙ্গ করেন, তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিব। আপনাদের মধ্যে যিনি বিশেষ বিচারপটু, তিনি অগ্রসর হউন।

চূড়ামণির এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হইলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"আমরা মূর্খ, বিচারের কি জানি। আমাদের মহাজনগণ যাহা আচরণ করিয়াছেন, আমরা সেই আচরণ করিয়া থাকি। আপনারা যে শাস্ত্রোপদেশ দিবেন, তাহা মৌনভাবে শ্রবণ করিব!"

চূড়ামণি কহিলেন,—"এরূপ কথা কিরূপে চলিতে পারে? আপনারা হিন্দুসমাজে থাকিয়া অশাস্ত্রীয় আচার-প্রচার করিলে, জগৎ বিনষ্ট হইবে। অশাস্ত্রীয় আচার-প্রচার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই দিবেন— এই বা কি? কাহাকে মহাজন বলি, মহাজন যদি যথাশাস্ত্র আচরণ করেন ও শিক্ষা দেন, তবেই তিনি মহাজন, নতুবা যাহাকে তাহাকে মহাজন বলিয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এইরূপ বলিলে জগতের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইবে?"

চূড়ামণির সেই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ একটি পৃথক্ কুটিরে গিয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মহাজনের প্রতি যখন দোষারোপ হইতেছে, তখন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাই উচিত। পরমহংস বাবাজী বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। অনন্তদাস পণ্ডিত বাবাজী ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বিচার করিতে সকলেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, দেবী বিদ্যারত্নই এই লেঠা উপস্থিত করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,— দেবীটা অত্যন্ত অভিমানী। সেদিবস কাজি-সাহেবের সহিত ব্যবহার-দর্শনে তাহার মনে কিছু হইয়াছে, তাহাতেই পণ্ডিতগুলিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজীর পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"বৈষ্ণব-আজ্ঞা আমার শিরোধার্য; অদ্য আমার পঠিত বিদ্যাসকল সার্থক হইবে।"

তখন মেঘ ছাড়িয়াছে। মালতী-মাধবী-মণ্ডপে একটি বিছানা হইল। একদিকে

(১। হে অর্জুন, বিনি অনন্যশরণ হইয়া আমার ভজন করেন, বহির্দৃষ্টিতে যদি তাঁহার কোনও দুরাচারও লক্ষিত হয়, তথাপি তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে; তাঁহার তাদৃশ ব্যবস্থা অসম্যক্ নহে।)

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও অপরদিকে বৈষ্ণবসকল বসিলেন। শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ আর আর পণ্ডিত বৈষ্ণবসকলকে তথায় আনা হইল। তন্নিকটস্থ অনেক বিদ্যার্থী পড়ুয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাস্থ হইলেন। সভাটী বড় মন্দ হইল না। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিকে ও প্রায় দুইশত বৈষ্ণব অন্য দিকে বসিলেন। বৈষ্ণবদিগের অনুমতিক্রমে বৈষ্ণবদাস বাবাজী প্রশান্তভাবে সম্মুখে বসিলেন। তখন একটী আশ্চর্য ঘটনা হইল দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বড়ই আহ্লাদিত হইয়া একবার হরিধ্বনি দিলেন। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, একগুচ্ছ মালতীপুষ্প উপর হইতে বৈষ্ণবদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্ণবগণ বলিলেন,—"এটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ বলিয়া জানুন।"

কৃষ্ণচূড়ামণি অপরদিকে বসিয়া একটু নাক শিঁট্‌কাইয়া কহিলেন,—"তাহাই মনে করুন। ফুলের কর্ম নয়—ফলেই পরিচয় হইবে।"

অধিক আড়ম্বর না করিয়া বৈষ্ণবদাস কহিলেন,—"অদ্য শ্রীনবদ্বীপে বারানসীর ন্যায় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আনন্দের বিষয়। আমি যদিও বঙ্গবাসী বটে, কিন্তু বহুকাল বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাভ্যাস ও সভা-বক্তৃতা করিয়া আমার বঙ্গভাষায় অভ্যাস লঘু হইয়াছে, আমি ইচ্ছা করি যে, অদ্যকার সভায় সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তর হোক।" চূড়ামণি যদিও শাস্ত্রে প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি কণ্ঠস্থ পাঠ ব্যতীত আর কিছু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন না। তিনি বৈষ্ণবদাসের প্রস্তাবে একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"কেন, বঙ্গদেশের সভায় বঙ্গভাষাই ভাল, আমি পশ্চিম দেশের পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত বলিতে পারিব না।" তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, চূড়ামণি বৈষ্ণবদাসের সহিত বিচার করিতে ভয় করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বঙ্গভাষা অবলম্বন করিতে বলিলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

চূড়ামণি পূর্বপক্ষ করিতেছেন—জাতি নিত্য কিনা? যবনজাতি ও হিন্দুজাতি—ইহারা পরস্পর পৃথক্‌জাতি কিনা? হিন্দুগণ যবনগণের সহিত সংসর্গ করিলে পতিত হ'ন কিনা?

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন,—নায়শাস্ত্রমতে জাতি নিত্য বটে। সে জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশভেদ জাতিভেদকে লক্ষ্য করে না; গোজাতি, ছাগজাতি, নরজাতি--এই সকল ভেদ নিরূপণ করে।

চূড়ামণি বলিলেন,—হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন—তাহাই বটে। কিন্তু হিন্দু ও যবনে কোন জাতিভেদ আছে কিনা?

বৈষ্ণবদাস কহিলেন,—হাঁ, একপ্রকার জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে জাতি নিত্য নয়। নরজাতি একটী জাতি। কেবল ভাষাভেদে, দেশভেদে, পরিচ্ছদভেদে ও বর্ণাদিভেদে নরজাতির মধ্যে একটি জাতিবুদ্ধি কল্পিত হইয়াছে।

চূ। জন্মদ্বারা কোন ভেদ নাই কি? না, কেবল বস্ত্রাদিভেদেই হিন্দু ও যবনের ভেদ?

বৈ। জীবের কর্মানুসারে উচ্চ-নীচ-বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে হিন্দু ও যবনের ভেদ।?

বৈ। জীবের কর্মানুসারে উচ্চ-নীচ বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে মানবগণের কর্মাধিকার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ; অপর সকলেই অন্ত্যজ।

চূ। যবনগণ অন্ত্যজ কি না?

বৈ। হাঁ, তাঁহারা শাস্ত্রমতে অন্ত্যজ অর্থাৎ চতুবর্ণের বাহির।

চূ। তাহা হইলে যবন কিরূপে বৈষ্ণব হইতে পারে এবং আর্য বৈষ্ণবগণই বা কিরূপে তাহাদের সহিত সঙ্গ করিতে পারেন?

বৈ। যাঁহার শুদ্ধভক্তি আছে—তিনিই বৈষ্ণব। মানবমাত্রেই বৈষ্ণব ধর্মের অধিকারী। জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে বর্ণীদিগের জন্য নির্দিষ্টকর্মে অধিকার না থকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্বে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের যে সূক্ষ্ম ভেদ, তাহা যে পর্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ- বোধ হইয়াছে—ইহা বলা যায় না।

চূ। ভাল। কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানাধিকার জন্মে, জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদী, কেহ বা সবিশেষবাদ স্বীকারপূর্বক বৈষ্ণব হ'ন। তাহা হইলে প্রথমে কর্মাধিকার সমাপ্ত না করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। মুসলমানের আদৌ কর্মাধিকার নাই। সে কিরূপে ভক্ত্যধিকার লাভ করিতে পারে?

বৈ। অন্ত্যজ মানবদিগের ভক্ত্যাধিকার আছে---- ইহা সর্বশাস্ত্রে স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় লিখিত আছে (গীতা ৯।৩২)—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।"

অর্থাৎ হে পার্থ! স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অন্ত্যজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয় করে' তাহারাও পরাগতি লাভ করে। আশ্রয় করার অর্থ—ভক্তি করা।

কাশীখণ্ডেও লিখিয়াছেন; যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ।। (১)

(১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হউক অথবা এই চতুর্বর্ণের বহির্ভূত অন্ত্যজই হউক, যদি তিনি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।)

নারদীয় পুরাণে, যথা ;—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ।।" (২)

চূ। প্রমাণ-বচন অনেক আছে। কিন্তু বিচারে কি পাওয়া যায়, তাহা দেখাই আবশ্যক। দুর্জাতিদোষ কিসের দ্বারা দূর হয়? জন্মদ্বারা যে দোষ-সঙ্গ হইয়াছে, তাহা জন্মান্তর ব্যতীত কি দূর হইতে পারে?

বৈ। দুর্জাতিদোষ—প্রারব্ধকর্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে, যথা (৬।১৬।৪৪)—

"যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।" (৩)

পুনশ্চ, (ভাঃ ৬।২।৪৬)—

"নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা।।" (৪)

পুনশ্চ, (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" (৫)

চূ। তবে হরিনামোচ্চারণকারী চণ্ডাল কেন যজ্ঞাদি করিতে পারে না?

বৈ। যজ্ঞাদি কর্মকরণে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের প্রয়োজন। যেমন ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্র্যজন্ম না পাইলে কর্মাধিকার হয় না, তদ্রূপ হরিনামাশ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রৌতজন্ম লাভ করা পর্যন্ত যজ্ঞাধিকার পান না। কিন্তু যজ্ঞাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গসকল, তাহা আচরণ করিতে পারেন।

চূ। এ কি প্রকার সিদ্ধান্ত? যিনি সামান্য অধিকার পাইলেন না, তিনি যে তদপেক্ষা উচ্চাধিকার পাইবেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি?

বৈ। মানব-ক্রিয়া দুইপ্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। বস্তুতঃ অধিকার লাভ

(২। হে রাজন্, চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্তিবিহীন যে সন্ন্যাসী, তিনি চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।)

(৩। যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলেই চণ্ডালও সংসার হইতে পরিমুক্ত হয়।)

(৪। মুমুক্ষুগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের কথা শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তৎপশ্চাৎ কীর্তন ব্যতীত অন্য কিছুই পাপের মুলোচ্ছেদক হইতে পারে না। আর যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন মলিনই হইয়া থাকে; কিন্তু হরিকীর্তনে মন নির্মল হয় ও পুনরায় কর্মে আসক্ত হয় না।)

(৫। হে ভগবন্ যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিরাজ করেন, তিনি শ্বপচকুলোদ্ভুত হইলেও শ্রেষ্ঠ। যে-সকল পুরুষ আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন, যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচারী, তাঁহারাই সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।)

করিয়াও ব্যবহারিক ক্রিয়া করিতে পারে না। যেমন একজন যবনবংশীয় বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুতঃ পারমার্থিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিয়া যে ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ,তাহাতে তাঁহার অধিকার হয় না।

চূ। কেন হয় না? করিলে কি দোষ হয়?

বৈ। লোক-ব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। সমাজে যাঁহারা ব্যবহারিক সম্মান লইয়া গর্ব করেন তাঁহারাও সে কার্যে স্বীকৃত হ'ন না। অতএব পারমার্থিক অধিকারক্রমে ব্যবহার চলিতে পারে না।

চূ। এখন বলুন, কর্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্ত্যাধিকারের হেতু কি?

বৈ। তত্তৎকর্ম- যোগ্য স্বভাব ও জন্মাদি ব্যবহারিক কারণই কর্মাধিকারের হেতু। তাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের হেতু।

চূ। বৈদান্তিকশব্দদ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন না করিয়া ভাল করিয়া বলুন যে তত্তৎকর্মযোগ্য স্বভাব কাহাকে বলে?

বৈ। শম,দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি; দয়া ও সত্য—এই কয়টী ব্রাহ্মণ-স্বভাব; তেজ, বল; ধৃতি; শৌর্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, ধীরতা, ব্রহ্মণ্যতা ও ঐশ্বর্য্য--এই কয়টী ক্ষত্রিয়-স্বভাব; আস্তিক্য, দান,নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা ও অর্থতৃষ্ণা—এই সকল বৈশ্য-স্বভাব; দ্বিজ- গো-দেব- সেবা ও যথালাভে সন্তোষ—ইহা শূদ্র-স্বভাব; অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য , নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, কাম ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা—এই সকলই অন্ত্যজ-স্বভাব। এই সকল স্বভাব দৃষ্টি করিয়া বর্ণ-নিরূপণ করাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য; কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ-নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র। এই স্বভাবক্রমে মানবের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও কর্মপটুতা জন্মে। এই স্বভাবের নামই তত্তৎকর্ম যোগ্য স্বভাব। জন্মবশতঃ অনেকের স্বভাব উদিত হয়। অনেকস্থলে সংসর্গই স্বভাবের জনক। বাল্যসংসর্গ জন্ম হইতেই হয় ও তদুচিত স্বভাবের উদয় হয়। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব লক্ষিত হয়। জন্ম হইতে স্বভাবের উদয় হয় বলিয়াই যে জন্মকে স্বভাবের একমাত্র কারণ ও কর্মাধিকারের হেতু বলিবে, এমন নয়। হেতু অনেক প্রকার; এইজন্য স্বভাব দৃষ্টি করিয়া কর্মাধিকার নিরূপণ করাই শাস্ত্রার্থ।

চূ। তাত্ত্বিক-শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?

বৈ। সরলহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ চেষ্টা জন্মে, তাহার নাম (তাত্ত্বিক) শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিক-চেষ্টা দেখিয়া অশুদ্ধহৃদয়ে যে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হয় এবং স্বার্থসাধনানুবৃত্তি-দম্ভ-প্রতিষ্ঠা-লিপ্সাময় চেষ্টা হয়, তাহার নাম অতাত্ত্বিক-শ্রদ্ধা। তাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা বলিয়া কোন কোন মহাজন উক্তি করেন। সেই তাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের কারণ।

চূ। কাহারও কাহারও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইয়াছে; কিন্তু স্বভাব উচ্চ হয় নাই, তাহারাও কি ভক্তির অধিকারী ?

বৈ। স্বভাব কর্মাধিকারের হেতু, ভক্ত্যধিকারের হেতু নয়। শ্রদ্ধাই একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু। নিম্নলিখিত শ্রীভাগবত- পদ্য আলোচনা করিয়া দেখুন (১১।২০।২৭-৩০, ৩২-৩৩)

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনে।
কাম্য হৃদয্যা নস্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।
ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রান্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।
যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছিত।।"

কোন সৎসঙ্গক্রমে হরিকথা শুনিতে কাহারও রুচি হয়। অন্য সমস্ত কর্ম তাঁহার আর ভাল লাগে না। দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে থাকেন। অন্যান্য যে-বিষয়ে মন্দ স্বভাব আছে, সেই বিষয়সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন। হরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে স্বল্পদিনেই হৃদয়ের কামসকল বিনষ্ট হইয়া পড়ে। আমাকে হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে না। শীঘ্রই হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কর্মবাসনা ক্ষয় হয়। এই একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কর্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বারা, দানধর্মের দ্বারা এবং যতপ্রকার সৎকর্মদ্বারা যাহা লব্ধ হইতে পারে, সে সমস্তই আমার ভক্তিযোগের দ্বারা সেই সেই উপায় অপেক্ষা অধিকতর সহজে ও শীঘ্র আমার ভক্ত লাভ করেন। ইহাই শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগের ক্রম।

চূ। আমি যদি শ্রীমদ্ভাগবত না মানি ?

বৈ। সকল শাস্ত্রেরই এই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র একই। ভাগবত না মানিলে অন্য শাস্ত্র আপনাকে পীড়ন করিবে। অনেক শাস্ত্র দেখাইবার আর প্রয়োজন নাই। সর্ববাদিসম্মত গীতা কি বলেন, তাহাই বিচার করুন। আপনি আসিবামাত্র যে শ্লোকটী আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত শিক্ষা আছে। গীতা (৯।৩০-৩২)—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।

অর্থাৎ অনন্যভাক্ বা আমাতে একনিষ্ঠ-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি হরিকথা হরিনাম-শ্রবণকীর্তনাদিময় ভজনে রত হ'ন, তাঁহার বহুতর অসদাচার অর্থাৎ দুঃস্বভাবজনিত কর্মাদিপদ্ধতির বিরুদ্ধ আচার থাকিলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তিনি সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, কর্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদির উদ্যম একপ্রকার; জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান- বৈরাগ্যাদির উদ্যম দ্বিতীয়প্রকার এবং সৎসঙ্গে হরিকথা ও হরিনামে শ্রদ্ধা তৃতীয়প্রকার পন্থা। এই পন্থাত্রয় কখন কখন একযোগ হইয়া কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ-নামে প্রকাশিত হয়। কখন কখন পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক্ অনুষ্ঠাতৃদিগকে কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী বলা যায়। এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পৃথক ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব গীতার প্রথম ষড়াধ্যায়ের চরমে এই সিদ্ধান্ত বাক্য দেখিতে পাইবেন; (গীতা ৬।৪৭)—

"যোগীনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" (১)

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা' এই শ্লোকের তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শ্রদ্ধাসহকারে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রদোষ শীঘ্রই দূর হয়। যেখানে ভক্তি, সেখানে ধর্ম অনুগত হ'ন। সমস্ত ধর্মের মূল ভগবান্। ভগবান্ সহজেই ভক্তির অধীন। ভগবান্ হৃদয়ে বসিলে জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়, অন্য কোন প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্ম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ধর্মময় করে। সুতরাং কাম দূর হইবামাত্র শান্তি আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হইবে না। কর্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ অনুষ্ঠান করিতে করিতে কুসঙ্গে পতিত হইতে পারে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই কুসঙ্গ করিতে পান না, অতএব তাঁহার পতন হয় না। ভক্ত পাপযোনীতেই জন্মগ্রহণ করুন বা ব্রাহ্মণ-গৃহেই জন্মগ্রহণ করুন, পরাগতি তাঁহার করস্থিতা।

চ। দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে যে জন্মনিবন্ধন অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই

(১। যতপ্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনিই যোগীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।)

যেন ভাল ।ব্রাহ্মণগৃহে জন্মিয়াছি। সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে করিতে জ্ঞানলাভ ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হইবে। শ্রদ্ধা কিরূপে জন্মে তাহা বুঝিতে পারি না। গীতা ভাগবতের মতে শ্রদ্ধা জনিত ভক্তির উপদেশ দেখিতেছি, কিন্তু কিরূপে জীব সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বৈ। শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যস্বভাব। বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্মবুদ্ধি জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদিত হইয়াছে। ইহাই সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন (৭।১৯।১)—

"যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে,
শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।" (১)

কোন কোন সিদ্ধান্তকার 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস— এই অর্থ করিয়াছেন। অর্থটী মন্দ নয়, কিন্তু স্পষ্ট নয়। মৎসম্প্রদায়ে 'শ্রদ্ধা'-শব্দের এইরূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে; (আম্নায়সূত্র-৫৭)—

"শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।" (২)

সাধুসঙ্গে শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয় যে, কর্ম জ্ঞান- যোগাদিতে জীবের নিত্যলাভের সম্ভবনা নাই, কেবল অনন্যভাবে হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ-শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রদ্ধার আকার এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে; (আম্নায়সূত্র-৫৮)

সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা।

অর্থাৎ শরণাপত্তি-লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ। শরণাপত্তি যথা—

আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকুল্য বিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪১৭)

অনন্যভক্তির যাহা অনুকুল হয়, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল হয়, তাহাই বর্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা; আর ভগবানই আমার রক্ষাকর্তা, জ্ঞানযোগাদি চেষ্টাদ্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস; আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না, বা আমাকে আমি পালন করিতে পারি না, আমি তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভরতা; আমি কে? আমি তাঁহার এবং তাঁহার

(১। সনৎকুমার কহিলেন—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই পুরুষ সেই বিষয়ের ধারণা করিতে সচেষ্ট হয়। শ্রদ্ধাবান্ জনই ধারণা করিতে পারেন; অশ্রদ্ধবান ব্যক্তি কখনও পারেন না। অতএব হে নারদ, আদৌ শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা কি তাহাই বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, আমি সেই শ্রদ্ধার বিষয়ই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।)

(২। কর্মজ্ঞানাদি-অন্যোপায়-পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী-চিত্তবৃত্তি-বিশেষই শ্রদ্ধা)

ইচ্ছাতেই আমার কার্য, এইরূপ আত্মনিবেদন, আমি অকিঞ্চন, দীন ও হীন এইরূপ কার্পণ্য বুদ্ধি,—এই প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈন্য চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায় তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহার উদিত হইয়াছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। ইহাই নিত্যমুক্ত-শুদ্ধজীবদিগের স্বভাবের প্রথমাবস্থা। অতএব ইহাই জীবের নিত্যস্বভাব। অন্যপ্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক।

চূ। বুঝিলাম। শ্রদ্ধা কিসে হয়, তাহা আপনি এখনও বলেন নাই। যদি সৎকর্মদ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে আমার মতই বলবান্ থাকে। কেননা, বর্ণাশ্রমোদিত সৎকর্ম ও স্বধর্ম উত্তমরূপে আচরণ না করিলে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। যবনদিগের যখন সেরূপ সৎকর্ম নাই, তখন তাহারা কিরূপে ভক্তির অধিকারী হইবে?

বৈ। সুকৃতি হইতেই শ্রদ্ধা হয় বটে, কেননা, বৃহন্নারদীয়ে এইরূপ কথিত আছে।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ।।" (১)

সুকৃত দুইপ্রকার— নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃতদ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তিলাভ হয় তাহা নিত্য। যে সুকৃতদ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদমুক্তিলাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য, সেই সুকৃতই নিত্য। যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি-সমস্ত স্পষ্টই নিমিত্তাশ্রয়ী, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন, কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। বন্ধনমোচন এককক্ষণে হইয়া থাকে। মোচন-কার্য নিত্য নয়। যেক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলোচনা ও তথায় শেষ হইল। নিমিত্ত-নাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেকভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণের রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধর্ম— অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধবিচারে নৈমিত্তিক বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম বিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর বর্তমান থাকে, সে ভক্তি একটি পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব— তাহাই জীবের নিত্যধর্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র। মুণ্ডকে (১।২।১২) বলিয়াছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।" (২)

(১। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভক্তিবৃত্তি উদিত হন। পুরুষসকল পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রাপ্ত হন।) (২। ব্রাহ্মণ কর্মদ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ও কর্মাতীত নিত্যসত্য বস্তু কর্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া, কর্মের প্রতি নির্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ হস্তে বেদতাৎপর্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।)

কর্মজ্ঞানযোগাদি সকলই-নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়া সঙ্গই নিত্য সুকৃত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য সুকৃত যিনি করিয়াছেন, তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃতদ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না।

চূ। ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়া কিরূপ তাহা স্পষ্ট বলুন এবং সেই সেই কার্যই বা কোন্ প্রকার সুকৃত হইতে হয় ?

বৈ। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের কথা শ্রবণ এই সকল কার্যকে 'ভক্তসঙ্গ' বলি। শুদ্ধভক্তগণ নগরকীর্তনাদি ভক্তিক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল ভক্তিকার্যে কোনপ্রকার যোগদান বা স্বয়ং কোন ভক্তিক্রিয়া করিলে ভক্তিক্রিয়া-সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দির-মার্জন, তুলসীর নিকট আলোদান, হরিবাসর-পালন ইত্যাদিকে ভক্তিক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই সব ভক্তিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হইলেও অর্থাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তিপোষক সুকৃত হয়। সেই সুকৃত বলবান্ হইলে সাধুসঙ্গ ও অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্ম জন্মান্তরে উদিত হইতে পারে। 'বস্তুশক্তি' বলিয়া একটী শক্তি মানিতে হইবে। ভক্তিক্রিয়ামাত্রেরই ভক্তিপোষক শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলে ত' কথাই নাই, হেলায় করিলেও সুকৃত হয়;

যথা প্রভাসখণ্ডে—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।" (১)

এইরূপ যতপ্রকার ভক্তিপোষক সুকৃত আছে, তাহাই নিত্যসুকৃত।

সেই সুকৃত ক্রমশঃ বলবান্ হইলে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ-লাভ হয়। কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক দুষ্কৃতক্রমে যবনগৃহে জন্ম হয়, অথচ নিত্যসুকৃত-বলে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। ইহাতে আশ্চর্য কি ?

চূ। আমরা বলি, যদি ভক্তিপোষক সুকৃত বলিয়া কিছু থাকে, তাহাও অন্যপ্রকার সুকৃত হইতেই ঘটে। অন্যপ্রকার সুকৃত যবনের নাই, অতএব তাহার ভক্তিপোষক সুকৃতও সম্ভব হয় না।

বৈ। এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিত্যসুকৃত ও নৈমিত্তিক সুকৃত পরস্পর নিরপেক্ষ--কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দুষ্কৃতিপূর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রতদিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্যসুকৃতরূপ-হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" (ভাঃ ১২।১৩।১৬) এই বাক্যদ্বারা মহাদেবকে পরমপূজনীয় বৈষ্ণব বলিয়া জানি। তাঁহার ব্রতাচরণ করিয়া হরিভক্তি লাভ করা যায়।

(১। এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।)

চূ। আপনি কি তবে বলিতে চা'ন যে নিত্যসুকৃত ঘটনাক্রমে হইয়া পড়ে।

বৈ। সকলই ঘটনাক্রমে হইয়া থাকে। কর্মমার্গেও তদ্রূপ। যদ্দ্বারা জীব প্রথমে কর্মচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আকস্মিকী ঘটনা বই আর কি? যদিও মীমাংসকেরা কর্মকে অনাদি বলিয়াছেন, তথাপি কর্মের একটী মূল আছে। ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের মূলকর্মজনক ঘটনা; তদ্রূপ নিত্যসুকৃতও আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। শ্বেতাশ্বতর বলেন (৪।৭)—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।" (১)

ভাগবতে (১০।৫১।৩৪ ও ৩।২৫।২২)—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।।" (২)

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।" (৩)

চূ। আপনাদের মতে কি আর্য-যবনের ভেদ নাই?

বৈ। ভেদ দুইপ্রকার—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। আর্য ও যবনের পারমার্থিক ভেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে।

চূ। আবার একটা বৈদান্তিক বাগাড়ম্বর উপস্থিত কেন করেন? আর্য-যবনের ব্যবহারিক ভেদ কিরূপ?

বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহার বলি। সংসারে যবন অস্পৃশ্য, অতএব ব্যবহারিক মতে যবন অস্পৃশ্য বা অব্যবহার্য। যবন-স্পৃষ্ট জল বা অন্নাদি অগ্রাহ্য। যবনশরীর দুর্জাতিত্ববশতঃ হেয়, অতএব অস্পৃশ্য।

চূ। তবে আবার পারমার্থিকমতে কিরূপে যবন ও আর্য অভেদ হইতে পারে স্পষ্ট বলুন।

(১। জীব ও অন্তর্যামী পরমাত্মা একই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন, জীব দেহাত্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্যপ্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন (গুরুকৃপা-বলে) অন্যভক্তগণকর্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকনির্মুক্ত হ'ন।)

(২। হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রাম্যমান জনের যখন ভগবৎকৃপায় সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যখন সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তখনই তাহার সাধুজনপ্রাপ্য চিদচিদের ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে।)

(৩। কপিলদেব কহিলেন, —সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গপথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাব-ভক্তি), অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।)

বৈ। যখন শাস্ত্র বলিতেছে যে, "ভৃগুবর পরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম", তখন যবনাদি সকল নরেরেই পরমার্থলাভ-বিষয়ে সমতা আছে। যাহার নিত্য সুকৃত নাই, তাহাকেই 'দ্বিপদ পশু' বলা যায়, কেননা, কৃষ্ণনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মনুষ্যজন্ম পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। মহাভারত বলেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।" (১)

নিত্যসুকৃতই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীবপবিত্রকারী বস্তু। নৈমিত্তিক সুকৃতই অল্পপুণ্য, তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধবৈষ্ণব—এ চারিটী এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক।

চূড়ামণি (একটু ঈষদ্ধাস্যের সহিত)। এ আবার একটা কি কথা? এ বৈষ্ণবদের গোঁড়ামিমাত্র। ভাত, ডাল, তরকারী আবার কি করিয়া চিন্ময় হয়? আপনাদের কিছুই অসাধ্য নাই।

বৈ। আপনি আর যাহা করুন, বৈষ্ণবনিন্দা করিবেন না—এইটি আমার প্রার্থনা; কেননা, বিচারস্থলে বিষয় লইয়া বিচার হইবে, বৈষ্ণব নিন্দার প্রয়োজন কি? মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে আর অন্যগ্রাহ্য বস্তু নাই, যেহেতু উহা চিদুদ্দীপক ও জড়বিদ্রাবক। এই জন্যই ঈশোপনিষৎ বলেন, (প্রথম মন্ত্র)–

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।" (২)

জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তিসম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তিসম্বন্ধদৃষ্টি থাকিলে আর বহির্মুখ ভোগ হয় না। অন্তমুর্খ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীরযাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবৎ প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, বরং চিদুন্মুখী প্রবৃত্তি কার্য করিতে পায়। ইহারই নাম 'মহাপ্রসাদ'। এমন অপূর্ব বস্তুতে আপনার রুচি হয় না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

চূ। ও কথা ছেড়ে দিন। এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করুন। যবনের সহিত আপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য?

বৈ। মনুষ্য যতদিন যবন থাকে, ততদিন তাহাদের প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। যবন ছিল, কিন্তু নিত্যসুকৃত-বলে বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন তাহাকে আর 'যবন' বলি না।

(১। অল্প সুকৃতবান ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে, প্রকট, অপ্রকট ও অর্চ্য শ্রীগোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে দৃঢ়-শ্রদ্ধা হয় না।)

(২। পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্তু আছে, তৎসমুদয়েই পরমেশ্বর-সত্ত্বা ও চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্তবৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর; ভগবৎসম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না।)

শাস্ত্র বলেন, (পদ্মপুরাণ ইতিহাসসমুচ্চয়ে)

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।" (১)

" ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।" (২)

চূ। বুঝিলাম। গৃহস্থবৈষ্ণব যবনবৈষ্ণবকে কন্যাদান ও যবনবৈষ্ণবের কন্যাগ্রহণ করিতে পারেন কি না?

বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে যবন, জগতের নিকট মরণ পর্যন্ত যবনই থাকেন, কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পর তাঁহার আর যবনতা থাকে না। দশবিধ কর্ম স্মার্ত-কর্ম। তন্মধ্যে বিবাহ। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য হ'ন অর্থাৎ চাতুর্বণ্য হ'ন তবে বিবাহক্রিয়া তাঁহার স্ববর্ণের মধ্যে করাই উচিত; কেননা, সংসার-যাত্রা-নির্বাহের জন্য চাতুর্বণ্য ধর্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবহার-ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকুল হয়,তাহাই কর্তব্য। চাতুর্বর্ণ্য-ধর্মে নির্বেদ ও তত্ত্যাগের অধিকার জন্মিলেই তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। চাতুর্বর্ণ্য-ধর্মের সহিত সমস্ত তখন ত্যক্ত হয়। চাতুর্বর্ণ্য-ধর্ম যাঁহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল, তিনি অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। যবনদিগের যে সমাজ আছে, তাহা যদি ভজন-প্রতিকূল হয়, শ্রদ্ধাবান্ যবন সেই সমাজ ত্যাগ করিবার অধিকারী। চাতুর্বর্ণ্য-ত্যাগাধিকারী ও যবন-সমাজ-ত্যাগাধিকারী উভয়েই বৈষ্ণব হইলে আর ভেদ কি? উভয়েই ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছে। পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ ভজনের প্রতিকূল হইলেও সমাজত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভজনের অনুকূল-বিষয়ের আদর যখন সরলরূপে সর্বথা দৃঢ় হয়, তখন তিনি সহজেই সমাজের অপেক্ষা ত্যাগ করেন; যথা—(ভাঃ ১১।১১।৩২)

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।। " (৩)

(১। ভগবদ্ভক্ত চতুবর্ণের সর্বাধম বর্ণ শূদ্র, কিংবা চতুবর্ণবহির্ভূত ব্যাধ কিংবা চণ্ডালকুলোদ্ভূতই হউন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে তত্তজ্জাতি বলিয়া মন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে।)

(২। চতুবেদী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু আমার ভক্ত চণ্ডাল কুলোদ্ভুত হইলেও আমার প্রিয়। যাহা কিছু, তাঁহাকেই শ্রদ্ধাপূর্বক দিতে হইবে, তাঁহারই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেরূপ আমি (ভগবান্) সর্বজীবপূজ্য, তিনিও তদ্রূপ প্রণম্য।)

(৩। ধর্মশাস্ত্রে আমি (ভগবান্) যাহা ধর্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণ-দোষ বিচারপূর্বক সেই সকল ধর্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সাধু।)

যথা গীতায় চরম-সিদ্ধান্তে (১৮।৬৬)—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" (১)

পুনশ্চ, ভাগবতে (৪।২৯।৪৬)—

"যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।" (২)

চূ। যবন যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হ'ন, তবে আপনারা তাঁহার সহিত একত্র অন্নভোজন ও জলপানাদি করিতে পারেন কিনা?

বৈ। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করিতে পারেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু বৈষ্ণবপ্রসাদ পাইতে তাঁহাদের বাধা নাই, বরং কর্তব্য।

চূ। তবে কেন বৈষ্ণবদিগের দেবালয়ে যবনবৈষ্ণব স্পর্শাধিকার পায় না?

বৈ। যবনকুলোদ্ভব বৈষ্ণবকে 'যবন' বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব মাত্রেরই কৃষ্ণসেবায় অধিকার আছে। গৃহস্থ- বৈষ্ণবের দেবসেবায় বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কার্য করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। নিরপেক্ষ-বৈষ্ণবের বিগ্রহসেবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা তাহা করেন না, কেননা, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। তাঁহারা মানসে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা করিয়া থাকেন।

চূ। জানিলাম; এখন বলুন, ব্রাহ্মণদিগকে আপনারা কি মনে করেন?

বৈ। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ববাদিসম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিকসম্মান আছে। তাহাতে বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এই (ভাঃ৭।৯।১০)—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।" (৩)

চূ। শূদ্রাদির বেদপাঠের অধিকার নাই। শূদ্র বৈষ্ণব হইলে বেদ পাঠ করেন কি না?

বৈ। যে বর্ণই হউন, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। বেদ দুইভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ সামান্যকর্মাদি-প্রতিপাদক বেদ ও তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ।

(১। সকল দর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্—আমার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।)

(২। যে কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন সেই অনুগৃহীত ব্যক্তি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত (কর্মমিশ্রা) বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।)

(৩। ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্মাদি-প্রতি পাদক বেদে অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকুন, শুদ্ধবৈষ্ণব তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১)

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

পুনশ্চ, (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)

" যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ।
য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।। (১)

ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে মনু (২।১৬৮)বলিয়াছেন—

" যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।" (২)

তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩) এইরূপ নিরূপিত আছে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" (৩)

'পরা ভক্তি' শব্দের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাহি না, আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ-বাক্য এই যে, যাঁহার অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী। যাঁহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।

চূ। আপনারা কি এইটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদে কেবল বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা দেয়, আর কোন ধর্ম শিক্ষা দেয় না?

বৈ। ধর্ম এক বই দুই নয়। তাহার নাম নিত্যধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম। সেই ধর্মের সোপানস্বরূপ আর যতপ্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ একাদশে (ভাঃ ১১।১৪।৩) বলিয়াছেন,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।" (৪)

(১। হে গার্গি, এই অচ্যুতবস্তুকে না জানিয়া যিনি এই লোক হইতে চলিয়া যান, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র। আর যিনি এই অচ্যুত পুরুষকে জানিয়া এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।) (২। যে দ্বিজ উপনয়নান্তর বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে প্রযত্ন করেন, তিনি এই জীবিতকাল মধ্যেই সবংশে অতি শীঘ্র শূদ্রত্ব লাভ করেন।) (৩। যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।) (৪। শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে উদ্ধব যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ যাহা-দ্বারা আমাতে রতি হয়, এমন ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা আমি ব্রাহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রলয়কালে কালধর্মে লুপ্ত হইয়াছে।)

কঠোপনিষৎ (১।২।১৫ ও ১।৩।৯) বলেন—

'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি *** তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।'' (১)

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'' ইত্যাদি।। (২)

এই পর্যন্ত বিচার হইলে দেবী বিদ্যারত্ন ও তাঁহার সঙ্গিগণের মুখ শুষ্কপ্রায় হইল। অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা। সকলে প্রস্তাব করিলেন,---অদ্য এই স্থলে বিচার স্থগিত হউক। সকলেরই তাহাতে সম্মতি হইলে সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একবাক্যে বৈষ্ণবদাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিয়া যে যাহার স্থলে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সংসার

(চণ্ডীদাস বণিক্ ও দময়ন্তী—চণ্ডীদাসের সস্ত্রীক শ্রীনবদ্বীপে গমন---পুত্রগণের অত্যাচার--চণ্ডীদাসের বিরাগ এবং উন্নতি---চণ্ডীদাসের সংসারতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগোদ্রুম-গমন--অনন্তদাস বাবাজীর সংসারতত্ত্ব-কথনারম্ভ--সংসার ব্যাখ্যা—চিৎ-সংসার ও মায়িক-সংসারের প্রভেদ---জগৎ মিথ্যা নয়---জীবের জগৎ-সম্বন্ধে যে বিবর্ত, তাহাই মিথ্যা----উপযুক্ত চেষ্টাদ্বারা উদ্ধার-- প্রেমবিবর্তে জীবের মায়ামুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ --সাধু সংসার ও অসাধু সংসারে ভেদ---সাধুসঙ্গ ভেদ--তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই শ্রেয়ঃ--গৃহস্থ-ভক্ত---গৃহস্থ- বৈষ্ণবের স্থিতি---গৃহত্যাগীর অধিকার--তাঁহাদের লক্ষণ---নিরপেক্ষ ভক্ত লক্ষণ— ভেকবিচার— ভেকদাতা গুরুর বিচার্য্য বিষয়----আখ্ড়াধারী বান্তাশী---আখ্ড়াধারীদিগের নামাপরাধ ও তাহা হইতে উদ্ধার---বর্ণাশ্রমযুক্ত ও বর্ণাশ্রমরহিত পুরুষের গৃহস্থভক্ত হইবার যোগ্যতা----যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ---সর্ববর্ণের ভেক-সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার—চণ্ডীদাসের জ্ঞানোদয়—চণ্ডীদাসের ভক্তিলাভ---শ্রীগোদ্রুম-মাহাত্ম্য—চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবতা।)

সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম-নামে একটী প্রাচীন বণিক্‌নগর ছিল। তথায় বহুকাল হইতে সহস্র সুবর্ণবণিক্ বাস করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হইতে সেই সকল বণিক্ প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় হরিনাম-সংকীর্তনে রত হ'ন। চণ্ডীদাস-নামক একটী বণিক্ অর্থব্যয় হইবে, এই ভয় করিয়া নাগরিক লোকের হরিকীর্তনে যোগ দিতেন না। তিনি ব্যয়-কুণ্ঠতার দ্বারা অনেক অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী দময়ন্তীও তাঁহার স্বভাব

(১। নিখিল বেদ যাঁহাকে মুখ্যভাবে কীর্তন করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপতঃ সেই বিষ্ণুর পদের কথা বলিতেছি।) (২। তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ ইত্যাদি।)

পাইয়া অতিথি ও বৈষ্ণবগণকে কোন আদর করিতেন না। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিগ্‌দম্পতীর চারিটী পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়; কন্যাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্য বিপুল অর্থ রাখিয়াছেন। যে গৃহে বৈষ্ণব-সমাগম হয় না, তথায় শিশুগণের দয়া-ধর্ম সহজেই খর্ব হয়। শিশুগুলি যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহারা স্বার্থপর হইয়া অর্থলালসায় পিতামাতার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। বণিগ্‌দম্পতীর আর অসুখের সীমা রহিল না। ক্রমে পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন। বধূগুলিও যত বড় হইতে লাগিল, আপন আপন পতির স্বভাব লাভ করিয়া কর্তা ও গৃহিণীর মরণ কামনা করিতে লাগিল। এখন পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে, দোকানে খরিদ বিক্রয় করে। পিতার অর্থগুলি প্রায় সকলেই ভাগ করিয়া কার্য করিতে লাগিল।

চণ্ডীদাস একদিন সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন, " দেখ আমি, বাল্যকাল হইতে ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবদ্বারা এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখিয়াছি। কখনও নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি নাই। তোমাদের জননীও তদ্রূপ ব্যবহারে কাল কাটাইলেন। এখন আমরা প্রায় বৃদ্ধ হইলাম; তোমরা যত্নের সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে— এই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু তোমরা আমাদিগকে অযত্ন কর দেখিয়া বড়ই দুঃখিত আছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে, তাহা আমি যিনি ভাল পুত্র হইবেন তাঁহাকেই দিব।"

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌনভাবে ঐসব কথা শ্রবণ করিয়া অন্যত্র একত্র হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্তা ও গৃহিণীকে বিদেশে পাঠাইয়া গুপ্তধন অপহরণ করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু কর্তা অন্যায়পূর্বক ঐ ধন কাহাকে দিবেন, তাহা বলা যায় না। সকলে এই স্থির করিলেন যে, কর্তার শয়নঘরে ঐ ধন পোতা আছে।

হরিচরণ কর্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে কর্তাকে এক দিবস প্রাতে কহিল, "বাবা! আপনি মাতা - ঠাকুরাণী একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করুন—মানবজন্ম সফল হইবে। শুনিয়াছি, কলিকালে আর কোন তীর্থই শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় শুভপ্রদ নয়। নবদ্বীপ যাইতে কষ্ট বা ব্যয় হইবে না; যদি চলিতে না পারেন; গহনার নৌকায় দুই পণ করিয়া দিলেই পৌঁছাইয়া দিবে। আপনাদের সঙ্গে একজন বৈষ্ণবী সেথো যাইতেও ইচ্ছুক আছে।"

চণ্ডীদাস স্বীয় পত্নীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী আহ্লাদিত হইলেন; দুইজন বলাবলি করিলেন,—" সে দিবসের কথায় ছেলেরা শিষ্ট হইয়াছে। আমরা এত অক্ষম হই নাই যে, চলিতে পারি না। শ্রীপাট কালনা, শান্তিপুর হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিব।"

দিন দেখিয়া দুইজনে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে পরদিবস অম্বিকায় উপস্থিত। তথায় একটী দোকানে রসুই করিয়া খাইতে বসিলেন, এমন সময় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে, তোমার ছেলেরা ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সমস্ত দ্রব্য লইয়াছে, আর তোমাদিগকে বাটী যাইতে দিবে না; তোমার গুপ্ত অর্থ সকলে বাটিয়া লইয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী অর্থশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। সে-দিবস আর খাওয়া দাওয়া হইল না,—ক্রন্দন করিতে করিতে দিন গেল। সেথো-বৈষ্ণবী বুঝাইয়া দিল যে, গৃহে আসক্তি করিও না; চল, তোমরা দুইজনে ভেক লইয়া আখড়া বাঁধ। যাহাদের জন্য এত করিলে, তাহারাই যখন এরূপ শত্রু হইল তখন আর ঘরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। চল নবদ্বীপে থাকিবে, তথায় ভিক্ষা করিয়া খাও, সেও ভাল।

চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূদিগের ব্যবহার শুনিয়া, আর ঘরে যাইব না, বরং প্রাণত্যাগ করিব, সেও ভাল', এইরূপ বারবার বলিতে লাগিলেন। অবশেষে অম্বিকাগ্রামে একটী বৈষ্ণব-বাটীতে বাসা করিলেন। তথায় দুই চারিদিন থাকিয়া শ্রীপাট শান্তিপুর দর্শনপূর্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। শ্রীমায়াপুরে একটী বণিক-কুটুম্ব ছিল, তাঁহাদের বাটীতে রহিলেন। দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীনবদ্বীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার এবং কুলিয়াগ্রামের সপ্তপল্লী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে পুত্র পুত্রবধূগণের প্রতি পুনরায় মায়ার উদয় হইল।

চণ্ডীদাস বলিলেন,—"চল, আমরা সপ্তগ্রামে যাই; ছেলেরা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র স্নেহ করিবে না?" সেথো বৈষ্ণবী কহিল,—" তোমাদের লজ্জা নাই? এবার তাহারা তোমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে।" সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা দম্পতীর মনে আশঙ্কা হইল। তাহারা কহিল ' বৈষ্ণব ঠাক্রুণ্, তুমি স্ব-স্থানে যাও, আমরা বিবেকী হইলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমরা ভিক্ষাদ্বারা জীবননির্বাহ করিব'।

সেথো বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। বণিগ্ দম্পতী এখন গৃহের আশা ত্যাগ করিয়া কুলিয়াগ্রামে ছ'কড়ি চট্টের পাড়ায় একখানি ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া তথায় রহিলেন। কুলিয়াগ্রাম অপরাধভঞ্জনের পাট। তথায় বাস করিলে পূর্ব অপরাধ দূর হয়, এরূপ একটী কথা চলিয়া আসিতেছে।

একদিন চণ্ডীদাস কহিলেন, 'হরির মা! আর কেন? ছেলেমেয়ের কথা আর বলিও না, তাহাদিগকে আর মনে করিও না। আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ আছে, তজ্জন্যই বণিকের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ হইয়া কখনও অতিথি বৈষ্ণবের সেবা করিলাম না। এখন এখানে কিছু অর্থ পাইলে অতিথি-সেবা করিব—আর জন্মে ভাল হইবে। একখানি মুদিখানা করিব মানস করিয়াছি। ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে পঞ্চমুদ্রা ভিক্ষা করিয়া ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইব।" কয়েক দিবস যত্ন করিয়া চণ্ডীদাস একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়া বসিলেন। প্রত্যহ কিছু লাভ হইতে লাগিল। পতি-পত্নী উদরপূর্তির পর একটী করিয়া প্রতিদিন অতিথিসেবা করিতে লাগিলেন। পূর্বাপেক্ষা চণ্ডীদাসের জীবন ভাল হইল।

চণ্ডীদাস একটু লেখা-পড়া পূর্বেই শিখিয়াছিলেন। অবসর-সময়ে গুণরাজখান-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থ দোকানে বসিয়া পাঠ করেন। ন্যায়পর হইয়া বিক্রয়াদি করেন ও অতিথি-সেবা করেন। এইরূপ পাঁচ ছয় মাস গত হইল। কুলিয়ার সকল লোকেই চণ্ডীদাসের ইতিহাস জানিতে পরিয়া তাঁহাকে একটু শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

তথায় শ্রীযাদবদাসের স্থান। যাদবদাস গৃহস্থ-বৈষ্ণব। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করেন। চণ্ডীদাস কখন কখন তাহা শ্রবণ করেন। যাদবদাস ও তাঁহার পত্নী সর্বদা বৈষ্ণব-সেবায় রত থাকেন। তাহা দেখিয়া চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী বৈষ্ণব সেবায় রুচি লাভ করিলেন।

এক দিবস চণ্ডীসাদ শ্রীযাদবদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংসার কি বস্তু? যাদবদাস বলিলেন যে, ভাগীরথীর পূর্বপারে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে অনেক গুলি তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাস করেন; চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে। আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া, অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। আজকাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শ্রীগোদ্রুমে বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ। সে দিবস শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস বাবাজীর সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহা তথায় ভালরূপে মীমাংসিত হইবে।

অপরাহ্ণে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গঙ্গা পার হইতেছেন। দময়ন্তী এখন শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হইয়াছে। তিনি কহিলেন, "আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে যাইব।" যাদবদাস কহিলেন,–তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ নহেন, প্রায়ই নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী; তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তাঁহারা অসুখী হ'ন, আমি আশঙ্কা করি।" দময়ন্তী কহিলেন,—আমি দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব। তাঁহাদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিব না। আমি বৃদ্ধা—আমার প্রতি তাঁহারা কখনই ক্রুদ্ধ হইবেন না।" যাদবদাস কহিলেন,—" সেখানে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়ার রীতি নাই। তুমি বরং তন্নিকটস্থ কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে, আমরা আসিবার সময় তোমাকে লইয়া আসিব।"

তিন প্রহর বেলার পর তাঁহারা তিনজনে গাঙ্গ-বালুকা উত্তীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্নকুঞ্জের নিকট পৌছিলেন। দময়ন্তী কুঞ্জদ্বারে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া একটি পুরাতন বটবৃক্ষের নিকট বসিলেন। যাদবদাস ও চণ্ডীদাস কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী-মালতী-মণ্ডপের উপর উপবিষ্ট বৈষ্ণবমণ্ডলীকে ভক্তিপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী বসিয়া আছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রীবৈষ্ণবদাস, লাহিড়ী মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকটে গিয়া যাদবদাস বসিলেন, চণ্ডীদাসও তৎপার্শ্বে বসিলেন।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন;—" এই নূতন লোকটী কে? যাদবদাস চণ্ডীদাসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। অনন্তদাস বাবাজী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,— "হাঁ, 'সংসার' ইহাকেই বলে। যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন তিনিই শোচ্য।"

চণ্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নির্মল হইতেছে। নিত্য সুকৃত করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়। বৈষ্ণব-সৎকার, বৈষ্ণবগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিত্য সুকৃত। তাহা করিতে করিতেচিত্ত নির্মল হইয়া যায় ও অনন্যভক্তিতে সহজেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চণ্ডীদাস, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের কথাটী শ্রবণ করিয়া আর্দ্রহৃদয়ে বলিলেন,—আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সংসার যে কি বস্তু, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

শ্রীঅনন্তদাস। চণ্ডীদাস, তোমার প্রশ্নটী গম্ভীর; আমি ইচ্ছা করি, হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরদান করুন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী। প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ও তদুপযুক্ত উত্তরদাতা। অদ্য আমরা সকলেই বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করিব।

অ। আপনাদের যখন আজ্ঞা পাইলাম, তখন অবশ্যই আমি যাহা জানি, তাহা বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি,—

জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়—মুক্ত-দশা ও সংসারবদ্ধদশা। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তজীব, যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হ'ন নাই বা কৃষ্ণকৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত দশা। কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া অনাদি-মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার-দশা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাস্যই তাঁহার জীবন। জড়জগতে তাঁহার অবস্থিতি নয়। কোন বিশুদ্ধ চিজ্জগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত।

মায়াবদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণবহির্মুখতা- দোষে কৃষ্ণের ছায়া শক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের তারতম্যবশতঃ বদ্ধজীবের অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা বিচার করিয়া দেখুন—জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির বিচিত্রতা। জীব সংসারে প্রবেশপূর্বক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় 'আমি কৃষ্ণদাস' এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি দাতা, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বীর ও আমি দুর্বল—এইরূপ কতরকমের আমিত্ব হইয়াছে। ইহার নাম 'অহংতা'। 'মমতা' বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন, আমার শরীর, আমার পুত্র-কন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার

মাতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ ইত্যাদি কত প্রকারের 'আমার' হইয়াছে। 'আমি' ও 'আমার' লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম 'সংসার'।

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্থায় এই 'আমি' 'আমার' দেখিতেছি। কিন্তু মুক্ত-অবস্থায় কি 'আমি', 'আমার' থাকে না?

অ। মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' সব চিন্ময় ও নির্দোষ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন তাহারই শুদ্ধপরিচয় তথায় আছে। সেখানেও 'আমি' বহুবিধ। কৃষ্ণদাস হইলেও তথায় চিদ্‌রসভেদ বহুবিধ। রসের যতপ্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকলও 'আমার'।

যা। তবে বদ্ধাবস্থায় 'আমি', 'আমার' বহুবিধ হওয়ার দোষ কি?

অ। দোষ এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় যাহা সত্য 'আমি' ও 'আমার', তাহাই আছে, সংসারে যতপ্রকার 'আমি', ও 'আমার' আছে তাহা আরোপিত অর্থাৎ বস্তুতঃ জীবসম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচায়ক; সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপ্রাকৃত ও ক্ষণিক সুখদুঃখপ্রদ।

যা। মায়িক সংসার কি মিথ্যা?

অ। মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যতপ্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।

যা। আমরা কেন এরূপ মিথ্যা-সম্বন্ধে আছি?

অ। জীব চিৎকণ। জড়জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমানায় জীবের প্রথমাবস্থান। সেখানে যে-সকল জীব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না তাঁহারা চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলে--নিত্যপার্ষদ হইয়া কৃষ্ণ- সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগবাঞ্ছা করিলেন, মায়া স্বীয় বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হইতেই আমাদের সংসারদশা। সংসারদশা হইবামাত্র সত্য পরিচয় চলিয়া গেল ও 'আমি মায়ার ভোক্তা' এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আসিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিল।

যা। যদি আমরা চেষ্টা করি, তবুও কেন আমাদের সত্য স্বভাব উদিত হয় না?

অ। চেষ্টা দুই প্রকার, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত। উপযুক্ত চেষ্টা করিলে অবশ্যই-অভিমান দূর হইবে। অনুপযুক্ত চেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইতে পারে?

যা। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি আজ্ঞা করুন।

অ। কর্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করতঃ 'মায়া ছাড়িব' এই যে একটী চেষ্টা—ইহা অনুপযুক্ত। অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা সমাধিযোগে চিন্ময় হইয়া পড়িব,

ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা। এইরূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা আছে।

যা। ঐ সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত?

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু ঐ সকল চেষ্টাদ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্ভাবনা। যাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এ দশা দূর হইবে না এবং স্বীয় শুদ্ধদশা লাভ হইবে না।

যা। উপযুক্ত চেষ্টা কি?

অ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ, যথা ভাগবতে (১১।২।৩০)—

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম।।" (১)

এই সংসারদশা প্রাপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি ক্ষণার্ধও যদি সৎসঙ্গ হয়, তবেই সেরূপ মঙ্গলের উদয় হয়।

প্রপত্তি; যথা গীতা-সপ্তমাধ্যায়-১৪ শ্লোকে,—

**"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"**

এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী আমার দৈবী মায়া। মানব নিজ চেষ্টায় এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব মায়া পার হওয়া বড়ই কঠিন। আমাতে যিনি প্রপত্তি করেন অর্থাৎ আমার শরণাগত হ'ন, তিনি মাত্র এই মায়া পার হইতে পারেন।

চণ্ডীদাস। ঠাকুর,আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। এইটুকু মাত্র বুঝিতেছি যে, আমরা পবিত্র বস্তু ছিলাম; কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা মায়ার হাতে পড়িয়াছি; তাহাতেই আমরা এজগতে আবদ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ-কৃপা হইলে আবার উদ্ধার পাইতে পারি, নতুবা এইরূপ দশাতেই থাকিব।

অ। হাঁ, তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর। তোমার শিক্ষক যাদবদাস মহাশয় এই সব তত্ত্বকথা বুঝিতে পারিতেছেন। উঁহার নিকট ক্রমে বুঝিয়া লইবে। 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত' গ্রন্থে পার্ষদপ্রধান শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন—

"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি'—কৃষ্ণে করেন আদর।।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা, ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ- মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্থ জীবের হয় সে ভাব-উদয়।।

(১। ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন অতি দুর্লভ বলিয়াই, হে নিষ্পাপ ঋষিগণ, আপনাদের নিকট পরম মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গ হইলে তাহাতে মানুষের সর্বাভীষ্ট লাভ হয়।)

'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস' এই কথা ভু'লে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু।।
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ-তত্ত্ব অবগত হন।।
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়।।
কেঁদে বলে, 'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্বনাশ'।।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তা'রে ছাড়ান সংসার।।
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।।
কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল।।
''সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম''—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।''

যা। বাবাজী মহাশয়, সাধুসঙ্গ যে বলিলেন, সাধুরাও এই সংসারে বর্তমান। সংসারপীড়ায় জর্জরিত। তাঁহারা বা কি করিয়া অন্য জীবকে উদ্ধার করিবেন ?

অ। সাধুরাও এই সংসারে বর্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া, সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়। যে সমস্ত জীব মায়া-কবলিত-তাঁহারা দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইয়া সংসারকে বড়ই আদর করে, কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া অধিক সুখের আশায় বিবেক অবলম্বন করে। সুতরাং সংসারী লোক দুইপ্রকার,—বিবেক-শূন্য ও বিবেক যুক্ত। কেহ কেহ তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে মুমুক্ষু-শব্দে—নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। যিনি সংসার-জ্বালায় জ্বলিত হইয়া নিজতত্ত্ব অন্বেষণ করেন' তাঁহাকেই বেদশাস্ত্রে 'মুমুক্ষু' বলে। মুমুক্ষু লোকের মুমুক্ষা পরিত্যাগপূর্বক ভজনই শুদ্ধভক্তি। মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তিবাঞ্ছা। মুক্তিত্যাগকে বিধান করেন

নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। যথা ভাগবতে,—(৬।১৪।৩-৫)।

"রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ।।
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে।।"

বালুকণকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। অধিকাংশই বিষয়ী, জড়ীভূত ও সামান্য ইন্দ্রিয়সুখাদিতে মত্ত। যে সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত অবস্থার প্রয়াসী। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তদিগের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-ভক্ত হ'ন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্লভ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষা দুর্লভ। মুমুক্ষা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তের দেহ থাকা পর্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি, তাহা বিষয়ীর অবস্থিতি হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্। কৃষ্ণভক্তের অবস্থিতি দুইপ্রকার।

যা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থা বলিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অবস্থায় স্থিত ব্যক্তির সঙ্গকে সাধুসঙ্গ বলে ?

অ। বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও ভক্ত—এই চারিটী বিবেকের অবস্থা। তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষুদিগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। মুক্তদিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়, চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নির্ভেদ মায়াবাদী মুক্তাভিমানী। চিদ্রসাগ্রহি-মুক্তসঙ্গ শ্রেয়স্কর। নির্ভেদ-মায়াবাদী অপরাধী, তাহার সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। দশমে এইরূপ কথিত আছে——(ভাঃ ১০।২।৩২)

"যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।" (১)

চতুর্থ ভগবদ্ভক্ত দুইপ্রকার, ভগবদ্ভক্ত ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ মাধুর্য্যপর ভগবদ্ভক্তকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

(১। হে অরবিন্দাক্ষ, 'যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি'—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়।)

যা। আপনি বলিলেন, ভক্তের দুইপ্রকার অবস্থিতি। একটু স্পষ্ট করিয়া তাহা বর্ণন করিলে, আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে।

অ। অবস্থিতিভেদে ভক্ত দুইপ্রকারর, গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্ত।

যা। গৃহস্থভক্তদিগের কিরূপ সংসারসম্বন্ধ, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

অ। গৃহ-নির্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহশব্দবাচ্য। সেই অবস্থায় যে ভক্ত থাকেন, তিনি গৃহস্থভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়দেহের পঞ্চ জ্ঞান-দ্বার দিয়া জড়বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষুদ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিকাদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক বা চর্মদ্বারা স্পর্শ করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হ'ন ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যা'ন। ইহার নাম বহির্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত, তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্মপত্নী, কৃষ্ণদাসী। পুত্র কন্যাসকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দভোগ করে। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকে। তাঁহার চর্ম ভক্তাঙ্ঘ্রি-স্পর্শসুখ লাভ করে। তাঁহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহার সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া', 'কৃষ্ণনাম' ও ' বৈষ্ণব- সেবন' এই মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ-ভক্তেরই সম্ভব। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তিসমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থবৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন। প্রভু-সন্তানগণ যে স্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন সে স্থলে তাঁহারা—গৃহস্থভক্ত, অতএব তাঁহাদের সঙ্গ—জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর।

যা। গৃহস্থবৈষ্ণবগণকে স্মার্তদিগের অধীনে থাকিতে হয়, নতুবা সমাজে তাঁহাদের ক্লেশ হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপে শুদ্ধভক্তি থাকিতে পারে?

অ। কন্যা-পুত্রের বিবাহ ও পিতৃলোকের ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া ও অন্যান্য কয়েকটী কর্মে অবশ্য তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকে। কাম্য কর্ম তাঁহাদের করার প্রয়োজন নাই। দেখুন দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্য সকলকেই পরাধীন হইতে হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারও পরাধীন। পীড়িত হইলে ঔষধসেবন, ক্ষুধিত হইলে আহার্য-সংগ্রহ ও শীত-নিবারণের জন্য বস্ত্র-সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্ষাদির জন্য গৃহকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত দেহীর প্রয়োজন ও অপেক্ষা আছে। নিরপেক্ষ হওয়া কেবল অপেক্ষাকে সঙ্কোচ করা মাত্র। বস্তুতঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। যতদূর নিরপেক্ষ হওয়া যায় ততদূরই ভাল

ও ভক্তিপোষক হয়। পূর্বোক্ত সমস্ত কর্মকে কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া দিলেই তাহার দোষ যায়। যথা, বিবাহে সন্তান কামনা বা প্রজাপতির উপাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসী-সংগ্রহ ও কৃষ্ণসংসার পত্তন করিতেছি এই সঙ্কল্প ভক্তির অনুকূল হয়। বিষয়ী আত্মীয়- লোক ও পুরোহিতাদি যাহাই বলুন, নিজের সংঙ্কল্পেই নিজের ফল। শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিতৃলোককে দান করা ও ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্ত ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব মিশ্রিত করিলেই কর্মের কর্মত্ব গেল। শুদ্ধভক্তির অনুগত বৈধকর্ম করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না। ব্যবহারে ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক্তভাবে কর! পরমার্থে পরমার্থিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত কর। তাহা হইলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্যদগণ গৃহস্থভক্ত। অনাদিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি, দেবর্ষি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ধ্রুব-প্রহ্লাদ-পাণ্ডবাদি সকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিবেন।

যা। যদি গৃহস্থভক্ত এত পূজনীয় হ'ন এবং সকল প্রেমের অধিকারী হ'ন তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হ'ন?

অ। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগি- বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হ'ন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।

যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে, তাহা বলুন।

অ। মানবের দুইটী প্রবৃত্তি—বহির্মুখ-প্রবৃত্তি ও অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি। বৈদিক-ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্ ও প্রত্যক্ বৃত্তি বলে। শুদ্ধ-চিন্ময় আত্মা আপনার স্বরূপ ভুলিয়া লিঙ্গ দেহে মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং মন হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা অবলম্বনপূর্বক বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হ'ন। ইহার নাম বহির্মুখ প্রবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনে ও মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তিস্রোতঃ পুনরায় বহিতে থাকে, তখন অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি হয়। যে পর্যন্ত বহির্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল, সে পর্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয় তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার আশঙ্কা। গৃহস্থ-অবস্থাটি জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাটী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।

যা। গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার-লক্ষণ কি?

অ। আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ-ব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ন,কৃষ্ণে শ্রদ্ধা রতি, বহির্মুখ-সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান, মান-

অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা জীবনে মরণে রাগদ্বেষরাহিত্য। শাস্ত্রে তাঁহাদের লক্ষণ এইরূপ কহিয়াছেন;-

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" (ভাঃ ১১।২।৪৫) (১)
"ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।।" (ভাঃ ৩।২৫।২২) (২)
"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।"
(ভাঃ ১১।২।৫৫) (৩)

এই লক্ষণসকল যে গৃহস্থভক্তের উপস্থিত হয়, তিনি আর কর্মক্ষম থাকেন না; সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কখনও এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য।

যা। আজকাল দেখিতেছি, কেহ কেহ স্বল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন, গ্রহণ করিয়া একটী আখ্ড়া করিয়া দেব- সেবা করেন। ক্রমশঃ তাঁহার যোষিৎসঙ্গ- দোষ হইয়া পড়ে। তথাপি হরিনামাদি ছাড়েন না। বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আখ্ড়া নির্বাহ করেন। ইঁহারা কি নিরপেক্ষ, না গৃহস্থ-ভক্ত ?

অ। তুমি অনেকগুলি কথা একত্র জিজ্ঞাসা করিলে। আমি এক একটি উত্তর দিতে পারি। অল্প বয়স বা অধিক বয়সের কথা নয়। পূর্বসংস্কার ও আধুনিক সংস্কারবলে কোন গৃহস্থভক্তের গৃহত্যাগাধিকার অল্পবয়সেই হয়। শুকদেব জন্মমাত্র সেই অধিকার পাইয়াছিলেন। কেবল এইটী দেখা কর্তব্য যে, অধিকার কৃত্রিম না হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন ব্যাঘাত হয় না।

যা। যথার্থ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ ?

অ। যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ়, আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা, ধূর্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। 'নিরপেক্ষ-গৃহত্যাগি-ভক্তের সম্মান পাইব'—এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত

(১। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দর্শন করেন। আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।)

(২। কপিলদেব সাধুর স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন,—সাধুগণ ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি আসক্ত না হইয়া একমাত্র আত্মার ভগবৎস্বরূপকে অনন্যভাবে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের যাবতীয় কর্ম এবং স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুত্যাগ করিয়া থাকেন।)

(৩। অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক, নিরপরাধে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র জীবের নিখিল পাপ বিদূরিত হয়, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমডোরে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই ভাগবত-প্রধান বলিয়া উক্ত হ'ন।)

অমঙ্গলজনক। গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার-লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

যা। গৃহত্যাগী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয় ?

অ। দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে, বনেই থাকুন বা গৃহমধ্যেই থাকুন, নিরপেক্ষ অকিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রমলিঙ্গদ্বারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। কৌপীন ও কন্থা-গ্রহণসময়ে কতকগুলি গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবকে সাক্ষী করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করেন। ইহারই নাম ভিক্ষাশ্রম- প্রবেশ বা তদুচিত বেশধারণব্যাপার। ভেক লওয়া যদি ইহাকেই বল, তাহা হইলে দোষ কি ?

যা। ভিক্ষাশ্রমলিঙ্গদ্বারা পরিচিত হইবার প্রয়োজন কি ?

অ। জগতে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয়পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে এবং নিজেও আর গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরিপক্ক-নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের জন্য বেষাশ্রয় কোন কার্যের না হউক, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বেষাশ্রয় একটু কার্য করে। 'স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্' (ভাঃ ৪।২৯।৪৬) (১)।— এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেষাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রয়োজন।

যা। কাহার নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে ?

অ। গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবের নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই, এই জন্য কাহাকেও বেষাশ্রয় দিবেন না। কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তত্তবেৎ। (ব্রহ্মবৈবর্তে) (২)

যা। যিনি ভেক বা বেষাশ্রয় অর্পণ করিবেন, সেই গুরুদেবের কি কি বিষয়ে বিচার করা কর্তব্য ?

অ। আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে-শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কি না? গৃহস্থ-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্মস্বভাব লাভ করিয়াছেন কি না ? স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্য হইয়াছে কি না ? অর্থ-পিপাসা ও ভাল খাওয়াপরার বাঞ্ছা নির্মল হইয়াছে কি না ? কিছুদিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেশ দিবেন। তৎপূর্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে গুরু অবশ্য পতিত হইবেন।

(১। ভগবানের পূর্ণকৃপালব্ধ ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্মকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।)

(২) স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্মোপদেশ করিলে তাহা জগতের উৎপাতের হেতু হইয়া থাকে।

যা। এখন দেখিতেছি, ভেক লওয়া মুখের কথা নয়। বড় কঠিন কথা। ইহাকে অনুপযুক্ত গুরুসকল ব্যবহারিক করিয়া ফেলিতেছেন। এখন আরম্ভ হইয়াছে; শেষে কি হয় বলা যায় না।

অ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পদ্ধতিকে পবিত্র রাখিবার জন্য অতি স্বল্পদোষী ছোট হরিদাসকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা আমার প্রভুর অনুগত, তাঁহারা সর্বদা হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন।

যা। ভেক লইয়া আখ্ড়া বাঁধা ও দেবসেবা করা কি উচিত পদ্ধতি ?

অ। না, উপযুক্ত পাত্র ভিক্ষাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করিবেন। আখ্ড়া-আদি আড়ম্বর করিবেন না। কোন স্থলে কোন নিভৃত কুটীরে বা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকিবেন। অর্থদ্বারা যাহা হয়, তাহা করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন।

যা। যাঁহারা আখ্ড়া বাঁধিয়া গৃহস্থের ন্যায় আছেন, তাঁহাদিগকে কি বলা যায় ?

অ। বান্তাশী বলা যায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেলিলেন, আবার তাহা ভক্ষণ করিলেন।

যা। তিনি কি আর বৈষ্ণব থাকেন না ?

অ। তাঁহার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ণব-ধর্মের বিরোধী, তখন আর কেন তাঁহার সঙ্গ করিব ? তিনি শুদ্ধভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সহিত আর বৈষ্ণবের সম্বন্ধ কি ?

যা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই, তখন কিরূপে বৈষ্ণবতা ছাড়িয়াছেন বলিলেন ?

অ। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক বস্তু। নামের বলে যেখানে পাপ দেখিবে সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দুরে পলায়ন করিবে।

যা। তাঁহার সংসারকে কি কৃষ্ণ-সংসার বলিব না ?

অ। কখনই নয়। কৃষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্তমান ;— সেখানে অপরাধ নাই।

যা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থভক্ত হইতে হীন ?

অ। ভক্তই যখন নন, তখন কোন ভক্তের সহিত তাঁহার তারতম্য বিচার নাই।

যা। তাঁহার উদ্ধার কিসে হইবে ?

অ। যখন তিনি ঐ সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিবেন, তখন তিনি আবার ভক্তমধ্যে গণ্য হইবেন।

যা। বাবাজী মহাশয়, গৃহস্থ-ভক্তগণ বর্ণাশ্রম-আশ্রমে থাকেন ; বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া কি গৃহস্থ- বৈষ্ণব হইতে পারে না ?

অ। আহা বৈষ্ণবধর্ম বড় উদার। ইহার এক নাম জৈবধর্ম, সকল মানবেরই বৈষ্ণব-ধর্মে অধিকার আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থভক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদেরও কোন বর্ণাশ্রম-বিধি নাই। অপকর্মের জন্য যাঁহাদের বর্ণাশ্রম গিয়াছে তাঁহারা এবং তাঁহাদের সন্তানগণ যদি সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করতঃ গৃহস্থ-ভক্ত হ'ন, তাঁহাদেরও বর্ণাশ্রম নাই। অতএব গৃহস্থভক্তগণ দুইপ্রকার বর্ণাশ্রমধর্মযুক্ত ও বর্ণাশ্রমধর্ম-রহিত।

যা। এই দুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

অ। যাঁহার অধিক ভক্তি, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিহীন হইলে ব্যবহারিক মতে দুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহার ধর্ম আছে, অপরটী অন্ত্যজ। পরমার্থে উভয়ই অধম, যেহেতু ভক্তিহীন।

যা। গৃহস্থ থাকিয়া গৃহত্যাগীর বেষগ্রহণে কাহারও কি অধিকার আছে?

অ। না, তাহা করিলে আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনা—এই দুইটী দোষ হয়। গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ করা কেবল গৃহত্যাগি- বেষাশ্রয়ী ব্যক্তিকে পরিহাস ও অপমান করা মাত্র।

যা। বাবাজী মহাশয়, ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্রপদ্ধতি আছে কি?

অ। স্পষ্ট নাই। সর্ববর্ণ হইতে মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে দ্বিজ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩৫ শ্লোকে) সর্ববর্ণের লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ বলিয়াছেন যে,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।" (১)

অর্থাৎ যাহার যে লক্ষম বলিলাম, সেই লক্ষণদ্বারা বর্ণ-নিরূপণ করিবে। এই বিধিবাক্যবলে অপর-বর্ণজাত পুরুষকে ব্রহ্মলক্ষণযুক্ত দেখিয়া সন্ন্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়াছে। তাহা যদি যথাযথ হয় তাহা হইলে শাস্ত্রসম্মত অবশ্য বলিতে হইবে। এই কার্য কেবল পারমার্থিক বিষয়ে বলবান্। ব্যবহারিক বিষয়ে বলবান্ নয়।

যা। চণ্ডীদাস, তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার উত্তর পাইয়াছ।

চ। যে-সকল উপদেশ-বাক্য পরম পুজনীয় বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, তাহা হইতে আমি এই কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি। 'জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া মায়িক শরীর আশ্রয় করতঃ মায়ার গুণে জড়বস্তুতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

(১। শমদমাদি-গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-নিরূপণই মুখ্য; কেবল শৌক্র জাতির দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ মুখ্য নহে। যে যে বর্ণের যে যে লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি অন্য জাতিতে বা বর্ণান্তরেও দেখা যায়, তবে সেই বর্ণান্তরকে সেই লক্ষণ-নিমিত্তবর্ণেই বিশেষরূপে নির্দেশ করিবে।—শ্রীধরটীকা)

আপন কর্মফল-ভোগ-জন্য জন্মজরামরণ-মালা-গলায় পরিয়াছেন। কখন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নূতন অভিমানে নানা অবস্থায় নীত হইতেছেন। ক্ষণভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা কার্যে চালিত হইতেছেন। সংসারে দ্রব্যের অভাবে নানাপ্রকার কষ্টে পড়িতেছেন। নানাবিধ-পীড়া আসিয়া শরীরকে জর্জরিত করিতেছে। গৃহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখন কখন আত্মহত্যা পর্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। অর্থলোভে কতপ্রকার পাপাচরণ করিতেছেন। রাজদণ্ড, লোকের নিকট অপমান ও নানাবিধ কায়ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আত্মীয়-বিয়োগ, ধননাশ, তস্করদ্বারা অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সর্বদাই ঘটিতেছে। বৃদ্ধ হইলে আত্মীয়গণ যত্ন করে না, তাহাতে কতই দুঃখ হয়। শ্লেষ্মা, পীড়া, বাত, ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা বৃদ্ধ-শরীর কেবল দুঃখের কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় জঠর-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তথাপি শরীর থাকা পর্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা প্রবল হইয়া বিবেককে স্থান দেয় না। ইহাই সংসার। আমি এখন সংসার-শব্দের অর্থ বুঝিলাম। আমি বাবাজী মহাশয়দিগকে বারংবার দণ্ডবৎপ্রণাম করি। বৈষ্ণবই জগতের গুরু। আজ বৈষ্ণব-কৃপায় আমি এই সংসারজ্ঞান লাভ করিলাম।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের সাধু-উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ সাধুবাদ ও হরিধ্বনি করিলেন। ক্রমশঃ অনেক বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলে, লাহিড়ী মহাশয়ের নিজকৃত এই পদটী গীত হইতে লাগিল ঃ—

"এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।
বিষয়-অনলে, জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়য়ে জল।।
নিতাই-চৈতন্য, চরণকমলে, আশ্রয় লইল যেই।
কালিদাস বলে জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই।।" (১)

এই কীর্তনে চণ্ডীদাস বড়ই আনন্দের সহিত নৃত্য করিলেন। বাবাজীদিগের চরণরেণু লইয়া পরম-আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন— চণ্ডীদাস বড় ভাগ্যবান্।

কতক্ষণ পরে যাদবদাস বাবাজী বলিলেন—চল চণ্ডীদাস, আমরা পার হই। চণ্ডীদাস রহস্য করিয়া বলিলেন,—আপনি পার করিলে আমি পার হইব। দুইজনে প্রদ্যুম্ন-কুঞ্জকে

(১) ওহে মূর্খজীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
আচরি' বহুল ধর্ম আছ ক্লিষ্ট হ'য়ে।।
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগ্রোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত।। (ঠাকুরের অনুবাদ)

সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। দেখেন যে দময়ন্তী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন—'আহা! কেন স্ত্রীজন্ম পাইয়াছিলাম। আমি যদি পুরুষ জন্ম পাইতাম, অনায়াসে এই কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহান্তবর্গকে দর্শন করিয়া ও পদধূলি লইয়া চরিতার্থ হইতাম। জন্মে জন্মে যেন আমি এই শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের কিঙ্কর হইয়া দিন যাপনকরি'।

যাদবদাস কহিলেন, ও গো! এই গোদ্রুমধাম অতিশয় পূণ্যভূমি। এখানে আসিবামাত্র জীবের শুদ্ধভক্তি হয়। এই গোদ্রুমে আমাদের জীবনেশ্বর শচীনন্দনের ক্রীড়াস্থান—গোপপল্লী। তত্ত্ব জানিয়াই সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা লিখিয়াছেন; (শ্রীনদ্বীপশতক৩৬)

''ন লোক বেদোদিতমার্গেভেদৈরাবিশ্য সংক্লিষ্যতে রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্বং পরিহৃত্য গৌড়ে শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্।।''

তখন তিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া কুলিয়া-গ্রামে পৌছিলেন। সেইদিন হইতে চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী দময়ন্তী উভয়ই একপ্রকার আশ্চর্য বৈষ্ণব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমত বোধ হইল যে, মায়িক সংসার তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতেছে না। বৈষ্ণবসেবা, সর্বদা কৃষ্ণনাম, সর্বজীবে দয়া তাহাদের ভূষণ হইয়া পড়িল। ধন্য বণিগ্‌দম্পতি! ধন্য বৈষ্ণবপ্রসাদ! ধন্য হরিনাম! ধন্য নবদ্বীপ-ভূমি!!

অষ্টম অধ্যায়
নিত্যধর্ম ও ব্যবহার

(বড়গাছীর বৈষ্ণবের বৈষ্ণব-ব্যবহার জিজ্ঞাসা—কৃষ্ণোন্মুখ ও কৃষ্ণবহির্মুখ—দশবিধ ধর্মলক্ষণ—দ্বিপাদ-পশুলক্ষণ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভক্তভেদে ব্যবহার-বিচার-আরম্ভ--অর্চাপূজককে কি কারণে বৈষ্ণব বলা যায়--কনিষ্ঠ ভক্ত ও মধ্যম ভক্তের ব্যবহার-নিরূপণ--কনিষ্ঠ কখন মধ্যম ভক্ত হ'ন--নামাশ্রয়ী বৈষ্ণব সেবাযোগ্য মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী--মধ্যমের ব্যবহার-বালিশ কে--কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ও মায়াবাদীর ভেদ--বালিশের প্রতি কিরূপ কৃপা করা উচিত-- দ্বেষী কতপ্রকার—তাহাদের প্রতি কিরূপ উপেক্ষা করা আবশ্যক—অধিকার চেষ্টা— মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষার তারতম্য-বিচার--উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ--মধ্যম বৈষ্ণবের কেবল বৈষ্ণব- সেবাধিকার--নিত্যানন্দ-দাসের নিজ পরিচয়-বিচার হইতেই তাহার মধ্যমাধিকারত্ব--নির্ণয়--প্রতিষ্ঠাশার দৌরাত্ম্য—কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের মুখ্য ও গৌণ লক্ষণ--নির্গুণভজনাঙ্গ হইতে মধ্যমাধিকার-প্রবৃত্তি— সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত তাহার অসদ্ভাব- শুদ্ধভক্তির ক্রম--কনিষ্ঠ ভক্তদিগের উন্নতিক্রম--কনিষ্ঠভক্তের উন্নতিরবাধা কি—কনিষ্ঠ অধিকারীর উন্নতি-পরিমাণ--মধ্যমাধিকারীর মুখ্য লক্ষণ ও গৌণ লক্ষণ—উত্তমাধিকারে গৌণ লক্ষণ--গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী—মহোৎসব ও জাতি বৈষ্ণব-বিচার— বৈষ্ণব-সন্তান--পরের প্রতি সম্মানের তারতম্য--ভক্তির অন্তর্গত দৈন্য ও দয়া— সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা ভক্তির অন্তর্গত ভাব--অন্যধর্মের প্রতি ব্যবহার – বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রচার কর্তব্য।)

এক দিবস শ্রীগোদ্রুমস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোরাহ্রদের দক্ষিণ-পূর্বভাগে উপবনবাসী বৈষ্ণবদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্নে বসিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় এই গীতিটী গাইয়া বৈষ্ণবদের ব্রজভাবের উদয় করাইতে ছিলেন——

"(গৌর!) কতলীলা করিলে এখানে।
অদ্বৈতাদি ভক্ত-সঙ্গে　　নাচিলে এ বনে রঙ্গে
কালিয়দমন-সংকীর্তনে।
এ হ্রদ হৈতে প্রভু,　　নিস্তারিলে নক্র কভু,
কৃষ্ণ যেন কালিয়দমনে।।"

এই গীতের অবসানে বৈষ্ণবগণ গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার ঐক্য আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় বড়গাছি হইতে দুই চারিটী বৈষ্ণব আসিয়া প্রথমে গোরাহ্রদকে, পরে বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়া বসাইলেন। নিভৃতকুঞ্জে একটী পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়া একটী গোল চবুতরা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সকলে আদর করিয়া ঐ বটগাছটীকে 'নিতাই-বট' বলিতেন। প্রভুনিত্যানন্দ সেই বটতলায় বসিতে বড় ভালবাসিতেন।

বৈষ্ণবগণ নিতাই-বটের তলে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। বড়গাছী হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি স্বল্পবয়স্ক জিজ্ঞাসু বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সহসা বলিলেন,—"আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেহ তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।"

নিভৃতকুঞ্জের হরিদাস বাবাজী মহাশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি প্রায় কোন স্থলে যান না। তাঁহার বয়স প্রায় একশত বৎসর। কখন কদাচ প্রদ্যুম্নকুঞ্জে গিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি প্রভু নিত্যানন্দকে ঐ বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, ঐ স্থলে তাঁহার নির্যাণ হয়। তিনি বলিলেন,—"বাবা! পরমহংস বাবাজীর সভা যখন এখানে বসিয়াছে তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের ভাবনা কি?"

বড়গাছীর বৈষ্ণবটী প্রশ্ন করিতেছেন,—বৈষ্ণবধর্ম নিত্যধর্ম, যিনি বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় করিবেন, তাঁহার অন্যের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসনা করি।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"ওহে বৈষ্ণবদাস, তোমার ন্যায় পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আজকাল বঙ্গভূমিতে নাই; তুমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। তুমি শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর সঙ্গ করিয়াছ এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান্ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র।"

বৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন,—"মহোদয়, আপনি সাক্ষাৎ বলদেবাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন এবং অনেক মহাজনদিগের সঙ্গে বহু জনকে শিক্ষা দিয়াছেন; আজ আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া কৃপা করুন।" আর সমস্ত বৈষ্ণব সে সময়ে শ্রীহরিদাস বাবাজী মহাশয়কে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ প্রার্থনা করায় বাবাজী মহাশয় অগত্যা সম্মত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বটবৃক্ষতলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"জগতে যত জীব আছেন, সকলকেই আমি 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া প্রণাম করি। (চৈঃ চঃ আদি ৬।৮৩)—' কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস'—এই সাধুবাক্য আমার শিরোধার্য। যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধ দাস, তথাপি যাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ তাঁহার দাস্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা একদল এবং যাঁহারা সেই দাস্য স্বীকার করেন, তাঁহারা আর একদল; সুতরাং জগতে দুইপ্রকার লোক অর্থাৎ কৃষ্ণ বহির্মুখ ও কৃষ্ণোন্মুখ। কৃষ্ণব-হির্মুখ লোকই সংসারে অধিক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম স্বীকার করেন না; তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা, না বলা সমান; তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্য-বিচার নাই। স্বার্থ-সুখই তাঁহাদের সর্বস্ব। যাঁহারা ধর্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের কর্তব্যবিচার আছে। তাঁহাদের জন্য বৈষ্ণবপ্রবর মনু লিখিয়াছেন (৬।৯২)—

"ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।" (১)

ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী ও বিদ্যা—এই ছয়টি নিজের প্রতি কর্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। ক্ষমা, অস্তেয়, সত্য ও অক্রোধ—এই চারিটী পরের প্রতি কর্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। হরিভজন এই দশটী লক্ষণের মধ্যে কোনটীতেই স্পষ্ট নাই। এই দশবিধ ধর্ম সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এইরূপ কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া থাকিলেই যে, মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল, তাহা বলা যায় না, যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

"জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে।।" (২)

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না; ভক্ত ব্যতীত আর সকলেই দ্বিপদ-পশু-মধ্যে পরিগণিত। যথা, (ভাঃ ২।৩।১৯)—

"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজ।।" (৩)

এই প্রকার লোকের যে সকল কর্তব্য ও অকর্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসিত হয় নাই। কেবল যাঁহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কি কি ব্যবহার কর্তব্য, তাহাই বলিতে হইবে।

যাঁহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্ঠগণ কেবল ভক্তি-পথটী অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত হ'ন নাই। তাঁহাদের লক্ষণ, যথা (ভাঃ ১১।২।৪৭)

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্ত প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।" (৪)

(১। ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপরে অপকার করিলেও তাহার প্রত্যপকার না করা), দম (বিকারহেতু থাকা সত্ত্বেও মনে অবিকৃত অবস্থা), অস্তেয় (অন্যায়রূপে পরধনাদি অপহরণ না করা) শৌচ (মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা দেহ-শোধন), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করা), ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ অভিজ্ঞান), অক্রোধ (ক্রোধের হেতু থাকা সত্ত্বেও ক্রোধের উদ্রেক না হওয়া।)—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।)

(২। বিষ্ণুভক্তের ইহ সংসারে পাঁচদিন অবস্থানও শ্রেয়স্কর, কিন্তু যাহার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির অভাব, সেই ব্যক্তি কল্প-সহস্রকালও যদি ইহজগতে বাস করে, তবে জগতের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হয়।)

(৩। গদের অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথের পথিক হয় নাই, সেই পুরুষ 'দ্বিপদ-পশু' বলিয়া খ্যাত। সে ব্যক্তি কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণিত ও নীচ, গ্রাম্য শূকরের ন্যায় অমেধ্যভোজী, উষ্ট্রের ন্যায় কন্টকভোজী ও সংসার-মরুভূমিতে সর্বদা বিচরণশীল, গর্দভের ন্যায় বৃথা ভারবাহী ও স্ত্রী-পাদ-তাড়িত।)

(৪) যিনি হরির প্রীতির জন্য শ্রীমূর্তিতেই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত ও অন্য জীবসমূহে 'তাদৃশী প্রীতি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।)

যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্চামূর্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু কৃষ্ণের অন্য জীব ও ভক্তগণকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধাসহকারে হরিপূজা করিলেই ভক্তি করা হয়। তথাপি ভক্তপূজা ব্যতীত সেরূপ পূজা শুদ্ধভক্তি হয় না; যেহেতু তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি আছে; অর্থাৎ, ভক্তিকার্যের একটু দ্বারদেশে প্রবেশ মাত্র হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্বোধ।

তাৎপর্য এই যে যদিও অর্চামূর্তিতে ঈশ্বরপূজা ব্যতীত ভক্তির প্রারম্ভ হয় না, কেবল বিতর্কদ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দিষ্ট হয় না, তথাপি শ্রীবিগ্রহসেবায় শুদ্ধচিন্ময়বুদ্ধির প্রয়োজন। এ জগতে জীবই চিন্ময় বস্তু। জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি শুদ্ধ চিন্ময়। 'ভক্ত' ও 'কৃষ্ণ'—এই দুইটী শুদ্ধচিন্ময় বস্তু। সে চিন্ময় বস্তুর উপলব্ধিকরণে, জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণপূজা ও ভক্ত-সেবা দুইই এককালীন হওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তত্ত্বের এরূপ আদর হয়, তাহাকেই 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা' বলে। কেবল শ্রীমূর্তিপূজা করা; অথচ চিন্ময় তত্ত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, কেবল লৌকিক-শ্রদ্ধাতেই হয়। অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তিদ্বারা হইলেও শুদ্ধভক্তি নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তিদ্বারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন,—

'গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।।' (১)

পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোকদৃষ্ট অর্চনমার্গে লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণপূর্বক শ্রীমূর্তিপূজা করেন, তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত ন'ন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ছায়া ভক্ত্যাভাসই প্রবল। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস নাই, কেননা, প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসকে অপরাধমধ্যে গণিত করায়, তাহাতে বৈষ্ণবতা নাই। এই ছায়া—ভক্ত্যাভাসও অনেক ভাগ্যের ফল। কেননা, ইঁহারাও ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে পারেন।

(১) যিনি যথাশাস্ত্র বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চনে সংরত, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত করেন, ইহা ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।)

যাহা হউক, এ অবস্থায় লোকেরা শুদ্ধভক্ত ন'ন। তাঁহারা অর্চা মূর্ত্তিতে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে দশলক্ষণ-ধর্ম, তদ্দ্বারাই অপরের সহিত ব্যবহার-নির্বাহ করেন। ভক্তদিগের জন্য যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহা ইহাদের জন্য কথিত হয় নাই। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া ইহাদের সাধ্য নয়। অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্ণবদিগের জন্য ব্যবহার নিরূপণ করিয়াছেন, যথা (১১।২।৪৬)

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।" (১)

এ স্থলে যে ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে, তাহা নিত্যধর্মগত ব্যবহার। নৈমিত্তিক ও কেবল-ঐহিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না। বৈষ্ণবজীবনে এই ব্যবহারই প্রয়োজন, অন্য ব্যবহার এই ব্যবহারের বিরোধী না হইলে, আবশ্যকমতে করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব ব্যবহারের পাত্র চারিটি অর্থাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ বিষয়ী এবং দ্বেষী অর্থাৎ ভক্তিবিরোধী। এই চারি প্রকার পাত্রের প্রতি প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করাই বৈষ্ণব ব্যবহার; অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষিব্যক্তির প্রতি উপক্ষো।

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বেশ্বর যে কৃষ্ণ,তাঁহাতে প্রেম। 'প্রেম'-শব্দে শুদ্ধা ভক্তি। শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ এই, (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ববিভাগ-১ম লহরী-৯ম শ্লোকে)

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।" (২)

এই লক্ষণযুক্ত ভক্তিতে মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের সাধন, ভাব ও প্রেমদশা পর্যন্ত পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীমূর্তিতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্যাভিলাযিতা-শূন্য ও জ্ঞানকর্মদ্বারা অনাচ্ছন্ন, আনুকূল্য প্রবৃত্তির সহিত যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি, তাহা তাঁহার নাই। এই লক্ষণযুক্ত-ভক্তি যে দিন তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইবে, সেই দিন হইতেই তিনি মধ্যমাধিকারী বলিয়া প্রকৃত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইবেন; না উদয় হওয়া পর্যন্ত, তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণানুশীলনই প্রেম, কিন্তু 'আনুকূল্যেন'-শব্দের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের অনুকূল যে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা—এ তিনটীও মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ, তদধীন ভক্তের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে সকল লোকের শুদ্ধাভক্তি উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই তদধীন ভক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী নিজেও তদধীন শুদ্ধভক্ত ন'ন

(১) যিনি পরমেশ্বর-কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, তদধীন ভক্তের প্রতি মিত্রতা, সরল নির্বোধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব।)

(২) অন্যাভিলাষশূন্যতা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান ও স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম, বৈরাগ্য যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধি, অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি।)

এবং শুদ্ধভক্তদিগকে সৎকারও করেন না; মধ্যম ও উত্তম ভক্তগণই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কথা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্বোক্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত—কেহই কেবল-অর্চাপূজকরূপ কনিষ্ঠাধিকারী নহেন। কেবল-অর্চাপূজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম হয় না, কেবল ছায়া-নামাভাস হয়। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় এবং যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদিত হ'ন, তিনিই সেবাযোগ্য বৈষ্ণব। নামাভাসী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব ন'ন, শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কেবল সেবাযোগ্য। বৈষ্ণবের তারতম্য-ভেদে সেবারও তারতম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। 'মৈত্রী'-শব্দে সঙ্গ, আলাপন ও সেবা—সকলই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র যে অভ্যর্থনা, তাঁহাকে আদর করা, তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করা এবং তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই সকল সেবা করিবে;—কখনই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ না করা, তাঁহার নিন্দা না করা, তাঁহার আকৃতির অসৌন্দর্য ও পীড়া দেখিয়া অনাদর না করাই কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ বালিশে কৃপা। 'বালিশ'-শব্দে অতত্ত্বজ্ঞ, মূঢ়, মূর্খ ইত্যাদি ব্যক্তিকে বুঝায়। কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোনপ্রকার মতবাদে প্রবেশ করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই; অথচ অহংতা ও মমতা প্রবল হইয়া যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে দেয় না; এরূপ বিষয়িব্যক্তিমাত্রেই 'বালিশ'-শব্দবাচ্য। পণ্ডিত হইয়াও যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ উত্তম ফল হয় নাই, তিনিও 'বালিশ'। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত; ভক্তিদ্বারের নিকটস্থ হইলেও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ শুদ্ধভক্তি যতদিন লাভ করেন নাই, ততদিন তিনিও 'বালিশ'-শব্দবাচ্য। সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইয়া যখন তিনি শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহার বালিশত্ব দূর হইবে এবং তিনি 'মধ্যম-বৈষ্ণব' পদ লাভ করিবেন। এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধ্যম বৈষ্ণবের কৃপা-ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথি-জ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজন-সম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্যক। তাহাই যথেষ্ট নহে; যাহাতে তাহাদের অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধনামে রুচি হয়, তাহা করা যথার্থ কৃপা। বালিশদিগের শাস্ত্রনৈপুণ্য নাই, অতএব কুসঙ্গে তাহাদের সর্বদাই পতন হইতে পারে; কৃপাপ্রকাশ পূর্বক নিজসঙ্গ-দানে তাহাদিগকে ক্রমশঃ নাম-মাহাত্ম্য ও সদুপদেশ শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখনও নিজে চিকিৎসিত হইতে পারে না। তাহাকে চিকিৎসা করা চাই। রোগীর ক্রোধ-বাক্যাদি যেরূপ ক্ষমণীয়, বালিশের অনুচিত ব্যবহারও তদ্রূপ ক্ষমণীয়— ইহারই নাম কৃপা; বালিশের অনেক ভ্রম থাকে— কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কখনও কখনও জ্ঞানের প্রতি ঝোঁক, ঈশ্বরের অর্চা-মূর্তিতে অন্যাভিলাষিতার সহিত পূজা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ-বৈষ্ণবসঙ্গরূপ আনুকূল্যের প্রতি ঔদাসীন্য, বর্ণাশ্রমাদিতে আসক্তি-

—এইপ্রকার অনেকপ্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কৃপা ও সদুপদেশ দিয়া ক্রমশঃ এই সব ভ্রম দূর করিতে পারিলে, কনিষ্ঠাধিকারী অতি সত্বরেই মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন। অর্চামূর্তিতে হরিপূজা যখন আরম্ভ করিয়াছেন তখন সকল মঙ্গলের ভিত্তি মূল পত্তন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; তাহাতে মতবাদ-দোষ নাই। মতবাদ-দোষ নাই বলিয়া একটু শ্রদ্ধার গন্ধও আছে। যিনি মায়াবাদী মতবাদের সহিত অর্চাতে হরিপূজা করেন, তাঁহার কিছুমাত্র শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্মে নাই—তিনি অপরাধী। এই জন্যই "শ্রদ্ধয়েহতে" এই পদ কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়াবাদী প্রভৃতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে, পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ নাই, যাহা পূজা করা যাইতেছে, তাহা কল্পিত মূর্তি। এস্থলে 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস কোথায়? অতএব মায়াবাদীর শ্রীমূর্তিপূজায় ও অত্যন্ত কনিষ্ঠবৈষ্ণবের শ্রীমূর্তিপূজায়ও বিশেষ-গত ভেদ আছে। এই জন্যই বৈষ্ণবের অন্য কোন লক্ষণ না থাকিলেও মায়াবাদ-দোষশূন্যতারূপ বৈষ্ণব-লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া কনিষ্ঠাধিকারীকে 'প্রাকৃতবৈষ্ণব' পদ দেওয়া হইয়াছে-- এইটুকুই তাঁহার বৈষ্ণবতা; ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুকৃপায় তাঁহার উর্ধ্বগতি অবশ্যই হইবে। মধ্যমাধিকারি-শুদ্ধবৈষ্ণদিগের অকৃত্রিম কৃপা ইঁহাদের প্রতি থাকা আবশ্যক। থাকিলে তাঁহাদের অর্চা পূজা ও হরিনাম অতি শীঘ্রই আভাসত্ব-ধর্ম ত্যাগ করিয়া চিন্ময় স্বরূপত্ব লাভ করিবে।

চতুর্থতঃ, দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা। দ্বেষিব্যক্তি কাহাদিগকে বলে এবং তাহারা কতপ্রকার, ইহা বিচার করিয়া লওয়া উচিত। দ্বেষ একটী প্রবৃত্তিবিশেষ—ইহার নামান্তর মৎসরতা। 'প্রেম যে প্রবৃত্তি, ইহার বিপরীত প্রবৃত্তিকেই ' দ্বেষ' বলে। ঈশ্বরই কেবল প্রেমের পাত্র। তাঁহার প্রতি বিপরীত প্রবৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়। সেই দ্বেষ পঞ্চ প্রকার; যথা——

১। ঈশ্বরে অবিশ্বাস।

২। ঈশ্বরকে কর্মফলিত স্বভাব-শক্তি বলা।

৩। ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা।

৪। জীব ঈশ্বরের নিত্যরূপে অধীন ন'ন, এরূপ বিশ্বাস করা।

৫। দয়াশূন্যতা।

এই দ্বেষ-প্রবৃত্তি দূষিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধাভক্তিশূন্য। তাহারা শুদ্ধাভক্তির দ্বার যে প্রাকৃত-ভক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চা-ভক্তি তাহা হইতেও রহিত। বিষয়াসক্তির সহিত উক্ত পঞ্চপ্রকার দ্বেষ থাকিতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ-প্রকার দ্বেষের সহিত কখন আত্মঘাতী বৈরাগ্যও দেখা যায়। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের জীবন ইহার উদাহরণ। এই সমস্ত দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন? উহাদের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্তব্য।

মনুষ্য ও মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যবহার, তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা এরূপ নয়। দ্বেষীব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার দুঃখবিমোচনের যত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে—এরূপ নয়। গৃহস্থবৈষ্ণবের অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ— বিবাহের দ্বারা অনেকগুলির সহিত বান্ধবতা জন্মে, দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ জন্মে, বিষয়-সংরক্ষণ ও পশুপালনাদিতে অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়, পীড়া-উপশমের চেষ্টা-সম্বন্ধেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে; রাজা-প্রজার পরস্পর ব্যবহারগতিকে অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। এই সমস্ত সম্বন্ধগতিকে দ্বেষীব্যক্তিদের সহিত এককালীন কার্য রহিত করাই যে উপেক্ষা, তাহা নয়। যথাযথ, বহির্মুখের সহিত ব্যবহারিক কার্য কর কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ করিবে না। কর্মফলানুসারে আপন পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ দ্বেষীস্বভাব লাভ করেন, তাঁহাদিগকে কি দূর করিতে হইবে? তাহা নহে; ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্যন্ত। অনাসক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত ব্যবহার কর; কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়া উপেক্ষা করিবে। পরমার্থসম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন, পরস্পর উপকার ও সেবা— এইপ্রকার কার্যসকলই পারমার্থিক সঙ্গ। সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। দ্বেষীব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধাভক্তির প্রশংসা বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবেন; তাহাতে তোমার বা তাঁহার মধ্যে কাহারও কোন সুফল হইবে না। সেইরূপ বন্ধ্যা-তর্ক না করিয়া, তাঁহাদের সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে। যদি বল, দ্বেষীব্যক্তিকে 'বালিশ'-মধ্যে গণ্য করিয়া কৃপা করিলে ভাল হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার নিজেরও মন্দ হইবে; উপকার অবশ্য করিবে কিন্তু সাবধানের সহিত।

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের এই চারিপ্রকার ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চর্চা-দোষ হয়, অধিকার চেষ্টা-রাহিত্য হয়, অতএব বৃহৎ দোষ হইয়া পড়ে; যথা—

' স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়।।' (১)

মধ্যমাধিকারী-শুদ্ধভক্তের কর্তব্য এই যে, শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষীব্যক্তিতে উপেক্ষা করিবেন। ভক্তিতারতম্য-অনুসারে, মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার, অথচ সরলতার পরিমাণ-অনুসারে, কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষিব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য-অনুসারে, তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনাপূর্বক মধ্যমভক্তসকল পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। ঐহিক ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত হইবে।

(১। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহার বিপর্য্যয় হইলেই দোষ হয়। ইহাই গুণ ও দোষের স্বরূপ-নির্ণয়।)

বড়গাছী-নিবাসী নিত্যানন্দদাস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন,–

"উত্তমভক্তদিগের ব্যবহার কিরূপ?" হরিদাস বাবাজী মহাশয় কহিলেন—"বাবা! যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, আমার সকল কথা শেষ হইতে দেও। আমি বৃদ্ধ, আমার স্মরণ-শক্তি হ্রাস পাইয়াছে; যাহা মনে করিয়া লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইব।"

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী। তিনি কাহারও দোষ দেখেন না বটে, কিন্তু অন্যায় কথার তখনই একটা উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন।

হরিদাস বাবাজী পুনরায় প্রভু নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,-

"মধ্যম ভক্ত দিগের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন। উত্তম ভক্তদিগের লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" (১)

যিনি সর্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্বভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনিই উত্তমবৈষ্ণব। এক প্রেম বই আর অন্য ভাব উত্তম বৈষ্ণবের হয় না; সম্বন্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে সময়ে যাহা উত্থিত হয়, সমস্তই তাঁহাতে প্রেমের বিকার। দেখ, শুকদেব উত্তমভাগবত হইয়াও কংস-সম্বন্ধে 'ভোজপাংশুল' ইত্যাদি দ্বেষের ন্যায় যে-সকল বাক্য বলিয়াছেন, সে সমস্তই প্রেমের বিকার, তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমেই যখন ভক্তের জীবন, তখন তাঁহাকে 'ভাগবতোত্তম' বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ নাই। এ অবস্থা বিরল।

এখন দেখুন, কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ত' বৈষ্ণবসেবাদি করেন না এবং উত্তম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচার নাই। বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণবসেবা কেবল মধ্যম বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে– এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য-অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্তব্য; 'বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম, এরূপ বিচার করা উচিত নয়'– একথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম- বৈষ্ণব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন—একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সকল মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে উপদেশ বেদাধিক পূজনীয়।

(১। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দর্শন করেন। আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।)

বেদ বা শ্রুতি কাহাকে বলা যায়? উত্তর—'পরমেশ্বরের আজ্ঞাই বেদ।' এই কথা বলিয়া হরিদাস বাবাজী একটু নিস্তব্ধ হইলেন। তখন বড়গাছীর নিত্যানন্দদাস বাবাজী করজোড়ে বলিলেন, আমি এখন কি কোন প্রশ্ন করিতে পারি?" হরিদাস বাবাজী বলিলেন,— "স্বচ্ছন্দে কর।"

অল্পবয়স্ক নিত্যানন্দদাস বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজী মহাশয়, আমাকে কোন্ বৈষ্ণবের মধ্যে গণনা করেন? অর্থাৎ, আমি কনিষ্ঠবৈষ্ণব, কি মধ্যমবৈষ্ণব? উত্তমবৈষ্ণব ত' কখনই নই।"

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"নিত্যানন্দদাস নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্তম হইতে বাকী থাকে?" আমার নিতাই বড় দয়ালু! তিনি মার খেয়ে প্রেম দেন। তাঁর নাম লইলে এবং তাঁর দাস হইলে কি আর কোন কথা থাকে?

নি। আমি সরলতার সহিত নিজের অধিকার জানিতে চাই।

হ। তবে তোমার সকল কথা বল, বাবা! নিতাই যদি আমাকে কিছু বলান, তবে বলিব।

নি। পদ্মাবতীতীরে কোন গ্রামে কোন নীচবংশে আমার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আমি কখনও দুষ্টতা শিক্ষা করি নাই। আমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে আমার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়াছিলাম, বড়গাছিতে অনেকগুলি গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব ছিলেন; তাঁহাদিগকে লোকে বিশেষ সন্মান করিত। আমি সেই সন্মানের আশায় এবং পত্নীবিয়োগজনিত ক্ষণিকবৈরাগ্যের উত্তেজনায় বড়গাছীতে গিয়া ভেক লইলাম। দিন কতক পরেই আমার মনে দৌরাত্ম্য আসিয়া উদিত হইল; কিন্তু আমার একটী সঙ্গী বৈষ্ণব বড় ভাল ছিলেন; তিনি এখন ব্রজে আছেন। আমাকে সদুপদেশ দিয়া এবং সঙ্গে রাখিয়া আমার চিত্ত শোধন করিলেন। আমার এখন আর কোন উৎপাতের ইচ্ছা হয় না, লক্ষ নাম করিতে রুচি হয়। আমি জানিয়াছি, নাম ও নামী অভেদ—উভয়ই চিন্ময়। শ্রীএকাদশীব্রত যথাশাস্ত্র পালন করি এবং তুলসীতে জলদানাদি করিয়া থাকি। যখন বৈষ্ণবসকল কীর্তন করেন আমিও একটু আবেশের সহিত কীর্তন করি; বৈষ্ণবচরণামৃত পান করি; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করি; ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ ইচ্ছা আর হয় না। গ্রাম্যকথা শুনিলে, ভাল লাগে না। বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি দিই; কিন্তু তাহা প্রায় প্রতিষ্ঠার আশার সহিত। এখন আজ্ঞা করুন, আমি কোন শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং আমার কি কি ব্যবহার কর্তব্য।

হরিদাস বাবাজী বৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বল হে, নিত্যানন্দদাস কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব?"

বৈ। আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে তিনি কনিষ্ঠত্ব ছাড়িয়া মধ্যম অধিকারী হইয়াছেন।

হ। আমিও তাহাই মনে করি।

নি। ভাল হইল, মহাজনের মুখে নিজ অধিকার জানিতে পারিলাম। আপনারা কৃপা করুন, যেন ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি।

বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার প্রতিষ্ঠাশা ছিল; তখন অনধিকার-চর্চা দোষে আপনি পতিত হইতেছিলেন। যাহা হউক, বৈষ্ণব-কৃপায় আপনার যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে।

নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিষ্ঠাশা আছে। আমি মনে করি যে চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মান পাইব।

হ। যত্ন করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর; না করিলে, আবার ভক্তিক্ষয় হইবার ভয় আছে। ভক্তিক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধিকারে যাইতে হইবে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ণবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা বড়ই মন্দ করে, তাহা শীঘ্র যাইতে চাহে না। বিশেষতঃ, ছায়াভাবাভাস ছাড়িয়া সত্যভাব এক বিন্দু হইলেও ভাল।

নিত্যানন্দ বাবাজী তখন 'আপনি কৃপা করুন', বলিয়া হরিদাস বাবজীর চরণ-রেণু লইলেন। তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন। বৈষ্ণব-সংস্পর্শের কি আশ্চর্য ফল। তখনই দর দর করিয়া নিত্যানন্দদাসের চক্ষুজল পড়িতে লাগিল। তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া বলিলেন,—'মুই নীচ, মুই নীচ'। হরিদাস বাবাজীও তাঁহাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব ভাব। নিত্যানন্দদাসের জীবন সার্থক হইল। কিয়ৎকালের মধ্যে এ সকল ভাব স্থগিত হইলে নিত্যানন্দদাস শ্রীহরিদাসকে গুরু মানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

নি। কনিষ্ঠভক্তের ভক্তিসম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ কি এবং গৌণ লক্ষণ কি?

হ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে বিশ্বাস ও অর্চামূর্তিতে পূজা এই দুইটী কনিষ্ঠবৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ। তাঁহার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও বন্দনাদি যতপ্রকার অনুষ্ঠান, সে-সকল গৌণ লক্ষণ।

নি। নিত্যস্বরূপে বিশ্বাস না থাকিলে বৈষ্ণব হয় না এবং শ্রীমূর্তি পূজার বিধি আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব ঐ দুইটি যে মুখ্য লক্ষণ, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম। গৌণ লক্ষণ কিরূপে হইল, বুঝিতে পারি নাই।

হ। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-বোধ হয় নাই। শ্রবণ কীর্তনাদি শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে ক্রিয়াসকল মুখ্যধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং গৌণরূপে প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,— এই তিনটী প্রকৃতির গুণ, তাহার আশ্রয়ে ঐ সকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে, অতএব গুণ-প্রসূত অর্থাৎ গৌণ। নির্গুণরূপে শ্রবণ-কীর্তনাদি হইলে, উহারা ভক্তির অঙ্গ হয়। যে সময়ে ঐসকল নির্গুণ হয়, তখনই মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয়।

নি। কনিষ্ঠবৈষ্ণবের কর্মজ্ঞান-দোষ আছে এবং অন্যাভিলাষিতা আছে; তবে তাঁহাকে কিরূপে ভক্তি বলা যায়?

হ। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা। যাঁহার তাহা হইয়াছে, তিনি ভক্তির অধিকারী। ভক্তির দ্বারে তিনি বসিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 'শ্রদ্ধা'—শব্দের অর্থ 'বিশ্বাস'। কনিষ্ঠভক্তের যখন শ্রীমূর্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, তখন তিনি ভক্তির অধিকারী।

নি। কখন তিনি ভক্তি লাভ করিবেন ?

হ। যখন তাঁহার কর্ম ও জ্ঞান-কষায় পরিপাক হইবে এবং অনন্যভক্তি ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ করিবেন না এবং অতিথি-সেবা হইতে ভক্ত-সেবা পৃথক্ জানিয়া ভক্তির আনুকূল্যস্বরূপা ভক্ত-সেবায় স্পৃহা জন্মিবে, তখনই তিনি শুদ্ধভক্ত ও মধ্যমাধিকারী হইবেন।

নি। শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত উদিত হয়, সম্বন্ধজ্ঞান কখন হইল যে, তিনি শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইবেন ?

হ। যখন মায়াবাদদূষিত জ্ঞান পরিপাক পায়, তখনই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয়।

নি। কতদিনে হয় ?

হ। যাহার সুকৃতিবল যতদূর, তত শীঘ্রই হয়।

নি। সুকৃতিবলে প্রথমে কি হয় ?

হ। সাধুসঙ্গ হয়।

নি। সাধুসঙ্গ হইলে ক্রমে ক্রমে কি হয় ?

হ। ভাগবত বলিয়াছেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদ্বাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।" (১)

সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিলে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমশঃ উদিত হয়।

নি। সাধুসঙ্গ কিসে হয় ?

হ। পূর্বেই বলিয়াছি, সুকৃতিক্রমে হয়।

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।।" (২)

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের যদি সাধুসঙ্গে অর্চাপূজায় মতি থাকে, তবে তিনি সাধুসেবা করেন নাই, এ কথা কেন বলা যায় ?

(১। কপিলদেব কহিলেন,—সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গপথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাব-উক্তি), অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।) (২। হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রাম্যমান জনের যখন ভগবৎকৃপায় সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যখন সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তখনই তাহার সাধুজনপ্রাপ্য চিদচিদের ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে।)

হ। ঘটনাক্রমে সাধুসঙ্গক্রমে শ্রীমূর্তিতে বিশ্বাস জন্মে, কিন্তু ভগবৎপূজা ও সাধুসেবা একত্র হওয়া আবশ্যক, এরূপ শ্রদ্ধা যে-পর্যন্ত না হয়, সে-পর্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় না এবং অনন্যভক্তিতে অধিকার জন্মে না।

নি। কনিষ্ঠ ভক্তদিগের উন্নতি-ক্রম কি?

হ। শ্রীমূর্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য কষায় ও অন্যাভিলাষিতা যায় নাই; প্রতিদিন অর্চাপূজা করেন; অর্চাপূজা-স্থলে ঘটনাক্রমে অতিথিরূপে সাধুসমাগম হয়; তখন সাধুগণ অন্যান্য অতিথির ন্যায় সৎকার লাভ করেন। কনিষ্ঠভক্ত ঐ সাধুদিগের ক্রিয়া-ব্যবহার দেখিতে থাকেন; তাঁহারা যে গ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাহা শুনিতে থাকেন; শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে সাধুদিগের চরিত্রে বিশেষ আদর জন্মে; নিজ চরিত্রশোধন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজ কর্ম-কষায় ও জ্ঞান-কষায় খর্ব হয়। হৃদয় যত শুদ্ধ হয়, ততই অন্যাভিলাষিতা দূর হয়। হরিকথা, হরিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রচর্চা হয়। হরির নির্গুণত্ব, হরিনামের নির্গুণত্ব, শ্রবণকীর্তন-আদির নির্গুণত্ব বিচার করিতে করিতে সম্বন্ধ-স্বরূপ জ্ঞানের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই মধ্যমাধিকার উদিত হয়; তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইয়া থাকে; তখন সামান্য অতিথি হইতে সাধুকে গুরুবুদ্ধিতে পৃথক্ করিয়া লয়।

নি। অনেক কনিষ্ঠভক্তের উন্নতি হয় না, তাহার কারণ কি?

হ। দ্বেষীসঙ্গ বলবান্ থাকিলে শীঘ্রই কনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় হইয়া কর্মজ্ঞানাধিকার প্রবল হয়। কোন কোন স্থানে অধিকার উন্নতও হয় না, ক্ষয়ও হয় না।

নি। কোন্ কোন্ স্থলে?

হ। যেস্থলে সাধুসমাগম ও দ্বেষীসমাগম সমবল, সেই স্থলে ক্ষয়োন্নতি কিছুই দেখা যায় না।

নি। কোন্ স্থলে নিশ্চয় উন্নতি?

হ। যেস্থলে অধিক সাধুসমাগম এবং অল্প দ্বেষীসঙ্গ, সেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি।

নি। কনিষ্ঠাধিকারীদের পাপপুণ্য-প্রবৃত্তি কিরূপ?

হ। প্রথমাবস্থায় কর্মী-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সমান; যত ভক্তির প্রতি উন্নতি হয়, ততই পাপপুণ্য-প্রবৃত্তি দূর হয়--ভগবৎ-পরিতোষ-প্রবৃত্তি প্রবল হয়।

নি। প্রভো কনিষ্ঠাধিকারীর কথা বুঝিলাম; এখন মধ্যমাধিকারীর মুখ্য লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

হ। কৃষ্ণে অনন্যভক্তি, ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, ইজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির সহিত মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞের প্রতি কৃপা ও দ্বেষীগণের প্রতি উপেক্ষা—এই সকল মধ্যম ভক্তের মুখ্য লক্ষণ। সম্বন্ধ- জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তিসাধনদ্বারা প্রয়োজনরূপ প্রেম-সিদ্ধিই

সেই অধিকারে মুখ্য প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধুসঙ্গে হরিনাম-কীর্তনাদি লক্ষিত হয়।

নি। তাঁহাদের গৌণ লক্ষণ কি?

হ। জীবনযাত্রাই তাঁহাদের গৌণ লক্ষণ। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল।

নি। পাপ ও অপরাধ তাঁহাদের থাকিতে পারে কি না?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু থাকিতে পারে, ক্রমশঃ তাহা দূর হয়। প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে, তাহা নিষ্পিষ্ট চণকের ন্যায় কদাচ একটু দেখা দেয়, আবার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ।

নি। কর্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ তাঁহাদের কিছুমাত্র থাকে কি না?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে; তাহা শেষে নির্মূল হয়। যাহা প্রথমাবস্থায় থাকে, তাহাও কখন দেখা দেয়; দেখা দিতে দিতে ক্রমশঃ অদর্শন হয়।

নি। তাঁহাদের কি জীবনাশা থাকে? যদি থাকে, কেন?

হ। কেবল ভজন-পরিপাকের জন্য তাঁহাদের জীবনাশা। তাঁহাদের জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসনা থাকে না।

নি। কেন, তাঁহারা মরিতে বাসনা না করেন? জড়দেহ থাকার সুখ কি? মরিলেই ত' কৃষ্ণকৃপায় স্বরূপাবস্থিতি হইবে?

হ। তাঁহাদের সমস্ত বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন কোন ঘটনা হইবে, নিজের ইচ্ছায় তাঁহাদের কিছু প্রয়োজন নাই।

নি। আমি মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ বুঝিয়াছি; এখন উত্তমাধিকারীর কি কোন গৌণ লক্ষণ আছে?

হ। দেহক্রিয়ামাত্র; তাহাও নির্গুণপ্রেমের এত অধীন যে পৃথক্ গৌণভাব দেখা যায় না।

নি। প্রভো, কনিষ্ঠাধিকারীর গৃহত্যাগই নাই; মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইতে পারেন; উত্তমাধিকারী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন?

হ। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই যে, কোন অধিকার হইবে, তাহা নয়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিতে পারেন—ব্রজপুরের গৃহস্থভক্ত সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমাধিকারী—রায় রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ।

নি। প্রভো, যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হ'ন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হ'ন, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি কর্তব্য?

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবেন। এই বিধি মধ্যমাধিকারীর জন্য, কেননা, উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষা করেন না; সর্বভূতে তিনি ভগবদ্ভাব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

নি। বহু বৈষ্ণবের একত্র হইয়া প্রসাদ-সেবারূপ মহোৎসব কি কর্তব্য।

হ। বহু বৈষ্ণব কার্যগতিকে একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যম অধিকারী গৃহস্থ তাঁহাদিগকে প্রসাদ-সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পারমার্থিক আপত্তি নাই; কিন্তু বৈষ্ণব-সেবার জন্য অধিক আড়ম্বর করা ভাল নয়; তাহাতে রাজস-ভাব হয়। উপস্থিত সাধুবৈষ্ণবগণকে যত্নের সহিত প্রসাদ-সেবা করাইবে, ইহাই কর্তব্য; তাহাতে বৈষ্ণব-আদর হইবে। বৈষ্ণব-সেবায় শুদ্ধবৈষ্ণবকেমাত্র নিমন্ত্রণ করা উচিত।

নি। আমাদের বড়গাছিতে বৈষ্ণব-সন্তান বলিয়া একটী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। গৃহস্থ কনিষ্ঠাধিকারিগণ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা করেন, এটী কিরূপ কার্য?

হ। সেই বৈষ্ণব-সন্তানদিগের কি শুদ্ধভক্তি হইয়াছে?

নি। তাঁহাদের সকলেরই শুদ্ধভক্তি দেখি না। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, কেহ কেহ কৌপীনও ধারণ করেন।

হ। এরূপ পদ্ধতি কেন প্রচারিত হইতেছে, বলিতে পারি না। এরূপ না হওয়া উচিত; বোধ হয় কনিষ্ঠবৈষ্ণবের বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি নাই বলিয়া সেরূপ হয়।

নি। 'বৈষ্ণব সন্তানে'র কি কোন বিশেষ সম্মান আছে?

হ। বৈষ্ণবেরই সম্মান; 'বৈষ্ণব -সন্তান' যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হ'ন, তবে তাঁহার ভক্তি তারতম্য -ক্রমে সম্মানের তারতম্য।

নি। 'বৈষ্ণব-সন্তান' যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হ'ন?

হ। তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য-মধ্যে গণনা করিবে। বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" (১)

স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মনুষ্যকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব ন'ন তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামের অধিকার জন্মে না।

নি। স্বয়ং অমানী কিরূপে হওয়া উচিত?

(১। তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহনশীল ও অভিমানবর্জিত হইয়া অপরকে সম্মানপ্রদানপূর্বক সর্বদা হরিকীর্তন কর্তব্য)

হ। 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী' এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব।

নি। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, দৈন্য ও দয়া ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

হ। যথার্থ।

নি। ভক্তিদেবী কি তবে দৈন্য ও দয়ার সাপেক্ষ ?

হ। ভক্তি নিরপেক্ষা, ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্‌গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না। ' দৈন্য ও দয়া' এই দুইটি পৃথক্ গুণ নয় ভক্তিরই অন্তর্গত। 'আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্বস্ব'—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর্দ্রভাবই ভক্তি; অন্য জীব কৃষ্ণদাস,তাহাদের প্রতি আর্দ্রভাব—দয়া; অতএব দয়া কৃষ্ণভক্তির অন্তর্গত। দয়া ও দৈন্যের অন্তর্বতিভাব ক্ষমা; 'আমি দীন, আমি কি পরের দণ্ডদাতা হইতে পারি ?'—এই ভাব যখন দয়ার সহিত যুক্ত হয়, তখনই ক্ষমা আসিয়া উপস্থিত হয়; ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত। কৃষ্ণ সত্য, জীব সত্য, জীবের কৃষ্ণদাস্য সত্য; জড়বৎ জীবের পান্থ-নিবাস ইহাও সত্য; অতএব ভক্তিই সত্য, যেহেতু এই সম্বন্ধভাবই ভক্তি। সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা এই চারিটি ভক্তির অন্তর্গত ভাববিশেষ।

নি। অন্যান্যধর্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য ?

হ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, (১।২।২৬)—

"নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।" (১)

বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত আর ধর্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে সমস্তই বৈষ্ণবধর্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে; বিকৃতিস্থলে অসূয়ারহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভদিন হইবে সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

নি। বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করা কর্তব্য কি না ?

হ। সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমার মহাপ্রভু সকলকেই এই ধর্মের প্রচার-ভার দিয়াছেন, (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৭।৯২ ও ৯।৩৬)——

"নাচ গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন।।

* * * *

(১। অনিন্দক শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অংশাবতারগণের আরাধনা করেন।)

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে।।"

তবে এই একটী মনে রাখিবে যে, অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম উপদেশ দিবে। যেস্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সেস্থলে এমত বাক্য বলিবে না, যাহাতে প্রচার কার্যের ব্যাঘাত হয়।

হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের মধুমাখা কথাগুলি শুনিয়া নিত্যানন্দদাস প্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সমস্ত-সভাস্থ বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিলেন; সকলেই বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। নিভৃত-কুঞ্জের সে দিবসের সভা-ভঙ্গ হইল; সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা

(লাহিড়ী মহাশয়ের প্রকৃত উন্নতি—লাহিড়ী মহাশয়ের 'অদ্বৈতদাস'-নাম—দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়—দিগম্বরের গান ও মনের কথা —দিগম্বরের শাক্তধর্ম-মাহাত্ম্য—তন্ত্রমতে প্রকৃতি, পুরুষ, জীব ইত্যাদি—সভ্যতা ও শঠতা—সরলতাই প্রকৃত সভ্যতা—কলির সভ্যতা— লৌকিক জ্ঞান—তান্ত্রিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান—বিজ্ঞান, জ্ঞান ও শুদ্ধজ্ঞান—সমস্ত জগতই বৈষ্ণবের কিঙ্কর—বিষ্ণুমায়া— বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শাক্ত—জীবশক্তি— দেবীগীতা ও দেবীভাগবত—জড়শক্তির মাহাত্ম্য—অসৎ-সঙ্গত্যাগ—অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগই প্রার্থনীয়—দিগম্বরের বিদায়।)

তিন চারি বৎসর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে বাস করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে; তিনি খাইতে শুইতে সর্বদা হরিনাম করেন, সামান্য বস্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই ব্যবহার করেন না; জাতিমদ এতদূর দূর হইয়াছে যে বৈষ্ণব দেখিবামাত্র দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বলপূর্বক পদধূলি গ্রহণ করেন; অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। পুত্রগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভাব বুঝিয়া পলায়ন করেন, গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন না। এখন লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিলে বোধ হয় একটী ভেকধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। শ্রীগোদ্রুমে বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, হৃদয়ের বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার আবশ্যক নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ন্যায় অভাব-সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি একখানি কাপড়কে চিরিয়া চারিখানি কাপড় করেন, এখনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত আছে; পুত্রগণ কিছু অর্থ দিতে চাহিলে' বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করিব না'; এই কথাই বলেন। মহোৎসবের জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া চন্দ্রনাথ একবার একশত মুদ্রা লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়

শ্রীদাসগোস্বামীর চরিত স্মরণ করিয়া সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

এক দিবস পরমহংস বাবাজী বলিলেন,—লাহিড়ী মহাশয়, আপনার কিছুতেই অবৈষ্ণবতা নাই; আমরা ভেক গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আপনার নিকট আমরা বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি; আপনার নামটা বৈষ্ণবনাম হইলেই সকল সম্পূর্ণ হয়। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,— আপনি আমার পরমগুরু, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন,—আপনার নিবাস শ্রীশান্তিপুর; অতএব আপনাকে আমরা শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিয়া ডাকিব। লাহিড়ী মহাশয় দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নামপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে সকলেই তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিতে লাগিল। তিনি যে কুটীরে ভজন করিতেন, সে কুটীরটীকে সকলে 'অদ্বৈতকুটীর' বলিতে লাগিল।

অদ্বৈতদাসের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়-নামে একটী বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি যবন রাজ্যে অনেক বড় বড় চাকরী করিয়া ধনে-মানে সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া নিজ গ্রাম অম্বিকায় আসিয়া কালিদাস লাহিড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে, কালিদাস লাহিড়ী এখন ঘর-দ্বার ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমে 'শ্রীঅদ্বৈতদাস' হইয়া হরিনাম করিতেছেন।

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ঘোরতর শাক্ত—বৈষ্ণবের নাম শুনিলেই কানে হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন,—ওরে বামনদাস, একখানা নৌকা যোগাড় কর, আমি অতিশীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া আমার দুর্গত বন্ধু কালিদাসকে উদ্ধার করিব। চাকর বামনদাস তৎক্ষণাৎ একখানা নৌকা ঠিক করিয়া মনিব মহাশয়কে খবর দিল। দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় বড় চতুর লোক, তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং যবনদিগের সভ্যতায় একজন দক্ষ পুরুষ; ফার্সি আর্বিতে মুসলমান মৌলবীগণও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়; ব্রাহ্মণপণ্ডিত পাইলে তন্ত্রের বিতর্কে আর তাঁহাকে কথা কহিতে দেন না; দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে প্রভূত নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবকাশ-ক্রমে একখানি 'তন্ত্রসংগ্রহ'-নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অনেক শ্লোকের টীকাতে অনেক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন।

সেই 'তন্ত্রসংগ্রহ'-গ্রন্থ লইয়া দিগম্বর তেজের সহিত নৌকায় উঠিলেন। দুই প্রহরের মধ্যেই শ্রীগোদ্রুমের ঘাটে নৌকা লাগিল; নৌকায় থাকিয়া একটী বুদ্ধিমান্ লোককে কতকগুলি কথা শিখাইয়া শ্রীঅদ্বৈতদাসের নিকটে পাঠাইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতদাস নিজ কুটীরে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন; দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের লোক আসিয়া প্রণাম করিল। অদ্বৈতদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, —তুমি কে ও কি মনে করিয়া আসিয়াছ? লোকটী বলিল,—আমি শ্রীযুত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কর্তৃক প্রেরিত; তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কালিদাস কি আমাকে স্মরণ করে, না, ভুলিয়াছে?

শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিলেন,—দিগম্বর কোথায়? তিনি আমার বাল্যবন্ধু; আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? তিনি কি এখন বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিয়াছেন? লোকটি বলিল—তিনি

এই ঘাটে নৌকায় আছেন; বৈষ্ণব হইয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। অদ্বৈতদাস কহিলেন,—তিনি ঘাটে কেন আছেন এই কুটীরে আসেন না কেন? লোকটী ঐ কথা শুনিয়া চলিয়া গেল।

দণ্ড দুই পরে তিন চারিটী ভদ্রলোক-সঙ্গে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় 'অদ্বৈত কুটীরে' উপস্থিত। দিগম্বরের চিত্তটা চিরদিন উদার, পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত অন্তঃকরণে নিজকৃত নিম্নলিখিত পদটী গান করিতে করিতে অদ্বৈতদাসকে আলিঙ্গন করিলেন—

"(কালি!) তোমার লীলা-খেলা কে জানে মা, ত্রিভুবনে?
কভু পুরুষ, কভু নারী, কভু মত্ত হও গো রণে।
ব্রহ্মা হ'য়ে সৃষ্টি কর, সৃষ্টি নাশ হ'য়ে হর,
বিষ্ণু হ'য়ে বিশ্বব্যাপী পাল গো মা সর্বজনে।।
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে বাঁশী বাজাও বনে বনে,
(আবার) গৌর হ'য়ে নবদ্বীপে মাতাও সবে সংকীর্তনে।

অদ্বৈতদাস বলিলেন,—এস, ভাই, এস! দিগম্বর পত্রাসনে বসিয়া চক্ষের জলে মমতা দেখাইয়া বলিলেন,—ভাই কালিদাস, আমি কোথায় যাব? তুমি ত' বৈরাগী হ'য়ে 'ন দেবায় ন ধর্মায়' হ'লে। আমি পাঞ্জাব হইতে কত আশা করে আস্‌ছি। আমাদের বাল্যবন্ধু পেশা পাগ্‌লা, খেঁদা, গিরীশ, ঈশে পাগ্‌লা, ধনা ময়রা, কেলে ছুতোর, কান্তি ভট্টাচার্য্যি সকলেই মরিয়া গেল; এখন তুমি আর আমি। মনে করিয়াছিলাম, আমি একদিন গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরে তোমাকে পাব; আবার তুমি পরদিন গঙ্গাপার হইয়া অম্বিকাতে আসিবে। যে ক'টা দিন বাঁচি, তোমাতে আমাতে গান ক'রে তন্ত্র প'ড়ে কাল কাটাইয়া দিব। আমার পোড়া কপাল; তুমি এখন যাঁড়ের গোবর হ'লে—না ঐহিক, না পারত্রিক কার্য্যে লাগিবে। বল দেখি, তোমার এ কি হইল?

অদ্বৈতদাস দেখিলেন, বড়ই কঠিন সঙ্গলাভ হইল; এখন কোনরকমে বাল্যবন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে হয়। বলিলেন,—ভাই দিগম্বর, তোমার কি মনে পড়ে না? আমরা একদিন অম্বিকায় 'দাঁড়াগুলি' খেলিতে খেলিতে সেই পুরাতন তেঁতুল গাছটার কাছে পৌঁছিয়াছিলাম।

দি। হাঁ হাঁ, খুব মনে পড়ে; গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীর কাছে। যে তেঁতুল গাছটার নীচে গৌরনিতাই বসিয়াছিলেন।

অ। ভাই, খেলতে খেলতে তুমি বলিয়াছিলে, এ তেঁতুল গাছটা ছুঁইবে না; শচীপিসির ছেলে এখানে বসিয়াছিল,—ছুঁলে পাছে বৈরাগী হ'য়ে পড়ি।

দি। বেশ মনে আছে। আবার, তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে টান দেখে' আমি ব'লেছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িবে।

অ। ভাই, আমার ত' চিরদিন এই ভাব; তখন ফাঁদে প'ড়্বো পড়্বো হচ্ছিলাম; এখন পড়িয়াছি।

দি। আমার হাত ধ'রে উঠিয়া পড়। ফাঁদে থাকা ভাল নয়।

অ। ভাই, এ ফাঁদে পড়িলে বড় সুখ আছে; ফাঁদে চিরদিন থাকার প্রার্থনা। তুমি একবার ফাঁদটা ছুঁয়ে দেখ।

দি। আমার দেখা আছে—আপাততঃ সুখ, শেষে ফাঁকি।

অ। তুমি যে ফাঁদে আছ তাহাতে কি শেষে বড় সুখ পাবে? মনেও করিও না।

দি। আমারা দেখ, মহাবিদ্যার চর; আমাদের এখনও সুখ, তখনও সুখ। তোমাদের এখন সুখ বলিয়া তোমরা মনে কর, কিন্তু আমরা তোমাদের কোন সুখ দেখি না—শেষে ত' দুঃখের শেষ থাকিবে না। কেন যে লোকে বৈষ্ণব হয়, বলিতে পারি না। দেখ, আমরা এখন মৎস্যমাংসাদির আস্বাদন-সুখ লাভ করি; ভাল পরি,—তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। প্রাকৃতবিজ্ঞানসুখ যত কিছু আছে, সকলই আমরা পাই; তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত; শেষে তোমাদের নিস্তার নাই।

অ। কেন ভাই, আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন?

দি। মা নিস্তারিণী বিমুখ হইলে বিধি, হরি, হর, কেহ নিস্তার পাইবেন না। মা নিস্তারিণী আদ্যা শক্তি। তিনি বিধি-হরি-হরকে প্রসব করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কার্যশক্তিদ্বারা পালন করিতেছেন। মায়ের ইচ্ছা হইলে সকলেই আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর উদরে প্রবেশ করিবেন। তোমরা মা'র কি উপাসনা করিলে যে, মা কৃপা করিবেন?

অ। মা নিস্তারিণী কি চৈতন্য-বস্তু, না জড়-বস্তু?

দি। তিনি ইচ্ছাময়ী, চৈতন্যরূপিণী—তাঁহার ইচ্ছাতেই পুরুষসৃষ্টি।

অ। পুরুষ কি, প্রকৃতি কি?

দি। বৈষ্ণবেরা কেবল ভজনই করেন, কিন্তু তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই। পুরুষ-প্রকৃতি চণকের ন্যায় দুই হইয়াও এক—খোসা খুলিলেই দুই, খোসা ঢাকা থাকিলেই এক। পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি জড়; জড় ও চৈতন্যের অপৃথক্ অবস্থাই ব্রহ্ম।

অ। মা তোমার —প্রকৃতি, না, পুরুষ?

দি। কখনও পুরুষ, কখনও নারী।

অ। পুরুষ প্রকৃতি যে চণকের খোলার ভিতর দ্বিদলের ন্যায় থাকেন, তন্মধ্যে মা কে ও বাবা কে?

দি। তুমি তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিতেছ? ভাল, আমরা তাও জানি; বস্তুত মা— প্রকৃতি ও বাবা— চৈতন্য।

অ। তুমি কে?

দি। পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ'।

অ। তুমি পুরুষ, না প্রকৃতি?

দি। আমি পুরুষ, মা প্রকৃতি। যখন আমি বদ্ধ, তখন তিনি মা; যখন আমি মুক্ত, তখন তিনি আমার বাবা।

অ। খুব তত্ত্ব বোঝা গেল!—আর কোন সন্দেহ নাই; এ সব তত্ত্ব কোথায় পাইয়াছ?

দি। ভাই, তুমি যেমন কেবল 'বৈষ্ণব'—'বৈষ্ণব' ক'রে বেড়াচ্ছ, আমি সেরূপ নই; কত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গ করিয়া এবং তন্ত্রশাস্ত্র রাত্রদিন পাঠ করিয়া আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি।

অ। (মনে মনে ভাবিলেন, কি ভয়ানক দুর্দৈব!) ভাল, একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া দেও; সভ্যতা কি ও প্রাকৃত-বিজ্ঞান কাহাকে বলে?

দি। ভদ্রসমাজে ভালরূপে কথা বলা, লোকের সন্তোষকর পরিচ্ছদ পরিধান করা, আহারাদি এরূপ করা যে, লোকের কোন ঘৃণা না জন্মে— তোমাদের এই তিনপ্রকারই নাই।

অ। সে কি প্রকার?

দি। তোমরা অন্য সমাজে যাও না; অত্যন্ত অসামাজিক ব্যবহার কর; মিষ্ট কথায় লোকরঞ্জন যে কি বস্তু, তাহা বৈষ্ণবেরা কখনই শিক্ষা করিলেন না; লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন, হরিনাম কর; কেন, আর কি কোন সভ্য কথাবার্তা নাই? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে কেহ সহসা সভায় বসিতে দেয় না; মাথায় চৈতন্য ফক্কা, গলায় ঝুড়িকতক মালা, নেংটী পরা—এই ত' পরিচ্ছদ; খাওয়া কেবল শাক আর কচু! তোমাদের কিছুই সভ্যতা নাই।

অ। (মনে মনে করিলেন, একটু ঝগড়া আরম্ভ করিলে যদি এ লোকটা চটিয়া চলিয়া যায়, তবেই মঙ্গল।) সভ্যতাদ্বারা কি পরকালের সুবিধা হয়।

দি। পরকালে সুবিধা নাই বটে, কিন্তু সভ্য না হইলে সমাজের উন্নতি কিসে হইবে? সমাজের উন্নতি হইলে পরকালের চেষ্টা হইতে পারে।

অ। ভাই, যদি ক্রোধ না কর, তবে কিছু বলি।

দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি; তোমার একটা কথা কি সহিতে পারিব না? আমরা সভ্যতা ভালবাসি, ক্রোধ হইলেও আমরা মুখে মিষ্ট থাকি; ভিতরের ভাব যত গোপন রাখিতে পারা যায়, সভ্যতা ততই বৃদ্ধি হয়।

অ। মনুষ্যজীবন অল্পদিন, তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক; এই স্বল্পজীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরিভজনই কর্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমরা

জানি, 'শঠতার' অন্য নাম 'সভ্যতা'। মনুষ্যজীবন যতদিন সত্যপথে থাকে, ততদিন সরল থাকে; যখন অধিকতর অসত্য-ব্যবহার স্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্যরত হইয়া বাহিরে মিষ্টবাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই; সত্য-ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্তমান নাম 'সভ্যতা'। 'সভ্যতা'— শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ শঠতাকেই 'সভ্যতা' বলিতেছ। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ, তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে; সভ্যতা যখন পাপপূর্ণ, তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভ্যতার কথা বলিলে, তাহার সহিত জীবের নিত্যধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্র পরিষ্কার থাকে, দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে। আহারাদি পবিত্র ও উপকারী হয় বস্ত্রসম্বন্ধে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং ইহাতে দোষ নাই, কিন্তু তোমাদের মতে কেবল খাইতে ভাল হয়, অথচ পবিত্র হউক, না হউক, তাহার বিচার নাই। মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচারমাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে, তাহা কলিকালের সভ্যতা।

দি। তুমি কি বাদ্‌সাই সভ্যতা ভুলিয়া গেলে? দেখ, বাদ্‌সাহার সভায় লোক কেমন সুন্দররূপে বসেন ও কেবল বিধিপূর্বক কথাবার্তা বলেন?

অ। সে কেবল সাংসারিক ব্যবহার; তাহা না থাকিলে মনুষ্যের বস্তুতঃ কি অভাব হয়? ভাই, তুমি অনেক দিন যবনের চাকরী করিয়া সেইরূপ সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছ। বস্তুতঃ, মনুষ্যের নিষ্পাপ জীবনই সভ্য জীবন; পাপবৃদ্ধির সহিত যে কলিকালের সভ্যতা-বৃদ্ধি, সে কেবল বিড়ম্বনা।

দি। দেখ, আজকাল কৃতবিদ্য পুরুষদের মনের ভাব এই যে, বর্তমান সভ্যতাই মনুষ্যতা; যিনি সভ্য ন'ন, তিনি মনুষ্য-মধ্যে গণনীয় হ'ন না। স্ত্রীলোকের ভাল ভাল বস্ত্র ও তাহাদের দোষ আচ্ছাদন করাই এখনকার ভদ্রতা হইয়া উঠিয়াছে।

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি দেখিতেছি যে যাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলিতেছ, তাঁহারা কালোচিত ধূর্তলোক; কতকটা কুসংস্কার, কতকটা দোষ ঢাকার সুবিধার জন্য তাঁহারা অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছেন; বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদিগের সমাজে কি সুখ লাভ করিবে? ধূর্তলোকের সভ্যতার গৌরব, কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।

দি। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জ্ঞানের সহিত সভ্যতারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই স্বর্গ-উদিত হইবে।

অ। গাঁজাখুরী কথা! যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস আরও ধন্য; যিনি একথা বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন, তাঁহার সাহস ধন্য। জ্ঞান দুইপ্রকার– পারমার্থিক ও লৌকিক। পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে; এরূপ বোধ হয় না; পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেকস্থলে স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং লৌকিকজ্ঞানের বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। লৌকিকজ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্যসম্বন্ধ আছে? বরং লৌকিকজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্ত্বে অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে, লৌকিকজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে,– ইহা জীবের পক্ষে দুর্গতি মাত্র।

দি। দুর্গতি কেন?

অ। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মানবজীবন স্বল্প, এই স্বল্পকাল মধ্যে পান্থশালানিবাসীর ন্যায় জীবের পরমার্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। পান্থ ব্যবহারে উন্নতি দেখাইবার জন্য কাল নষ্ট করা নির্বোধের লক্ষণ। লৌকিক জ্ঞানের যত অধিকতর চর্চা বাড়িবে, পারমার্থিক-বিষয়ে ততই কালাভাব হইবে। আমার সংস্কার এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনমত লৌকিকজ্ঞানের ব্যবহার হউক; অধিক লৌকিকজ্ঞান ও তাহার সহচরী সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই। পার্থিব চাক্‌চিক্য কয়দিনের জন্য?

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম! সমাজটা কি কোন কাজের বস্তু নয়?

অ। সমাজ যেরূপ বস্তু, সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পাওয়া যায়। যদি বৈষ্ণব-সমাজ হয়, তবে ভাল কাজ পাওয়া যায়; যদি অবৈষ্ণব-সমাজ হয়, অর্থাৎ কেবল লৌকিক-সমাজ হয়, তদ্দারা যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা জীবের বরণীয় নয়। ভাল, একথা থাকুক। প্রাকৃত বিজ্ঞান কি?

দি। তন্ত্রে প্রাকৃত বিজ্ঞান অনেকপ্রকারে প্রকাশিত আছে। প্রাকৃত জগতে যতপ্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দর্য্য আছে, সমস্তই প্রাকৃত বিজ্ঞান'। "ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, গান্ধর্ববিদ্যা ও জ্যোর্তিবিদ্যা—এইপ্রকার সমস্ত বিদ্যাই প্রাকৃত বিজ্ঞান। প্রকৃতি আদ্যাশক্তি (আবার তত্ত্বকথা বলিতে হইল!)—তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের প্রসব ও প্রকাশ করিয়া নিজশক্তিদ্বারা ইহাকে বিচিত্র করিয়াছেন। এই শক্তির একটী একটী রূপ ইহাতে একটী একটী বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মা নিস্তারিণীর পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; বৈষ্ণবেরা ইহার কোন অনুসন্ধান করেন না! আমরা এই বিজ্ঞানবলে মুক্তিলাভ করি। দেখ, এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আপ্লাতুন, আরিস্তোতল, সক্রেটিস ও লোকমান্য হাকিম প্রভৃতি যবনদেশের মহাত্মাগণ কত কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

অ। দিগম্বর তুমি বলিলে যে, বৈষ্ণবেরা বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন না—এ কথা ঠিক নয়। কেননা, বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধজ্ঞান বিজ্ঞান-সমন্বিত, যথা ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে, (২।৯।৩০)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।" (১)

সৃষ্টির পূর্বে যখন ব্রহ্মার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে শিক্ষা দেন, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে—ওহে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে বিজ্ঞানসমন্বিত আমার যে পরমগুহ্য জ্ঞান, সেই জ্ঞানের রহস্য ও তাহার অঙ্গসকল বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর। দিগম্বর, জ্ঞান দুইপ্রকার—শুদ্ধজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান। বিষয়জ্ঞান মানবসকল ইন্দ্রিয়দ্বারা সংগ্রহ করে; তাহা অশুদ্ধ, সুতরাং চিদ্বস্তুর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন —জীবের বদ্ধদশায় জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। চিদাশ্রয়ী জ্ঞানকে 'শুদ্ধজ্ঞান' বলে; সেই জ্ঞান বৈষ্ণবদিগের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য; বিষয়জ্ঞানের সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ। বিষয়জ্ঞান'কে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছ; বস্তুতঃ বিষয়জ্ঞানই যে বিজ্ঞান, তাহা নয়। তোমার আয়ুর্বেদাদি বিষয়জ্ঞানকে আলোচনা করিয়া তাহাকে 'শুদ্ধজ্ঞান' হইতে পৃথক্ করার নাম 'বিজ্ঞান'। বিষয়জ্ঞানের বিলক্ষণ যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাকেই 'বিজ্ঞান' বলে। বস্তুর 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' এক বস্তু। সাক্ষাৎ চিদ্বস্তুর উপলব্ধিকে 'জ্ঞান' বলে। বিষয়জ্ঞানকে তিরস্কারপূর্বক শুদ্ধজ্ঞান স্থাপনের নাম 'বিজ্ঞান'। 'বস্তু' এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্ বলিয়া 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান', দুইটী পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয়জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বল; বৈষ্ণবগণ বিষয়জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলেন। তাঁহারা ধনুর্বেদ, আয়ূর্বেদ, জ্যোতীষ, রসায়ন—সমস্ত আলোচনাপূর্বক দেখেন, এ-সমস্তই জড়জ্ঞান; ইহার সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই; অতএব উহা জীবের নিত্যধর্মসম্বন্ধে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা জড়প্রবৃত্তি—অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি সাধনে রত, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কর্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া-জানেন—তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন না, কেননা, তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে তাঁহারা 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বলেন; তাহাতেই বা আপত্তি কি? নাম লইয়া বিবাদ করা মূঢ়েরই কর্ম।

দি। ভাল, জড়জ্ঞান যদি উন্নত না হইত, তবে তোমরা কিরূপে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও ভজন করিতে? অতএব তোমাদেরও জড়োন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

অ। প্রবৃত্তি-অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লোক পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করে; কিন্তু সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সেই-সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ করিয়া দেন।

দি। প্রবৃত্তি কোথা হইতে হয়?

অ। পূর্বকর্মজনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের জড়সম্বন্ধ যতদূর

---

(১) শ্রীভগবান্ কহিলেন, —হে ব্রহ্মণ, বিজ্ঞানসমেত আমার যে পরমগুহ্য সম্বন্ধ-তত্ত্বজ্ঞান, তাহা রহস্য (প্রেমভক্তি) ও তাহার অঙ্গের (সাধনভক্তির) সহিত আমি কীর্তন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।)

গাঢ়, তাহারা ততদূর জড়জ্ঞানে ও জড়জ্ঞানপ্রসূত শিল্পাদি কার্যে নিপুণ; তাহারা যাহা প্রস্তুত করে তাহা বৈষ্ণবদের কৃষ্ণসেবোপকরণে উপকার করে; সে-বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। দেখ, সূত্রধরেরা আপন অর্থোপার্জনের জন্য বিমান প্রস্তুত করে; গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সেই বিমানের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। মধুমক্ষিকাগণ আপন-প্রবৃত্তি-অনুসারে মধু সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব-সেবায় সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতে পরমার্থের জন্যই যে, সকল লোক চেষ্টা করে তাহা নয়, নানা প্রবৃত্তি হইতে কার্য হয়। মানবগণের প্রবৃত্তি উচ্চ নীচ-অনুসারে বহুবিধ; নীচ মানবগণ নীচপ্রবৃত্তির দ্বারা অনেক কার্য করে; ঐ সমস্ত কার্য উচ্চপ্রবৃত্তির কার্যের সহকারী হয়। এইরূপ বিভাগদ্বারা জগচ্চক্র চলিতেছে। যতপ্রকার জড়াশ্রিত ব্যক্তি আছে, তাহারা জড়প্রবৃত্তিক্রমে কার্য করিয়াও বৈষ্ণবের চিৎপ্রবৃত্তির সহকারী হয়; তাহারা জানে না যে তাহারা ঐসকল কার্যদ্বারা বৈষ্ণবের উপকার করিবে; কিন্তু বিষ্ণুমায়াদ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা ঐ সমস্ত কার্য করে; সুতরাং সমস্ত জগতই বৈষ্ণবদিগের অপরিজ্ঞাত কিঙ্কর।

দি। বিষ্ণুমায়া কাহাকে বলে?

অ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে " যোগমায়া হরেঃ শক্তির্যয়া সম্মোহিতং জগৎ" ইত্যাদি বাক্যের যাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ আছে, তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। আমি যাঁহাকে মা নিস্তারিণী বলিয়া জানি, তিনি কে?

অ। তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। (তন্ত্র পুঁথি খুলিয়া) এই দেখ, আমার মা চৈতন্যরূপিণী, ইচ্ছাময়ী, ত্রিগুণাতীতা ও ত্রিগুণধারিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তোমার বিষ্ণুমায়া নির্গুণা নহেন; তবে কিরূপে তুমি তোমার বিষ্ণুমায়াকে আমার মা'র সহিত এক বল? এই সব কথায় বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি দেখিয়া আমাদের ভাল লাগে না।

অ। ভাই দিগম্বর, এখনই রাগ করিও না; তুমি এতদিন পরে আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমার সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি। 'বিষ্ণুমায়া' বলিলে কি ক্ষুদ্রতা হয়? ভগবান্ বিষ্ণু পরমচৈতন্যস্বরূপ একমাত্র সর্বেশ্বর—সকলেই তাঁহার শক্তি। 'শক্তি' বলিলে কোন বস্তু হয় না; 'শক্তি'—'বস্তু'র ধর্ম; শক্তিকে সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ হয়। 'শক্তি'—'বস্তু' হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না; কোন চৈতন্যস্বরূপ বস্তু আগে স্বীকার করা চাই। বেদান্তভাষ্য বলেন, 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ বস্তু নয়; শক্তিমান্ পুরুষ এক বস্তু,শক্তি তাঁহার ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম। যতক্ষণ শুদ্ধচৈতন্য আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কার্যের পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমান বস্তু হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্যরূপিণী, ইচ্ছাময়ী ও ত্রিগুণাতীতা বলিলে ভ্রম হয় না। 'ইচ্ছা' ও 'চৈতন্য' পুরুষাশ্রিত; শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে পারে না; পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে সেই শক্তির কার্য হয়। 'শক্তি

চলিতেছে' বলিলে কেবল শক্তিমানের চলাই বুঝায়; শব্দ ব্যবহার কেবল রূপক। ভগবানের একই শক্তি; চিৎকার্যে তিনি চিচ্ছক্তি, অচিৎ বা জড়কার্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া। বেদ বলেন, (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" (১)

ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড়শক্তি; ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড নাশন— সেই শক্তিরই কার্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্রে 'বিষ্ণুমায়া', 'মহামায়া', 'মায়া' ইত্যাদি-নামে উক্তি করিয়াছেন; রূপকভাবে সেই শক্তির বিধি হরি-হর-জননীত্ব ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত আছে। যে-পর্যন্ত জীব বিষয়মগ্ন থাকে, সে পর্যন্ত সেই শক্তির অধীন; জীবের শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হইলে নিজের স্বরূপবোধসহকারে সেই শক্তির পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎসুখ লাভ করে।

দি। তোমরা কোন শক্তির অধীন কিনা ?

অ। হাঁ, আমরা জীবশক্তি—মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীন আছি।

দি। তবে তোমরাও শাক্ত ?

অ। হাঁ, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত। আমরা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন; তাঁহার আশ্রয়েই আমাদের কৃষ্ণ-ভজন, সুতরাং আমাদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে? শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন 'তব বক্ষসি রাধাহহং রাসে বৃন্দাবনে বনে'। (২)

দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি দুই ন'ন— একই শক্তি, চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ-অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ-অবস্থায় জড়শক্তি।

দি। তুমি কহিয়াছ যে, তুমি জীবশক্তি, সে কি প্রকার ?

অ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (৭।৪-৫)

"ভূমিরাপোহনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।"

অর্থাৎ ভূমি, জল , অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ অষ্টপ্রকার পরিচয়; জড়মায়ার অধিকারে এই আটটী বিষয় আছে। এই জড়া প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্ আমার জীবস্বরূপা আর

(১) এই পরব্রহ্ম- ভগবানের পরা শক্তি, বেদে নানাপ্রকার শোনা যায়।)

(২) বৃন্দাবনধামে আমি চিৎস্বরূপে অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীরাধিকারূপে তোমার বক্ষবিলাসিনী।)

একটি প্রকৃতি আছে, যে প্রকৃতিদ্বারা এই জড়জগৎ উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়। দিগম্বর, তুমি ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য জান? এই গ্রন্থখানি সর্বশাস্ত্রের নিষ্কৃষ্ট উপদেশ ও সর্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা। ইহাতে স্থির হইয়াছে জড় জগৎ হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ একটী জীবতত্ত্ব আছে;- সে তত্ত্বও ভগবানের একপ্রকার শক্তি; তাহাকে পণ্ডিতেরা তটস্থা শক্তি বলেন। সে শক্তি জড়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু, অতএব জীবমাত্রেই কৃষ্ণের শক্তিবিশেষ।

দি। কালিদাস, তুমি ভগবদ্গীতা দেখিয়াছ?

অ। হাঁ আমি পুর্বে সে গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।

দি। তাহাতে কেমন তত্ত্বকথা?

অ। ভাই দিগম্বর, যে পর্যন্ত লোকে মিশ্রি না খায়, সে পর্যন্ত গুড়ের অধিক প্রশংসা করে।

দি। ভাই, এটা তোমার গোঁড়ামি। দেবীভাগবত ও দেবীগীতা সর্বলোকে আদর করে, কেবল তোমরাই সেই দুই গ্রন্থের নাম শুনিতে পার না।

অ। ভাই, তুমি দেবীগীতা পড়িয়াছ?

দি। না, মিথ্যা কথা কেন বলিব, আমি ঐ দুইখানি গ্রন্থ নকল করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই।

অ। যে গ্রন্থ পড় নাই, তাহা ভাল, কি মন্দ,—কি করিয়া বলিবে? এটা আমার গোঁড়ামি হইল, কি তোমার?

দি। ভাই তোমাকে আমি চিরদিন একটু ভয় করি। তুমি বড় বাচাল ছিলে; এখন আবার বৈষ্ণব হইয়া বিশেষ বাচাল হইয়া পড়িয়াছ। আমি যে কথা বলি, তুমি তাহা কাটিয়া দিতেছ।

অ। আমি দীন-হীন মুর্খ বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত আর শুদ্ধধর্ম নাই। তুমি চিরদিন বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া, নিজের মঙ্গল-পথ দেখিলে না।

দি। (একটু চটিয়া) হাঁ, আমি এত ভজন-সাধন করি; তুমি বল, কোন মঙ্গলপথ দেখিলাম না—আমি কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাট্‌ছি? এই দেখ, 'তন্ত্রসংগ্রহ' খানা কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে? তুমি সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বৈষ্ণবগিরি করিবে, ইহাতে আমি কি করিতে পারি? চল, সভ্যমণ্ডল তোমাকে ভাল বলে কি আমাকে, দেখা যাউক।

অ। (মনে মনে, কুসঙ্গ ঘোচে, ভালই)। ভাল ভাই, তুমি যখন মরিবে, তোমার সভ্যতা ও প্রাকৃত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে?

দি। কালিদাস, তুমিও যেমন! মরণের পর কি আর কিছু আছে? যতক্ষণ বেঁচে থাক, সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চ-মকারাদি দ্বারা আনন্দ কর, মা নিস্তারিণী মরণের সময়ে যথায় যেমন করিয়া থাকা উচিত, সেইরূপ রাখিবেন। মরণ হইবে বলিয়া

এখনকার ক্লেশ কেন সহ্য কর? যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথায় থাকিবে? এই সংসারই মায়া, যোগমায়া ও মহামায়া। ইনিই তোমাকে সুখ দিতে পারেন এবং মরণান্তে অবশ্যই মুক্তি দিবেন; শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই—শক্তি হইতে উঠিয়াছ, শক্তিতে পুনরায় যাইবে। শক্তিসেবা কর; বিজ্ঞানে শক্তি-বল দেখ; যত্ন করিয়া নিজ যোগবল বৃদ্ধি কর, শেষে সেই অব্যক্ত-শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে এক গাঁজাখুরি চৈতন্য-পুরুষের গল্প আনিয়াছ? সেই গল্প বিশ্বাস করিয়া ইহকালে কষ্ট পাইতেছ ও পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে, তাহা জানি না'। পুরুষের্ সহিত কাজ কি? শক্তিসেবা কর, শক্তিতেই লয় পাইয়া নিত্য অবস্থান করিবে।

অ। ভাই, তুমি ত' জড়শক্তি লইয়া মুগ্ধ হইলে। যদি চৈতন্য পুরুষ থাকে, তবে মরণের পর তোমার কি হইবে? সুখ কাহাকে বল? উত্তর —মনের সন্তোষের নাম সুখ। আমি সমস্ত জড়ীয় সুখ বর্জন করিয়া মনের সন্তোষরূপ সুখ পাইতেছি, যদি পরে কিছু থাকে, তাহাও আমার। তুমি সন্তুষ্ট নও—যত ভোগ কর, ততই ভোগ-তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়; সুখ যে কি বস্তু, তাহা বুঝিলে না; কেবল 'সুখ' 'সুখ' করিয়া ভাসিতে ভাসিতে একদিন পতন হইয়া দুঃখের সমুদ্রে পড়িবে।

দি। আমার যা হয় হবে, তুমি ভদ্রসঙ্গ-ত্যাগ করিলে কেন?

অ। আমি ভদ্রসঙ্গ-ত্যাগ করি নাই, বরং তাহাই লাভ করিয়াছি— অভদ্রসঙ্গ-ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দি। অভদ্রসঙ্গ কিরূপ?

অ। রাগ না করিয়া শুন, আমি বলি (ভাঃ ৪।৩০।৩৩)—

"যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে।।"

অর্থাৎ হে ভগবান্ যে-পর্যন্ত তোমার অপার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এই কর্মমার্গে ভ্রমণ করিব সে পর্যন্ত তোমারই প্রসঙ্গবিৎ সাধুদিগের সঙ্গ জন্মে জন্মে ঘটিবে না। পুনঃ সপ্তম স্কন্ধে—

"অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে।।" (১)

কাত্যায়নবাক্যে (হঃ ভঃ বিঃ ১০।২২৪)—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্।।"

(১) কখনও ভগবদ্বহির্মুখ, বুভুক্ষুর ও মুমুক্ষুর সঙ্গ করিবে না, কেননা সেই সঙ্গফলে সকলপুরুষার্থহানি ও অধঃপতন ঘটে।)

অর্থাৎ, বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরিব বা পঞ্জর-মধ্যে চির-আবদ্ধ হইয়াও থাকিব, তবুও কৃষ্ণ-চিন্তাবিমুখজনের সঙ্গ দুঃখ যেন না হয়। তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্।।
তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।।"

অর্থাৎ যে সকল লোক অশান্ত, মূঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়ামৃগ, তাহাদের সঙ্গফলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেইসকল আত্মবিরোধী অসাধু শোচ্যপুরুষদিগের সহিত কখনও সঙ্গ করিবে না।

গারুড়ে— "অন্তং গতোহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থ বেদ্যপি।
যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্।।" (১)

ভাঃ ৬।১।১৮)—

"প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ পরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ।।" (২)

স্কান্দে—— "হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।" (৩)

দিগম্বর, এই সকল অসৎসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় না; এই সকল লোকের সমাজ-সংগ্রহে কি লাভ আছে?

দি। ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলাম! আমরা সকলেই অভদ্র হইয়া পড়িলাম! এখন তুমি শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ কর, আমি নিজ গৃহে গমন করি।

অ। (মনে মনে, হ'য়ে এসেচে, এখন একটু মিষ্ট কথা বলা ভাল)। ঘরে ত অবশ্যই যাইবে; তুমি আমার বাল্যবন্ধু' তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না; কৃপা করিয়া যদি আসিয়াছ তবে এখানে কিয়ৎকাল থাকিয়া কিছু প্রসাদাদি পাইয়া যাও।

দি। কালিদাস তুমি ত' জান, আমার কিছু খাওয়া-দাওয়া সয় না—আমি হবিষ্যান্ন; হবিষ্যাশী পাইয়া আসিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম; আবার যদি অবকাশ হয়, আসিব। রাত্রে থাকিতে পারিব না—গুরুদত্ত-পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে। আজ ভাই বিদায় হইলাম।

---

(১) বেদান্তবিৎ ও সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞ হইয়াও যে সর্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

(২) বহু নদীর জলেও মদ্যভাণ্ডকে যেমন পবিত্র করিতে পারে না, তদ্রূপ নারায়ণবিমুখ অসৎ-ব্যক্তি বহু প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও তদ্দ্বারা শুদ্ধ হয় না।

(৩) বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ প্রকাশ করা এবং তাঁহার দর্শনে হৃষ্ট না হওয়া——এই ছয়টী অধঃপতনের কারণ।

অ। চল, আমি তোমাকে নৌকা পর্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসি।

দি। না, না, তুমি আপনার কর্ম কর, আমার সঙ্গে কয়েকটী লোক আছে। এই বলিয়া দিগম্বর শ্যামাবিষয়ক গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতদাস আপন কুটীরে তখন নির্বিঘ্নে নাম করিতে লাগিলেন।
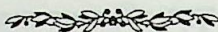
দশম অধ্যায়
নিত্যধর্ম ও ইতিহাস

(ন্যায়রত্নের মনের কথা—গাদিগাছা জয় করিবার পরামর্শ—পঞ্চোপাসকের মধ্যস্থিত বৈষ্ণব ও শুদ্ধবৈষ্ণব—এই দুইয়ের মধ্যে সনাতন কে--জীবের সহিত বৈষ্ণবধর্মের উদয়—বেদোক্ত শুদ্ধ- বৈষ্ণব-ধর্মের উপদেশ— বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—শ্রীবৈষ্ণবধর্ম মহাপ্রভুর সময়ে পূর্ণ বিকসিত—নামপ্রেম— নৈয়ায়িকাদির তাহাতে অনাদর কেন —কি প্রকার ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব—নীচ জাতির বৈষ্ণবধর্মে আদর কেন— বেদ- বেদান্তে মায়াবাদ নাই—শঙ্করের তাৎপর্য কি, তাহা ভগবানই জানেন—অন্য দেবদেবীর প্রসাদ বৈষ্ণবের অগ্রাহ্য কেন—তাৎপর্য—শাস্ত্রে জীবহিংসা প্রসিদ্ধ নয়—শ্রাদ্ধতত্ত্ব—কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিতে কতদিন অধিকার?)

অগ্রদ্বীপনিবাসী অধ্যাপক শ্রীহরিহর ভট্টাচার্যের মনে একটী সন্দেহের উদয় হইল। অনেক লোকের সহিত বিচার করিয়াও তাঁহার সন্দেহটী গেল না, বরং তাঁহার চিত্তকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি একদিবস অর্কটীলা-গ্রামে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভট্টাচার্য মহাশয়, বলুন দেখি, বৈষ্ণবধর্ম কতদিন হইয়াছে? হরিহর ভট্টাচার্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ও গৃহে কৃষ্ণসেবা করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে প্রায় বিংশতিবৎসর পরিশ্রম করিয়া ধর্মের প্রতি অনেকটা উদাসীন হইয়াছেন—ধর্মের কচ্‌কচি ভালবাসেন না; কেবল শক্তি- পূজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহরের প্রশ্নে তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, হরিহর বৈষ্ণবধর্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়া আমাকে একটা লট্‌খটিতে ফেলিবে; এ বিপদ দূর করাই ভাল। এই মনে করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন,—হরিহর, আজ আবার এ কি প্রকার প্রশ্ন? তুমি 'মুক্তিপাদ' পর্যন্ত পড়িয়াছ; দেখ, ন্যায়শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্মের কোন কথাই নাই। তবে আমাকে কেন ঐ প্রশ্ন করিয়া বিব্রত কর?

হরিহর বলিলেন,—ভট্টাচার্য মহাশয়, আমি পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত; কখনই বৈষ্ণবধর্মসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আপনি বিক্রমপুরের তর্কচূড়ামণিকে জানেন; তিনি আজকাল বৈষ্ণব ধর্মকে নির্মূল করিবার অভিপ্রায়ে দেশ-বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিতেছেন। কোন শাক্তপ্রধান সভায় তিনি বলিয়াছেন

যে, বৈষ্ণবধর্মটা নিতান্ত আধুনিক, ইহাতে কোন সার নাই, নীচজাতীয় লোকেরাই 'বৈষ্ণব' হয়—উচ্চজাতীয় লোকেরা বৈষ্ণবধর্মকে আদর করে না। সেরূপ পণ্ডিতলোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রথমে আমর মনে একটু বেদনা হইয়াছিল; পরে নিজে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, বঙ্গভূমিতে প্রভু চৈতন্যদেবের আসিবার পূর্বে কোন স্থলেই বৈষ্ণবধর্ম ছিল না; প্রায় সকলেই শক্তিমন্ত্রে উপাসনা করিতেন। আমাদের মত কতকগুলি বৈষ্ণবমন্ত্রের উপাসক ছিল বটে, কিন্তু সকলেই চরমে ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। সেরূপ বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্তু প্রভু চৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণবধর্ম একটী নূতন আকার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবেরা 'মুক্তি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুইটী নাম শুনিতে পারেন না— ভক্তিকে যে কি বুঝিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। 'কাণা-গরুর ভিন্ন গোট' ইহাই এখনকার বৈষ্ণবদের ভিতর দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই যে, এরূপ বৈষ্ণবধর্ম পূর্ব হইতে আসিতেছে, না, চৈতন্যদেবের সময় হইতে উদিত হইয়াছে?

ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখিলেন যে, হরিহরের মনের ভাব আর এক প্রকার, অর্থাৎ হরিহর বৈষ্ণবদের গোঁড়া ন'ন। ইহা মনে করিয়া মুখটী প্রফুল্ল হইল; বলিলেন—হরিহর, তুমি যথার্থ ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত বটে; তুমি যাহা মনে করিয়াছ, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। আজকাল নবীন বৈষ্ণবধর্মের যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে ভয় হয়; কলিকাল!—আমাদের একটু সাবধান থাকা চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্রলোক চৈতন্যমতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন, এমন কি আমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করেন। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। আবার, তেলী, তাম্‌লী, সুবর্ণবণিক্ সকলেই শাস্ত্রকথা লইয়া বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। দেখ, অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মণগণ এমন একটি কল করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপরবর্ণের কোন লোকই শাস্ত্র পড়িত না। এমন কি, ব্রাহ্মণের নীচেই যে কায়স্থ বর্ণ, তাহারাও প্রণব উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না—আমাদের কথাই সকলে মানিত; কিন্তু আজকাল বৈষ্ণব হইয়া সকলেই তত্ত্ব -বিচার করে, তাহাতে আমাদের অত্যন্ত পরাজয় হইতেছে। নিমাই পণ্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের ধর্মটার লোপ হইল। হরিহর, তর্কচূড়ামনি পয়সার খাতিরেই বলুক, আর দেখে শুনেই বলুক, ভাল বলিয়াছে। বৈষ্ণববেটাদের কথা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়; এখন বলে কি যে, শঙ্করাচার্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা মায়াবাদ-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্মই অনাদি। আজও শতবৎসর হয় নাই, যে ধর্মের উৎপত্তি তাহা আবার অনাদি হইল! 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'। বলুক, যত বলিতে পারে। নবদ্বীপ যেমন ভাল ছিল, তেমনই মন্দ হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ নবদ্বীপের মধ্যে গাদিগাছায় কয়েকটি বৈষ্ণব বসিয়াছে, তাহারা আজকাল পৃথিবীকে সরার মত দেখিতেছে; তাহাদের মধ্যে দুই

তিনটী ভালরকম পণ্ডিত আছে, তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল—বর্ণধর্ম নিত্যমায়াবাদ, দেব-দেবীর পূজা, সমস্তই লোপ করিতেছে। দেখ, আজকাল আর শ্রাদ্ধশান্তি অধিক হয় না; অধ্যাপকদিগের কিরূপে চলে ?

হরিহর বলিলেন,—ভট্টাচার্য মহাশয়, ইহার কি প্রতিকার নাই ? এখনও মায়াপুরে পাঁচ সাত জন বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আছেন। অপর পারে কুলিয়া- গ্রামে অনেকগুলি স্মার্ত ও নৈয়ায়িক আছেন। সকলে মিলিয়া গাদিগাছা আক্রমণ করিলে কি হয় না ?

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—হাঁ, তাহা হইতে পারে, যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে ঐক্য হয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ব্যবসায়ের ছলে পরস্পর হিংসা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কয়েকটী পণ্ডিত কৃষ্ণচূড়ামণিকে লইয়া গাদিগাছার বিচার উত্থাপন করিয়াছিলেন, পরাজিত হইয়া আপন আপন টোলে বসিয়া যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন।

হরিহর বলিলেন,—ভট্টাচার্য মহাশয়, আপনি আমাদের অধ্যাপক এবং অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক। আপনার কৃত ন্যায়টীকা দেখিয়া অনেকে ফাঁকি শিক্ষা করেন। আপনি গিয়া একবার বৈষ্ণবপণ্ডিতদিগকে পরাজয় করুন। বৈষ্ণবধর্ম যে আধুনিক ও বেদসম্মত নয়, ইহাই স্থাপন করুন। তাহা হইলে আমাদের পূর্বসম্মত পঞ্চোপাসনা বজায় থাকে।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের মনে একটু ভয় আছে। কৃষ্ণচূড়ামণি প্রভৃতি যেখানে পরাজয় লাভ করিয়াছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশা হইয়া পড়ে। তিনি বলিলেন,— হরিহর, আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় তর্কানল উদ্দীপ্ত কর। হরিহর বলিলেন,— আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। আগামী সোমবার 'বোম্ মহাদেব' বলিয়া গঙ্গাপার হইব।

সোমবার আসিয়া উপস্থিত। হরিহর, কমলাকান্ত, সদাশিব— এই তিনজন অধ্যাপক, অর্কটীলা হইতে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে লইয়া জাহ্নবী পার হইলেন। বেলা সার্দ্ধতিনপ্রহরের সময় শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে দুর্বাসা মুনির ন্যায় মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতদাস বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাপূর্বক পৃথক্ পৃথক্ আসন দিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের আজ্ঞা কি ? হরিহর বলিলেন,--আমরা বৈষ্ণবদিগের সহিত কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছি। অদ্বৈতদাস বলিলেন, —অত্রস্থ বৈষ্ণবগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে যদি আপনারা কোন কথা সরলরূপে জিজ্ঞাসা করেন, তবে ভাল। সে-দিবস কয়েকটী অধ্যাপক জিজ্ঞাসাচ্ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অদ্বৈতদাস অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া আসনসকল পাতিয়া ফেলিলেন। পরমহংস

বাবাজী মহাশয় শ্রীমণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বৃন্দাদেবীকে, পরে আগন্তুক ভদ্রব্রাহ্মণগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়গণ, আমরা আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা করুন।

তখন ন্যায়রত্ন বলিলেন,—আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করুন। তাহা শুনিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে আকর্ষণ করিয়া আনাইলেন। বৈষ্ণবসকল স্থির হইয়া বসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বলুন দেখি, বৈষ্ণবধর্ম পুরাতন কি, আধুনিক?

পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদাস বলিলেন,—শ্রীবৈষ্ণবধর্ম সনাতন ও নিত্য।

ন্যা। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম দুইপ্রকার দেখিতেছি। একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম এই যে, ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার-ভজন হয় না। একটী কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া ভজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। মায়াকল্পিত রাধাকৃষ্ণরূপ বা রামরূপ বা নৃসিংহরূপ ভজিতে ভজিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই বুদ্ধির সহিত যাঁহারা বিষ্ণুমূর্তি পূজা করেন ও তন্মন্ত্রে উপাসনা করেন, তাঁহারা পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। আর একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম এই যে, ভগবান্ বিষ্ণু বা রাম বা কৃষ্ণ নিত্য-সাকার। সেই সেই মন্ত্রে উপাসনা করিলে সেইরূপের নিত্যজ্ঞান ও প্রসাদ লাভ হয়। নিরাকারমত মায়াবাদ, অতএব শাঙ্কর ভ্রম। এই দুইপ্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে কোন্ প্রকারটি সনাতন ও নিত্য?

বৈ। আপনি যেটী শেষে উল্লেখ করিলেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম। তাহা সনাতন। অপরটী নামমাত্র বৈষ্ণবধর্ম অথচ বৈষ্ণবধর্মের বিপরীত, অনিত্য এবং মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে।

ন্যা। এখন বুঝিলাম যে, আপনারা চৈতন্যদেব হইতে যে মতটী লাভ করিয়াছেন, তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্ণবধর্ম। কেবল রাধাকৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ উপাসনাদ্বারা বৈষ্ণবধর্ম হয় না। চৈতন্যের মত লইয়া রাধা কৃষ্ণাদি-উপাসনা করিলে বৈষ্ণবধর্ম হয়। ভাল, তাহাই হইল; কিন্তু এইরূপ বৈষ্ণবধর্মকে আপনারা কিরূপে সনাতন বলিয়া স্থাপন করেন?

বৈ। বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার বৈষ্ণবধর্মের শিক্ষা আছে। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে এইপ্রকার বৈষ্ণবধর্মের উপদেশ। সমস্ত আর্য-ইতিহাস এই বৈষ্ণবধর্মের গুণগান করিতেছে।

ন্যা। চৈতন্যদেবের জন্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই। তিনিই দেখিতেছি, এই মতের প্রবর্তক, তাহা হইলে এই মতটী কিরূপে সনাতন হইতে পারে?

বৈ। যে সময় হইতে জীব হইয়াছে সেই সময় হইতে এই মতও হইয়াছে। জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়া যায় না; অতএব জীব অনাদি ও জৈবধর্মরূপ বৈষ্ণবধর্মও অনাদি।

ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইবামাত্রই বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিমূল যে বেদসংজ্ঞিতবাণী, তাহা উদিত হয়। তাহাই চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে। মুণ্ডক-উপনিষদে (১।১।১) এইরূপ কথিত আছে,—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।" (১)

সে ব্রহ্মবিদ্যা কি শিক্ষা দেয়, তাহা ঋগ্বেদসংহিতায় কথিত আছে,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।" (২)

এবং কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে—"বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।"

শ্বেতাশ্বতরে (৫।৪) "এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।।" (৩)

তৈত্তিরীয়ে (২।১।২) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।।" (৪)

ন্যা। আপনি যে 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' বেদবাক্যদ্বারা যে বৈষ্ণবধর্ম বলিতেছেন, তাহা মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম নয়, ইহা কিরূপে বুঝাইতে পারেন?

বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মে নিত্য আনুগত্য নাই। জ্ঞানলাভস্থলে নিজের ব্রহ্মতালাভ স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কঠেবলিয়াছেন যে, (১।২।২৩)

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।" (৫)

আনুগত্য-ধর্মই একমাত্র ধর্ম, তদ্দ্বারা সেই পরব্রহ্মের কৃপা হইলে তাঁহার নিত্যরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানাদিদ্বারা সে রূপ লভ্য হয় না। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের বেদমূলত্ব বুঝিতে পারিবেন! যে বৈষ্ণবধর্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ববেদ সম্মত ধর্ম, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

(১ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীর পালয়িতা ব্রহ্মা প্রথমে (ভগবানের নাভিনালে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বের নিকট সর্ববিদ্যার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা কীর্তন করিয়াছিলেন।)

(২ যে বিষ্ণুর পরম পদ দিনমণি সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সেই পরম পদ দিব্যসুরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন।)

(৩ এক পরমদেবতা ভগবান্ আছেন, তিনি সবিতার বরেণ্য, তিনি সকল কারণের মধ্যে এক অদ্বয়স্বরূপে অধিষ্ঠিত।)

(৪ ব্রহ্মবস্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদি-পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্বান্তর্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব-প্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন।)

(৫ এই পরমাত্ম-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশতনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।)

ন্যা। চরমে ব্রহ্মজ্ঞান নয়, কৃষ্ণভজনই সাররূপে পাওয়া যায়, এরূপ কি বেদবাক্য পাওয়া যায়?

বৈ। (তৈঃ ২।৭।১) "রসো বৈ সঃ", (ছাঃ ৮।১৩।১) "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" এইরূপ বহুতর বেদবাক্যে চরমে কৃষ্ণভজনই লভ্য, তাহা বলিয়াছেন।(১)

ন্যা। 'কৃষ্ণনাম' বেদে আছে কি?

বৈ। 'শ্যাম' শব্দে কি কৃষ্ণ নয়? (ঋক্ ১ম মঃ। ২২ অনুঃ। ১৬৪ সূক্ত। ৩১ ঋক্) "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা" (২) ইত্যাদি বেদবাক্যে গোপতনয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন।

ন্যা। এ সব টেনেটুনে অর্থ হয় মাত্র।

বৈ। আপনি যদি তাহা ভালরূপে আলোচনা করেন, তবে দেখিবেন যে সকল বিষয়েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবর্তী ঋষিগণ ঐ-সকল বেদবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের মানা কর্তব্য।

ন্যা। এখন বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস বলুন।

বৈ। আমি বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবধর্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব। এখন দেখিলেন, বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না? মূল কথা এই যে, সকলেই নির্গুণপ্রকৃতি হয় না। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নির্গুণ, সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রন্থই আর্যদিগের ইতিহাস। প্রথমসৃষ্টিকালের বৈষ্ণবধর্ম দেখিলেন। আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে, তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে পাই। যে-সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ধ্রুব, মনুপুত্র এবং প্রহ্লাদ, কশ্যপ প্রজাপতির পৌত্র। ইঁহারা অত্যন্ত আদিকালের লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভকালেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্দ্রসূর্যবংশীয় রাজাগণ এবং ভাল ভাল মুনি ও ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় বোধ হয়, ভারতের অর্ধসংখ্যক মনুষ্য

(১। সেই পরতত্ত্বই রসস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপন্ন হই।)

(২। দেখিলাম, এক গোপাল, তাঁহার কখন পতন নাই।)

মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন দেখুন, কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এ- সমস্ত দেখিয়াও আপনার বৈষ্ণধর্মের মাহাত্ম্য নয়নগোচর হয় না!

ন্যা। হাঁ কিন্তু প্রহ্লাদাদিকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলা যায়?

বৈ। শাস্ত্রবিচার করিলে অবশ্য জানা যায়। যখন ষণ্ডামর্কের শিক্ষিত মায়াবাদদূষিত ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগপূর্বক হরিনাম সার করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ যে শুদ্ধভক্ত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মূল কথা এই যে, একটু নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্রতাৎপর্য বুঝা যায় না।

ন্যা। যদি বৈষ্ণবধর্ম এইরূপে চিরকাল আসিতেছে, তবে চৈতন্য মহাপ্রভু কি নূতন কথা শিক্ষা দিলেন, যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে?

বৈ। বৈষ্ণবধর্ম, পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কালসহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম কলিকা পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত, ক্রমশঃ পূর্ণবিকচিতভাবপ্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকীসম্মত ভগবজ্জ্ঞান, মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণবধর্মের আচার্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবধর্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নাম-প্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনামসংকীর্তন যে পরম আদরের ধন, তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীবচরিতগত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্বে প্রেমরসভাণ্ডার কি এরূপে কখনও বিতরিত হইয়াছিল?

ন্যা। ভাল, যদি আপনাদের প্রেম কীর্তনাদি এত উপাদেয় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতমণ্ডলীতে ইহার আদর হয় না কেন?

বৈ। কলিকালে 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থবিপর্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা-বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাহা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ের নিরর্থক ফাঁকি ও স্মৃতিশাস্ত্রের লোকরঞ্জন অর্থ করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্মতাৎপর্য ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষভাবে সর্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি-সিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনায় পটু, তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত। এইসকল পণ্ডিতমণ্ডলীতে ঘট পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তুজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব

এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন বিচার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্ববিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্তনাদি যে কি বস্তু, তাহা জানা যায়।

ন্যা। ভাল, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা মানিলাম; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেন আপনাদের বৈষ্ণবধর্ম স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণবর্গ সাত্ত্বিক। স্বভাবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্মের ব্রাহ্মণের রুচি হয়। তবে কেন ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী হ'ন?

বৈ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ অন্য লোকের চর্চা করেন না। দেখুন, যদি আপনার মনে দুঃখ ও ক্রোধ না হয় এবং সত্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে তবে আমি আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

ন্যা। যাহা হউক, আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শম, দম ও তিতিক্ষার পক্ষপাতী। আমরা আপনার কথা সহ্য করিতে পারিব না, এমত নয়। আপনি স্পষ্টরূপে বলুন, আমি অবশ্য ভালকথা স্বীকার করিব।

বৈ। দেখুন, শ্রীরামানুজ মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-শিষ্য। আবার গৌড়দেশে আমার মহাপ্রভু-বৈদিক ব্রাহ্মণ। আমার নিত্যানন্দপ্রভু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আমার অদ্বৈতপ্রভু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আমার গোস্বামী ও মহান্তগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। সহস্র সহস্র ব্রহ্মকুলতিলক শ্রীবৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় লইয়া এই নির্মল ধর্ম জগতে প্রচার করিতেছেন। আপনি কেন বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবধর্মের আদর করেন না? আমরা জানি, যে-সকল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবধর্ম আদর করেন, তাঁহারা অতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ; তবে কুলদোষ, সংসর্গদোষ ও অসৎশিক্ষাদোষে কতগুলি ব্রাহ্মণবংশীয় লোক বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেন, তাহা নয়। নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতিরই পরিচয় দিয়া থাকেন। বিশেষত শাস্ত্রমতে কলিকালে সদ্‌ব্রাহ্মণ অল্প। সেই অল্পভাগই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ যে-সময়ে বেদমাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব। কালদোষবশতঃ পুনরায় অবৈদিক দীক্ষাদ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন। অতএব বৈষ্ণবব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়া কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

ন্যা। নীচ জাতির মধ্যে অধিকাংশই কেন বৈষ্ণবধর্ম স্বীকার করে?

বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে অনেক দৈন্য স্বীকার করায় বৈষ্ণবদিগের দয়ার পাত্র হ'ন। বৈষ্ণব কৃপাব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে দৈন্য হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবকৃপা সে-সকল লোকের পক্ষে দুর্লভ।

ন্যা। এ-বিষয়ে আর জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনি দেখিতেছি, ক্রমশঃ কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে-সকল কঠিন কথা আছে, তাহাই বলিবেন। বারাহে—"রাক্ষসাঃ

কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু'' (১) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শুনিলে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়। এই জন্য আর ওসব কথা উঠাইব না। এখন বলুন, আপনারা অপারজ্ঞানসমুদ্রস্বরূপ শ্রীশঙ্করস্বামীকে কেন আদর করেন না ?

বৈ। একথা কেন বলেন ? আমরা শ্রীশঙ্করস্বামীকে শ্রীমন্মহাদেবের অবতার বলিয়া জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'আচার্য' বলিয়া সম্মান করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা কেবল তাঁহার প্রকাশিত মায়াবাদ স্বীকার করি না। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম নয়। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত, আসুরিক প্রবৃত্তির লোকদিগকে ঐমতে স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের আজ্ঞায় বেদ, বেদান্ত, গীতাদির অর্থান্তর করিয়া আচার্য অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আচার্যের দোষ কি যে,তাঁহাকে নিন্দা করা যাইবে ? বুদ্ধদেবও ভগবদবতার। তিনি বেদবিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া, কোন্ আর্য-সন্তান তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন ? যদি বলেন, শ্রীভগবানের ও শ্রীমহাদেবের এরূপ কার্য সুন্দর নয়, কেননা ইহাতে বৈষম্য দোষ হইয়া পড়ে, তবে তদুত্তরে আমরা এই কথা বলি যে, বিশ্বপাতা ভগবান্ ও তাঁহার কর্মসচিব শ্রীমহাদেব সর্বজ্ঞ ও সর্বমঙ্গলময়। তাঁহাদের বৈষম্যদোষ হইতে পারে না। তাঁহাদের কার্যের গম্ভীরার্থ ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করে। যে বিষয়ে মানবের চিন্তাশক্তি যাইতে পারে না, সে কথা উত্থাপন করিয়া ''ঈশ্বরের এরূপ কার্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত''—এমন কথা বলা সুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত নয়। অসুর স্বভাব ব্যক্তিদিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ রাখার যে কি প্রয়োজন, তাহা সেই সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই জানেন। জীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব জীবের ধ্বংস করার যে কি প্রয়োজন, তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীলা। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারা ভগবল্লীলা শ্রবণেই আনন্দ লাভ করেন। তাহাতে বিতর্ক করেন না।

ন্যা। ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বেদান্ত ও গীতা—বিরুদ্ধ, তাহা আপনারা কেন বলেন ?

বৈ। আপনি যদি উপনিষদগুলি ও বেদান্তসূত্রগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া থাকেন, তবে বলুন, মন্ত্র ও কোন্ কোন্ সূত্রে মায়াবাদ পাওয়া যায় ? আমি সেই-সকল মন্ত্র ও সূত্রের যথার্থ অর্থ দেখাইয়া দিব। কোন কোন বেদমন্ত্রে মায়াবাদের আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ অতি অল্পক্ষণেই দূর হয়।

ন্যা। ভাই! আমার উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র পড়া নাই। আমরা ন্যায়শাস্ত্রের কথা হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাঁধিতে পারি। ঘটকে পট করিতে পারি, পটকে ঘট করিতে পারি। গীতা কিছু কিছু পড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ প্রবেশ নাই। আমি কাযে কাযেই এখানে নিরস্ত হইলাম। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি বড় পণ্ডিত, ভাল

(১) রাক্ষসগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।)

করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ?

বৈ। আমি পণ্ডিত নই। নিতান্ত মূর্খ। যাহা বলিতেছি, তাহা ঐ পরমহংস গুরুদেবের কৃপাবলে, ইহাই জানিবেন। শাস্ত্র অপার, কেহই সকল শাস্ত্র পড়েন নাই। গুরুদেব শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যে সার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্বশাস্ত্রসম্মত বলিয়া জানি। আপনার প্রশ্নের উত্তর এই—বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর। অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্ত প্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্তপ্রসাদগ্রহণে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয়। ভক্তদিগের পদরজঃ, ভক্তদিগের চরণামৃত ও ভক্তদিগের অধরামৃত এই তিনটি পরম উপাদেয় বস্তু। মূলকথা এই যে, মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও অন্নাদি দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদনিষ্ঠাদোষে সে দেবতা সে পূজা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভুরি ভুরি শাস্ত্রপ্রমাণ আছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি। এজন্য অন্যদেবপূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেবপ্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেবদেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দলাভ করেন। আরও দেখুন, শাস্ত্র-আজ্ঞাই বলবান্। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে একথা বলা যাইতে পারে না যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগকার্যে প্রসাদ পরিত্যাগ করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রূপ ভক্তিসাধনে উপাস্যদেব ব্যতীত অন্য দেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্যভক্তি সাধিত হয় না। ইহাতে অন্য দেবদেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে এরূপ নয়। শাস্ত্র আজ্ঞামতে আপন আপন প্রয়োজনসিদ্ধিতে যত্ন করে, এইমাত্র জানিবেন।

ন্যা। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনারা কেন শাস্ত্রসম্মত যজ্ঞে পশুবধে আপত্তি করেন ?

বৈ। পশুবধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য নয়। "মা হিংস্যাৎ সর্বাণি ভূতানি" এই বেদবাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব স্বভাব যে পর্যন্ত তামসিক ও রাজসিক থাকে, সে—পর্যন্ত স্বভাবতঃই মানব স্ত্রী-সঙ্গলিপ্সা, আমিষভোজন ও আসবসেবাতে রত থাকে, তাহাদের পক্ষে তত্তৎকার্যের বেদের আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। বেদের তাৎপর্য এই যে, যে-পর্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রী-সঙ্গলালসা ও আসবসেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব করিবার উপায়স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশুহনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায়দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐ-সকল ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইবে। বেদের এইমাত্র তাৎপর্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়, যথা (ভাঃ ১১।৫।১১)।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাশুনিবৃত্তিরিষ্টা।।" (১)

বৈষ্ণবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে, তামসিক রাজসিক লোকেরা যে পশু হনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তির এ কার্য কর্তব্য নয়। জীবহিংসা পশুপ্রবৃত্তি, যথা শ্রীনারদবাক্যে—(ভাঃ ১।১৩।৪৭)

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
লঘুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্।। (২)

মনুবাক্যে যথা (৫।৫৬)—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।। (৩)

ন্যা। ভাল, পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা যায়, তাহাতে বৈষ্ণব কেন আপত্তি করেন?

বৈ। কর্মপর ব্যক্তিগণ যে কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ করেন, তাহাতে বৈষ্ণবের কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্র এই কথামাত্র বলেন, (ভাঃ ১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।।

অর্থাৎ যাঁহারা সর্বস্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাঁহারা আর দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কিঙ্কর ন'ন অর্থাৎ তাঁহারা শরণাগতি-দ্বারা তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। অতএব শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণপূর্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।

ন্যা। এ অবস্থা ও অধিকার কোন্ সময় হইতে ধরা যায়?

বৈ। হরিকথা ও হরিনামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হয়, সেই দিবস হইতে বৈষ্ণবের এই অধিকার জন্মে, যথা—(ভাঃ ১১।২০।৯)

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" (৪)

ন্যা। আমি বড় আনন্দিত হইলাম। পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া বৈষ্ণবধর্মে

(১) ইহলোকে স্ত্রী-সঙ্গ, মৎস্যমাংস-ভোজন ও মদ্যপানস্পৃহা জীবের নৈসর্গিক, —তাহাতে শাস্ত্রের কোন আদেশ বা প্রেরণা নাই। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহ দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞবিশেষে আমিষভোজন এবং সুরা-গ্রহণ-ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য)

(২) হস্তহীন পশু প্রভৃতি জীবগণ হস্তযুক্ত মানবাদি জীবগণের, পদহীন তৃণাদি চতুষ্পদ পশুগণের এবং ক্ষুদ্রজীব আবার বৃহৎ প্রাণিগণের খাদ্য—এইরূপে এক জীবই অন্য জীবের জীবিকা।

(৩) প্রাণিগণের এইরূপ প্রবৃত্তি হইলেও নিবৃত্তিমার্গই মহাফলজনক।

(৪) কর্মসকল সেই পর্যন্তই কর্তব্য, যে পর্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্বেদ উদিত না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।)

আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি সুখলাভ করিলাম। হরিহর! আর কেন বিতর্ক? ইঁহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। শাস্ত্রবিচারে বিশেষ পটু। আমাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য যাহাই বলি, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় যশস্বী পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আর বঙ্গভূমিতে বা ভারতে জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অদ্য চল জাহ্নবী পার হই। বেলা অবসান হইল। 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিয়া ন্যায়রত্নের দল চলিলেন, বৈষ্ণবগণ 'জয় শচীনন্দন' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।
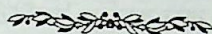
একাদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও বুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকতা

(কুলিয়া গ্রামের মহোৎসব— মোল্লাসাহেবের বিচার করিতে আগমন—বিচার-সজ্জা-বহির্মণ্ডপ—অন্যান্য প্রকাশ অপেক্ষা ভগবৎ-প্রকাশের অধিক চমৎকারিতা—ব্যুৎপরস্ত-স্বরূপনিষ্ঠা—শ্রীবিগ্রহ—প্রতিমা-পূজা—শ্রীমূর্ত্তিপূজার-তাৎপর্য-বিচার—সয়তানের অসিদ্ধি-অবিদ্যাই জীবের পাপ ও পতনের একমাত্র কারণ—জন্তুপূজক ও জড়োপাসকে ভেদ নাই—নিন্দাও কর্তব্য নয় —সকল সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর সম্বন্ধ থাকায় তত্তদ্বস্তুযোগে চিন্ময় ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি।)

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় (নামান্তর ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রাদুর্ভাব ছিল। ছ'কড়ি চট্টের পুত্র শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভুতা জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া তাঁহাকে সকলেই প্রভু বংশীবদনানন্দ বলিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া প্রভু বংশীবদন বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমূর্তির সেবা শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভু বংশীবদন কুলিয়া পাহাড়পুরে আনিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ যে সময়ে শ্রীজাহ্নবামাতা ঠাকুরাণীর কৃপাবলম্বনপূর্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন মালঞ্চপাড়াবাসী সেবায়েতদিগের হস্তে শ্রীমূর্তিসেবা কুলিয়া গ্রামেই রহিল।

প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। কুলিয়া গ্রামের বহুতর পল্লীর মধ্যে চিনাডা প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। চিনাডাঙ্গার কোন ভক্ত বণিক্ কুলিয়া পাহাড়পুরের শ্রীমন্দিরে একটী পারমার্থিক মহোৎসব করিয়াছিলেন। বহুতর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ষোলক্রোশ নবদ্বীপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দ সেই মহোৎসবে আহূত। মহোৎসবের দিনে সর্বদিক হইতে বৈষ্ণবসকল আসিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেবপল্লী হইতে শ্রীঅনন্তদাস প্রভৃতি, শ্রীমায়াপুর

হইতে গোরাচাঁদদাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীবিল্বপুষ্করিণী হইতে শ্রীনারায়ণদাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীমোদদ্রুমের প্রসিদ্ধ নরহরিদাস প্রভৃতি, শ্রীগোদ্রুম হইতে শ্রীপরমহংস বাবাজী ও শ্রীবৈষ্ণবদাস প্রভৃতি, শ্রীসমুদ্রগড় হইতে শ্রীশচীনন্দনদাস প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন। ললাটে শ্রীহরিমন্দির, গলদেশে তুলসীমালা ও সর্বাঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মুদ্রা উজ্জ্বলিত হইতেছিল। সকলেরই হস্তে শ্রীহরিনামের মালা, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই মহামন্ত্র গান করিতেছেন। কেহ কেহ করতাল বাদ্যের সহিত 'সংকীর্তন মাঝেনাচে গোরা বিনোদিয়া" গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ।।" এই কথা বলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর ধারা। কাহারও কাহারও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, কেহ কেহ আকুতিপূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন, হা গৌরকিশোর! তোমার নবদ্বীপের নিত্যলীলা কবে আমার নয়নগোচর হইবে! কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত নাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন। কুলিয়া নিবাসিনী গৌরনাগরীগণ বৈষ্ণবদিগের পরমভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছেন। এইরূপ চলিতে চলিতে বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, বণি্ক যজমান গলবস্ত্র হইয়া বৈষ্ণবদিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপূর্বক দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন। সেবায়েতগণ প্রসাদীমালা আনিয়া তাঁহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গান হইতে লাগিল। অমৃতময়ী চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিতে করিতে বৈষ্ণবদিগের নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার হইতে লাগিল। যখন সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটী প্রতিহারী আসিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইল যে, বহির্মণ্ডপে সাতসইকা পরগণার প্রধান মোল্লাসাহেব স্বীয় দলবলে আসিয়া বসিয়াছেন এবং তিনি কোন কোন পণ্ডিতবৈষ্ণবের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্তৃপক্ষীয় মহান্তগণ সমাগত পণ্ডিতবাবাজীদিগকে সেই কথা জানাইলেন। জানাইবামাত্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর রসভঙ্গজনিত একপ্রকার বিষাদ উদিত হইল। শ্রীমধ্যদ্বীপের কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মোল্লা-সাহেবের অভিপ্রায় কি? কর্তৃপক্ষীয় মোল্লা-সাহেবের নিকট হইতে অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন,—মোল্লা-সাহেব পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগের সহিত কোন পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, মোল্লা-সাহেব মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্বদা স্বধর্মপ্রচারে অনুরক্ত এবং অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার কোন অত্যাচার নাই। দিল্লীশ্বরের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান আছে। তিনি আরও অনুনয় করিলেন যে, দুই একটী পণ্ডিতবৈষ্ণব অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করুন, যেহেতু তাহাতে পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের জয় হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইতে পারে শুনিয়া কয়েকটী বৈষ্ণবের মনে মোল্লা-সাহেবের সহিত কথোপকথন

করিতে বাসনা জন্মিল। পরস্পর কথোপকথনের শেষে এই স্থির হইল যে, শ্রীমায়াপুরের গোরাচাঁদ দাস পণ্ডিতবাবাজী ও শ্রীগোদ্রুমের বৈষ্ণবদাস পণ্ডিতবাবাজী ও জহ্নুনগরের প্রেমদাস বাবাজী এবং চম্পহট্টের কলিপাবনদাস বাবাজী, ইঁহারা মোল্লাজীর সহিত আলাপ করিবেন এবং আর সকলেই শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগীত সমাপ্ত হইলেই তথায় যাইবেন। তখন উক্ত বাবাজীচতুষ্টয় 'জয় নিত্যানন্দ' বলিয়া বহির্মণ্ডপে মহান্তের সহিত যাত্রা করিলেন। বহির্মণ্ডপটি প্রশস্ত। অশ্বত্থচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ। বৈষ্ণব গণের আগমন দর্শন করিয়া মোল্লাজী স্বীয় দলে সম্মানপূর্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্বজীবকে কৃষ্ণদাস জানিয়া মোল্লাদিগের হৃদয়স্থিত বাসুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক্ আসনে বসিলেন। তখন একটী অপূর্ব শোভা হইল। একদিকে প্রায় পঞ্চাশটী শ্বেতশ্মশ্রু মুসলমান পণ্ডিত সজ্জীভূত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটী সজ্জীভূত ঘোটক বাঁধা রহিয়াছে। আর একদিকে চারিজন দিব্যদর্শনধারী বৈষ্ণব বিনীতভাবে বসিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে বহুতর হিন্দু ঔৎসুক্যের সহিত ক্রমে আসিয়া বসিতেছেন। পণ্ডিত গোঁরাচাঁদ প্রথমেই বলিলেন,—মহোদয়গণ, আপনারা এই অকিঞ্চনদিগকে কিজন্য স্মরণ করিয়াছেন? মোল্লা বদরুদ্দিনসাহেব বিনয়ের সহিত কহিলেন,—আপনারা আমাদের সেলাম গ্রহণ করুন। আমরা কয়েকটী কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত গোঁরাচাঁদ কহিলেন,—আমরা কিবা জানি যে, আপনাদিগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর করিব। বদরুদ্দিনসাহেব একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—হে ভাইগণ, হিন্দুসমাজে বহুদিন হইতে দেবদেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। আমরা শ্রীকোরাণসরিফে দেখিতেছি যে, আল্লা এক বই দুই নয়। তিনি নিরাকার। তাঁহার প্রতিমা করিয়া পূজা করিলে অপরাধ হইয়া পড়ে। আমি এ-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বলেন যে আল্লা নিরাকার বটে, কিন্তু নিরাকার বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না বলিয়া একটি কল্পিত আকারে আল্লাকে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। আমরা এই কথায় সুখলাভ করিতে পারি না। কেননা কল্পিত আকার সয়তাননির্মিত, তাহাকে 'ব্যুৎ' বলে। সেই 'ব্যুৎ-পূজা' নিতান্ত নিষিদ্ধ। তদ্দ্বরা আল্লাকে সন্তুষ্ট করা দূরে থাকুক, তাঁহার নিকট হইতে দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, আপনাদের আদি-প্রচারক চৈতন্যদেব হিন্দুধর্মকে নির্দোষ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মতে 'ব্যুৎপরস্তি' অর্থাৎ ভূতপূজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈষ্ণবদিগের নিকট জানিতে চাই যে, এত শাস্ত্র বিচার করিয়াও আপনারা কেন 'ব্যুৎ-পূজা' পরিত্যাগ করিলেন না?

মোল্লাজীর প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিতবৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—পণ্ডিতবাবাজী মহাশয় আপনি ইহার সদুত্তর দিন। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পণ্ডিত গোঁরাচাঁদ বলিতেছেন,—

আপনারা যাঁহাকে আল্লা বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা ভগবান বলি। পরমেশ্বর

একই পদার্থ—কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক পৃথক নামে উক্ত। বিচার এই যে, যে নামটী পরমেশ্বরের সর্বভাব ব্যক্ত করে, তাহা বিশেষ আদরণীয়; এই কারণেই আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এই সকল নাম হইতে ভগবান্ এই নামটীর বিশেষ আদর করি। যাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই, সেই পদার্থই আল্লা। অতি বৃহৎ এই ভাবটীকেই আমরা পরমভাব বলিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর চমৎকারিতা সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে এক প্রকার চমৎকারিতা হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাতেও একপ্রকার চমৎকারিতা আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমৎকারিতার সীমা হইল না। 'ভগবান্' এই শব্দে মানবচিন্তায় যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সেই সকলই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য অর্থাৎ বৃহত্তের সীমা ও সুক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব শক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানববুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না, একথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমে ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্য লীলামূর্তিময়। আল্লা বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্বদা মঙ্গলময় ও যশপূর্ণ । অতএব তাঁহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান্ সৌন্দর্যপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃতনয়নে তাঁহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান্ অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পূর্ণ, চিৎস্বরূপ জড়াতীত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্তি। 'ব্যুৎ' বা ভূতসকলের অতীত। ভগবান্ সকলের কর্তা হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লেপ। এই ছয়টী লক্ষণে ভগবান্ লক্ষিত। সেই ভগবানের দুইটী প্রকাশ অর্থাৎ ঐশ্বর্যপ্রকাশ ও মাধুর্যপ্রকাশ। মাধুর্যপ্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, তাহাই আমাদিগের হৃদয়নাথ 'কৃষ্ণ' বা ' চৈতন্য'। ভগবানের কল্পিত মূর্তিপূজাকে বুৎপরস্ত বা ভূতপূজা বলিলে আমাদের মতবিরুদ্ধ হয় না। তাঁহার নিত্যবিগ্রহ (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পূজা করা বৈষ্ণবের ধর্ম। অতএব বৈষ্ণবমতে ব্যুৎপরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে ব্যুৎ পরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে, এমন নয়। যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার হৃদয়নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর ব্যুৎ বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে, ততদূরই সে শুদ্ধবিগ্রহ পূজা করিতে সক্ষম হয়। আপনি মোল্লাসাহেব, পরম পণ্ডিত, আপনার হৃদয় ভূতাতীত হইতে পারে, কিন্তু আপনার যে সকল অপণ্ডিত চেলা আছে, তাহাদের হৃদয় কি ব্যুৎচিন্তাশূন্য হইয়াছে? যতদূর ব্যুৎচিন্তা আছে, তাহারা ততদূর ব্যুৎপূজা করিয়া থাকে। মুখে নিরাকার বলে, ভিতরে ব্যুৎচিন্তায় পরিপূর্ণ। শুদ্ধবিগ্রহপূজা সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারী-ব্যক্তিগত অর্থাৎ যাঁহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে, তিনিই ব্যুৎচিন্তা অতিক্রম করিতে পারেন। আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনি এ বিষয়ে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন।

মোল্লাসাহেব। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, আপনারা ভগবান্-শব্দে

যেরূপ ছয়প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত করিয়াছেন, কোরাণ শরিফে 'আল্লা'-শব্দেও সেই-সকল চমৎকারিতা আছে। আল্লা শব্দার্থ লইয়া বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, আল্লাই ভগবান।

গোরাচাঁদ। ভাল, তাহা হইলে সেই পরম বস্তুর সৌন্দর্য ও শ্রী স্বীকার করিলেন। অতএব এই জড়-জগৎ হইতে পৃথক্ চিজ্জগতে তাঁহার সুন্দর স্বরূপ স্বীকার করা হইল। ইহাই আমাদের শ্রীবিগ্রহ।

মোল্লাজী। পরাৎপর বস্তুর চিৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহের আমাদের কোরাণেও উল্লেখ আছে; তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সেই চিৎস্বরূপের প্রতিমূর্তি করিতে গেলে জড়স্বরূপ হইয়া পড়ে; তাহাকেই আমরা 'ব্যুৎ' বলি। ব্যুৎপূজা করিলে পরাৎপরের পূজা হয় না। এ সম্বন্ধে আপনার যে বিচার আছে, তাহা বলুন।

গোরাচাঁদ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্তির পূজাদির ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণীর ভক্তদিগের পক্ষে ভৌম বস্তু অর্থাৎ ভূম্যাদি ভূতজাত বস্তুকে পূজা করিবার বিধান নাই। যথা (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।(১)

"ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি" ইত্যাদি সিদ্ধান্তবাক্যে ভূতপূজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। মানব সকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকারভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধচিন্ময়ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল চিন্ময়বিগ্রহ-উপাসনায় সমর্থ। সে-বিষয়ে যাঁহারা যতদূর নিম্নে আছেন তাঁহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণসমষ্টির একটা মূর্তি কাযে কাযেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মৃন্ময়ী মূর্তিকে ঈশ্বরমূর্তি মনে করা যেরূপ, মানসে জড়ময়ী মূর্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা শুভকর। বস্তুতঃ প্রতিমা না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। যে সকল ধর্মে প্রতিমাপূজা নাই, সেই ধর্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বরপরাঙ্মুখ। অতএব প্রতিমা-পূজা মানবধর্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়মূর্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতের সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্তি এইরূপে মহাজন কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা

---

(১) ১৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময়বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময়-বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিতবুদ্ধিতে চিন্ময়বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্তির প্রতিমাবিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে প্রতিমা- পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। কেননা এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, যথা,—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্।। (১)

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ১৪ অ, ২৬ শ্লোক)

জীবাত্মা এই জগতের জড় মনে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হ'ন না। শ্রবণকীর্তনরূপ ভক্তিবিধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়, বলবৃদ্ধি হইলে জড়বন্ধন শিথিল হয়। জড়বন্ধন শিথিল যতদূর হয়, ততদূর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষাদ্দর্শন ও সাক্ষাৎ ক্রিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন,—যে অতদ্‌বস্তু দূর করিয়া তদ্‌বস্তুলাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানালোচনা বলা যায়। অতদ্‌বস্তু পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজীবের শক্তি কোথায়। কারাগারে যে বদ্ধ আছে, সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে? যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য। জীবাত্মা যে ভগবানের নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে যে কোন গতিতেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমূর্তিদর্শন, লীলাকথাশ্রবণ ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব স্বভাব বললাভ করিতে থাকে। যত বল পায়, ততই চিৎসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমূর্তি-সেবন এবং তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনই অতিনিম্নাধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এই জন্যই শ্রীমূর্তিসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মোল্লাজী। জড়বস্তু দ্বারা একটী মূর্তি কল্পনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান করা ভাল কি না?

গোরাচাঁদ। দুইই সমান। মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে তাহাই জড়। কেননা, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মচিন্তা করিতেছি এককথায় কালগত ব্রহ্মের উদয় অবশ্যই হইবে। দেশ কাল জড়বস্তু। যদি মানস ধ্যানাদি দেশকালের অতীত হইল না, তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া

(১ যেমন, চক্ষু অঞ্জনসংযোগে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্য কথার শ্রবণকীর্তনাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব (আমার স্বরূপ ও আমার লীলার যাথার্থ্য) দর্শন করে।)

গেল ? মৃৎ-জলাদি তিরস্কারপূর্বক দিগ্‌দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল। এ সমস্তই ভূতপূজা। জড়ে একটী বস্তু নাই যাহাকে অবলম্বন করিলে চিৎ-বস্তু পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভাবই সেই বস্তু। সে বস্তু কেবল জীবাত্মায় নিহিত আছে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, লীলাগান ও প্রতিমায় উদ্দীপন পাইলেই সে ভাব ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া ভক্তি হইয়া পড়ে। ঈশ্বরে চিন্ময়স্বরূপ কেবল শুদ্ধভক্তিদ্বারা ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কর্মদ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না।

মোল্লাজী। জড়বস্তু ঈশ্বর হইতে পৃথক। কথিত আছে, শয়তান জীবকে জড়ে আবদ্ধ করিবার জন্য জড়পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। অতএব আমার মতে জড়পূজাটা না করাই ভাল।

গোঁরাচাঁদ। ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাঁহার সমস্পর্দ্ধী আর কেহ নাই। জগতে যতকিছু আছে, সকলই তাঁহার সৃষ্ট ও অধীন। অতএব যে কিছু অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায়, সকল বিষয়েই তাঁহার পরিতুষ্টি হইতে পারে। এমন কোনও বস্তু নাই, যাহাকে উপাসনা করিলে তাঁহার হিংসার উদয় হইবে। তিনি পরমমঙ্গলময়। অতএব শয়তান বলিয়া যদি কেহ থাকে, তাঁহার ঈশ্বর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিবার শক্তি নাই। শয়তান কেহ হইলেও তাঁহারই অধীন জীববিশেষ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটা প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হয় না। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্যই জগতে হইতে পারে না এবং ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রও কোন ব্যক্তি নাই। পাপ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, একথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা বলি, জীবমাত্রই ভগবদ্দাস। এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলা যায়, কিন্তু এই জ্ঞান ভুলিয়া যাইবার নাম অবিদ্যা। কোনগতিকে যে-সকল জীব সেই অবিদ্যা-আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা সমস্ত পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন। যাঁহারা নিত্যপার্ষদ জীব, তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ পাপবীজ নাই। শয়তান বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া, অবিদ্যা তত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। অতএব ভৌতিক বিষয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কিছু অপরাধ হয় না। নিম্নাধিকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন এবং উচ্চাধিকারীর তাহাতে বিশেষ মঙ্গল উদিত হয়। আমাদের বিবেচনায় শ্রীবিগ্রহপূজা করা ভাল নয়, একথাটী একটী মতবাদ মাত্র। ইহার সাপক্ষ যুক্তি নাই ও সৎশাস্ত্র নাই।

মোল্লাজী। শ্রীমূর্তিপূজা করিলে ঈশ্বরের ভাব প্রশস্ত হয় না। উপাসকের মনে সর্বদা ভৌতিক ধর্মের সঙ্কোচ উদয় হয়।

গোরাচাঁদ। পূর্ব পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে আপনার সিদ্ধান্তের দোষ পাওয়া যায়। অনেকেই নিম্নাধিকারী হইয়া শ্রীমূর্তিপূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৎসঙ্গে যত তাঁহাদের উচ্চভাব হইতে থাকে, ততই তাঁহারা শ্রীমূর্তির চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, সৎসঙ্গই সকলের মূল। চিন্ময় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে চিন্ময় ভগবদ্ভাব উদিত হয়। চিন্ময় ভগবদ্ভাব যত উদিত হইতে

থাকে, শ্রীমূর্তির ভৌতিকভাব ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল। পক্ষান্তরে আর্যেতর ধর্মে সাধারণে শ্রীমূর্তির বিরোধী, কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন চিন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিতর্ক ও হিংসাতেই তাঁহাদের দিন যাইতেছে। ভগবদ্ভক্তি তাঁহারা কবে অনুভব করিলেন?

মোল্লাজী। ভাবের সহিত ভগবদ্ভজন ভিতরে থাকিলে শ্রীমূর্তিপূজা স্বীকার করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, সর্প, লম্পটপুরুষ ইত্যাদির পূজা করিলে কি প্রকারে ভগবদ্ভজন হইতে পারে? পূজ্যপাদ পয়গম্বর সাহেব এরূপ ব্যুৎপরস্তকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন।

গোরাচাঁদ। মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁহারা যতই পাপ করুন না কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরমবস্তু, ইহা বিশ্বাস করিয়া জগতের অদ্ভুত বস্তুসকলকে নমস্কার করিয়া থাকেন। সূর্য, নদী, পর্বত, বৃহৎ বৃহৎ জন্তু এই-সকল মূঢ় জীবগণ ঈশ্বর-কৃতজ্ঞতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্বভাবতঃ নমস্কার করেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ের কথাও সেই-সকল বস্তুর নিকট বলিয়া আত্মনিবেদন করেন। চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি ও এ-প্রকার ভূতপূজা বিশেষ পৃথক্ হইলেও সেই -সকল মূঢ় জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক নমস্কার হইতে ক্রমশ- ভাল ফল হয়। অতএব যুক্তি করিয়া দেখিলে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সর্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরধ্যান ও তৎপ্রতি নমাজাদিও শুদ্ধচিন্ময়ভাববর্জিত, তাহা হইলে বিড়ালপূজকাদি হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হউক, ঈশ্বরে ভাবোদয় ও ভাবালোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি ঐ-সকল অধিকারীকে হাস্য বা তিরস্কার করা যায়, তাহা হইলে জীবের ক্রমোন্নতিদ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মতবাদ দ্বারা যাঁহারা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন, তাঁহাদের উদারতা থাকে না। তাঁহারা নিজের উপাসনা-প্রকার অন্যে দেখিতে পা'ন না বলিয়া তাঁহাদিগকে হাস্য ও তিরস্কার করেন। এটী তাঁহাদের বিশেষ ভ্রম।

মোল্লাজী। তবে কি এরূপ বলিতে হইবে যে, সকল বস্তুই ঈশ্বর এবং যাহা কিছু পূজা করা যায়, তাহাই ঈশ্বরপূজা। পাপবস্তু পূজা করাও ঈশ্বরপূজা,—পাপপ্রবৃত্তি পূজা করাও ঈশ্বরপূজা। ঈশ্বর এরূপ সকল পূজাতেই সন্তুষ্ট।

গোরাচাঁদ। আমরা সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলি না। সকল বস্তু হইতে ঈশ্বর একবস্তু পৃথক্। সকল বস্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ও অধীন। সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধসূত্রে সকল বস্তুতেই ঈশ্বরজিজ্ঞাসা হইতে পারে। সেই সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বরজিজ্ঞাসাক্রমে "জিজ্ঞাসাস্বাদনাবধি" এই সূত্রমতে ক্রমশঃ চিন্ময়বস্তুর আস্বাদন হয়। আপনারা পরম পণ্ডিত। একটু কৃপা করিয়া উদারভাব গ্রহণপূর্বক এ বিষয়টী বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা অকিঞ্চন বৈষ্ণব। অধিক বিতর্কে প্রবেশ করিতে বাসনা করি না। আপনি আজ্ঞা করিলে শ্রীচৈতন্যমলগীত শ্রবণ করিতে পারি।

মোল্লাজী। এই সব কথা শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন, তাহা বুঝা গেল না। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের বিচারে সুখী হইলাম। আর কোন দিন আসিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব। অদ্য অধিক বেলা হইল, স্বস্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। এ-কথা বলিয়া মোল্লা-সাহেব স্বদল লইয়া অশ্বারোহণপূর্বক সাতসইকা পরগণার দিকে যাত্রা করিলেন। বাবাজীগণ উল্লাসের সহিত হরিধ্বনি দিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগানে প্রবেশ করিলেন।
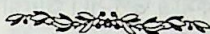
দ্বাদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সাধন

(ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন—তান্ত্রিক মন্ত্রবল—ব্রজনাথের নিকট নিমাই পণ্ডিতের প্রথম পরিচয়—ব্রজনাথের ক্রমশঃ নিমাই পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি—ভক্তরূপী নিমাইয়ের ক্রমশঃ ব্রজনাথের হৃদয়াধিকার—শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজীর প্রতি ব্রজনাথের শ্রদ্ধা-- ব্রজনাথের দৈন্য—রঘুনাথ দাস বাবাজীর পরিচয়—সাধ্যসাধন— অধিকারিভেদে শাস্ত্র ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তিকে সাধ্য বলেন---ভুক্তিকামীর সাধ্যসাধন কর্মচক্রগত—মুক্তিকামীর সাধ্য নির্বাণ পর্যন্ত—ভক্তের সাধ্য প্রেম—সাধ্যসাধন শৃঙ্খল—অধিকারভেদে ভুক্তি ও মুক্তির প্রশংসা---কিন্তু ভক্তিই চরম সাধ্যসাধন—মহাবাক্য—প্রণবই মহাবাক্য—অন্য সকল বাক্যই প্রাদেশিক---কর্ম ও জ্ঞানে ভক্তির সত্তা-বিচার---ভক্ত্যাভাস কতপ্রকার—কর্মবিদ্ধ ভক্ত্যাভাসের উদাহরণ—জ্ঞানবিদ্ধ ভক্ত্যাভাসের উদাহরণ—দশমূল শিক্ষার ব্যবস্থা।)

জগতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রধান। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপ ১৬ ক্রোশ। ১৬ ক্রোশে অষ্টদল পদ্ম। পদ্মের কর্ণিকারস্বরূপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপের মধ্যভাগ শ্রীমায়াপুর। শ্রীমায়াপুরের উত্তর অংশে শ্রীসীমন্তদ্বীপ। শ্রীসীমন্তদ্বীপে শ্রীসীমন্তিনীদেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরের উত্তরভাগে বিল্বপুষ্করিণী ও দক্ষিণভাগে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী। বিল্বপুষ্করিণী ও ব্রাহ্মণপুষ্করিণী লইয়া যে ভূমিখণ্ড, তাহার নাম সাধারণে সিমুলিয়া বলিত। অতএব শ্রীনবদ্বীপের উত্তর অংশে একান্তে সিমুলিয়া গ্রাম। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ঐ স্থানটী বহু বহু পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী মহাশয় ঐ-গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর অনতিদূরে ব্রজনাথ ভট্টাচার্য নামক একটী বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিল্বপুষ্করিণী-টোলে পাঠ করিয়া ব্রজনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্রে অপার পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। বিল্বপুষ্করিণী, ব্রাহ্মণপুষ্করিণী, মায়াপুর, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, আম্রঘট্ট,সমুদ্রগড়, কুলিয়া, পূর্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে যে-সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রজনাথের নূতন নূতন ন্যায়ের ফাঁকির ভয়ে ব্যাতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যেখানে পণ্ডিতগণ সমাহূত হ'ন ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন, করিমণ্ডলীতে পঞ্চাননের ন্যায়,

সমবেত পণ্ডিতগণকে নূতন নূতন তর্ক উঠাইয়া জ্বালাতন করিতেন। সেই পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কঠিনহৃদয় নৈয়ায়িক তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মারণবিদ্যার বলে ন্যায়পঞ্চাননকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রুদ্রদ্বীপের মেচ্ছস্থলে শ্মশানবাসী হইয়া অহরহঃ মারণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ঘোর অমাবস্যা নিশা, সর্বদিক অন্ধকার হইয়াছে। অর্ধরাত্রে নৈয়ায়িক-চূড়ামণি শ্মশানমধ্যবর্তী হইয়া ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগিলেন, —মাতঃ; এই কলিকালে তুমিই একমাত্র উপাস্য। শুনিয়াছি, অতি অল্প জপে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি বরদান করিয়া থাক। করালবদনি, তোমার দাস বহু কষ্ট পাইয়া বহুদিন হইতে তোমার মন্ত্র জপ করিতেছে। একবার কৃপা কর। মা, আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্তু তুমি আমার মা, সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া অদ্য সাক্ষাৎকার প্রদান কর। এইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে ন্যায়চূড়ামণি ন্যায়পঞ্চাননের নামে মন্ত্রাহুতি প্রদান করিলেন। মন্ত্রের কি আশ্চর্য গতি! সেই সময় আকাশটীকে ঘোরমেঘে আচ্ছন্ন করিল। প্রবল বায়ু চলিতে লাগিল। বজ্রনিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোকে কত বিকটাকার ভূতপ্রেত দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। চূড়ামণি কারণবলে সমস্ত স্নায়বীয়শক্তি সঞ্চালনপূর্বক বলিলেন,—মা, আর বিলম্ব করিবেন না। তখন আকাশপথে একটী দৈববাণী হইল—চিন্তা নাই। ন্যায়-পঞ্চানন অধিক দিন ন্যায়বিচার করিবেন না। স্বল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইবেন। তুমি আর তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পাইবে না। এখন স্নিগ্ধ হইয়া ঘরে যাও। এই দৈববাণী শ্রবণ করতঃ চূড়ামণি সন্তুষ্ট হইয়া তন্ত্রকর্তা দেবদেব মহাদেবকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন একবিংশতি বৎসর বয়সে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। অহোরাত্র শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী বিচার করিয়া থাকেন। কাণভট্ট শিরোমণি যে 'দীধিতি' লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক দোষ দেখাইয়া স্বতন্ত্র টিপ্পনী করিতে লাগিলেন। বিষয়চিন্তা কিছুমাত্র নাই। পরমার্থ শব্দ কখনই কর্ণগত হয় না। ঘট পট অবচ্ছেদ ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি শব্দ যোজনাপূর্বক তর্ক সৃষ্টি করাই তাঁহার জীবনের কার্য হইয়া পড়িল। শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে জলীয় বিশেষ, পার্থিব বিশেষ, দ্রব্য, কাল এই-সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আরূঢ় ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজনাথ গঙ্গাতীরে গৌতমোথ ষোড়শপদার্থের বিচার করিতেছেন, এমত সময় একটি নবীন নৈয়ায়িক আসিয়া বলিল,—ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, আপনি কি নিমাই পণ্ডিতের পরমাণু খণ্ডন ফাঁকি শুনিয়াছেন? ন্যায়পঞ্চানন তখন সিংহের ন্যায় গর্জনপূর্বক কহিলেন,—নিমাই পণ্ডিত কে? তুমি কি জগন্নাথমিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে বলিতেছ? তাহার ফাঁকি কি, তাহা তুমি বল। নবীন বিদ্যার্থী বলিল যে, এই নবদ্বীপে কিছুদিন পূর্বে নিমাই পণ্ডিত নামক একটি মহাপুরুষ ন্যায়শাস্ত্রের বহুবিধ ফাঁকি রচনা করতঃ কাণভট্ট শিরোমণিকে বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ

ন্যায় শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, সে সময়ে আর কেহ তদ্রূপ ছিল না; কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়াও ঐ শাস্ত্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। কেবল ন্যায়শাস্ত্র নয় সমস্ত সংসার তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরিব্রাজকপদ গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনকার বৈষ্ণববর্গ তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া শ্রীগৌরহরিমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, আপনি তাঁহার ফাঁকিগুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ন্যায়পঞ্চানন নিমাইপণ্ডিতকৃত ফাঁকির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণ অনুসন্ধানের পর কাহারও কাহারও নিকট হইতে কয়েকটি ফাঁকি সংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে অধ্যাপকগণকে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ জীবিত মহাপুরুষদিগের প্রতি সাধারণের নানা কারণে শ্রদ্ধা সহজে হয় না। পরলোকগত মহাজনের কার্যে মানবের অধিক শ্রদ্ধা হয়। তন্নিবন্ধন নিমাইপণ্ডিতের ফাঁকিগুলি আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি ন্যায়পঞ্চাননের অচলা শ্রদ্ধা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হা নিমাইপণ্ডিত! আমি যদি সে সময় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে তোমার নিকট কতই না জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম! হা নিমাই পণ্ডিত! তুমি একবার আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর; তুমি সত্যই পূর্ণব্রহ্ম, তাহা না হইলে কি এরূপ অপূর্ব ন্যায় ফাঁকিসকল তোমার মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারিত? তুমি সত্যই গৌরহরি; কেন-না এই সকল আশ্চর্য ফাঁকি সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়াছ। অজ্ঞান-অন্ধকার কাল। তুমি গৌর হইয়া এই কালিমা দূর করিয়াছ। তুমি হরি, কেননা, জগতের চিত্ত হরণ করিতে পার। যে ন্যায়-ফাঁকি করিয়াছ, তাহাতে আমার চিত্ত হরণ করিলে। এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ একটু উন্মত্তভাবে ' হে নিমাই পণ্ডিত! হে গৌরহরি! দয়া কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; 'আমি কবে তোমার মত ফাঁকি সৃষ্টি করিতে পারিব, কি জানি তুমি দয়া করিলে আমার ন্যায়শাস্ত্রে কতক শক্তি হইতে পারে।'

ব্রজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, যাঁহারা গৌরহরির পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয়, আমার ন্যায় নিমাইয়ের ন্যায়-পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। দেখা যাক্, তাঁহারা গৌরহরির কি কি ন্যায়গ্রন্থ রাখেন। এইরূপ বিচার করিয়া ব্রজনাথ গৌরাঙ্গভক্তদিগের সঙ্গ করিবার বাসনা করিলেন।

'নিমাই পণ্ডিত' ' গৌরহরি' প্রভৃতি শুদ্ধভগবন্নাম বারম্বার উচ্চারণ এবং গৌরভক্তের সঙ্গ-বাসনা, এই দুইটী কার্য ব্রজনাথের পক্ষে মহৎ ফলোন্মুখ সুকৃতি হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ একদিন স্বীয় পিতামহীর নিকট ভোজন করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন---ঠাকুরমা, তুমি কি গৌরহরিকে দেখিয়াছিলে? ব্রজনাথের পিতামহীর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুণিবামাত্র তাঁহার বাল্যজীবন মনে পড়িল। তিনি বলিলেন,—আহা! মধুরমূর্তি গৌরাঙ্গরূপ আর কি নয়নগোচর হইবে? সেই রূপ দেখিলে কি কেহ আর সংসার করিতে পারে? তিনি যখন হরিনাম কীর্তন করিতেন, তখন এই নবদ্বীপের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রেমে

নিস্তব্ধ হইত। সেই ভাব মনে পড়িলে আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,— ঠাকুরমা, তুমি কি তাঁহার কোন গল্প জান? পিতামহী বলিলেন,--হাঁ, তিনি শচীমাতার সহিত যখন মাতুলালয়ে আসিতেন, তখন আমাদের কুলবৃদ্ধাগণ তাঁহাকে শাকান্ন ভোজন করাইতেন। তিনি শাকব্যঞ্জনকে বড়ই প্রশংসা করিয়া ভোজন করিতেন। সেই সময়ে ব্রজনাথের পাত্রে তদীয় জননী শাক-ব্যঞ্জন অর্পণ করিলে ব্রজনাথ 'নৈয়ায়িক নিমাইপণ্ডিতের প্রিয় শাক' বলিয়া আদর করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। পরমার্থবোধ শূন্য ব্রজনাথ ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইর প্রতি যে কত অনুরক্ত হইলেন, বলা যায় না। নিমাইকে ভাল লাগিল; নিমাইয়ের নাম শুনিলে সুখী হ'ন—'জয় শচীনন্দন' বলিয়া কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে যত্ন করেন। মায়াপুরস্থ পণ্ডিতবাবাজীদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া গৌরাঙ্গের নাম শ্রবণ করেন এবং তাহার বিদ্যাবিজয় লীলা-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। এইরূপে দুই চারি মাস গত হইল। ব্রজনাথ এখন আর এক প্রকার হইয়াছেন। ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইয়ের নাম ভাল লাগিত, এখন সকল কথায় নিমাইকে ভাল লাগে। ন্যায়ের বিষয়ে আর যত্ন করেন না। এখন 'নৈয়ায়িক নিমাই' আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পান না, 'ভক্ত নিমাই' তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। খোল-করতালের শব্দ শুনিলে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, শুদ্ধভক্ত দেখিলে মনে মনে প্রণাম করেন, শ্রীনবদ্বীপ-ভূমিকে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-ভূমি বলিয়া ভক্তি করেন। ব্রজনাথ শিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ দেখিলেন, ন্যায়পঞ্চানন এখন শীতল-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, ফাঁকির বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আর ব্যতিব্যস্ত করেন না। নৈয়ায়িক-চুড়ামণি মনে করিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা ব্রজনাথকে নিষ্কর্মা করিয়াছেন; এখন তিনি নির্বিঘ্ন।

ব্রজনাথ একদিন নির্জনে বসিয়া আপনাকে আপনি বলিতেছেন,—যদি নিমাইয়ের ন্যায় নৈয়ায়িক ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদেরই বা সেইরূপ করিতে কি দোষ? আমি যে-পর্য্যন্ত ন্যায়ের ঘোরেতে ছিলাম, ততদিন এত ভক্তি-অনুশীলনের মধ্যে কখনও মনোনিবেশ করিয়া নিমাইয়ের নাম শুনি নাই। ন্যায়শাস্ত্রে আমার যেরূপ আগ্রহ ছিল, তাহাতে তখন শয়ন-ভোজনাদির অবকাশ হইত না। এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি; ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় ত' মনে পড়ে না, কেবল গৌরাঙ্গের নাম মনে পড়ে। বৈষ্ণবগণ যে নৃত্য করেন, তাহা দেখিতে মনোহর বোধ হয়, কিন্তু আমি একজন প্রধান বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তান, কুলীন এবং সমাজে সম্মানিত; বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়, কেবল মনে মনে গৌরভক্তি করাই উচিত। শ্রীমায়াপুরে খোলভাঙ্গাডাঙ্গায় ও বৈরাগীডাঙ্গায় যে কয়েকটি বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের মুখশ্রী দেখিলে আমার সুখবোধ হয়, তন্মধ্যে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমার চিত্তকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। আমার মনে

হয় যে, আমি সর্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করি। বেদে (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬) বলিয়াছেন,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যঃ" (১)

এই মন্ত্রে মন্তব্য'-শব্দে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরামর্শ থাকিলেও ' শ্রোতব্যঃ-শব্দে আরও কিছু অধিক বিষয়ের প্রয়োজন দেখা যায়। আমি বহুকাল বিতর্কে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, এখন শ্রীগৌরহরির চরণানুগত হইতে ইচ্ছা করি। সন্ধ্যার পর শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করাই শ্রেয়ঃ।

দিবাবসান-সময়ে অংশুমালী অদর্শনপ্রায়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ মারুত বহিতে লাগিল। দিগ দিগন্তর হইতে পক্ষিগণ আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ দু' একটি নক্ষত্র গগন মণ্ডলে উদিত হইতেছিল। এমন সময়ে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে বৈষ্ণবগণ আরতিকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ব্রজনাথ ঐ সময়ে ধীরে ধীরে শ্রীবাস-অঙ্গনের খোলভাঙ্গাডাঙ্গায় বকুলবৃক্ষের চবুতরার উপর উপবিষ্ট হইলেন। গৌর হরির আরতি-কীর্তন শুনিয়া তাঁহার চিত্ত সুকোমল হইল। বৈষ্ণবগণ কীর্তনান্তে চবুতরার উপর আসিয়া ক্রমে ক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়, 'জয় শচীনন্দন', 'জয় নিত্যানন্দ', 'জয় রূপ সনাতন', 'জয় দাসগোস্বামী' বলিতে বলিতে চবুতরায় আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ব্রজনাথ সেই সময়ে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রজনাথের মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। বলিলেন,—বাবা, তুমি কে? ব্রজনাথ উত্তর করিলেন,— আমি একজন তত্ত্বপিপাসু, আপনার নিকট কিছু শিক্ষা করিবার মানস করি। নিকটস্থ একটী বৈষ্ণব ব্রজনাথের পরিচয় জানিতেন। তিনি কহিলেন,—ইনি ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার তুল্য পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে আর কেহ নাই। আজকাল শচীনন্দনে ইঁহার কিছু শ্রদ্ধা হইয়াছে। ব্রজনাথের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৃদ্ধ বাবাজী অনুনয়পূর্বক কহিলেন,—বাবা, তুমি পণ্ডিত, আমরা মূর্খ, অকিঞ্চন; তুমি আমার শচীনন্দনের ধামবাসী। আমরা তোমাদের কৃপাপাত্র। আমরা তোমাকে কি শিক্ষা দিব? তোমরা কৃপা করিয়া তোমাদের গৌরাঙ্গের কথা বলিয়া আমাদিগকে শীতল কর। এইরূপ কথা হইতে হইতে বৈষ্ণবসকল নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ বাবাজী ও ব্রজনাথ রহিলেন।

ব্রজনাথ বলিলেন,—বাবাজী মহাশয়, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বিদ্যাভিমানী; আমাদের অহঙ্কারে আমরা পৃথিবীকে সরার মত দেখি— সাধু-মহান্তের সম্মান জানি না।

---

(১) হে মৈত্রেয়ী, পরমাত্মা শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তু দর্শন করিবে, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে।)

কি জানি, কি ভাগ্যবলে আপনাদের কার্য ও চরিত্রে আমার একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে। দু'-একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর প্রদান করুন। আমি কপটভাবে আসি নাই; —বলুন দেখি, জীবের সাধ্য সাধন কি? ন্যায়শাস্ত্রপাঠকালে আমি স্থির করিয়াছি যে, জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য পৃথক্। ঈশ্বরের কৃপাই জীবের মুক্তির কারণ। ঈশ্বরের কৃপা যাহাতে লাভ করা যায়, তাহাই সাধন। সাধন করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই সাধ্য। আমি ন্যায়শাস্ত্রকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সাধ্য-সাধন কি? কিন্তু সে শাস্ত্র আমাকে উত্তর দেয় না; সর্বদা নিস্তব্ধ থাকে। আপনারা সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে যাঁহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহানুভব। তিনি বহুদিন শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থিত হইয়া শ্রীদাসগোস্বামীর চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে শ্রীদাসগোস্বামীর মুখে গৌরলীলা শ্রবণ করিতেন। শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়, ইঁহারা অনেক সময়ে পরস্পর তত্ত্বালোচনা করিয়া যখন যে সন্দেহ উদিত হইত, তাহা শ্রীদাসগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া মিটাইয়া লইতেন। এ-সময়ে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীই প্রধান পণ্ডিত-বাবাজী ছিলেন। শ্রীগোদ্রুমের প্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের সহিত ইহার অনেক প্রেমালাপ হইত। শ্রীব্রজনাথের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি পরমাহ্লাদে বলিতে লাগিলেন—ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া যিনি সাধ্যসাধন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনিই জগতে ধন্য। কেননা, ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বিচার করিয়া ন্যায্যবিষয় সংগ্রহ করা। ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া যাঁহারা কেবল বিতর্ক পর্য্যন্ত ফললাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায়পাঠের অন্যায় ফল হইয়াছে, বলিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রম পণ্ডশ্রম—তাঁহাদের জীবন বৃথা। যে তত্ত্বকে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, তাহাই সাধ্য। সেই সাধ্যবস্তু পাইবার যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম সাধন। মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্যবিষয়কে পৃথক্‌পৃথক্ করিয়া দেখেন। বস্তুতঃ, সাধ্যতত্ত্ব এক বই দুই নয়। প্রবৃত্তি ও অধিকার-ভেদে সাধ্যবস্তু তিনপ্রকার হইয়াছেন, অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি। যাঁহারা প্রাপঞ্চিক-কর্মে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক-সুখের বাসনায় ব্যস্ত, তাঁহারা ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র কামধেনু—যিনি যাহা পাইবার বাসনা করেন, শাস্ত্রমধ্যে তিনি তাহা লাভ করেন। প্রাপঞ্চিক সুখভোগকে কর্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রে সাধ্য বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক জগতে যতপ্রকার ভাবীসুখের আশা আছে, সে সমস্ত ঐ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে প্রাপঞ্চিকদেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্দ্রিয়সুখকে বিশেষ আদর করে। সেই ইন্দ্রিয়সুখের ভোগায়তন এই জড় জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ পর্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ হয়, তাহার নাম ঐহিক সুখ; মরণান্তে অবস্থান্তরে যে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ হয়, তাহার নাম আমুত্রিক সুখ। আমুত্রিক সুখ বহুবিধ—স্বর্গে ও ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদির নৃত্যদর্শন; অমৃতভোজন, নন্দনকাননে পুষ্পাদির

ঘ্রাণ, ইন্দ্রপুরী ও নন্দনকাননের শোভা-দর্শন, গন্ধর্বদিগের গীতশ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস, এই সকল সুখের নাম স্বর্গীয় সুখ। এই প্রকার মহঃ ও জনলোকে কিয়ৎপরিমাণ সুখের বর্ণন আছে। তপলোকে ও ব্রহ্মলোকে কিছু কিছু ইন্দ্রিয়সুখের বর্ণন আছে। ভূলোকের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত স্থূল; পর-পরলোকে ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, এইমাত্র ভেদ; কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রিয়সুখ; ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নয়। ঐ সমস্ত লোকে চিদ্‌সুখ নাই; চিদাভাস যে মনোরূপ লিঙ্গশরীর, তদ্‌গত সুখই তথায় বর্তমান। এই সব সুখভোগের নাম 'ভুক্তি'। কর্মচক্রগত জীবগণ ভুক্তির আশায় ভুক্তিসাধক যে কর্মের আশ্রয় করেন, তাহাকে তাঁহারা 'সাধন' বলেন। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যজেত" যজুঃ (২।৫।৫) (১) অগ্নিষ্টোম, বিশ্বদেববলি, ইষ্টাপূর্ত, দর্শপৌর্ণমাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ভোগপ্রবৃত্ত পুরুষদিগের ভুক্তিই সাধ্য। আবার কতকগুলি লোক এই সংসার-ক্লেশে জ্বালাতন হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগায়তনরূপ চতুর্দশ লোককে তুচ্ছ জানিয়া কর্মচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বাসনা করেন। তাঁহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য। ভুক্তিকে তাঁহারা বন্ধন মনে করেন। তাঁহারা বলেন,—যাঁহাদের ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষয় হয় নাই, তাঁহারা কর্মকাণ্ডাশ্রয় করিয়া ভুক্তিসাধন করুন; (গীঃ ৯।২১) 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (২) এই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে, ভুক্তি কখনও নিত্য নয় অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু; যাহা অবশ্য ক্ষয় হইবে, তাহা প্রাপঞ্চিক, আধ্যাত্মিক নহে; যাহা নিত্য তাহারই সাধন করা কর্তব্য। মুক্তি নিত্য; অতএব তাহাই জীবের সাধ্য; তাহার জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রে এই প্রকার সাধ্য-সাধনের বিচার দেখা যায়। জীব যেরূপ অধিকার লাভ করেন, কামধেনুরূপ শাস্ত্র সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। মুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্তা থাকে, তাহা হইলে মুক্তিই চরম সাধ্য হয় না। এই জন্য তাঁহারা নির্বাণ পর্য্যন্ত মুক্তির সীমাবৃদ্ধি করেন। বস্তুতঃ জীব নিত্য, সেরূপ নির্বাণ জীবের সম্বন্ধে অসম্ভব। (শ্বে উঃ ৬।১৩)—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (৩) এই প্রকার বেদমন্ত্রে জীব সকলের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। নিত্যবস্তুর নির্বাণগতি অসম্ভব। মুক্ত হইয়া জীবের সত্তা অবশ্যই থাকিবে, এরূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভুক্তিমুক্তিকে চরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। এই দুইটী অবান্তরসাধ্য বস্তু। সকল কার্যেই সাধ্য ও সাধন আছে। যে কার্যকে উদ্দেশ্য করেন, তাহাই সাধ্য; এবং যে কায্যের দ্বারা তাহা সাধিত হয়, তাহাই সাধন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সাধ্য ও সাধন জীবের পক্ষে একটী শৃঙ্খলময় তত্ত্ব। যাহা সাধ্য,

---

(১) স্বর্গভোগের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে।)

(২) স্বর্গভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে।)

(৩) তিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে চেতন।)

তাহাই তদুত্তর সাধ্যের সাধন। এইরূপ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া ঐ শৃঙ্খলের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায় তাহাই চরমসাধ্য, তাহা আর সাধন হয় না। কেননা তদুত্তরে আর কিছু সাধ্য নাই। এই সাধ্যসাধন-পর্বরূপ শৃঙ্খলের বহু-অনুবন্ধ পার হইয়া ভক্তিরূপ অনুবন্ধকে শেষে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য; যেহেতু ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব। মানব-জীবনে যত কার্য আছে, সমস্তই সাধ্য-সাধন-শৃঙ্খলের এক-একটি অনুবন্ধ। অনেকগুলি অনুবন্ধ ক্রমে ক্রমে সাধ্য-সাধন-শৃঙ্খলের কর্মরূপ পর্বকে নির্মাণ করিয়াছেন। আবার অনেকগুলি অনুবন্ধ তদুত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানরূপ পর্বকে নির্মাণ করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ পর্বের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিরূপ পর্বের প্রারম্ভ। কর্মপর্বের শেষ উদ্দেশ্য—ভুক্তি। জ্ঞানপর্বের শেষ উদ্দেশ্য—মুক্তি। ভক্তিপর্বের শেষ উদ্দেশ্য—প্রেমভক্তি। জীবের সিদ্ধসত্তার বিচার করিলে ভক্তিই সাধন ও ভক্তিই সাধ্য এইরূপ স্থির হয়। কর্ম ও জ্ঞানের সাধ্য ও সাধকতা অবান্তর অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থা, চরমস্পর্শী অবস্থা নয়।

ব্রজনাথ। "কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ আঃ৪।৫।১৫ ও ২।৪।২৪) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ১।৫।৩) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) (১) প্রভৃতি মহাবাক্যে ভক্তির চরমতা ও সাধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মুক্তিকে চরমসাধ্য বলিলে দোষ কি হয়?

বাবাজী মহাশয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রবৃত্তি অনুসারে সাধ্য ভেদ পাওয়া যায়। ভুক্তিস্পৃহা যে পর্যন্ত থাকে সে পর্যন্ত 'মুক্তি' বলিয়া একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। তদধিকারীর পক্ষে "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ" (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২য় প্রঃ ১ম অঃ ১ম খণ্ড) (২) ইত্যাদি বহুবাক্য আছে। বাবা, তবে কি 'মুক্তি' কথাটা ভাল নয়? কর্মিগণ মুক্তির অনুসন্ধান পান না বলিয়া কি বেদশাস্ত্রে 'মুক্তি' উল্লিখিত হয় নাই? দুই একজন কর্মী ঋষি, অক্ষম লোকের জন্য বৈরাগ্য এবং সমর্থ লোকের জন্য কর্ম— এরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিম্নাধিকারীদিগকে স্ব স্ব অধিকারে নিষ্ঠা দান করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ হয় না। অধিকার-নিষ্ঠার সহিত কার্য করিলে সেই অধিকারের উপর যে অধিকার আছে, তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। অতএব বেদশাস্ত্রে এরূপ নিষ্ঠা-উৎপাদক ব্যবস্থার নিন্দা নাই; নিন্দা করিলে অধোগতি হয়। জগতে যত জীব উন্নত হইয়াছে, সকলেই অধিকার-নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। কর্মাধিকারে কর্মের উপর যে মুক্তিসাধক জ্ঞান, তাহা প্রদর্শিত না হইলেও জ্ঞানাধিকারে মুক্তির প্রশংসা-স্থলে আপনার উল্লিখিত মন্ত্রবাক্যসকল প্রতিষ্ঠিত হয়; যেরূপ কর্মাধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার, সেইরূপ জ্ঞানাধিকারের উপর ভক্ত্যাধিকার। "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি

(১ "কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?" "আমি জীবাত্মা ব্রহ্মজাতীয় বস্তু।" "প্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি) অপ্রাকৃতও -ব্রহ্মস্বরূপ", "হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।")

(২) অক্ষয়স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যজন করিবে।)

ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে ব্রহ্মনির্বাণের প্রশংসাদ্বারা মুমুক্ষুকে তাঁহার অধিকারে নিষ্ঠা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গুণ বই দোষ নাই; তথাপি তাহাই যে চরম তাহা নয়। বেদমন্ত্র-সিদ্ধান্তস্থলে ভক্তিকে সাধন ও প্রেমভক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

ব্র। মহাবাক্যে কি অবান্তর সাধ্য- সাধনের কথা থাকিতে পারে?

বা। আপনি যেগুলিকে 'মহাবাক্য' বলিয়া বলিতেছেন, সেগুলি যে মহাবাক্য এবং বেদের অন্যান্য বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ কথিত হয় নাই। জ্ঞানাচার্যগণ স্বীয় মতের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য ঐগুলিকে 'মহাবাক্য' বলিয়া লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রণবই 'মহাবাক্য', আর সমস্ত বেদবাক্য প্রাদেশিক। বেদবাক্য মাত্রকেই মহাবাক্য বলিলে দোষ হয় না, কিন্তু বেদের একটী মন্ত্র' মহাবাক্য', দ্বিতীয়টী 'সামান্য বাক্য' বলিলে মতবাদ হইয়া পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বেদে কর্মকাণ্ডের প্রশংসা, মুক্তির প্রশংসা প্রভৃতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের কথা আছে। সিদ্ধান্তস্থলে সেই সকলের চরম মীমাংসা দেখা যায়। বেদশাস্ত্র গাভীস্বরূপ এবং সেই গাভীর দোগ্ধা শ্রীনন্দনন্দন সিদ্ধান্তস্থলে বেদার্থ কিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। (গী ৬।৪৬-৪৭)—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভোঽপিঃ মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন।।(১)
যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। (শ্বেতাশ্বতরে ৬।২৩) (২)
"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" (৩)

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনসঃ কল্পনং" (গোপালতাপনী) , (৪) "আত্মনমেব প্রিয়মুপাসীত"; (বৃঃ ১।৪।৮) (৫)

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যঃ" এই সকল বেদবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ভক্তিকেই সাধন বলিয়া স্থির হইবে।

ব্র। কর্মকাণ্ডে কর্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবার বিধি আছে। জ্ঞানকাণ্ডেও

---

(১) সকামকর্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকামকর্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম নিরর্থক। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।)

(২) যতপ্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনিই যোগিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।)

(৩)। যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।)

(৪) শ্রীগোবিন্দের ভক্তিই ভজন। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিরসন পূর্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মতে শুদ্ধ মনের প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্ব—ইহাই ভগবানের ভজন এবং এই ভজনই নৈষ্কর্মজ্ঞান।)

(৫) আত্মাকেই (পরমাত্মা শ্রীভগবানকেই) প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে।)

সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে হরিতোষণরূপ ভক্তির ব্যবস্থা দেখিতেছি। ভক্তি যদি ভুক্তি ও মুক্তিসাধিনী হন, তাঁহার সাধ্যত্ব কোথায় রহিল? তিনি ভুক্তি ও মুক্তি সাধন করিয়া স্বয়ং নিরস্ত হইবেন,—ইহাই সাধারণের শিক্ষা। এবিষয়ে আমাকে কিছু দৃঢ়শিক্ষা প্রদান করুন।

বা। কর্মকাণ্ডে ফলভোগসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে মুক্তিসাধিনী ভক্তির যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সত্য বটে। পরমেশ্বর সন্তুষ্ট না হইলে কোন ফলই হয় না। ঈশ্বর সর্বশক্তির আশ্রয়। জীবে বা জড়-বস্তুতে যেটুকু শক্তি আছে, তাহা ঈশ্বরশক্তির অণুপ্রকাশমাত্র। কর্ম বা জ্ঞান ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; কিন্তু ঈশভক্তির আশ্রয়ে আপন ফল দেয়। এতন্নিবন্ধন কর্মে ও জ্ঞানে ভক্ত্যাভাসের ব্যবস্থা; তাহাতে যে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নয়, ফলসাধক ভক্ত্যাভাস মাত্র। ভক্ত্যাভাসও দুই প্রকার—শুদ্ধভক্ত্যাভাস ও বিদ্ধভক্ত্যাভাস। শুদ্ধ ভক্ত্যাভাসের বিষয় পরে বলিব। বিদ্ধভক্ত্যাভাসও তিনপ্রকার—কর্ম বিদ্ধভক্ত্যাভাস, জ্ঞানবিদ্ধভক্ত্যাভাস এবং কর্ম ও জ্ঞান উভয়বিদ্ধভক্ত্যাভাস। যজ্ঞাদির সময় 'হে ইন্দ্র, হে পুষন্, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞফল দান কর'—এই প্রকার যত ভক্ত্যাভাস-ক্রিয়া আছে, সকলই কর্মবিদ্ধভক্ত্যাভাস। এই কর্মবিদ্ধভক্ত্যাভাসকে কোন কোন মহাত্মা কর্মমিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন; কেহ বা ইহাকে 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলিয়াছেন। 'হে যদুনন্দন, আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি এবং তোমার 'হরেকৃষ্ণ' নাম অহরহঃ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে মুক্তিদান কর।' 'হে পরমেশ, তুমিই ব্রহ্ম; আমি মায়াগর্তে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে উঠাইয়া লইয়া তোমার সহিত অভেদ কর' এই প্রকার উচ্ছ্বাস সকল জ্ঞানবিদ্ধভক্ত্যাভাস। ইহাকে মহাত্মাগণ 'জ্ঞানমিশ্রভক্তি' বলিয়াছেন, ইহাও আরোপসিদ্ধা। এ সমস্ত শুদ্ধভক্তি হ'তে পৃথক্। 'শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাম্' এই শ্রীমুখবাক্যে যে ভক্তির উদ্দেশ আছে, তাহা শুদ্ধভক্তি। সেই শুদ্ধভক্তিই আমাদের সাধন এবং সিদ্ধাবস্থায় তাহা প্রেম। কর্ম ও জ্ঞান যে দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল ভুক্তি ও মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যসিদ্ধভাবের সাধন নয়।

ব্রজনাথ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেদিন আর প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। মনে মনে করিলেন, 'ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি অন্বেষণ করা অপেক্ষা এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করা ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিব। অদ্য অধিক রাত্র হইল, বাটী যাই' এই মনে মনে করিয়া বলিলেন—বাবাজী মহাশয়, অদ্য আপনার নিকট অনেক সুজ্ঞান লাভ করিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি মহামহোপাধ্যায় আমার প্রতি কৃপা করিবেন। আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার উত্তর শুনিয়া অদ্য বিদায় হইব, —শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ কি তাঁহার শিক্ষাসকল কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? আমি সেই গ্রন্থখানি পাইতে বাসনা করি।

বাবাজী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জীবগণকে সূত্ররূপে 'শিক্ষাষ্টক' নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার। তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই আছে, —গূঢ়রূপে আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। আপনি প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন। ব্রজনাথ বলিলেন,—যে আজ্ঞা, কল্য সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার নিকট দশমূল শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি আমার শিক্ষাগুরু, আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। বাবাজী মহাশয় সাদরে তাঁহকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বাবা, তুমি ব্রহ্মণকুল পবিত্র করিয়াছ; কল্য সন্ধ্যায় আসিয়া আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন

(দশমূল-সংগ্রহ শ্লোক—সমষ্টি শ্লোকার্থ—প্রমাণ বিচার—সম্প্রদায়প্রাপ্ত বেদবাক্য—সম্প্রদায় প্রণালী—ব্রহ্মসম্প্রদায় প্রণালী—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও সিদ্ধ প্রমাণ—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—কোন্ কোন্ শাস্ত্র প্রমাণ—সৎপ্রাপ্ত প্রমাণ—যুক্তির অকর্মণ্যতা—ভগবৎ শব্দার্থ--ব্রহ্মাই তাঁহার অঙ্গকান্তি—পরমাত্মা-তত্ত্ব—মহাবিষ্ণু—বিষ্ণু—ঈশ্বর—কৃষ্ণতত্ত্ব—মধ্যমাকারের তত্ত্ব—চিদ্ব্যাপারে মধ্যমাকার-তত্ত্ব সর্বব্যাপী, ইহাতে জড়-বুদ্ধিরই সন্দেহ—অবতার-প্রকাশের ভক্ত ও অভক্ত ভেদে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি—বেদে সর্বত্রই কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত—গুণ-বর্ণন-দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা—জীবগণ, দেবগণ কৃষ্ণগুণের অংশপ্রাপ্ত—শিবাদি অধিকৃত দাস।)

পরদিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার একটু পরেই শ্রীবাস-অঙ্গনের সম্মুখস্থিত বকুল বৃক্ষের চবুতরার উপর বসিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের ব্রজনাথের প্রতি কি একপ্রকার বাৎসল্য উদিত হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজনাথের আসিবার সাড়া পাইয়া সত্বরে অঙ্গনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গনের একপার্শ্বে কুন্দকাননবেষ্টিত স্বীয় ভজনকুটীরে লইয়া বসাইলেন। ব্রজনাথ বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন। তিনি তখন বিনীতভাবে বলিলেন,—বাবাজী মহাশয়, আমাকে প্রভু নিমাইয়ের সিদ্ধান্তমূল শ্রীদশমূল শিক্ষা প্রদান করুন।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় উপযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন,—বাবা, আমি

তোমাকে দশমূল বলিতেছি। তুমি পণ্ডিত, এই শ্লোকগুলির তাত্ত্বিক অর্থ আলোচনাপূর্বক বুঝিয়া লও।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চজীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।।

স্বয়ং ভগবান শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রমাণ তত্ত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ত্ব। যে সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রমেয় এবং যদ্দ্বারা সেই প্রমেয়সকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লোকটী দশমূলের সমষ্টি। ইহার পরে যে শ্লোক বলা হইতেছে, তাহাই দশমূলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্বের বিবৃতি। নবমশ্লোকে অভিধেয়-তত্ত্ব। দশম শ্লোকে প্রয়োজন তত্ত্ব। এই সমষ্টি-শ্লোকের অর্থ এই ----গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

সমষ্টি শ্লোকের অর্থ শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন,—বাবাজী মহাশয়, এখনও আমার জিজ্ঞাসার অবসর নাই। প্রথম মূলশ্লোক শুনিয়া যাহা চিত্তে উদিত হইবে, তাহা নিবেদন করিব। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,---ভাল ভাল, আমি প্রথম মূলশ্লোক বলিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্ তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা।।

শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক সেই যুক্তি অচিন্ত্য বিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না।

ব্রজনাথ। ব্রহ্মা যে শিষ্যানুক্রমে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কি কোন বেদ-প্রমাণ আছে?

বাবাজী। হাঁ আছে। মুণ্ডকে বলিয়াছেন (১।১।১)–

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।" (১)

পুনশ্চ (১।২।১৩)—

" যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।। (২)

ব্র। বেদ যাহা বলেন, তাহার যথার্থ অর্থ ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে করিয়া থাকেন,— এরূপ প্রমাণ কি পাইয়াছেন ?

বা। সর্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।৩) একথা আছে—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ (৩)
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা। ইত্যাদি।

ব্র। সম্প্রদায় কেন হইল ?

বা। জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ দোষশূন্য যে সকল ভক্ত, তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্লভ্য হয়। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।। (৪)

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্বপ্রাচীন। ব্রহ্মাদিক্রমে আজ পর্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেয় শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরু-পরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে, তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সম্প্রদায়স্বীকৃত গ্রন্থে যেসকল বেদমন্ত্র আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

ব্র। সম্প্রদায় প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে রাখা হইয়াছে?

বা। মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান আচার্য হইয়াছেন, তাঁহাদের নামসকল সম্প্রদায় প্রণালীতে আছে।

ব্র। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রণালীটী শুনিতে ইচ্ছা করি।

---

(১) বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, পৃথিবীর পালয়িতা ব্রহ্মা প্রথমে (ভগবানের নাভিনালে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বের নিকট আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন)

(২) যে বিজ্ঞানের (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) দ্বারা অচ্যুতবস্তুকে তত্ত্বতঃ জানা যায়, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু শিষ্যকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিলেন।)

(৩) শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব, যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ যাহাদ্বারা আমাতে রতি হয়, এমন ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা আমি ব্রহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রলয়কালে কালধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে।)

(৪) সৎসম্প্রদায়-স্বীকৃত আচার্যগণোপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্যমন্ত্র সমূহ ফলপ্রদ হয় না। শ্রী (রামানুজ), ব্রহ্ম(মধ্ব), রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী), চতুঃসন (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ জগৎপাবন।)

বা। পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্।।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।।
জয়ধর্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদগণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলী-কৃতিঃ।।
জয়ধর্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্।।
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্য মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মোঽয়ং প্রবর্তিতঃ।।(১)

ব্র। এই শ্লোকে বেদকে একমাত্র প্রমাণ বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ বেদের সাহচর্য্যে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে কতিপয় অধিক প্রমাণ এবং পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব- এই প্রকার ৮ টী পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণ মানিয়াছেন। এস্থলে এরূপ পার্থক্যের কারণ কি এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে সিদ্ধপ্রমাণমধ্যে গণ্য না করিলে জ্ঞানব্যাপ্তি কিরূপেই বা হইবে? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন।

বা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সকল 'ভ্রম', 'প্রমাদ', 'বিপ্রলিপ্সা' ও 'করণাপাটব' এই চারিদোষে সর্বদা দূষিত। তাহারা যে জ্ঞানকে আনিয়া দেয়, তাহাকে সত্যজ্ঞান কিরূপে বলা যায়? সমাধিপূর্ণ ঋষিগণ ও মহান্তগণের হৃদয়ে

---

(১) বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারয়ণের শিষ্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। তাঁহার শিষ্য নারদ, ব্যাসদেব আবার নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাহেতু শ্রীশুকদেব ব্যাসের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাযশস্বী মধ্বাচার্য ব্যাস হইতে কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিলেন। মধ্বের শিষ্য নরহরি। নরহরির শিষ্য মাধব বিপ্র। অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু। তাঁহার শিষ্য মহানিধি। তাঁহার অনুগত সেবক রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্মমুনি। সেই জয়ধর্মমুনির অনুগতগণের মধ্য হইতে শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বিষ্ণুপুরী স্বামীই "ভক্তিরত্নাবলী" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জয়ধর্মের শিষ্য ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম। তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই ব্যাসতীর্থ "বিষ্ণুসংহিতা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীলক্ষ্মীপতি। তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই শুদ্ধভক্তি ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে।)

স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবান্ উদিত হইয়া বেদরূপ যে সিদ্ধজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্ভয়ে স্বীকার করা যায়।

ব্র। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটীর অর্থ বুঝাইয়া দিন।

বা। বিষয়জ্ঞানসম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল হয়, তাহার নাম 'ভ্রম'; যথা—দৃষ্টিভ্রমে মরীচিকায় জলবোধ ইত্যাদি। জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট; অসীমতত্ত্বে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতে কাযে-কাযেই ভুল থাকে, তাহার নাম 'প্রমাদ'; যথা—দেশ ও কালের সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। সন্দেহের নাম 'বিপ্রলিপ্সা'। ঘটনাক্রমে কর্মেন্দ্রিয়সকলের অপটুতা অপরিহার্য; অনেক সময়ে তন্নিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, তাহার নাম 'করণাপাটব'।

ব্র। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কি তবে কোন স্থান নাই?

বা। জড়জগতে জ্ঞানসম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় কি আছে? চিজ্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম। তৎসম্বন্ধে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণদ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা যদি স্বতঃসিদ্ধ বেদ-প্রমাণের অনুগত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ক্রিয়া আদরের সহিত স্বীকার করা কর্তব্য। অতএব প্রত্যক্ষাদির সাহচর্যে স্বতঃসিদ্ধ বেদই একমাত্র প্রমাণ।

ব্র। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র কি প্রমাণ নয়?

বা। গীতা শ্রীমুখবাক্য বলিয়া তাঁহাকে 'গীতোপনিষদ্' বলা যায়, অতএব তাহা 'বেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গশিক্ষিত দশমূল-তত্ত্ব শ্রীমুখবাক্য, সুতরাং তাহাও 'বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ চূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগ হয়, তাহাও সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; তন্মধ্যে 'পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায়, 'তন্—বিস্তারে' এই ধাতুক্রমে তাহারাও প্রমাণমধ্যে গণিত।

ব্র। বেদ বহুতর গ্রন্থ। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি স্বীকার্য ও কোন্‌গুলি অস্বীকার্য—তাহা বলুন।

বা। কালে কালে অসৎলোক বেদের মধ্যে অনেক অধ্যায়, মণ্ডল ও মন্ত্র প্রক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। যে- সে স্থানে একখানি বেদগ্রন্থ পাইলেই সব স্থানে মানা যাইবে, তাহা নয়। কালে কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই 'বেদ'। যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অস্বীকার্য।

ব্র। কি কি বেদগ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন?

বা। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ এবং গোপালোপনিষদ্ ও নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসনা সহায়রূপ তাপনী এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল প্রভৃতি ঋক্, সাম,

যজুঃ ও অথর্বান্তর্গত কাণ্ডবিস্তারক বেদগ্রন্থসমূহ আচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্যক্রমে এই সকল বেদগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সৎপ্রাপ্ত প্রমাণ বলা যায়।

ব্র। যুক্তি যে চিদ্বিষয়ে শক্তিরাহিত্যপ্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না—ইহার প্রমাণ কি?

বা। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (কঠ ১।২।৯) (১) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বেদবাক্য, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ', (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) (২) ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।" (ভীষ্মপর্ব ৫।২২) (৩) এই মহাভারতবাক্যে যুক্তির সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ভক্তিমীমাংসক শ্রীরূপাচার্য লিখিয়াছেন, (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ১।৩২)—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাৎ ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা।। (৪)

যুক্তির দ্বারা নিশ্চয়রূপে সত্য জানা যায় না, তাহা প্রাচীন বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে, যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ১।৩৩)—

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে।। (৫)

বা। তুমি আজ যুক্তি করিয়া একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে, কাল তোমা অপেক্ষা অধিকতর কুশল আর একজন তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন। অতএব যুক্তির ভরসা কি?

ব্র। বাবাজী মহাশয়, বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণত্ব উত্তমরূপে বুঝিলাম। তার্কিকগণ বৃথা বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া থাকেন। এখন দশমূলের দ্বিতীয় মূলটী বলুন।

বা। হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্তনুমহঃ।

---

(১) হে নচিকেতঃ, তুমি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্কতর্ক দ্বারা তাহাকে ভ্রংশ করা উচিত নয়।)

(২) তর্কদ্বারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থ-নির্ণয় হয় না। একব্যক্তি তর্কদ্বারা যে অর্থ স্থাপন করেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যযুক্ত অপর অনুমাতা তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এই জন্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে।)

(৩) যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ তাহাই অচিন্ত্যতত্ত্ব। সেই অচিন্ত্যতত্ত্বসমূহকে নিশ্চয় তর্কের অন্তর্গত করা উচিত নয়।)

(৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শব্দ প্রমাণে জানা যায় যে, জন্মান্তরীণ সংস্কার অনুসারে ভগবদ্বিষয়ে রুচি অল্পপরিমাণ হইলেও তদ্দ্বারাই অধোক্ষজভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়; কিন্তু কেবল শুষ্কযুক্তি অবলম্বন করিলে ভক্তিতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, কারণ যুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই।)

(৫) তর্কনিপুণ কোন ব্যক্তি তর্কদ্বারা অতি যত্নে একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রবীণতর অন্য তার্কিক একব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিয়া থাকেন।)

পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ।।২।।

ব্রহ্মা-শিব -ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্তা জগৎ প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।

ব্র। উপনিষদে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মকে সর্বোত্তম তত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্গৌরহরি কোন্ যুক্তিক্রমে সেই ব্রহ্মকে শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

বা। শ্রীহরিই ভগবান্। ছয়টী ঐশ্বর্যতত্ত্বেই ভগবান্। বিষ্ণুপুরাণে লিখিয়াছেন (৬।৫।৮৪)— ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।

সমগ্র ঐশ্বর্য , সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই বা কাহারা ? অঙ্গী তাঁহাকেই বলি যাঁহাতে অঙ্গ গুলি ন্যস্ত থাকে। যথা—বৃক্ষ অঙ্গী, তাহার ডালপালা অঙ্গ। শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ। এইগুণগুলি অঙ্গস্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, এই তিনটী অঙ্গ, যশঃ হইতেই বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ,— স্বয়ং গুণ নয়। নির্বিকারজ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-কান্তি। নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব ন'ন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ-গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।

ব্র। বেদে স্থানে স্থানে ব্রহ্মের নির্বিশেষ-গুণ উল্লেখ করিয়া শেষে সর্বত্র 'ওঁ শান্তিঃ, শান্তি, হরিঃ ওঁ ' এই বাক্যে শ্রীহরিকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, সেই হরি কে?

বা। চিল্লীলা-মিথুন রাধাকৃষ্ণই সেই হরি।

ব্র। একথা পরে তুলিব। এখন বলুন, বিশ্বজনক পরমাত্মা কিরূপে ভগবানের অংশ হইলেন?

বা। ভগবানের ঐশ্বর্য ও বীর্য, দুইগুণ-ব্যাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান্ এক অংশ হইলেও সর্বত্র পূর্ণ; যথা বৃহদারণ্যকে (৫।১)—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।(১)

অতএব পূর্ণ-স্বরূপ জগৎপ্রবিষ্ট জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা; কারণোদক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায়ী রূপে তিনি ত্রিরূপধৃক্। চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্তী কারণ-সমুদ্র বা বিরজা; তাহাতে স্থিতহইয়া ভগবদংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়া দ্বারা সৃষ্টি করাইয়াছেন; যথা গীতাবাক্য (৯।১০—)

ময়াহধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।(২)

বেদবাক্য—"স ঐক্ষত" (ঐত ১।১)(৩); "স ইমান লোকান্ অসৃজত" (ঐত ১।১।২)(৪) ইত্যাদি।

মায়াপ্রবিষ্ট ঈক্ষণশক্তিই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণপরমাণুসমূহই বদ্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষীরোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব—একত্রাবস্থান অবস্থায় " দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বেঃ ৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবচননির্দিষ্ট পরমাত্মা ও জীব সেই দুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ পক্ষী কর্মফলদাতা, জীবরূপ পক্ষী ভোক্তা। গীতাশাস্ত্রে, যথা, (১০।৪১-৪২)

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবঃ।।(৫)
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।(৬)

অতএব পরমপুরুষ ভগবানের পরমাত্মার অংশ জগদনুগত বিশ্বজনক বিশ্বপালকাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

---

(১) ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্বশক্তিসমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা—বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলাপূর্তির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণস্বরূপকে আপনাতে গ্রহণপূর্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন; কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।)

(২) প্রকৃতিই আমার শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য করে। আমার চিদ্বিলাসসম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া, এই চরাচর জগত প্রকৃতিই প্রসব করেন।)

(৩) সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।)

(৪) সেই পরমাত্মা এইরূপ আলোচনা বা ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।)

(৫) ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে সে সকলই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতিতেজোহংশ-সম্ভূত।)

(৬) অথবা অধিক কি বলিব, হে অর্জুন, সংক্ষেপে এই আমার প্রকৃতি সর্ব-শক্তিসম্পন্ন। তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান। জড়প্রভাবদ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাবদ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্টজগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্তমান আছি।)

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রহ্ম,— ভগবান্ হরির অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাহার অংশ। এখন বলুন, সেই ভগবান্ হরি যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহার প্রমাণ কি?

বা। ভগবান্ সর্বদা ঐশ্বর্যপর ও মাধুর্যপর। ঐশ্বর্যপর প্রকাশে তিনি মহাবিষ্ণুর অংশী পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য-বিলাসে ভগবৎতত্ত্ব নারায়ণভাবে পরিলক্ষিত; মাধুর্যপ্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা—মাধুর্য তাঁহাতে এত প্রবল যে, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য সেখানে মাধুর্যের মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণ ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাস্বাদনস্থলে কৃষ্ণ সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ং রস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ত্ব। অতএব ঋগ্বেদে (১।২২। ১৬৪।৩১ ঋক্)

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ। স বিষুচীর্বসান আবরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।।" (১) ছান্দোগ্যে (৮।১৩।১)—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" (২) ইত্যাদি মুক্ত্যন্তর-জীব-ক্রিয়ার উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—" এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (৩) ; গীতোপনিষদে (৭।৭)—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (৪)

গোপালতাপনীতে (পূর্ব-২১) " একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন বহুধা যোঽবভাতি।" (৫)

ব্র। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকার—কিরূপে সর্বগ হইতে পারেন? তাঁহার শরীর স্বীকার করিলে তাঁহাকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহাতে অনেক অভাব দোষ ঘটে, গুণের অধিকারে পড়িতে হয়—আর স্বেচ্ছাময় হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ দোষের পরিহার কিরূপে হইতে পারে?

বা। বাবা, তুমি মায়িক জড়তত্ত্বে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া এই সকল সন্দেহ করিতেছ। বুদ্ধি যতদিন মায়িকগুণে আবদ্ধ, ততদিন শুদ্ধসত্ত্ব স্পর্শ করিতে পারে না। উহা শুদ্ধসত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া মায়িক আকৃতি-বিস্তৃতির গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে; আরোপ করিয়া একটী প্রাকৃত মূর্তি গড়িয়া ফেলে। আবার ভীত হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হয়; নিরস্ত হইয়া নিরাকার নির্বিশেষব্রহ্ম কল্পনাকরতঃ পরমতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ চিন্ময় মধ্যমাকারে তোমার উল্লিখিত দোষের কোন সম্ভাবনা নাই। 'নিরাকার' 'নির্বিকার',

(১) দেখিলাম এক গোপাল; তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন।)

(২) ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) রাম-নৃসিংহাদি সঙ্কর্ষণের অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।)

(৪) হে ধনঞ্জয় আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই।)

(৫) পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ববশয়িতা, তিনি সর্বব্যাপক', সর্বজীব ও সর্বদেববন্দ্য; তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।)

'নিষ্ক্রিয়' এই সমস্ত গুণই মায়িক-গুণের বিপরীত ভাব। সে-সকলও একপ্রকার গুণ। আবার সুন্দর, উল্লাসময় বদন, কমল-নয়ন, শান্তিপ্রদ পাদপদ্ম, কলাবিলাসোপযোগী অঙ্গ -প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপাত্মক একটী চিদ্বিগ্রহ আর একপ্রকার গুণ। এই দুইপ্রকার গুণের আধাররূপ মধ্যমাকার শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত উপাদেয়।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায়—

''নির্দোষগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জিতাত্মা।।''

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড়গুণ বা জড় কিছুমাত্র নাই, তাহা জড়ীয়-দেশকালের বশীভূত নয়, সর্বত্র সর্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে বর্তমান। তিনি অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ বস্তু। জড় জগতে দিক্ অপরিমেয় জড়বস্তু; তাহার ধর্মানুসারে মধ্যমাকার বস্তু সর্বগ হইতে পারে না। চিজ্জগতে ধর্মসকল অকুণ্ঠ, অতএব মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপিত্ব—একটী ধর্ম, তাহা জড়জগতে মধ্যমাকার বস্তুতে থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণের চিদ্বিগ্রহে সুন্দররূপে থাকে—ইহাই সেই বিগ্রহের অলৌকিক ধর্ম, ইহাই চিদ্বিগ্রহের মাহাত্ম্য। এই মাহাত্ম্য কি সর্বব্যাপি ব্রহ্মভাবে হইতে পারে? জড়ের দিগ্‌দেশকালগত ধর্ম। কাল হইতে যে পদার্থ স্বভাবতঃ মুক্ত, তাহাকে দিগ্‌দেশকালের অন্তর্বর্তী সর্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান করিলে তাহার কি মাহাত্ম্য হইল? শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামই ছান্দোগ্যোল্লিখিত 'ব্রহ্মপুর'; তাহা পূর্ণরূপে চিৎ-তত্ত্ব। তাহাতে সর্বচিদ্গত বিচিত্রতা আছে--চিদ্গত প্রকরণ, চিদ্গত স্থান, চিদ্গত মৃৎ-জলাদি, চিদ্গত নদী বৃক্ষাদি, চিদ্গত আকাশ, চিদ্গত সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র— সমস্তই সমাহিতভাবে আছে। সেখানে জড়দোষ বিন্দুমাত্র নাই; তাহা চিৎসুখে পরিপূর্ণ। বাবা! তুমি যে এই মায়াপুর নবদ্বীপে আছ, ইহাও সেই চিদ্ধাম। তবে তোমরা মায়ানির্মিত জড়জালের উপর উপবিষ্ট হইয়া চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতেছ না। সাধু-কৃপাবলে চিদ্ভাব উদিত হইলে এই সকল ভূমিকে চিন্ময় দেখিবে এবং তোমাদের ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে। মধ্যমাকার হইলেই যে জড়-দোষ-গুণসকল তাহাতে থাকিবে, এ কথা তোমাকে কে শিখাইল? তোমাদের জড়কুণ্ঠ বুদ্ধির কুসংস্কারফলে চিন্ময় মধ্যমাকার বিগ্রহের মাহাত্ম্য সুদূরবর্তী থাকে।

ব্র। বাবাজী মহাশয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ, তাঁহাদের কান্তি, তাঁহাদের শরীর, তাঁহাদের লীলোপকরণ, তাঁহাদের সহচর-সহচরীগণ, তাঁহাদের গৃহকুঞ্জবনাদি যখন সকলই চিন্ময়, তখন বুদ্ধিমান লোক কোন সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই বিগ্রহ ও তাঁহার ধাম ও লীলা কিরূপে উদিত হন?

বা। সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সমস্ত অঘটন ঘটনা হওয়া আশ্চর্য নয়। তিনি লীলাময়, স্বেচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন। ইচ্ছা করিলেই প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ কি?

ব্র। সন্দেহ এই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বপ্রকাশ তত্ত্বের অবশ্য প্রকাশ হইবে বটে, কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকাশ দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা ত' জড়বিশ্বের অংশ বলিয়া 'ধামকে'-ও মায়িক নরশরীর বলিয়া 'শ্রীবিগ্রহকে' এবং মায়িক ব্যবহার বলিয়া 'ব্রজলীলাকে' দর্শন করিতেছেন, তাহার কারণ কি? যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেন, তাহা হইলে জগতে সকললোক কেন চিল্লক্ষণে তাহা দেখিতে পায় না?

বা। কৃষ্ণের অনন্ত চিদ্গুণের মধ্যে 'ভক্তবাৎসল্য' একটী গুণ। ভক্তগণকে হ্লাদিনীশক্তির ফলপ্রদান করিয়া চিল্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে দেখিতে ভক্তগণকে শক্তি দিয়াছেন। ভক্তগণের নিকট তাঁহার লীলা সম্পূর্ণ চিল্লীলাগৌরবে প্রকাশিত আছে। অভক্তগণের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপরাধ-দোষে মায়িক থাকায় ভগবল্লীলা ও মানব-ইতিহাসে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না।

ব্র। তবে কি তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) জীব-সাধারণের প্রতি কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হ'ন নাই?

বা। তাঁহার অবতার জগন্মঙ্গলকর। অবতার-লীলাকে ভক্তগণ শুদ্ধচিল্লীলাস্বরূপে দর্শন করেন। অভক্তগণ জড়মিশ্রতত্ত্ব বলিয়া দেখিলেও তদ্দর্শনে বস্তুশক্তিবলে একপ্রকার সুকৃতির উদয় হয়। সেই সুকৃতিপুঞ্জ পুষ্ট হইলে অনন্যকৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধারূপ অধিকার উদয় করায়। অতএব অবতার-প্রকাশদ্বারা জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে।

ব্র। বেদ কেন সর্বত্র স্পষ্টরূপে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ করিলেন না?

বা। বেদ সর্বত্র পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণলীলার গান করিয়াছেন। কোন স্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোন স্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গান করিয়াছেন। শব্দের অভিধা-বৃত্তিই মুখ্য; তাহা অবলম্বন করিয়া 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে' ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেষাংশে রসের নিত্যতা ব্যাখ্যাদি এবং মুক্তজীবের স্ব-স্ব-রসানুসারে কৃষ্ণসেবা বর্ণন করিয়াছেন। শব্দের লক্ষণা বৃত্তিই গৌণবৃত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ী-সংবাদে প্রথমেই লক্ষণা-বৃত্তিতে কৃষ্ণগুণ বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে মুখ্যবর্ণনদ্বারা তদ্বর্ণনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেদ কোন স্থলে অন্বয়-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া ভগবানের নিত্যলীলার উদ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণকে বর্ণন করাই বেদের প্রতিজ্ঞা।

ব্র। বাবাজী মহাশয়, ভগবান্ শ্রীহরি যে পরমতত্ত্ব ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি উপাস্যদেবগণের যথার্থ স্থিতি কি? —তাহা বলুন। ব্রাহ্মণবর্গ শ্রীমহাদেবকে সর্বোপরি ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। আমরা সেই ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বালক কাল হইতে তাহাই শুনিতেছি ও বলিতেছি। ইহাতে যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা বলুন।

বা। সাধারণ জীবগণ, উপাস্য দেব ও দেবীগণ এবং ভগবান্— ইঁহাদের মধ্যে যে গুণ-তারতম্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ গুণবর্ণনে অন্যান্যের গুণপরিমাণ নির্ণীত

হইয়াছে; যথা মীমাংসক-বাক্য, (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ ১১-১২, ১৪-১৮)—(১)

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-পালকঃ।
সুখী ভক্ত-সুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ।।
প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ।

---

(১) এই নায়ক কৃষ্ণ ১ সুরম্যাঙ্গ, ২ সর্বসৎলক্ষণযুক্ত, ৩ সুন্দর ৪ মহাতেজা, ৫ বলবান, ৬ কিশোর-বয়সযুক্ত, ৭ বিবিধ-অদ্ভুতভাষাজ্ঞ, ৮ সত্যবাক্, ৯, প্রিয়বাক্যযুক্ত ১০ বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু (বা শ্রুতিমধুর-রসালঙ্কারাদিযুক্তবচন-প্রয়োগক্ষম) ১১ সুপণ্ডিত, ১২ বুদ্ধিমান, ১৩ প্রতিভাযুক্ত, ১৪ বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাসকুশল বা রসিক, ১৫ চতুর, ১৬ দক্ষ ১৭ কৃতজ্ঞ, ১৮ সুদৃঢ়ব্রত, ১৯ দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০ শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১ শুচি, ২২ বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ২৩ স্থির, ২৪ দান্ত, ২৫ ক্ষমাশীল ২৬ গম্ভীর ২৭ ধৃতিমান, ২৮ সমদর্শন, ২৯ বদান্য, ৩০ ধার্মিক, ৩১ শূর, ৩২ করুণ ৩৩ মানদ, ৩৪ দক্ষিণ (সরল, উদার), ৩৫ বিনয়ী, ৩৬ লজ্জাযুক্ত, ৩৭ শরণাগতপালক, ৩৮ সুখী' ৩৯ ভক্তবন্ধু, ৪০ প্রেমবশ্য', ৪১ সর্বসুখকারী, ৪২ প্রতাপী ৪৩ কীর্তিমান, ৪৪ লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, ৪৫ সজ্জনপক্ষাশ্রিত ৪৬ নারীগণমনোহারী, ৪৭ সর্বারাধ্য ৪৮ সমৃদ্ধিমান, ৪৯ শ্রেষ্ঠ, ও ৫০ ঐশ্বর্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দুবিন্দুরূপে সর্বজীবে আছে, কিন্তু কৃষ্ণে এই পঞ্চাশ গুণ অগাধরূপে বর্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি-দেবতায় বর্তমান—১ সর্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, ২ সর্বজ্ঞ, ৩ নিত্যনূতন, ৪ সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, ৫ অখিল-সিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্বসিদ্ধিনিষেবিত।

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্তমান আছে; তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই—১ অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, ২ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, ৩ সকলাবতারবীজত্ব, ৪ হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, ৫ আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্তমান।

এই ষষ্টিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—১ সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, ২ শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ৩ ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত-গান, ৪ যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবম্বিদ রূপের সৌন্দর্য—যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

১ লীলাময়, ২ প্রেমবশতঃ প্রেষ্ঠত্ব, ৩ রূপমাধুর্য ও ৪ বেণুমাধুর্য—এই চারিটি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, গিরীশাদি দেবতা', নারায়ণাদি পরমেশ্বরস্বরূপ এবং সাক্ষাদ্‌গোবিন্দ-ভেদে সর্বশুদ্ধ গণনায় চতুঃষষ্টিগুণ উদাহৃত হইয়াছেন।

সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী।।
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্য-নূতনঃ।।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ।।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধি।।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিত চরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যে বেণুরূপয়োঃ।।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।

এই চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাসমূর্তিতেও নাই। সেই চারিটী গুণ পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদঘনবিগ্রহ পরব্যোমপতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ-বিযুক্তে অবশিষ্ট ৫৫ টী গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত ৫০ টী গুণ বিন্দু-বিন্দু রূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, গণেশ ও ইন্দ্র--ইঁহারা সেই ভগবানের অংশ গুণবিশিষ্ট, জগদ্ব্যাপারে অধিকারপ্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতারবিশেষ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহু বহুজন শুদ্ধভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাও জীবগণের অধিকারভেদে উপাস্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত। ভগবদ্ভক্তির অঙ্গরূপে তাঁহাদের পূজা করা বিধিসিদ্ধ। তাঁহারা কৃপা করিয়া অনন্যকৃষ্ণভক্তি দান করিলে জীব গুরুরূপে নিত্য পূজিত হন। দেবদেব মহাদেব ভগবদ্ভক্তি পরিপূর্ণ হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইতে অভেদ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই মায়াবাদ পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে চরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া আশ্রয় করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত শক্তিবিচার)

(শক্তি বিচার আরম্ভ—ত্রিপদিকা পরা শক্তির নিত্যত্ব-বিচার-পরব্রহ্ম- নিত্যই শক্তি-পরিচিত- -লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব—চিদ্বৈচিত্রের হেয় প্রতিফলনই মায়া—বর্ণন-সাম্য- সত্ত্বেও বস্তু-বিপর্যয়—রাধিকা স্বরূপশক্তি— সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর ক্রিয়া—বিরোধ-সামঞ্জস্যই শক্তির অচিন্ত্যত্ব— স্বেচ্ছাময় ভগবানের অবতারতত্ত্ব— রসস্বরূপতা—পরাক্ ও প্রত্যক্ অবস্থিতি- -রসস্বরূপ-লক্ষণ—কৃপাব্যতীত কৃষ্ণস্বরূপ দর্শনে যোগ্যতাভাব— বেদে কৃষ্ণধামের উল্লেখ— শিবশক্তি—সম্প্রদায়-বিশেষে মায়াকে আদ্যাশক্তি বলিবার কারণ—দুর্গাতত্ত্ব—শ্রীনবদ্বীপধাম— গৌরতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের অভেদত্ব— গৌরমন্ত্র—বিষ্ণুপ্রিয়া— গৌরগদাধর—সকলই -শক্তি-পরিচয়- -শক্তিমানের পরিচয়— পরস্পরের সেব্য-সেবক অভিমানই ভেদক—ব্রজনাথের ভক্তি-উন্নতি।)

ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজীর নিকট পূর্বরাত্রে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দিন বিচার করিয়া বিপুল আনন্দলাভ করিলেন। মনে করিলেন, আহা শ্রীগৌরাঙ্গের কি অপূর্ব শিক্ষা! শুনিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় যেন অমৃতে পরিপূর্ণ হইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের মুখে যতই শুনিতেছি, ততই পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে। সিদ্ধান্তের কোন অংশই অসঙ্গত নয়—যথাশাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কেন যে ব্রাহ্মণ সমাজে ইহার নিন্দা শুনিতে পাই, তাহা বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, মায়াবাদের পক্ষপাতিত্বই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অপসিদ্ধান্তের কারণ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীর কুটীরে ব্রজনাথ পৌঁছিয়া প্রথমে কুটীরকে, পরে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে বলিলেন,—প্রভো, শ্রীদশমূলের তৃতীয় মূলশ্লোক শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। বাবাজী মহাশয় পুলকিতশরীরে বলিতে লাগিলেন,—

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি।
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাং।
স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে।।৩।।

তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরম পুরুষ স্বমহিমস্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিরূপ ত্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয় ব্যাপারে সর্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্বিকার পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান।

ব্র। ব্রাহ্মণমণ্ডলী বলেন যে, —পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাবস্থায় লুপ্তশক্তি এবং ঈশ্বরাবস্থায় ব্যক্তশক্তি। এ বিষয়ে বেদ-সিদ্ধান্ত কি?

বা। পরমবস্তুর সর্বাবস্থায় শক্তির পরিচয় আছে। বেদ (শ্বেঃ ৬।৮) বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।" (১)

চিচ্ছক্তি-বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ১।৩)

" তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেক।।" (২)

জীবশক্তি—বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ৪।৫)

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।।" (৩)

মায়াশক্তি-বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ৪।৯)—

"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।।" (৪)

" পরাস্য শক্তিঃ" এই বাক্যে পরমতত্ত্বের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও একটি শ্রেষ্ঠশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নিঃশক্তিক অবস্থা তাঁহার কোথাও বর্ণিত হয় নাই। সবিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ভগবান্ এবং নির্বিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ব্রহ্ম। নির্বিশেষ গুণটীও সেই পরা শক্তিই প্রকাশ করেন; অতএব নির্গুণ, নির্বিশেষ-ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই শ্রেষ্ঠশক্তিকে 'পরাশক্তি', 'স্বরূপশক্তি' 'চিচ্ছক্তি' ইত্যাদি নামে স্থানে স্থানে বর্ণন করা

---

(১) সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্বদা সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম 'পরাশক্তি'। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিক শক্তি জ্ঞান (চিৎ, বা সম্বিৎ) বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।)

(২) এক অদ্বয়তত্ত্ব শক্তিমান, যে পরমপুরুষ কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি কারণ সমুহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহারই আত্মভূতা ও নিজ প্রভা দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই সেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযুক্ত হইয়া কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।)

(৩) 'ত্রিগুণময়ী', বহুপ্রজার জনয়িত্রী, সামনকারা, এক প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা (অজ) পুরুষ সেবাদ্বারা ভজনা করেন; অন্য অজ পুরুষ এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।)

(৪) বেদসমূহ, যজ্ঞসকল, ক্রতু, ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদ কীর্তন করিয়া থাকেন, এই সকল যে বিশ্ব(প্রপঞ্চ) হইতে মায়াধীশ পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই প্রপঞ্চে অন্য জীব বাস করিয়া মায়ার দ্বারাই সম্বদ্ধ হইয়া সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করেন।)

হইয়াছে। লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী ভাণমাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সবিশেষ ও নির্বিশেষ-ব্রহ্ম এইরূপে বেদে (শ্বেঃ ৪।১, ৩।১ ও ৬।১৬) বর্ণিত হইয়াছেন—

" য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" (১)

" য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।।" (২)

এখন দেখ, পরমতত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না; তাহা সর্বদা স্ব-প্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিত্যরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়—

" স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী, সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।।" (৩)

ত্রিপদিকা শক্তির বিবরণে এই মন্ত্রেই 'প্রধান' শব্দে মায়াশক্তি, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে জীবশক্তি, 'ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি' শব্দে চিৎশক্তি লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা ভেদে লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়াবাদান্তর্গত মতবাদমাত্র; বস্তুতঃ তিনি সর্বদা সর্বশক্তিমান। সেই অবস্থাই তাঁহার স্বমহিমা ও স্বরূপে অবস্থান; সেই অবস্থাতেই তিনি পরমপুরুষ এবং শক্তিযুক্ত হইয়াও স্বেচ্ছাময়।

ব্র। সর্বদা শক্তিযুক্ত হইলে শক্তিপরিচালিত হইয়া কার্য করেন। স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাময়তা কিরূপে থাকিতে পারে?

বা। বেদান্তমতে 'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ' এই উক্তি-বিচারে শ্রুতি সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক। কার্যসকল শক্তির পরিচয়; কার্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য, চিজ্জগৎ চিচ্ছশক্তির কার্য। চিচ্ছশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার।

ব্র। স্বেচ্ছাক্রমে কার্য করিয়া স্বয়ং কি প্রকারে নির্বিকার হইতে পারেন? স্বেচ্ছাময় বলিলেই ত সবিকার হইল?

বা। 'নির্বিকার' বলিলে মায়িক-বিকারশূন্যতাকে বুঝাইবে। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। তাহার যে কার্য, তাহা সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়। মায়াবিকার নিত্য নয়; অতএব পরমতত্ত্বে সে বিকার নাই। পরমতত্ত্বে যে ইচ্ছা ও বিলাসরূপ বিকার আছে, তাহা চিদ্বৈচিত্র্য

---

(১) পরমেশ্বর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহা কিছু, সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজশক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বা প্রাকৃতরূপরহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও শুক্লাদি রূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন।)

(২)। যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ, তিনি স্বশক্তির দ্বারা লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।)

(৩) সেই বিশ্বের কর্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্তা, গুণী সর্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।)

অর্থাৎ চিন্ময় প্রেমবিকাশবিশেষ—তাহাতে অশুদ্ধদোষ নাই। তাহা অদ্বয়জ্ঞানের অন্তর্গত। স্বেচ্ছাক্রমে মায়িকশক্তিদ্বারা জড়জগৎকে উদয় করিয়াও তাঁহার চিৎস্বরূপতা অখণ্ডরূপে আছে। চিদ্বৈচিত্র্যে মায়া সম্বন্ধ নাই। যাহাদের বুদ্ধি মায়িক, তাহারা চিদ্বৈচিত্র্য-বর্ণনকে মায়িকরূপে দেখে, যথা—কামলা- রোগী সকলবর্ণকেই নিজদোষদূষিত হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট দেখে এবং মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখে। ইহার মূল তাৎপর্য এই যে, মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া, অতএব চিৎকার্যে যে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহার হেয় প্রতিফলনই মায়া-বৈচিত্র্য ; বহির্দৃশ্যে সাম্য আছে, কিন্তু বস্তু ব্যাপারে বিপর্যয়। আদর্শ নর শরীরের আকৃতি সমতল কাচ-দর্পণে যেমন মোটের উপর সমান দৃশ্য প্রতিভাত হয়, অঙ্গসকল বিপর্যক্রমে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ দক্ষিণহস্তকে বামহস্ত ও বামহস্তকে দক্ষিণহস্ত ইত্যাদি দেখা যায়, তদ্রূপ চিজ্জগতের বৈচিত্র্য ও মায়িক জগতের বৈচিত্র্য স্থূলদর্শনে সমবোধ হইলেও সূক্ষ্মদর্শনে বিপর্যস্ত। মায়া-বৈচিত্র্য চিদ্বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিফলন। অতএব তদুভয়ের বর্ণনে সাম্য, কিন্তু বস্তুতে পার্থক্য আছে। মায়িক-বিকার শূন্য সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষ মায়ার অধ্যক্ষস্বরূপ তাহাকে নিজকার্য করাইতেছেন।

ব্র। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের কোন্ শক্তি ?

বা। কৃষ্ণ পূণশক্তিমান তত্ত্ব, শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার পূর্ণশক্তি ; শ্রীমতীকে পূর্ণ স্বরূপশক্তিও বলা যায়। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেরূপ অপৃথক্, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদনস্থলে নিত্য পৃথক্ হইয়াও সর্বদা অপৃথক্। সেই স্বরূপশক্তি হইতে 'চিচ্ছক্তি', 'জীবশক্তি', ও 'মায়াশক্তি'—তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়। চিচ্ছক্তির অন্যতর নাম 'অন্তরঙ্গাশক্তি', জীবশক্তির অন্যতর নাম 'তটস্থা-শক্তি'। মায়াশক্তির অন্যতর নাম 'বহিরঙ্গাশক্তি'। স্বরূপশক্তি এক হইলেও উক্ত তিনরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তিতে যে সকল নিত্য লক্ষণ আছে, তাহা পূর্ণরূপে চিচ্ছক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির লক্ষণসকল অনু-পরিমাণে জীব শক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির অন্য তিনপ্রকার স্বভাব প্রকাশিত আছে—'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ; তাহাদের নাম দশমূলে লিখিত হইয়াছে,—

স বৈ হ্লাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে।।৪।।

স্বরূপশক্তির তিনটিপ্রভাব—'হ্লাদিনী' 'সম্বিৎ' ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল বৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান; ইহার ভাবার্থ এই যে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—

স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় সর্বত্র পরিচিত। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে বৃষভানুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদাহ্লাদ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণ প্রিয়ঙ্করী হইয়া তিনি মহাভাবস্বরূপা এবং নিজ কায়ব্যূহস্বরূপে অষ্টপ্রকার ভাবকে 'অষ্টসখী' 'নর্ম্মসখী' ও 'প্রিয়সখী' 'প্রাণসখী' ও 'পরম- প্রেষ্ঠসখী'— এইরূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে চারিপ্রকার সখীরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা চিজ্জগৎরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী। স্বরূপশক্তির সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী ব্রজের ভূ-জলাদিবিশিষ্ট গ্রাম, বন, নিকর, তথা গিরি-গোবর্দ্ধনাদি বিলাসপীঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখী-সখা, গোধন, দাসাদির চিন্ময়কলেবর ও বিলাসোপকরণ—সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে সর্বদা পরমানন্দরত এবং সম্বিতের প্রকটিত রহস্যজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান্। বংশীবাদনপূর্বক গোপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদি এবং রাসলীলাদি—সমস্তই সম্বিদাশ্রিত কৃষ্ণক্রিয়া। সন্ধিনীকৃত ধামে ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ সর্বদা রস মগ্ন। কৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে, সর্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয়।

ব্র। আপনি বলিয়াছেন, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—ইহারা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপশক্তির অণু অংশে জীবশক্তি, ছায়া অংশে মায়াশক্তি। এই দু'য়ে ঐ তিনবৃত্তি কিরূপে কার্য করে, একটু আভাস দিতে আজ্ঞা করুন।

বা। জীবশক্তি যেরূপ স্বরূপশক্তির অণু, স্বরূপশক্তির ঐ তিন বৃত্তি জীবশক্তিতে অণুস্বরূপে বর্তমান—হ্লাদিনীবৃত্তি জীবে ব্রহ্মানন্দস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ, সম্বিৎবৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে বর্তমান, সন্ধিনীবৃত্তি জীবের অণুচৈতন্য-আকারে প্রকাশিত। এসব বিষয় জীবতত্ত্ব-বিচারে জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপে জানিতে পারিবে। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি মায়াশক্তিতে জড়ানন্দ, সম্বিৎবৃত্তি জড়বিষয়জ্ঞান ও সন্ধিনী বৃত্তি হইতে চৌদ্দলোকময় জড়ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জড়শরীর।

ব্র। শক্তিকার্য যদি এইরূপ চিন্তনীয় হইল, তবে শক্তিকে কেন অচিন্ত্য বলা যায়?

বা। বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করা যায়, কিন্তু সম্বন্ধস্থলে সমস্তই অচিন্ত্য। জড়জগতে বিরুদ্ধধর্মের একত্রাবস্থান অসম্ভব; যেহেতু বিরুদ্ধধর্মসকল পরস্পর নষ্টকারী। কৃষ্ণের শক্তি এরূপ অচিন্ত্য যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্ম সামঞ্জস্যের সহিত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কৃষ্ণ যুগপৎ স্বরূপ ও অরূপ, বিভূ ও মূর্তিমান, নির্লেপ ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দাত্মজ, সর্বারাধ্য ও গোপ, সর্বজ্ঞ ও নর-ভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান্, অত্যন্ত দুরস্থ ও নিকটস্থ, নির্বিকার ও গোপীদিগের মানে ভীত, এই প্রকার অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ধর্মসকল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণধামে ও শ্রীকৃষ্ণলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জসভাবে চিল্লীলাপোষক—ইহাই শক্তির অচিন্ত্যত্ব।

ব্র। বেদ কি এরূপ স্বীকার করিয়াছেন?

বা। সর্বত্র এই তত্ত্ব স্বীকৃত আছে; শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৯)—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।" (১)

ঈশাবাস্যে (৫ম ও ৮ম মঃ)

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূত্তরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।" (২)

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।" (৩)

ব্র। বেদে কি স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ আছে?

বা। হাঁ, অনেক স্থানেই আছে। তলবকারে উমা-মহেন্দ্র সংবাদে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুর বিনাশ করিয়া অহঙ্কৃত হ'ন। দেবতাগণ অহঙ্কারে পরস্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময় পরব্রহ্ম ভগবান্ আশ্চর্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া উহাদের অহঙ্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করতঃ উহাদিগকে স্বশক্তিক্রমে একটি তৃণ ধ্বংস করিতে দিলেন। দেবতারা ভগবানের রূপে ও সামর্থ্যে আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িলেন, যথা (কেঃ উঃ ৩।৬)—

"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্।

স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি।।" (৪)

বেদের গূঢ়তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ অচিন্ত্যসুন্দর পুরুষ। স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন।

(১। সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণ বিশিষ্ট। তিনি সর্বসাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত-হস্তচরণচক্ষুঃকর্ণযুক্ত চিন্ময়রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীমবুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্বকারণকারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন।)

(২। সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান—ইহাই সর্বশক্তিমান্ ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব।)

(৩। সেই (পরমাত্মা সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, স্থূললিঙ্গরূপ জড়দেহরহিত, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কান্তদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বোপরি, স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি স্বয়ং অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অন্য নিত্যপদার্থ সকলকে তত্তৎ বিশেষদ্বারা পৃথক্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।)

(৪। "ইহা দগ্ধ কর, দেখি"—এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার (জাতবেদা অগ্নির) সম্মুখে এক'টী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়া তৃণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাবৃন্দের সমীপে গমনপূর্বক বলিলেন,—এই পূজনীয় পুরুষ কে তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।)

ব্র। কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ রসমুদ্র; তাহা বেদ কোন্ স্থলে বলেন ?

বা। তৈত্তিরীয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন, (২য় বঃ—৭ম অনু)—

"যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।।" (১)

ব্র। যখন তিনি রসস্বরূপই, তখন বহির্মুখ লোক তাঁহাকে কেন দেখিতে পায় না ?

বা। মায়াবদ্ধ-জীবের দুইপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাক্ অবস্থিতি ও প্রত্যক্ অবস্থিতি। পরাক্ অবস্থিতিক্রমে জীব কৃষ্ণবহির্মুখ, অতএব কৃষ্ণসৌন্দর্যদর্শনে অক্ষম—তিনি বিষয়মুখ হইয়া মায়িকবিষয় চিন্তন ও দর্শন করেন। প্রত্যক্-অবস্থিতি পুরুষ মায়ার প্রতি পরাক্‌দৃষ্টিযুক্ত অর্থাৎ পরাঙ্মুখ— কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সাম্মুখ্য হইয়াছে, অতএব কৃষ্ণের রসস্বরূপ দর্শনে তিনি সমর্থ। কঠে বলিয়াছেন,—(২।১।১)—

" পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।" (২)

ব্র। "রসো বৈ সঃ" এই বেদবাক্যে যে রসমূর্ত্তি কথিত আছে, তাহা কি ?

বা। গোপালতাপনী বলিয়াছেন (পূর্ব ১৩।১)—

" গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।।" (৩)

ব্র। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই চিজ্জগতের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ, তিনিই সর্বশক্তিমান্, তিনিই স্বয়ং রসস্বরূপ এবং সর্বরসাশ্রয়। ব্রহ্মজ্ঞানাদির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অষ্টাঙ্গযোগ তাঁহার অংশতত্ত্ব পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করে। নির্বিশেষব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি। নিত্য চিৎ-সবিশেষ হইয়া তিনি জগতের অরাধ্যতম বস্তু; কিন্তু সহজে তাঁহাকে পাইবার উপায় দেখি না—তিনি চিন্তাতীত। মানবের চিন্তা বই কি উপায় আছে ? ব্রাহ্মণই হই, বা চণ্ডালই হই, তাঁহার চিন্তা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবার উপায়কে দুরূহ বোধ হইতেছে।

(১। যিনি সুকৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত?)

(২। ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া রচনা করিয়াছেন, সেই হেতু জীব বাহ্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। বহির্মুখ প্রবৃত্তিনিবন্ধন তাহারা নিজ নিজ অন্তরাত্মা শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি বহির্মুখ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অন্তরস্থ শ্রীভগবানকে অবলোকন করিয়া থাকেন।)

(৩। গোপবেশ, নির্মল পদ্মপলাশলোচন, মেঘের ন্যায় শ্যাম-চিক্কন-আভাযুক্ত, বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ময়, পীতবর্ণবসনপরিহিত, দ্বিভুজ, সম্বেস্ত্র, গলদেশে বনমালালম্বিত, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে (চিত্তদ্বারা যিনি ধারণাকরেন, তাঁহার সংসারমুক্তি লাভ হয়।)

বা। কঠে বলিয়ছেন, (২।২।১৩)—

"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শ্বাশ্বতী নেতরেষাম্।" (১)

ব্র। তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে পারিলে শাশ্বতী শান্তিলাভ করা যায়। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে দেখিব, তাহা ত' বুঝিতে পারি না।

বা। কঠে বলিয়াছেন, (১।২।২৩)—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" (২)

শ্রীমদ্ভাগবতে, (১০।১৪।২৯)

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্।" (৩)

বাবা, আমার প্রভু বড় কৃপাময়; আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণ, অনেক শাস্ত্র পড়িলে বা শাস্ত্রার্থ বিচার করিলে, প্রাপ্য হন না; অনেক মেধা থাকিলে অথবা অনেক গুরুকরণ করিলেই যে তিনি লভ্য হইবেন, এরূপ নয়; যিনি 'আমার কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহাকেই সেই আত্মার আত্মা কৃষ্ণ তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘনস্বরূপ কৃপা করিয়া দেখান। এসব বিষয় অভিধেয়-বিচারে তুমি সহজে বুঝিবে।

ব্র। বেদে কি কৃষ্ণধামের উল্লেখ আছে।

বা। অনেকস্থানে উল্লেখ আছে। কোন স্থানে 'পরব্যোম্-শব্দ', কোনস্থানে 'সংব্যোম-শব্দ', কোনস্থলে 'ব্রহ্মগোপালপুরী,' কোনস্থানে ' গোকুল'—এ প্রকার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতরে, (৪।৮)—

"ঋচোহক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।" (৪)

মুণ্ডকে, (২।২।৭)—

(১। যে পণ্ডিতগণ সেই পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যানন্দ লাভ হয়, অপরের তাহা লাভ হয় না।)

(২। এই পরমাত্ম-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশ-তনু প্রকাশ করিয়া থকেন।)

(৩। হে দেব, কেবলমাত্র তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদলেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্বক অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহই সেই তত্ত্ব জানিতে পারে না।)

(৪। ঋক্ প্রতিপাদ্য অক্ষর, পরমধামকল্প যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমপুরুষকে যিনি অবগত না হ'ন, তিনি ঋক্-দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হন।)

"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" (১)

'পুরুষবোধিনী'-শ্রুতিতে—

" গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে দ্বেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ।" (২)

গোপা লোপনিষদে,—

"তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপাল-পুরী হি।" (৩)

ব্র। তান্ত্রিকব্রাহ্মণেরা শিবশক্তিকে 'আদ্যাশক্তি' বলেন—ইহার কারণ কি?

বা। শিবশক্তি মায়াশক্তি। মায়াতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ আছে। যে সকল ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সেই গুণের অধিষ্ঠাত্রী মায়াকে একটু শুদ্ধভাবে আরাধনা করেন; যেসকল ব্রাহ্মণেরা রাজসিক, তাঁহারা রজোগুণান্বিতা সেই মায়াকে আরাধনা করেন; যাঁহারা তমোগুণাশ্রিত, তাঁহারা অন্ধকার-তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী মায়াকে 'বিদ্যা' বলিয়া আরাধনা করেন। বস্তুতঃ, মায়া ভগবচ্ছক্তির বিকারমাত্র—'মায়া' বলিয়া পৃথক্ শক্তি নাই—ভগবচ্ছক্তির ছায়া-বিকারই মায়া। মায়াই জীবের বন্ধ ও মুক্তির হেতু। কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে মায়া জীবকে জড়বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া দণ্ড দেন; কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভ করিলে তিনি সত্ত্বগুণ প্রকাশ করিয়া জীবকে কৃষ্ণজ্ঞান দান করেন। এতন্নিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মায়ার আদর্শ 'স্বরূপক্তি'কে দেখিতে না পাইয়া মায়াকে 'আদ্যাশক্তি' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মায়মোহিত জীবের উচ্চসিদ্ধান্ত কেবল সুকৃতক্রমেই হইয়া থাকে—সুকৃত না থাকিলে হয় না।

ব্র। গোকুল-উপাসনায় শ্রীদুর্গাদেবী'-কে পার্ষদমধ্যে গণনা করা হইয়াছে; গোকুলগত দুর্গা কে?

বা। তিনিই যোগমায়া। চিচ্ছক্তির বিকারবীজরূপে তাঁহার অবস্থিতি; এতন্নিবন্ধন তিনি যখন চিদ্ধামে থাকেন, তখন স্বরূপশক্তির সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি রাখেন; তাঁহার বিকারই জড়মায়া। অতএব জড়মায়াস্থিত দুর্গা সেই দুর্গার পরিচারিকা; চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি। নিত্যধামে গোপীসকল যে পারকীয়-ভাব অবলম্বনপূর্বক কৃষ্ণের রস বিলাস পুষ্টি করেন, তাহা যোগমায়া-প্রদত্ত। রাসলীলায় ' যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' (ভাঃ ১০।২৯।১০) (৪) এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, স্বরূপশক্তির চিদ্বিলাসে অনেকগুলি কার্য হয়, যাহা অজ্ঞান কার্যের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ অজ্ঞান নয়। মহারসের পুষ্টির জন্য তদ্রূপ অজ্ঞাত যোগমায়া কৃর্তক প্রবর্তিত হয়। এই সমস্ত বিষয় রস বিচারে জানিতে পারিবে।

(১। যাঁহার মহিমা ভুবনে বিঘোষিত, সেই পরমাত্মা অপ্রাকৃতধাম পরব্যোমে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।)

(২।' গোকুল' নামক মাথুরমণ্ডলে ভগবানের দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও শ্রীমতী।)

(৩। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামসমূহের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালের পুরী বিরাজতি।)

(৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রাসক্রীড়া করিতে সঙ্কল্প করিলেন।)

ব্র। 'ধামতত্ত্ব' সম্বন্ধে আমার একটী কথা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কৃপা করিয়া বলুন। বৈষ্ণবগণ এই নবদ্বীপকে 'শ্রীধাম' বলেন কেন?

বা। শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে অপৃথক্‌তত্ত্ব; তন্মধ্যে এই মায়াপুর সর্বোপরি। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল শ্রীনবদ্বীপে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর—মায়াপুর শ্রীনবদ্বীপধামের মহাযোগপীঠ। "ছন্নঃ কলৌ" (ভাঃ ৭।৯।৩৮) (১) এই ন্যায়ক্রমে ভগবানের পূর্ণাবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও সেইরূপ প্রচ্ছন্নধাম। কলিকালে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় আর তীর্থ নাই; এই ধামের চিন্ময়ত্ব যাঁহার জ্ঞানগোচর হয়, তিনিই যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী। ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্মুখচক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয় তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হ'ন।

ব্র। এই নবদ্বীপধামের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।

বা। ' গোকুল', 'বৃন্দাবন' ও ' শ্বেতদ্বীপ'— পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোকে, বৃন্দাবনে ও শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই— শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবদ্বীপবাসিগণ পরমসৌভাগ্যবান্—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ। অনেক পুণ্যপুঞ্জক্রমে শ্রীনবদ্বীপবাস-লাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে কোন রস অপ্রকাশ ছিল, তাহা শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছে। সেই রসের অধিকারী হইলেই তাহার অনুভব হইবে।

ব্র। শ্রীনবদ্বীপধামের আয়তন কি?

বা। শ্রীনবদ্বীপধামের ষোলক্রোশ পরিধি। ধামটী অষ্টদল-পদ্মের আকার—অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ ও মধ্যভাগে কর্ণিকার। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ— এই আটটী দ্বীপে অষ্টদল; অন্তর্দ্বীপ মধ্যভাগে; অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থল শ্রীমায়াপুর। এই নবদ্বীপধামে, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে, সাধন করিলে জীব অচিরে প্রেমসিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীমায়াপুরের মধ্যভাগে মহাযোগপীঠরূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দির। সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যলীলা ভাগ্যবান্‌গণ দর্শন করেন।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কি স্বরূপ-শক্তির কার্য?

বা। শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ-শক্তির ক্রিয়া, গৌরাঙ্গলীলাও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী স্বীয় কড়চায় বলিয়াছেন, (চৈঃ চঃ আদি ১।৫)-

" রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্।।" (২)

(১। কলিযুগে ছন্ন অবতার, এজন্য ভগবান্ 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত।)

বাবা, কৃষ্ণ ও চৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিল, পরে রাধাকৃষ্ণ হইল; আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছে— এ কথার তাৎপর্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য। পরমতত্ত্বের সমস্ত লীলাই নিত্য। যে ব্যক্তি ঐ দুই লীলার কোন লীলাকে অবান্তর মনে করে, সে অতিশয় অতত্ত্বজ্ঞ ও নীরস।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতত্ত্ব হইলেন, তবে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা কি?

বা। গৌরাঙ্গ- নাম- মন্ত্রে গৌরপূজা করিলেও যাহা হয়, কৃষ্ণ- নাম- মন্ত্রে কৃষ্ণপূজা করিলেও তাহাই হয়। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা— সকলই এক। ইহাতে যে ভেদ-বুদ্ধি করে, সেই নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।

ব্র। ছন্নাবতারের মন্ত্র কিরূপে পাওয়া যায়?

বা। যে তন্ত্র প্রকাশ্য-অবতারগণের মন্ত্র প্রকাশররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই তন্ত্রই ছন্নাবতারের মন্ত্র ছন্নরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহাদের বুদ্ধি কুটীল নয়, তাঁহারা বুঝিয়া লইতে পারেন।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়?

বা। গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার— অর্চনমার্গে এক প্রকরার ও ভজনমার্গে অন্য প্রকার। অর্চনমার্গে শ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হ'ন; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।

ব্র। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি?

বা। সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন; তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনীসারসমবেত- সম্বিচ্ছক্তি, অর্থাৎ ভক্তি স্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।

ব্র। তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বরূপশক্তি বলা যায়?

বা। ইহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী সারসমবেত সম্বিচ্ছক্তি কি স্বরূপশক্তি ন'ন?

ব্র। প্রভো, সত্বরেই আমি অর্চনসম্বন্ধে শ্রীগৌরার্চন-পদ্ধতি শিক্ষা করিব। এখন আর একটি তত্ত্বকথা মনে পড়িল জিজ্ঞাসা করিতেছি; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি— ইঁহারা স্বরূপশক্তির প্রভাব; আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—ইহাদের প্রত্যেক প্রভাবের প্রবৃত্তি যতকিছু অনুভব হইতেছে, সকলই শক্তির কার্য। চিজ্জগৎ, চিৎশরীর, চিৎসম্বন্ধ, চিল্লীলা—সকলই শক্তির পরিচয়। শক্তিমান্ যে কৃষ্ণ, তাঁহার পরিচয় কোথায়?

(২। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মা হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ-নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট, অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত (যুক্ত) সেই কৃষ্ণরূপকে প্রণাম করি।)

বা। বাবা, এ বড় বিষম সমস্যা। ন্যায়ের ফাঁকি-বাণ মারিয়া এই বৃদ্ধকে কি বধ করিবে? প্রশ্নটী যেমন সহজ, উত্তরও তদ্রূপ বটে, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার অধিকারী পাওয়া কঠিন; আমি বলি, তুমি বুঝিয়া লও। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—সকলই শক্তিপরিচয় বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাময়তা ত' শক্তির কার্য নয়—সেইটী কেবল পরমপুরুষের স্বরূপনিষ্ঠ কার্য। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ও শক্তির আশ্রয়রূপ পুরুষ-বিশেষ। শক্তি-ভোগ্যা, কৃষ্ণ— ভোক্তা; শক্তি-অধীন, কৃষ্ণ-স্বাধীন। শক্তি এই স্বাধীন পুরুষটীকে সর্বপ্রকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; তথাপি স্বাধীন পুরুষ সর্বদা পূর্ণরূপে অনুভূত। সেই স্বাধীন পুরুষটী শক্তিপিহিত হইলেও তিনি শক্তির অধ্যক্ষ। মনুষ্য তাঁহাকে অনুভব করিতে গেলে শক্তির আশ্রয়েই অনুভব করে, অতএব শক্তি-পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের পরিচয় অনুভব করা যায় না; কিন্তু ভক্তপুরুষ যখন তাঁহাকে প্রেম করেন, তখন তাঁহার, শক্তির অতীত শক্তিমান্ নেতার সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি শক্তিময়ী, অতএব স্ত্রীস্বরূপা—কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অনুগতা হইয়া কৃষ্ণের ইচ্ছাময়, পুরুষত্বপরিচায়ক পৌরুষ-বিলাস অনুভব করেন।

ব্র। যদি শক্তির অতীত কোন পরিচয়হীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহা ত' উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম হইয়া পড়ে।

বা। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছাহীন, ঔপনিষদ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়; উভয়ে অনেক প্রভেদ—ব্রহ্ম নির্বিশেষ; কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি হইতে পৃথক হইলেও সবিশেষ; যেহেতু তাঁহাতে পুরুষত্ব, ভোক্তৃত্ব অধিকারও স্বতন্ত্রতা আছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি অপৃথক্; শক্তি যে কৃষ্ণের পরিচয় দেন, তাহাও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কেননা, কৃষ্ণকামিনী শক্তি শ্রীরাধারূপে নিজের পরিচয় স্ত্রীভাবে দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ— সেব্য; পরমাশক্তি শ্রীমতী —তাঁহার সেবাদাসী; পরস্পরের অভিমানই পরস্পরের ভেদকতত্ত্ব।

ব্র। কৃষ্ণের ইচ্ছা ও ভোক্তৃত্ব যদি পুরুষরূপী কৃষ্ণের পরিচয় হয়, তবে শ্রীমতীর ইচ্ছাটা কি?

বা। শ্রীমতীর ইচ্ছা কৃষ্ণাধীনা—কৃষ্ণ হইতে কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁহার নাই। ইচ্ছা কৃষ্ণের; সেই ইচ্ছার অধীন যে কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা, তাহা রাধিকার। রাধিকা পূর্ণশক্তি বা আদ্যাশক্তি; কৃষ্ণ—পুরুষ বা শক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্তক।

এই পর্যন্ত কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ব্রজনাথ পরমাহ্লাদে বিল্বপুষ্করিণী-গ্রামে নিজবাটীতে গমন করিলেন। দিন দিন ব্রজনাথের ভাব পরিবর্তন হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার ঠাকুর-মা তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ সে সব কথায় কর্ণপাত করেন না; দিবানিশি বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষিত তত্ত্বগুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাগুলি সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইলে আবার অমৃতময় নূতন উপদেশ লইব—এরূপ মনে করিয়া আনন্দের সহিত শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার)

(জীবতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—জীবের স্বরূপ—তটস্থশক্তি ও জীবের তটস্থ স্বভাব—জীব মায়াশূন্য-গঠন হইলেও মায়ার অভিভাব্য—জীব সম্বন্ধে বিচিত্র মায়াবাদ-খণ্ডন— চিচ্ছক্তি ও জীব—কৃষ্ণের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি হইতে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের প্রকটন— জীবের নিত্যতা কিরূপ—জড়াতীত বোধোদয়ের পূর্বে চিদ্ব্যাপার বোধযোগ্যতাভাব— হরিনামের অনুশীলনেই তদ্‌বোধোদয়—চিদ্ব্যাপারে জড়ব্যাপারের উদাহরণ প্রাদেশিক মাত্র—চিদ্ধর্ম ও জড়ধর্মের ভেদ--উদাহরণ-বিচার-কৃষ্ণলীলার অধিকারভেদে প্রকৃতিভেদ—জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ—অভেদাংশ-- ভেদাংশ বিচার—জীবের নিত্য স্বরূপ— জন্মান্তর—স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ ও অপ্রাকৃত দেহ—লিঙ্গ পরিচয়—লিঙ্গশরীর—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—মুক্ত অবস্থাতেও পতনাশঙ্কা।)

অদ্য ব্রজনাথ একটু শীঘ্রই শ্রীবাস-অঙ্গনে পৌঁছিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক দেখিবার জন্য সে দিবস শ্রীগোদ্রুমবাসি-ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস-বাবাজী, বৈষ্ণবদাস ও অদ্বৈতদাস প্রভৃতি সকলেই আরাত্রিকের মণ্ডপে বসিলেন। ব্রজনাথ শ্রীগোদ্রুমবাসি- বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া মনে করিলেন—-'আমি সত্বরেই ইঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া চরিতার্থ হইব।' ব্রজনাথের সুনম্র মুখশ্রী ও ভক্তিময়ী মূর্তি দেখিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে শ্রীগোদ্রুম যাত্রা করিলে, বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, ব্রজনাথের চক্ষু হইতে দর-দর ধারা পড়িতেছে। রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের কি এক অপূর্ব স্নেহ ব্রজনাথের প্রতি হইয়াছে; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, তুমি কেন রোদন করিতেছ? ব্রজনাথ বিনীতভাবে বলিলেন,—প্রভো, আপনার উপদেশ ও সঙ্গবলে আমার চিত্ত বিগলিত হইয়াছে; এ সংসারকে অসার বলিয়া বোধ হইতেছে; শ্রীগৌর-পদ আশ্রয় করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অদ্য আমার মনে এই একটী জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে-— আমি তত্ত্বতঃ কে এবং এই জগতেই বা আমি কেন আসিয়াছি?

বা। ভাল, তুমি এই প্রশ্ন করিয়া আমাকে ধন্য করিলে! যে জীবের শুভদিন উদয় হয়, তিনি এই প্রশ্নটী সর্বাগ্রে করিয়া থাকেন। দশমূলের পঞ্চম শ্লোক ও শ্লোকার্থ শ্রবণ করিলে আর কিছু সন্দেহ থাকিবে না—

স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।

বশে মায়া যশ্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ।।৫।।

উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্যভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধর্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য বশীভূতা দাসী আছেন ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব।

ব্র। সিদ্ধান্ত অপূর্ব। বেদ প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি;—প্রভু বাক্যই বেদ বটে, কিন্তু উপনিষদে ইহা দেখাইলে লোকে ইহাকে প্রভুবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

বা। বহুতর বেদবাক্যে এই তত্ত্ব আছে—আমি দুই একটী বলি, শ্রবণ কর; বৃহদারণ্যকে (২।১।২০ ও ৪।৩।৯)—

''যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।'' (১)''তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।'' (২)

এই বাক্যে জীবশক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। পুনরায় বৃহদারণ্যক বলেন, (৪।৩।১৮)—

''তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কুলেহনুসঞ্চরতি পূর্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ যুদ্ধান্তঞ্চ।'' (৩)

ব্র। 'তটস্থ' শব্দের বৈদান্তিক অর্থ কি?

বা। নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে 'তট' বলে। জলের সংলগ্নস্থানেই ভূমি। 'তট' কোথায়? 'তট' কেবল জল ও ভূমির মধ্যবর্তী বিভাগকারী সূত্রবিশেষ। 'তট' অতি সূক্ষ্মস্থান—স্থূলচক্ষে দেখা যায় না। চিজ্জগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মায়িকজগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগকারী সূক্ষ্মসূত্রই 'তট'; সেই সন্ধিস্থলে জীবশক্তির অবস্থিতি। সূর্যের কিরণে যেরূপ পরমাণুসকল অবস্থিতি করে, জীবসকল সেইরূপ। জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন ও অপর দিকে মায়া-রচিত

(১। অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইতেছে।)

(২। সেই জীবপুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সন্ধিস্থল—তৃতীয়স্থানে অবস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয় স্থানই দেখিতে পান)

(৩। সেই তটস্থধর্ম এইরূপ— যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব ও কখন পশ্চিম—এই দুইকূলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়প্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও জাগরণান্ত কূলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।)

ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি অসীম, মায়াশক্তিও প্রকাণ্ড, তদুভয়ের মধ্যস্থিত অনন্ত সূক্ষ্ম জীব। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি হইতে জীব; অতএব জীবের স্বভাবও তটস্থ।

ব্র। 'তটস্থ' স্বভাব কিরূপ ?

বা। তাহাতে উভয় জগতের মধ্যবর্তী হইয়া দুইদিকেই দৃষ্টি চলে। উভয়শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই 'তটস্থ-স্বভাব'। 'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভুমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন; এই স্বভাবই 'তটস্থস্বভাব'।

ব্র। জীবের গঠনে কি মায়ার কোন তত্ত্ব আছে?

বা। না,—জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত; নিতান্ত অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্‌বলের অভাবে মায়া অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। জীবের সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই।

ব্র। আমি আমার অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে ব্রহ্মের চিৎখণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে। আকাশ যেরূপ সর্বদা মহাকাশ, কিন্তু আবৃত হইলে ঘটাকাশ হয়, জীবও সেইরূপ স্বভাবতঃ ব্রহ্ম, মায়া আবৃত হইয়া জীব হইয়াছে। এ কথা কি ?

বা। এ কথাটা মায়াবাদমাত্র। ব্রহ্ম-বস্তুকে মায়া কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে ? ব্রহ্মকে যদি লুপ্তশক্তি বল, তবেই বা মায়াসান্নিধ্য কিরূপে হয় ? মায়া-শক্তি যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয় ? মায়ার আবরণে ব্রহ্মের দুর্দশা কখনই সম্ভব হয় না। যদি ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ, তবে মায়া তুচ্ছ-শক্তি, সে কিরূপে চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে জীব সৃষ্টি করিবে ? ব্রহ্ম অপরিমেয়; তাঁহাকেই বা কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করা যায় ? ব্রহ্মের উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না। জীব- সৃষ্টিতে মায়ার অধিকার নাই—জীব অণু হইলেও মায়ার পরতত্ত্ব।

ব্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। সূর্য যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত হন, ব্রহ্ম তদ্রূপ মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছেন। এ কথাই বা কি ?

বা। ইহাও মায়াবাদ । ব্রহ্মের সীমা নাই? অসীম বস্তু কখনও প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। ব্রহ্মকে সীমাবিশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ মত নয়; 'প্রতিবিম্ব-বাদ' নিতান্ত হেয়।

ব্র। আর একবার একজন দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে, জীব বস্তুতঃ কিছুই নয়, ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি হইয়াছে; ভ্রম দূর হইলে একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্মই থাকেন। একথা কি ?

বা। এ কথাও মায়াবাদ এবং অমূলক। " একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১) (১) (১ এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন।)—এই বেদবাক্যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি পাওয়া যায় ? ব্রহ্ম ব্যতীত আর যদি কিছুই নাই তবে ভ্রম কেথা হইতে আসিল ? কাহারই বা ভ্রম ? যদি বল, ব্রহ্মের ভ্রম, তবে তুমি ব্রহ্মকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া ব্রহ্ম

রাখিলে না। 'ভ্রম' বলিয়া যদি একটী পৃথক্ তত্ত্ব মানা যায়, তবে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাঘাত হয়।

ব্র। একজন ব্রাহ্মণ -পণ্ডিত কোন সময় এই নবদ্বীপে বিচার করিয়া স্থাপন করেন যে, জীবই আছেন। তিনি স্বপ্নে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন; স্বপ্নান্ত হইলে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। এই বা কি কথা?

বা। ইহাও মায়াবাদ। ব্রহ্মাবস্থা হইতে জীবাবস্থা ও স্বপ্ন— এ সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়? শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞান— এ সকল উদাহরণদ্বারা মায়াবাদী কখনই অদ্বয়জ্ঞানকে স্থিরতর রাখিতে পারিবেন না; এ সমস্ত ফাঁকি জীবকে মোহিত করিবার জন্য জালস্বরূপ প্রস্তুত হইয়াছে।

ব্র। জীবরে স্বরূপে মায়ার কার্য নাই, ইহা অবশ্য স্বীকৃত হইবে; জীবের স্বভাবে মায়ার বিক্রম হইতে পারে, ইহাও বুঝিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, চিচ্ছক্তি কি জীবকে তটস্থ-স্বভাব দিয়া নির্মাণ করিয়াছেন?

বা। না। চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণশক্তি— তিনি যাহা উদ্ভব করেন, সে সমস্তই নিত্যসিদ্ধ বস্তু। জীব নিত্যসিদ্ধ নয়; সাধনদ্বারা জীব সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দ ভোগ করেন। শ্রীমতীর চতুর্বিধ সখীগণ নিত্যসিদ্ধ এবং চিচ্ছক্তিস্বরূপ-শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। জীবসকল কৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে উদিত হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, জীবশক্তি সেরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি। পূর্ণশক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি, অপূর্ণশক্তি হইতে অণু-চৈতন্যস্বরূপ জীবসকলের পরিণতি। কৃষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন— চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া (স্বয়ং) কৃষ্ণ ও পরমব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ প্রকাশ করেন; জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রজের স্বীয় বিলাস-মূর্ত্তিরূপ বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করেন; মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়ীরূপ বিষ্ণুর স্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রজে কৃষ্ণস্বরূপে সমস্ত পূর্ণচিদ্ব্যাপার প্রকট করেন। বলদেবস্বরূপে শেষ তত্ত্ব হইয়া শেষিস্বরূপ কৃষ্ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্বাহের জন্য নিত্যমুক্ত পার্ষদজীবনিচয়কে প্রকট করেন; আবার পরব্যোমে শেষরূপ-সঙ্কর্ষণ হইয়া শেষিরূপে নারায়ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্বাহের জন্য নিত্যপার্ষদ রূপ অষ্ট প্রকার সেবক প্রকট করেন; সঙ্কর্ষণের অবতাররূপ মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমাত্মা-স্বরূপে জগদগত জীবাত্মসকলকে প্রকট করেন। এই সমস্ত জীব মায়াপ্রবণ; যে পর্যন্ত ভগবৎকৃপাবলে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর আশ্রয় না পান, ততদিন তাঁহাদের মায়াকর্তৃক পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ অনন্তজীব মায়াকর্তৃক পরাজিত হইয়া মায়ার গুণত্রয়ের অনুগত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবশক্তিই জীবকে প্রকট করেন,—চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট করেন না।

ব্র। পূর্বে শুনিয়াছি, চিজ্জগৎ নিত্য এবং জীবও নিত্য ; তাহা হইলে নিত্যবস্তুর উদ্ভব, সৃষ্টি ও প্রাকট্য কিরূপে সম্ভব হয় ? কোন সময়ে যদি তাঁহারা প্রকট হন, অথচ পূর্বে অপ্রকট ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্যতা কিরূপে সম্ভব ?

বা। জড়জগতে যে দেশ ও কাল অনুভব করিতেছ, তাহা চিজ্জগতের দেশ ও কাল হইতে বিলক্ষণ। জড়জগতের কাল—ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— এই তিন বিভাগে বিভক্ত, চিজ্জগতের কাল অখণ্ডরূপে নিত্যবর্ত্তমান। চিদ্ব্যাপারে যত কিছু ঘটনা আছে, সমস্তই নিত্যবর্তমানকালে প্রতীত। আমরা যে কিছু বর্ণনা করি, সকলই জড়কাল ও দেশের অধিকৃত; সুতরাং আমরা যখন 'জীব সৃষ্ট হইয়াছিলেন', 'জীব পরে মায়াবদ্ধ হইলেন', 'চিজ্জগৎ প্রকট হইল', 'জীবের গঠনে চিৎ বই মায়ার কার্য্য নাই' এইরূপ কথা বলি, তখন আমাদের বাক্যের উপর জড়ীয়-কালের বিক্রম হইয় থাকে—-আমাদের বদ্ধাবস্থায় এ প্রকার বর্ণন অনিবার্য; এইজন্য জীব বিষয়ে, চিদ্বিষয়ে সমস্ত বর্ণনেই মায়িক-কালের অধিকার ছাড়ান যায় না--ভূত, ভবিষ্যৎ ভাব সুতরাং আসিয়া পড়ে। এই বর্ণন সকলের তাৎপর্য অনুভব-সময়ে শুদ্ধবিচারকগণ নিত্যবর্তমান-কালপ্রয়োগের অনুভব করিয়া থাকেন। বাবা, এ বিষয়ের বিচরসময়ে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবে—-অনিবার্য্য বাক্যে হেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিদনুভব করিবে। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, একথা সকল বৈষ্ণবই বলিয়া থাকেন ; কিন্তু সকলেই জানেন, জীব নিত্যবস্তু হইয়াও দুই প্রকার—নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। এ বিষয়ে মানববুদ্ধি প্রমাদের বশীভূত বলিয়া এইরূপ উক্তি হয়; কিন্তু ধীরব্যক্তি চিৎসমাধি-দ্বারা অপ্রাকৃত সত্যের অনুভব করেন। আমাদের বাক্য জড়ময়, যত কথা বলিব, ততই বাক্যমল আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু বাবা, তুমি নির্মলসত্য অনুভব করিয়া লইবে। এ বিষয়ে তর্ক স্থান পায় না, কেননা, অচিন্ত্যভাবসকলে তর্ককে নিযুক্ত করা বৃথা। আমি জানিতেছি, তুমি এখনই এই ভাব হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; তোমার হৃদয়ে যত চিদনুশীলন-বৃদ্ধি হইবে, ততই জড় হইতে চিদের বৈলক্ষণ্য সহজে উদয় হইবে। তোমার শরীর জড়ময়, শরীরের সমস্ত ক্রিয়া জড়ময়; কিন্তু বস্তুতঃ তুমি জড়ময় নও—- তুমি অণুচৈতন্য বস্তু। আপনাকে আপনি যত জানিতে পারিবে, ততই নিজস্বরূপকে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। এ ফলটী আমি বলিয়া দিলে তোমার লাভ হইবে না, অথবা তুমি শুনিয়া লইলেও লাভ হইবে না। তুমি হরিনামের অনুশীলনে নিজের চিন্ময়ত্ব যতই উদয় করাইবে, ততই তোমার চিজ্জগতের প্রতীতি হইবে। বাক্য ও মন, উভয়ই জড়সম্বন্ধে উৎপন্ন—তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না; যথা বেদে বলিয়াছেন (তৈঃ আঃ ২।৯ ও ব্রঃ ৪৪)—

"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ([১]) ([১] যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য; মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম।)

আমার উপদেশ এই যে, তুমি এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না; নিজে অনুভব করিবে! আমি প্রাদেশমাত্র বলিলাম।

ব্র। আপনি বলিলেন,—জ্বলিত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ চিৎসূর্যের কিরণ-পরমাণুস্থলীয় জীব। ইহাতে জীবশক্তির কার্য কি?

বা। কৃষ্ণ জ্বলিত অগ্নি বা সূর্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ। জ্বলিত অগ্নির যতদূর স্বীয় সীমা, তন্মধ্যে সমস্তই পরিপূর্ণ চিদ্ব্যাপার; তাহার বহির্মণ্ডলে সূর্যের কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে। কিরণটী স্বরূপশক্তির অণুকার্য; সেই অণুকার্য-মধ্যস্থ কিরণসকল তাহার পরমাণু,—জীবসকল সেই পরমাণু নিচয়। স্বরূপশক্তি সূর্যমণ্ডলবর্ত্তিজগৎ প্রকটয়িত্রী; বহির্মণ্ডলের ক্রিয়া—— চিচ্ছক্তির অণ্বংশরূপা জীবশক্তির ক্রিয়া; অতএব জীববিষয়ে কেবল জীবশক্তির ক্রিয়া আছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই শ্রুতিমতে পরাশক্তিস্বরূপ চিচ্ছক্তি নিজমণ্ডল-বহির্ভূত হইয়া জীবশক্তিরূপে চিন্মণ্ডল ও মায়ামণ্ডলের মধ্যবর্তি-তটভূমিতে সূর্যকিরণরূপে নিত্যজীবসকলের প্রকটয়িত্রী হইয়াছেন।

ব্র। জ্বলিত অগ্নি জড়বস্তু, সূর্য জড়বস্তু, বিস্ফুলিঙ্গও জড়দ্রব্যবিশেষ; এই সকল জড়বস্তুর তুলনা কেন চিৎতত্ত্বে প্রয়োগ করা হইয়াছে?

বা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, জড়বাক্যে চিদ্বিষয়ের কথা বলিতে গেলেই জড়মল সুতরাং আসিয়া পড়িবে; অতএব বাধ্য হইয়া এরূপ উদাহরণ দেওয়া যায়, —উপায়ান্তর নাই বলিয়া চিদ্বস্তুকে 'অগ্নি' 'সূর্য' এইসকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ সূর্য হইতে অতিশ্রেষ্ঠ পদার্থ; কৃষ্ণের চিন্মণ্ডল সূর্যের তেজোমণ্ডল হইতে অতিশ্রেষ্ঠ; সূর্যের কিরণ ও তাহার কিরণকণসকল হইতে কৃষ্ণকিরণ ও কৃষ্ণকিরণসকল অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এরূপ হইলেও সৌসাদৃশ্যস্থল বিচার করিয়া ঐ সকল উদাহরণ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণসকল প্রাদেশিক গুণমাত্র ব্যক্ত করে—সার্বদেশিক গুণ ব্যক্ত করে না। সূর্যের সূর্য কিরণের স্ব-প্রকাশ- সৌন্দর্যগুণ ও পরপ্রকাশ গুণ—এই দুইটী গুণই চিৎতত্ত্বের স্বপ্রকাশত্ব ও পরপ্রকাশত্ব ও গুণের উদ্দেশ করে। সূর্যের দাহকত্ব, জড়ত্ব ইত্যাদি গুণ চিদ্বিষয়ের উদাহরণস্থলীয় নয়; দুগ্ধ জলের মত বলিলে জলের তারল্যমাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা জলের সর্বগুণ যে দুগ্ধে পাওয়া যায়, তাহা কি দুগ্ধ হইতে পারে? অতএব উদাহরণসকল বস্তুর একপ্রদেশের গুণ ব্যাখ্যা করে, সম্পূর্ণ সত্তা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

ব্র। চিৎসূর্যকিরণ ও তন্মধ্যবর্ত্তি-পরমাণুসকল সূর্য হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে নিত্যভিন্ন ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

বা। জড়জগতে কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু নিঃসৃত হইলে, হয় একেবারে পৃথক্ হইয়া যায়, নতুবা সেই বস্তুর সহিত একত্র থাকে—এইটী জড়ধর্মের পরিচয়। খগডিম্ব

প্রসূত হইলে পর খগ হইতে ভিন্ন হয় আর সেই খগের সহিত একত্র বর্তমান থাকে না। মনুষ্যের নখ- রোমাদি যতদিন ছিন্ন না করা যায়, ততদিন প্রসূত হইয়াও মনুষ্যের সহিত একত্বে অবস্থিতি করে । চিদ্বিষয়ে এধর্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে। চিৎসূর্য হইতে যাহা যাহা নিঃসৃত হইয়াছে, সমুদয়ই যুগপৎ ভেদাভেদ-ব্যাপার; কিরণ ও কিরণকণ সূর্য হইতে নিঃসৃত হইয়া যেরূপ এক থাকে, সেইরূপ জীবশক্তিরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণপরমাণুরূপ জীবনিচয় কৃষ্ণসূর্য হইতে নিঃসৃত হইয়া কৃষ্ণ হইতে অপৃথক্ থাকে; আবার, অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ লাভ করতঃ কৃষ্ণ হইতে নিত্যপৃথক্ থাকে। অতএব জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ—এই তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ; ইহাই চিদ্ব্যাপারের বিলক্ষণ পরিচয়। জড়ে কেবল একটী প্রাদেশিক উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন, তাহা এই—কনকের একটী বৃহৎ পিণ্ড আছে; সেই পিণ্ড হইতে একখণ্ড কনক লইয়া একটী বলয় গঠিত হইল; বলয়টি কনকাংশে কনকপিণ্ড হইতে অভেদ, কিন্তু বলয়-অংশে কনকপিণ্ড হইতে পৃথক্; এই উদাহরণটী সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না; কিন্তু ইহার একদেশে ক্রিয়া আছে— চিৎ সূর্যের চিৎত্বে অভেদ এবং পূর্ণচিৎ ও অণুচিৎ, উভয়ের অবস্থাভেদে ভেদ। 'ঘটাকাশ মহাকাশ' এই উদাহরণটী চিৎতত্ত্বে নিতান্ত অসংলগ্ন।

ব্র। চিদ্‌বস্তু ও জড়বস্তু, উভয়ই যদি জাতিতে ভিন্ন হয়, তাহা হইতে উদাহরণ কিরূপে সুষ্ঠু হইতে পারে?

বা। জড়বস্তুতে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ জাতি আছে, যে জাতিকে নৈয়ায়িকগণ 'নিত্য' বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধ্যে নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, 'চিৎ'ই বস্তু এবং 'জড়' তাহার বিকার। বিকৃতবস্তুতে ও শুদ্ধ বস্তুতে অনেক বিষয়ের সৌসাদৃশ্য থাকে; শুদ্ধবস্তু, হইতে বিকৃতবস্তু ভিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য যায় না— করকা জলের বিকার হওয়ায় জল হইতে করকা পৃথক্ বস্তু হইয়া পড়ে, কিন্তু শৈত্যাদি গুণের সাদৃশ্য থাকে; শীতলজল ও উষ্ণজলে শৈত্যাদি গুণ সাদৃশ্য থাকে না, কিন্তু তারল্যগুণের সাদৃশ্য থাকে; অতএব বিকৃতবস্তুতে শুদ্ধ বস্তুর কোন না কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়। জড়জগৎ চিজ্জগতের বিকৃতি হইলে জড়ে চিদ্‌গুণের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন পূর্বক জড়ীয় উদাহরণে চিদ্বিষয়ের অলোচনা চলে। আবার 'অরুন্ধতীদর্শন' ন্যায় অবলম্বন করিলে চিত্তত্ত্বের সূক্ষ্মধর্মসকল জড়তত্ত্বের স্থূল ও বিপর্যস্ত তত্ত্বালোচনায় উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণলীলাটী সম্পূর্ণরূপে চিল্লীলা—ইহাতে জড়গন্ধ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ব্রজলীলা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, এবং বর্ণিত বিষয়সকল মানবমণ্ডলে যখন পঠিত হয়, তখন শ্রোতৃবর্গের অধিকারভেদে ফলোদয় হয়—নিতান্ত জড়াসক্ত শ্রোতৃবর্গ জড়বিষয়ালঙ্কার অবলম্বনপূর্বক সামান্য নায়ক-নায়িকার কথা শ্রবণ করেন, মধ্যমাধিকারিগণ

''অরুন্ধতীদর্শন''-ন্যায় (১)। অবলম্বনপূর্বক জড়বর্ণনের সন্নিকটস্থিত চিদ্বিলাস দেখিতে থাকেন, উত্তমাধিকারিগণ জড়াতীত শুদ্ধচিদ্বিলাসরসে মগ্ন হন। এই সমস্ত ন্যায়-অবলম্বন ব্যতীত জীবশিক্ষার আর উপায় কি? যে বিষয়ে বাক্‌শক্তি চলে না, চিত্তবৃত্তি পরাভূত হয়, সে বিষয়ে বদ্ধজীবের কিরূপে সুন্দর গতি হইতে পারে? সৌসাদৃশ্যের উদাহরণ এবং ''অরুন্ধতীদর্শন''-ন্যায় ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না। জড়বিষয়ে হয় ভেদ, নয় অভেদমাত্র লক্ষিত হইবে; পরমতত্ত্বের সেরূপ নয়। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের জীবশক্তি এবং তৎপ্রকটিত জীব-নিচয়ের অচিন্ত্য, যুগপৎ ভেদাভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ব্র। পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ কোন্ স্থানে?

বা। জীব ও ঈশ্বরের নিত্য অভেদ অগ্রে বলিয়া পরে নিত্যভেদ দেখাইব। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ; তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময়। জীবও জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞাতৃস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ; তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাবিশিষ্ট। পূর্ণশক্তিক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা; অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের সেই সেই গুণ অণুমাত্রাতেই বর্তমান; পূর্ণতা ও অণুতাপ্রযুক্ত স্বরূপ ও স্বভাবভেদ থাকিলেও সেই সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি—শক্তি তাঁহার বশীভূতা দাসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী—ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ। জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দু বিন্দুরূপে থাকিলেও জীব শক্তির অধীন। 'দশমূলে' মায়া-শব্দে কেবল 'জড়মায়া' নয়, মায়া শব্দে এখানে 'স্বরূপ'-শক্তি। ''মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'' (২) —এই ব্যুৎপত্তিক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে পরিচয় দেয়, তাহারই নাম মায়া'; অতএব 'মায়া'-শব্দে এখানে, স্বরূপশক্তি, কেবল 'জড়শক্তি' নয়। কৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ, অতএব শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন (৪।৯-১০)—

''যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।।'' (৩)

এই বেদবাক্যে 'মায়ী'-শব্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ, 'প্রকৃতি' শব্দে সম্পূর্ণ শক্তি। এই সর্ববরেণ্য

(১। অরুন্ধতীদর্শন-ন্যায়—অরুন্ধতী-নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে যেমন প্রথমে স্থূলদর্শনদ্বারা সেই স্থানটি নির্ণয় করিয়া সূক্ষ্মদর্শনদ্বারা অরুন্ধতীকে দর্শন করিতে হয়, সেইরূপ মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-রাজ্যের কথা এই জগতের ভাষা ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণ করিয়াও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সমাধিনেত্রে উহার অপ্রাকৃত উপলব্ধি করিয়া থাকেন।)

(২। ইহার দ্বারা মাপা যায়, এই জন্য ইহা 'মায়া'।)

(৩। যে প্রপঞ্চ হইতে মায়াধীশ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং জীবগণ মায়া-নিরুদ্ধ হইয়া প্রবেশ করেন। মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত)

গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম; ইহা জীবে নাই; জীব মুক্ত হইলেও এই গুণ লাভ করিতে পারে না। ''জগদ্ব্যাপার বর্জন'' (১) ব্রহ্মসূত্রের এই সিদ্ধান্তবাক্যে ঈশ্বর হইতে জীবের নিত্যপার্থক্য বিদ্বন্মণ্ডলে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নিত্যভেদ কাল্পনিক নয়, নিত্যসিদ্ধ--এ ভেদ জীবের কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবে না। অতএব 'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব' এ কথাটী মহাবাক্য বলিয়া জানিবে।

ব্র। নিত্যভেদ যদি সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অভেদ কখন মানা যায়? তবে কি 'নির্বাণ' বলিয়া একটা অবস্থা আছে, স্বীকার করিতে হইবে?

বা। বাবা, তাহা নয়,— কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণের সহিত জীব অভেদ নয়।

ব্র। তবে 'অচিন্ত্য- ভেদাভেদ' কেন বলিলেন?

বা। জীব ও কৃষ্ণে চিদ্ধর্মবিষয়ে নিত্য-অভেদ এবং স্বরূপে নিত্যভেদ। নিত্য-অভেদসত্ত্বেও ভেদপ্রতীতি নিত্য। অভেদ স্বরূপের সিদ্ধি থাকিলেও তাহার অবস্থাগত পরিচয় নাই। অবস্থাগত পরিচয়স্থলে নিত্যভেদ—প্রকাশই বলবান্। একটা গৃহকে যুগপৎ 'অ- দেবদত্ত' ও ' স- দেবদত্ত' যদি বলা যায়, তাহা হইলে কোন বিচারে অ- দেবদত্তত্ব' থাকিলেও 'স- দেবদত্তত্বে'র নিত্যপরিচয় থাকিবে। জড়জগতে আর একটি উদাহরণ দিব— 'আকাশ' একটী জড়দ্রব্য বিশেষ; সেই আকাশেও যদি কোন আধার থাকে, সে আধারসত্ত্বেও যেমন আকাশমাত্রে পরিচয়, তদ্রূপ অভেদসত্তায় যে নিত্যভেদের পরিচয়, তাহাই সে বস্তুর পরিচয়মাত্র।

ব্র। তাহা হইলে জীবের নিত্যস্বভাব আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বা। জীব অণুচৈতন্য, জ্ঞানগুণসম্পন্ন, 'অহং' শব্দবাচ্য, ভোক্তা, মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটী নিত্যস্বরূপ আছে; সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম; যেমন , এই স্থূলশরীরে হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইয়া স্থূলস্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে একটী চিৎকরণস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে — তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরের উপর আর দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করিতেছে—একটীর নাম লিঙ্গশরীর, আর একটীর নাম স্থূলশরীর। চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর উপাধি হইয়াছে; সেই লিঙ্গশরীর জীবের বদ্ধ

(১। ''জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্ত্বাৎ'' (৪।৪।১৭)—নিখিল চিৎ ও অচিদের সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মরূপ জগদ্ব্যাপার-কার্য একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই সম্ভব; তদ্ব্যতীত অন্য সকলকার্যই মুক্তজীবের পক্ষে সম্ভব। এই সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে ও বিলীন হইয়া থাকে (তৈঃ ভৃগু-১ অনু) ইত্যাদি বাক্যেও ব্রহ্মপক্ষেই বর্ণিত; বহুযত্নেও জীবপক্ষে প্রযুক্ত হয় না, যেহেতু, মুক্তের উল্লেখ সেস্থলে নাই। শ্রুতিবাক্যাদিতে কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎ-শাসনাদি কার্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; জীবপক্ষে প্রযুক্ত হইলে বহ্বীশ্বরবাদরূপ অনিষ্টপাত ঘটে। অতএব বুঝিতে হইবে, মুক্তপুরুষের জগৎ-শাসনাদি-কার্যে ক্ষমতা নাই।)

হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্যন্ত অপরিহার্য। জন্মান্তরসময়ে স্থূলদেহের পরিবর্তন হয়, লিঙ্গদেহের পরিবর্তন হয় না। লিঙ্গদেহ একটী স্থূলশরীর-পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কর্মবাসনা সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক-পঞ্চাগ্নিবিদ্যাক্রমে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। 'চিতাগ্নি' 'বৃষ্ট্যগ্নি', ' ভোজনাগ্নি' ' রেতোহবনাগ্নি' ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিপ্রণালী ছান্দোগ্যে ও ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্বপূর্বজন্মের বাসনাসংস্কারক্রমে নূতনদেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়, সেই-স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কর্ম হয় এবং মরণান্তে পুনরায় সেরূপ গতি হয়। নিত্যস্বরূপের প্রথম আবরণ লিঙ্গশরীর ও দ্বিতীয় আবরণ স্থূলশরীর।

ব্র। নিত্যশরীর ও লিঙ্গশরীরে প্রভেদ কি?

বা। নিত্যশরীর চিৎকণময়, নির্দোষ ও 'অহং'-পদার্থের প্রকৃত বাচ্য বস্তু। লিঙ্গশরীর—জড়সম্বন্ধপ্রাপ্ত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটী বিকার দ্বারা গঠিত।

ব্র। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা কি 'প্রাকৃত' বস্তু? যদি 'প্রাকৃত' বলা যায়, তবে তাহাদের জ্ঞান-ক্রিয়া কিরূপে সিদ্ধ হয়?

বা। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহংকৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। (গীতা ৭।৪৬) (১)

এই গীতোপনিষদবচনে দেখ যে, চিৎশক্তিপূর্ণ ভগবানের 'পরা' ও 'অপরা' নামে দুইটী প্রকৃতি আছে; পরা-প্রকৃতির নাম 'জীবশক্তি' ও অপরা প্রকৃতির নাম জড়া বা 'মায়াশক্তি'। জীবশক্তি চিৎকণবিশিষ্টা, এই জন্য ইহার নাম 'পরা' বা শ্রেষ্ঠা; মায়াশক্তি জড়া, এই জন্য তাঁহার নাম 'অপরা'। অপরা শক্তি হইতে জীব পৃথক্। অপরা-শক্তিতে আটটী স্থূলতত্ত্ব আছে—পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার। জড়া প্রকৃতির অন্তবর্তী মন, বুদ্ধি ও অহংকার জড়-দ্রব্যবিশেষ। তাহাদের একটু জ্ঞানাকার আছে, সেই জ্ঞান চিৎস্বরূপ নয়, জড়স্বরূপ। 'মন' জড় হইতে যে সকল প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করেন, তাহারই

(১। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার—আমার প্রকৃতি এই আটপ্রকারে বিভক্ত। হে অর্জুন এই অষ্টবিধ প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ জড়-জননী; এতদ্ব্যতীত আমার অন্য একটী 'পরা' প্রকৃতির বিষয় অবগত হও, যাহা চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীব সমস্ত নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে।

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুই প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূলহেতু।)

উপর বিষয়-জ্ঞান-কাণ্ডরূপ একটী ব্যাপার স্থাপন করেন; এই ব্যাপারটী জড়মূলক, চিৎমূলক নয়। সেই জ্ঞানকাণ্ডের উপর সদসৎবিচার যিনি করেন, তাঁহার নাম 'বুদ্ধি'—' তিনিও জড়মূলক। সেই জ্ঞানকে অঙ্গীকারপূর্বক যে 'অহংতা'র উদয় হয় তাহাও জড়মূলক' চিৎমূলক নয়। এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া জীবের জড়সম্বন্ধমূলক একটী দ্বিতীয়স্বরূপ প্রকাশ করায়; সেই স্বরূপের নাম 'লিঙ্গশরীর'। জড়াভিভূত জীবের লিঙ্গশরীরের অহংতা প্রবল হইয়া নিত্যস্বরূপের অহংতাকে আচ্ছাদন করে। নিত্যস্বরূপে চিৎসূর্যের যে সম্বন্ধজনিত অহংতা, তাহাই নিত্য; মুক্তাবস্থায় সেই অহংকার পুনরুদিত হয়। যে পর্যন্ত লিঙ্গশরীরে নিত্যশরীর লুপ্তপ্রায় থাকে, সে পর্যন্ত জড় সম্বন্ধাভিমান্ প্রবল থাকে, চিৎসম্বন্ধাভিমানও সুতরাং লুপ্তপ্রায়। লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম, তজ্জন্য লিঙ্গশরীরকে স্থূলশরীরে আবরণ করিয়া কার্য করায়। স্থূলশরীর আসিয়া আবরণ করিতে করিতে স্থূলশরীরের বর্ণাদি অহঙ্কার উদিত হয়। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্তু আত্মবৃত্তির বিকারস্বরূপ হইয়া তাহারা জ্ঞানের অভিমান করে।

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের নিত্যস্বরূপ চিৎকণময় এবং সেই স্বরূপে চিৎকণ-গঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য আছে। বদ্ধাবস্থায় লিঙ্গশরীরদ্বারা আবৃত হইয়া সে সৌন্দর্যের আচ্ছাদন হয়, এবং স্থূলশরীরের আবরণের সহিত জীবস্বরূপের অত্যন্ত জড়বিকার উপস্থিত হয়। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই যে, মুক্তাবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দোষ?

বা। চিৎকণস্বরূপ নির্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ, কেননা অত্যন্ত অণুস্বরূপ ও দুর্বল। সে অবস্থায় এইমাত্র দোষ দেখা যায় যে, বলবতী মায়াশক্তি-সঙ্গক্রমে সেই স্বরূপ লুপ্ত হইবার যোগ্য থাকে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন, যথা (১০।২।৩২);—

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।। (১)

অতএব মুক্তজীব যতই উৎকর্ষলাভ করুন না কেন, তাঁহার গঠনের অসম্পূর্ণতা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে—ইহারই নাম জীবতত্ত্ব; এইজন্যই বেদ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব সর্বাবস্থায় মায়া-বশযোগ্য।

(১। হে অরবিন্দাক্ষ, 'যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি'—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়)

ষোড়শ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত মায়াকবলিত জীব-বিচার)

(ব্রজনাথের গাঢ়চিন্তা ও জিজ্ঞাসার উদয়—শুদ্ধচিৎপদার্থ জীবের সংসরদুর্গতি কেন?—-শুদ্ধ জীবাদির বিবরণ—মুক্ত থাকা ও বদ্ধ হইবার কারণ—জীবের তাটস্থ্য ওঁ কৃষ্ণের অপার করুণার সম্বন্ধ—জীবের অধোমান ও উদ্ধর্বমান—জীবের ক্লেশ-ভোগবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্ব, অতএব তাঁহাতে অকরুণতা আছে, এরূপ সন্দেহ নিরসন—মায়া জীবসংস্কারের উপায়—জীবের কারাকর্ত্রী—তিন প্রকার নিগড়ে জীবের লিঙ্গশরীর বদ্ধ—স্থূলদেহের ছয় অবস্থা—ভোগবাসনার কার্য্য—অভাব নিবৃত্তির কার্য্য—কর্মফল ও কর্মফলদাতা—জৈমিনীর মতের সিদ্ধান্তদোষ—কর্মবাসনা—কর্মের অনাদিত্ব—মায়া ও অবিদ্যার ভেদ—সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, চতুবিংশতি তত্ত্ব—জীব ও ঈশ্বর—জীবদেহের ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হেতুকর্তা—ঈশ্বর প্রযোজককর্তা—জীবের পঞ্চাবস্থা—মানবের তিন অবস্থা—সেই তিন অবস্থায় পাঁচ প্রকার বিভাগ।)

ব্রজনাথ জীবতত্ত্ববিষয়ে দশমূলের উপদেশ শ্রবণ করতঃ স্বগৃহে শয়ন করিয়া গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম; আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ চিৎসূর্যের কিরণগত একটি কণামাত্র, অণু হইলেও আমাতে অস্মদর্থ, জ্ঞান গুণ ও চিদগত একবিন্দু আনন্দ আছে। আমার চিৎকণ-নির্মিত একটী স্বরূপ আছে; অত্যন্ত অণু হইলেও তাহা কৃষ্ণের মধ্যমাকার স্বরূপের অনুরূপ, সেই স্বরূপের এখন যে প্রতীতি হইতেছে না—ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। সেই স্বরূপের প্রতীতি হইবার উন্মুখ হইলে আমার সৌভাগ্য উদিত হয়; কেন যে, এ দুর্ভাগ্য আমার উপর পড়িয়াছে, তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক—শ্রীগুরুদেবের চরণে ইহা কল্য জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বিপ্রহর রাত্রে নিদ্রাদেবী চৌর্য-বৃত্তিক্রমে তাঁহাকে অচেতন করিয়া ফেলিলেন। শেষরাত্রে ব্রজনাথ স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রভু বুঝি, আমাকে সংসার হইতে বাহির করিবেন। নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময় বিদ্যার্থিগণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করতঃ কহিতে লাগিল,—আমরা আপনার নিকট কত ন্যায়ের ফাঁকি শিক্ষা করিয়াছি; আমাদের আশা এই যে, আপনি আমাদিগকে কুসুমাঞ্জলি শিক্ষা দেন। ব্রজনাথ বিনয় করিয়া কহিলেন,—আমি নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় পুস্তকে ডোর দিয়াছি। আমি অন্য পন্থা দেখিব মানস করিয়াছি, তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট গমন কর। বিদ্যার্থিগণ ক্রমশঃ প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে চতুর্ভুজ মিশ্র ঘটক আসিয়া ব্রজনাথের পিতামহীর নিকট ব্রজনাথের বিবাহের একটি সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন; কহিলেন,

—বিজয়নাথ ভট্টাচার্যের কৌলিন্য আছে, কন্যাটী সুরূপা, তোমাদের উপযুক্ত ঘরও বটে; ভট্টাচার্য্য ব্রজনাথকে কন্যা দিতে পারিলে কিছু পণ লইবেন না। ব্রজনাথের পিতামহী সম্বন্ধ-প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন—এ কি বিপদ! কোথায় সংসার ছাড়িবার বাসনা করিতেছি, এমন সময় কি বিবাহের সংবাদ ভাল লাগে? জননী, পিতামহী এবং অন্যান্য কুলবৃদ্ধাগণ একদিকে এবং ব্রজনাথ আর একদিকে হইয়া নানাবিধ কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল; সে দিবসটা এইরূপেই গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে মেঘাড়ম্বর হইয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সে দিন ব্রজনাথের মায়াপুর যাওয়া হইল না; রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিবস বিবাহরে কথা লইয়া নানা কুতর্ক হওয়ায় ভালরূপ আহারাদিও হইল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ বাবাজীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া ব্রজনাথ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—গতরাত্রে বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে আসিতে পার নাই; অদ্য আসিয়াছ—বড় আহ্লাদিত হইলাম। ব্রজনাথ বলিলেন,—প্রভো আমার অনেক দুর্দৈব উপস্থিত হইয়াছে, সে-বিষয় আমি পরে জানাইতেছি; সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব যেরূপ শুদ্ধচিৎপদার্থ, তাহার সংসাররূপ দুর্গতি কেন হয়? বাবাজী মহাশয় সহাস্যবদনে বলিলেন—

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া-দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ
র্মহা কর্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ।।৬।।

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ পরিপূর্ণ কর্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।

গোলক বৃন্দাবনস্থ এবং পরমব্যোমস্থ বলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্য পার্ষদ জীবসকল অনন্ত; তাঁহারা উপাস্যসেবায় রসিক; সর্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট, উপাস্য সুখান্বেষী; উপাস্যের প্রতি সর্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্বদা বলবান; মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁহারা অবগত ন'ন; যেহেতু, তাঁহারা চিন্মণ্ডল-মধ্যবর্তী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে; তাঁহারা সর্বদাই উপাস্যসেবাসুখে মগ্ন; দুঃখ, জড়সুখ; ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। প্রেমই তাঁহাদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না। কারণাব্ধিশায়ি-মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্যগণও অনন্ত; তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শনপথারূঢ়। পূর্বে যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলিয়াছি, সে সমস্ত লক্ষণ তাঁহাদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অণুস্বভাবপ্রযুক্ত সর্বদা তটস্থ ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়াজগতের

দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্বল, কেননা, —জুষ্ট বা সেব্যবস্তুর কৃপালাভ করতঃ চিদ্‌বল লাভ করেন নাই; ইহাদের মধ্যে যে সব জীব মায়াভোগ বাসনা করেন, তাঁহারা মায়িক-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্যবদ্ধ; যাঁহারা সেব্যবস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বের কৃপার সহিত চিদ্‌বল লাভ করতঃ চিদ্ধামে নীত হ'ন। বাবা, আমরা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ভুলিয়া মায়াভিনিবেশদ্বারা মায়াবদ্ধ আছি; অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়াই আমাদের এ দুর্দশা!

ব্র। প্রভো, তটস্থস্বভাবস্থিত সন্ধিস্থান হইতে কতকগুলি জীব কেন মায়াভিনিবিষ্ট হইল? কতকগুলিই বা কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন।

বা। কৃষ্ণস্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরূপে আছে; কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র-বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র-বাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণসাম্মুখ্য বজায় থাকে; তাহার অপব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে চায়; 'অহং জড়ভোক্তা' এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া তখন স্থান পায়; 'অবিদ্যা', 'অস্মিতা' প্রভৃতি পঞ্চপর্বা অবিদ্যার গুণ (১) আসিয়া জীবের শুদ্ধচিৎকণস্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত হওয়ার ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।

ব্র। কৃষ্ণ পরম-করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন, যে দুর্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়?

বা। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে—এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ 'মহাভাবাদি' ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ— 'অহঙ্কার' পর্যন্ত, পরমানন্দ-লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজসুখকর ও কৃষ্ণবিমুখ; এই অবস্থায় যত অধোগমন করিতে থাকে, পরমকারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্বক উচ্চগতি স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পর্যন্ত গমন ও নিত্যপার্ষদদিগের অবস্থাসাম্য সম্ভব হয়।

ব্র। ঈশ্বরের লীলার জন্য জীবসকল কেন কষ্ট পায়?

বা। স্বতন্ত্র বাসনা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে হইবে; কেননা, স্বতন্ত্রবাসনাহীন জড়বস্তু নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ; জীব সেই স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া জড় জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছে। 'ক্লেশ' ও 'সুখ' মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ'

(পঞ্চপর্বা-অবিদ্যা—তমঃ, মোহ, মহামোহ (মহাতমঃ), তামিস্র ও অন্ধতামিস্র)

বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয়সুখের উদর্কফল অর্থাৎ চরমফল দুঃখ বই আর কিছুই নয়। চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায়; সেই দুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র-সুখের বাসনা জন্মায়; সেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রদ্ধোদয় হইলে ঊর্ধ্বমানে আরূঢ় হয়, অতএব ক্লেশটী চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নির্মল হয়; জীবও সেইরূপ মায়াভোগ ও কৃষ্ণবর্হির্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক জগৎরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয়া সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহির্মুখ জীবের যে ক্লেশ, তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার; এতন্নিবন্ধন কৃষ্ণলীলায় যে জীবের ক্লেশ, তাহা দুরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রসূ, অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।

ব্র। জীবের বদ্ধাবস্থায় ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ, তথাপি বর্তমান অবস্থায় বিশেষ কষ্টদ; এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়া সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ কি অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না?

বা। শ্রীকৃষ্ণলীলা বহুবিধ ও বিচিত্র; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছন, তখন এ প্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? সর্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা, উপকরণসকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের কর্মরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক, সেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সেই কষ্ট কষ্টই নয়, তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্রবাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে—ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই।

ব্র। জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে জীবকে স্বতন্ত্রতা না দিলেই সে কষ্ট পাইবে; এস্থলে জীবের কষ্টের দরুণ কৃষ্ণ দায়ী হন কিনা?

বা। স্বতন্ত্রতা একটি রত্নবিশেষ; জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, সে সকল বস্তুকে এ রত্ন দেন নাই; এতন্নিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়-বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচছ হইত। বিশষতঃ জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম আছে তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটি ধর্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব জীব যে পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম-প্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা-ধর্মবিশিষ্ট জীব

কৃষ্ণের প্রিয় সেবক। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান——জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড় জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া, স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন; আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াও পরম উপায়স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্রদ্বারা শিক্ষা দেন। বাবা, এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পার? তাঁহার করুণা অগাধ, কিন্তু তোমার দুর্দৈব অতিশয় শোচনীয়।

ব্র। তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দৈব ও শত্রু? সর্বশক্তিময় সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে জীবের ত' কষ্ট হইত না?

বাবা। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার; অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার হাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণবিমুখ জনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'——এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণস্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ; সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া-পিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটি দণ্ড্যজীবের কারাগার; রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ণও তদ্রূপ জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড়জগৎ-রূপ কারাগার এবং জড়মায়া-রূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

ব্র। জড়জগৎ যদি কারাগার হইল, তবে তদুচিত নিগড় কাহাকে বলি?

বা। মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্বগুণনির্মিত নিগড়, রজোগুণ-নির্মিত নিগড় ও তমোগুণনির্মিত নিগড়; দণ্ড্য জীবসকলকে যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসিকই হউন, সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, রৌপ্যনিগড় ও লৌহনিগড়—ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও, সকলেই নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়।

ব্র। চিৎকণবিশিষ্ট জীবকে মায়িকনিগড় কি প্রকারে বাঁধিতে পারে?

বা। মায়িকবস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব 'আমি মায়াভোক্তা'—এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কাররূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে; সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক-অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত হয়; রাজস জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়; তামস জীবসকল পঞ্চ-মকারীর জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ নিগড় প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ জীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না—বহুপ্রকার ক্লেশনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকে।

ব্র। মায়ার কারাগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম করেন?

বা। আদৌ, জীবের মায়িক বিষয়- ভোগবাসনানুসারে সে ফললাভের উপযোগী যে সকল কর্ম, তাহা করেন, দ্বিতীয়তঃ, নিগড়বদ্ধ হইলে যে সকল ক্লেশ উদিত হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন।

ব্র। যে দুই প্রকার কর্ম করেন, তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কর্ম একটু বিস্তৃতরূপে বলুন।

বা। স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্থূলশরীর; তাহার ছয়টী অবস্থা—জড়শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব, তাহার হ্রাস, তাহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণাম ও তাহার অপক্ষয়—এই ছয়টি বিকার স্থূলদেহের ধর্ম; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি জড়দেহের স্বভাব। জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য তিনি নানাবিধ কাম্যকর্ম করেন— দেহের জন্ম হইতে চিতারোহণ পর্যন্ত দশবিধ কর্ম করেন; বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবর-যজ্ঞস্বরূপ কর্মাচরণ করেন; আশা করেন এই যে, 'এই স্থূলশরীরে কর্মমার্গীয় পুণ্য সঞ্চয় করতঃ স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়লাভ করিব, এবং মর্ত্যলোক-প্রবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্বপ্রকার সুখ লাভ করিব'; অথবা অধর্মাশ্রয় করতঃ বদ্ধ জীব পাপাচরণদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেন। প্রথমোক্ত ধর্ম-কার্যের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করতঃ তথায় ভোগসমাপ্তির পর পুনরায় মর্ত্যদেহ লাভ করেন; শেষোক্ত পাপাচরণদ্বারা বহুবিধ নরকে প্রবেশ করতঃ ভোগান্তে মর্ত্যদেহ লাভ করেন। এই প্রকার কর্মচক্রে পড়িয়া মায়াবদ্ধজীব অহরহঃ বিষয়ভোগযত্নে ও আস্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্মফলে ক্ষণিকসুখ ও পাপকর্মফলে ক্ষণিকদুঃখ ভোগ কররিতেছেন।

ব্র। দ্বিতীয়প্রকার কর্ম ভালরূপে বলুন।

বা। স্থূলদেহস্থিত জীব স্থূলদেহের অভাবজালে কষ্ট পাইয়া তন্নিবারণে অনেকপ্রকার কর্ম করিয়া থাকেন——ক্ষুধা, তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য আহার্য ও পেয়দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন; সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার জন্য বহু পরিশ্রমদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন; শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন; ইন্দ্রিয়-সুখপিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্যে নিযুক্ত হ'ন; কুটুম্ব ও সন্তানাদির সুখসমৃদ্ধি ও অভাব নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ পরিশ্রম করেন; স্থূলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে তন্নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধ পাঁচনাদি প্রয়োগ করেন; বিষয়রক্ষার জন্য রাজদ্বারে বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হ'ন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ষড়ূর্মির বশীভূত হইয়া যুদ্ধ, বিবাদ, পরহিংসা, পরপীড়ন, পরধন-গ্রহণ, ক্রূরতা, বৃথাহঙ্কার প্রভৃতি দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হ'ন; স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি নির্মাণকার্য করিয়া থাকেন——এই সমস্ত অভাব-নিবৃত্তির কার্য। ভোগ-প্রবৃত্তির কার্যে ও অভাব-নিবৃত্তির কার্যে মায়াবদ্ধ জীবের দিবারাত্র অতিবাহিত হয়।

ব্র। মায়া যদি কেবল লিঙ্গ আবরণ দিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না?

বা। না, লিঙ্গদেহে কার্য হয় না, এই জন্য স্থূলাবরণের প্রয়োজনীয়তা। স্থূলদেহের কার্যফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নির্মিত হয়; সেই বাসনা-ক্রমে তদুপযোগী স্থূলদেহ পুনরায় হয়।

ব্র। কর্ম ও ফল কিরূপে সংযুক্ত আছে? মীমাংসকেরা বলেন, ফল দাতা ঈশ্বর কল্পিত; যে কর্ম কৃত হয়, তাহা 'অপূর্ব—নামে (১) একটি তত্ত্ব উৎপন্ন করে; সেই 'অপূর্ব' কৃতকর্মের ফলদান করেন—ইহা কি সত্য?

বা। কর্মমীমাংসক বেদের জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত ন'ন; তিনি কেবল মোটামুটি যজ্ঞাদিরূপ কর্মের ভাব দেখিয়া একটী যে- সে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন, (শ্বেঃ ৪।৬ ও মুণ্ডক ৩।১।১)—

''দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি।।'' (২)

এই বেদবাক্যদ্বারা বুঝিতে হইবে, এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুইটী পক্ষী —একটী বদ্ধজীব আর একটী তাঁহার সখা ঈশ্বর; বদ্ধজীব-পক্ষী সংসাররূপ পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন; তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম করিতেছেন এবং কর্মের ফলভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্মানুরূপ ফল দিয়া যে পর্যন্ত সে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ না করে, তাবৎ তাহার সহিত তদ্রূপ লীলা করিতেছেন। মীমাংসকের 'অপূর্ব' এস্থলে কোথায় গেল? নিরীশ্বর সিদ্ধান্তের সর্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব-লাভ হয় না।

ব্র। কর্মকে অনাদি কেন বলিলেন?

বা। সমস্ত কর্মের মূল কর্মবাসনা, কর্মবাসনার মূল অবিদ্যা। 'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম 'অবিদ্যা'; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্মমূল উদিত হইয়াছিল; অতএব জড়কালে কর্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম অনাদি।

ব্র। 'মায়া' ও 'অবিদ্যার' ভেদ কি?

বা। 'মায়া'—কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তিদ্বারা তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্মুখজীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন।

(১। পূর্বমীমাংসা (১।১।২) সূত্রের শবরস্বামিকৃত ভাষ্য)

(২। সর্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে; তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) বহুস্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ পিপ্পল ফল (কর্মফল) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটী (পরমেশ্বর)ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করে।)

মায়ার দুইটি বৃত্তি—'অবিদ্যা' ও 'প্রধান'; 'অবিদ্যা' বৃত্তি—জীবনিষ্ঠ এবং 'প্রধান' জড়নিষ্ঠ; 'প্রধান' হইতে জড়জগৎ এবং 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্মবাসনা। মায়ার আর দুই প্রকার বিভাগ আছে—'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' ; তদুভয়ই জীবনিষ্ঠ; 'অবিদ্যাবৃত্তি' ক্রমে জীবের বন্ধন, 'বিদ্যাবৃত্তি' ক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ড্যজীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই বিদ্যা বৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যে পর্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞানলাভ; অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণমোচন।

ব্র। প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ?

বা। মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টারূপ কালদ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহৎতত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম 'প্রধান', তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহৎতত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে 'অহঙ্কার' হয়। অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে 'আকাশ' হয়; আকাশ বিকৃত হইলে 'বায়ু' হয়; বায়ুর বিকারদ্বারা 'তেজ' উৎপন্ন হয়; তেজের বিকার—'জল' এবং জল বিকৃত হইয়া 'ক্ষিতি' হয়—জড়দ্রব্যসকল এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে; ইহাদের নাম 'পঞ্চমহাভূত'। এখন পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুন;— 'কাল', প্রকৃতির অবিদ্যারূপ বৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহৎতত্ত্বের 'জ্ঞান' ও 'কর্ম'ভাব উৎপন্ন করে; মহত্তত্ত্বের কর্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে; মহৎতত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া 'অহঙ্কার' হয়, অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়; 'বুদ্ধি' বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ' গুণ উপলব্ধি করে; শব্দ- গুণবিকারে 'স্পর্শ' গুণ, তাহাতে বায়ু-আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ দুই থাকে; ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও 'বল'-সৃষ্টি হয়; সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃপদার্থে 'রূপ', স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়; সেই গুণের কালবিকারদ্বারা জলের 'রস', রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়, তাহার বিকারক্রমে পৃথিবীর 'গন্ধ', রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব হয়। এই সকল বিকার-ক্রিয়ায়, চৈতন্যরূপ পুরুষের ক্রমমত আনুকূল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকার—'বৈকারিক', তৈজস' ও 'তামস'। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি জাত, তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী 'ইন্দ্রিয়'। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—'জ্ঞানেন্দ্রিয়' ও 'কর্মেন্দ্রিয়'। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্মেন্দ্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূতসকল সঙ্গত হইলেও যে পর্যন্ত চৈতন্যকণজীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পর্যন্ত কোন কার্য চলিল না। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও স্থূলভূত- নির্মিতদেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজসগুণ, 'প্রধান' বিকৃত তামসবস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্যোপযোগী হয়। এইরূপে অবিদ্যা ও প্রধানের ক্রিয়া আলোচনা করিবে। মায়িকতত্ত্ব চতুর্বিংশতি অর্থাৎ 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম' এই পাঁচটী পঞ্চ মহাভূত

এবং গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী 'তন্মাত্র', পূর্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারিটী একত্র হইলে ২৪টী প্রাকৃত-তত্ত্ব হয়। জীবচৈতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব এবং পরামাত্মা ঈশ্বরই ষড়বিংশতিতমতত্ত্ব।

ব্র। এই সপ্তবিতস্তি মানবদেহে লিঙ্গ ও স্থূলপদার্থ কতটা এবং জীবচৈতন্য এই দেহের কোন্ অংশে আছেন, ইহা বলুন।

বা। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটী ইন্দ্রিয়— এই সমস্ত স্থূল দেহ। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চারটী লিঙ্গদেহ। যিনি এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' এই মিথ্যা অভিমান করেন এবং ঐ অভিমান বশতঃ স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনি জীবচৈতন্য; তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম —জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত; এতন্নিবন্ধন তাঁহার সূক্ষ্মতাসত্ত্বেও সমস্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে। ''হরিচন্দনবিন্দু'' (১)। শরীরের একদেশে দিলে দেহের সর্বদেশে সুখব্যাপ্তি হয়; তদ্রূপ অণুমাত্র জীবও দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও সুখদুঃখের অনুভব-কর্তা।

ব্র। জীব যদি কর্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্তা হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায় থাকে?

বা। জীব — হেতুকর্তা এবং ঈশ্বর—প্রযোজক কর্ত্তা। জীব নিজ কর্মের কর্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হ'ন এবং যে ভাবিকর্মের উপযোগী হন, সেই সকলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রযোজক কর্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর-ফলদাতা, জীব-ফলভোক্তা।

ব্র। মায়াবদ্ধ জীবের কত প্রকার অবস্থা?

বা। মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ অবস্থা-ক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন', 'সঙ্কুচিত চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও 'পূর্ণবিকচিত-চেতন'।

ব্র। কোন্ কোন্ জীব আচ্ছাদিত চেতন?

বা। বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত চেতন, ইহাদিগের চেতন ধর্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়, কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার জড়গুণে এতদুর অভিনিবিষ্ট যে, স্বীয় চিদ্ধর্মের পরিচয়মাত্র নাই—ষড় বিকার দ্বারা তাহাদের একটুমাত্র পূর্বপরিচয় আছে; ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। অহল্যা, যমলার্জুন ও সপ্ততাল প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে। বিশেষ অপরাধে সেইরূপ গতি হয় এবং কৃষ্ণকৃপাক্রমেই তাহা হইতে পুনরুদ্ধার হয়।

---

(১) অবিরোধশ্চন্দনবৎ (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২২)

(২) (যাস্কোক্ত ষড় বিকার, গীতা ২।২০ শ্লোকের বলদেব ভাষ্য—(১) জন্ম, (২) অবস্থান, (৩) বর্ধন, (৪) বিপরিণাম, (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ।)

ব্র। সঙ্কুচিত- চেতন কাহারা?

বা। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ— ইহারা সঙ্কুচিত-চেতন। আচ্ছাদিত চেতনের চেতনত্ব-পরিচয়ের প্রায়ই উপলব্ধি হয় না; সঙ্কুচিত-চেতনের কিয়ৎপরিমাণে চেতনত্ব আছে—আহার, নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপূর্বক গমনাগমন, নিজের স্বত্ববোধে পরের সহিত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে ক্রোধ—এ সকল সঙ্কুচিত চেতনে পাওয়া যায়; ইহাদের পরলোকজ্ঞান হয় না। বানরের দুষ্টবুদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞান বিচারও আছে; পরে কি হইবে, না হইবে—এ সকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা করে, কৃতজ্ঞতাদি-চিহ্নও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণজ্ঞানও কোন কোন জন্তুর বেশ আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে তাহারা অনুসন্ধান করে না, অতএব চেতন-ধর্ম তাহাদের সঙ্কুচিত। ভক্ত ভরতের মৃগশরীরপ্রাপ্তিসত্বেও ভগন্নাম-জ্ঞান থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশেষস্থল—সাধারণ বিধি নয়; অপরাধক্রমেই ভরতের ও নৃগরাজের পশুত্ব প্রাপ্তি; ভগবৎ-কৃপায় অপরাধ-ক্ষয় হইলে পুনরায় সদ্‌গতি হইয়াছিল।

ব্র। মুকুলিত-চেতন কাহারা?

বা। নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়। মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা। মানবগণকে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে—'নীতিশূন্য' মানব, 'নিরীশ্বর-নৈতিক' মানব, 'সেশ্বর নৈতিক' মানব, 'সাধনভক্ত' মানব ও 'ভাবভক্ত' মানব। যে সব মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান-বিকারক্রমে নিরীশ্বর তাহারা হয় নীতিশূন্য, নয় নিরীশ্বরনৈতিক মানব; নীতির সহিত একটু ঈশ্বর-বিশ্বাস উপস্থিত হইলে সেশ্বর নৈতিক হয়। শাস্ত্রবিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি হইয়াছে, তাহারা সাধনভক্ত; যাঁহারা ঈশ্বরসম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত তাঁহারা ভাবভক্ত। নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক এই দুই প্রকার মানব—মুকুলিত চেতন; সেশ্বর নৈতিক ও সাধন-ভক্ত—বিকচিত চেতন; ভাবভক্ত মানবই পূর্ণবিকচিত চেতন।

ব্র। ভাবভক্তের মায়াবদ্ধ থাকা কত দিন সম্ভব?

বা। সপ্তমশ্লোকবিচারে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে। এখন রাত্র হইয়াছে, নিজ গৃহে গমন কর। ব্রজনাথ চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত জীব-বিচার)

(বাণীমাধবের আবির্ভাব—ব্রজনাথ ও বাণীনাথের কথোপকথন—বাণীমাধবের খেলা—-চতুরতা--বাণীমাধবের ধূর্ততা ব্যবহার—ব্রজনাথ ও রঘুনাথ দাস বাবাজী উভয়েরই বাণীমাধবের দুষ্ট স্বভাব অবগতি—মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণব সঙ্গলাভে মঙ্গলোদয়—মুক্তির স্বরূপ—মুক্তির পর রসোদয়—মুক্তজীবের অষ্টলক্ষণ—সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের উপায়—সাধুসঙ্গই নিঃসঙ্গ--অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও যথেষ্ট ফললাভ— সুকৃতি জিজ্ঞাসা—ভক্তিপ্রদ সুকৃতি--সাধুসঙ্গই সেই সুকৃতি—অন্য শুভকর্ম গৌণসুকৃতি—প্রথম সাধুসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ, ভজন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব-ক্রমে প্রেমরস—ইহাই ক্রম—চারিপ্রকার অনর্থ--মুক্ত কে—স্বরূপগত মায়ামুক্তি ও বস্তুগত মায়ামুক্তি—মুক্ত সময়ে জীবের স্থিতি-বিচার—ব্রজনাথের পিতামহীর সহিত কথোপকথন।)

ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথের বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ব্রজনাথকে রাত্রে সব কথা বলিলেন; ব্রজনাথ সে সব কথায় কোন উত্তর না দিয়া আহারাদির পর শয়নপূর্বক শুদ্ধজীবের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে একটু অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। বৃদ্ধা পিতামহী চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ব্রজনাথকে কিসে বিবাহ-কার্যে প্রযুক্ত করা যায়; সেই সময় ব্রজনাথের মাসতুতো ভ্রাতা বাণীমাধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে সেটী বাণীমাধবের পিসতুতো ভগ্নী। বিজয় বিদ্যারত্ন বাণীমাধবকে কন্যার সম্বন্ধ পাকাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। বাণীমাধব আসিয়া কহিলেন, দিদি-মা আর বিলম্ব কেন? ব্রজ দাদার যাহাতে শীঘ্র বিবাহ হয়, তাহা করুন। ব্রজনাথের পিতামহী একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—ভাই, তুই কাজের লোক, ব্রজনাথকে বুঝাইয়া সুজাইয়া বিবাহটা দে'; আমি যত বলি, ব্রজ কথা কয় না।

বাণীমাধব একটু খর্বাকৃতি, ঘাড় ছোট, রং কাল, চোক্ মিটমিটে; সকল কথায় থাকে, অথচ কোন কথায় থাকে না। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া কহিল,—'কুছ্ পরওয়া নাই', তুমি আমাকে আজ্ঞা করিলে আমি কি না করিতে পারি? আমার কর্ম ত' জান?—ঢেউও গুণে পয়সা আদায় করি। ভাল, আমি একবার ব্রজনাথের সহিত কথাটা কহিয়া দেখি; কিন্তু দিদি-মা, কাজ করিয়া তুলিলে আমাকে পেট-ভ'রে লুচি দেবে-ত? দিদি-মা বলিলেন,—ব্রজনাথ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। তাহা শুনিয়া বাণীমাধব, 'কল্য প্রাতে আসিয়া কার্য করিব'—এই বলিয়া প্রস্থান করিল। অতি প্রত্যুষে সে ঘটী হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ বহির্দেশ হইতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছেন। বাণীমাধবকে

দেখিয়া বলিলেন,—ভাই কি ম'নে করে? বাণীমাধব বলিল,—দাদা, ন্যায়শাস্ত্র ত' অনেকদিন পড়িলে ও পড়াইলে; তুমি হরনাথ চূড়ামণির পুত্র—তোমার নাম সর্বদেশে প্রচারিত হইয়াছে; তোমার ঘরে তুমি একমাত্র পুরুষ—সন্তানসন্ততি না হইলে তোমার এতবড় ঘর কে বজায় রাখিবে? দাদা, আমাদের সকলের অনুরোধ—তুমি বিবাহ কর। ব্রজনাথ বলিলেন,—ভাই, আমাকে তুমি কেন বৃথা জ্বালাও? আমি আজকাল গৌরসুন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার করিব বলিয়া ইচ্ছা নাই; শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবদের নিকট বসিয়া আনন্দ লাভ করি। সংসার আমার ভাল লাগে না—আমি হয় সন্ন্যাস আশ্রয় গ্রহণ করিব, নয় বৈষ্ণবদিগের পদাশ্রিত হইয়া থাকিব; তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়া একথা বলিলাম--তুমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিবে না। বাণীমাধব ভাব দেখিয়া মনে মনে করিল, ইহাকে সোজা-পথে পাওয়া যাইবে না, ইহার সহিত একটা চাল চালিতে হইবে। ধূর্ততাক্রমে মনের ভাব সমস্ত গোপন করিয়া বাণীমাধব কহিল—আমি তোমার সমস্ত কার্যের সহায়; তুমি যখন টোলে পড়িতে আমি তোমার পুঁথি বহিয়া যাইতাম; তুমি এখন সন্ন্যাস করিবে, আমি তোমার দণ্ড-করঙ্গ বহিব।

ধূর্ত লোকের দুইটী জিহ্বা—একজনের কাছে একরকম বলে এবং অন্যের নিকট অন্য রকম বলিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে; তাহাদের হৃদয়ের কথা শীঘ্র পাওয়া যায় না; মুখটী মধুমাখা, হৃদয়টী বিষে ভরা। বাণীমাধবের মিষ্টিকথা শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন,—ভাই, চিরদিন তোমাকে হৃদয়-সুহৃদ্ বলিয়া জানি; ঠাকুর-মা স্ত্রীবুদ্ধি, গম্ভীর-বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কন্যা জুটাইয়া আমাকে সংসার-নিরয়ে ফেলিবেন—এই মানসে অনেক ছন্দোবন্ধ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলে আমি তোমার নিকট চিরঋণী হই। বাণীমাধব বলিল,—শর্মারাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; দাদা, একটা কথা আমাকে হৃদয় খুলিয়া বল, তবে আমি তোমার পক্ষে যাহা কর্তব্য, তাহা করি; আমি জিজ্ঞাসা করি, সংসারে তোমার ঘৃণা হইতেছে? কাহার পরামর্শে তুমি এরূপ বিরক্তভাব ধারণ করিয়াছ? ব্রজনাথ আপনার বিরাগের সমস্ত ঘটনা বাণীমাধবকে বলিলেন; আরও কহিলেন, —মায়াপুরের বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী আমার উপদেষ্টা—সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট গিয়া সংসার-জ্বালা হইতে শান্তি লাভ করি; তিনি আমাকে বিশেষ কৃপা করিতেছেন। দুরভিসন্ধিযুক্ত বাণীমাধব মনে মনে করিল,—হাঁ, ব্রজ দাদার যে বিষয়ে দৌর্বল্য, তাহা পাইলাম; এখন ছলে-কৌশলে ইঁহার গতি ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—দাদা আজ আমি গোপনে দিদি-মা'র চিত্ত ফিরাইয়া দিব, এখন গৃহে চলিলাম। এই কথা বলিয়া প্রথমে নিজগৃহে গমন করিলেন; কিয়ৎকাল পরে অন্য পথ দিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বকুল তলায় বসিয়া মনে মনে করিতেন—এই বৈষ্ণব ব্যাটারাই জগতের মজা লুটিতেছে--কেমন ঘর, কেমন কুঞ্জ, কেমন চবুতরা, কেমন সুন্দর প্রাঙ্গন! একটী একটী ভজন

কুটিরে এক একটী বৈষ্ণব বসিয়া মালা জপ করিতেছে—ধর্মের ষাঁড়ের ন্যায় ইহারা নিশ্চিন্ত! পল্লীর কুলকামিনীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া ইহাদিগকে জল, ফল ও নানাবিধ খাদ্য দিয়া যাইতেছে; ব্রাহ্মণেরা কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া এইরূপ লাভের পন্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল বাবাজীর দলই তাহার সার ভোগ করিতেছে। ধন্য কলিকাল। 'রঘো, চতে, বলা—তিনি কলির চেলা,''—এ কথা আজ এখানে আসিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছি, হায়! আমার কুলীন-ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করা বৃথা হইয়াছে! আজকাল আমাদিগকে কেহ জলও দেয় না, ফলও দেয় না। বৈষ্ণব বেটারা নৈয়ায়িকদিগকে 'ঘটপটিয়া' মূর্খ বলে, সে কথাটা ব্রজদাদার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়—এত প'ড়ে, শু'নে, এই লেঙ্গুটীয়া, দুষ্টলোকদিগের হাতে প'ড়ে গিয়াছেন। আমি বাণীমাধব--দাদাকেও দোরস্ত করিব, এ ব্যাটাদিগকে দোরস্ত করিব। এই কথা মনে করিতে করিতে তিনি একটী কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে এই কুটীরে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় কলার পেটোর আসনে বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন। মনুষ্যের যে স্বভাব, তাহা তাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, কলি মূর্তিমান হইয়া এই ব্রাহ্মণকুমারের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা স্বভাবত আপনাদিগকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন, সমস্ত শত্রুপীড়ন সহ্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করেন, নিজে অমানী হইয়া সকলকে মান বিধান করেন, সুতরাং রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় আদর করিয়া বাণীমাধবকে বসাইলেন। বাণীমাধব নিতান্ত অবৈষ্ণব—বৈষ্ণবের মর্যাদা না জানিয়া বৃদ্ধবাবাজীকে শূদ্র-বোধে আশীর্বাদ করিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,——বাবা! তোমার নাম কি, এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বৃদ্ধবাবাজী 'তুমি' 'আমি' বলিয়া কথা কহিলেন, তাহাতে বাণীমাধবের চক্ষে একটু রোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাণীমাধাব একটু বক্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন,—ওহে বাবাজী! কৌপীন পরিলেই কি ব্রাহ্মণের সমান হওয়া যায়? সে যাহা হউক, একটা কথা তোমাকে বলি, —ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে তোমরা জান?

বাবাজী। অপরাধ ক্ষমা করুন—বৃদ্ধলোকের বাগ্‌দোষ ধরিবেন না; ব্রজনাথ কখন কখন কৃপা করিয়া আসেন।

বাণী। সে লোকটা বড় সহজ নয়; দুই চারিদিন আসিলে বিনয়াদির দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিয়া তোমার যাহা করিবার তাহা করিবে। বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্যেরা তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিরোধী; তাহারা পরামর্শ করিয়া ব্রজনাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি বৃদ্ধলোক—একটু সাবধান থাকিবে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কু-পরামর্শসকল তোমাদের বলিয়া যাইব। আমার বিষয় তাহাকে কিছু বলিবে না—বলিলে তোমার আরও অনিষ্ট হইবে; আমি অদ্য চলিলাম। এই বলিয়া বাণীমাধব স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বাণীমাধব ব্রজনাথের কাছে গিয়া কথায় কথায় বলিলেন—দাদা, আমি কার্যগতিকে অদ্য প্রাতে মায়াপুর গিয়াছিলাম; সেখানে একটী বৃদ্ধবৈষ্ণব দেখিলাম—সে-ই বা রঘুনাথ দাস বাবাজী হয়। তাহার সহিত একটু কথোপকথন করিতে করিতে তোমার প্রসঙ্গ হইল। তোমার সম্বন্ধে সে একটা এমন ঘৃণিত কথা বলিল যে, সেরূপ বাক্য কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রয়োগ করে না; অবশেষে বলিল,— ব্রজনাথকে ৩৬ জাতির পাত্রাবশিষ্ট খাওয়াইয়া তাহার বামুনাই শেষ করিয়া দিব! ছিঃ! তোমার মত পণ্ডিত লোক সেরূপ লোকের নিকট গেলে আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মান থাকিবে না। বাণীমাধবের এইসকল কথা শুনিয়া ব্রজনাথ আশ্চর্যান্বিত হইলেন; বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার যে দৃঢ়শ্রদ্ধা হইয়াছিল এবং বৃদ্ধবাবাজীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি হইয়াছিল, তাহা না জানি কি কারণে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ বলিলেন—ভায়া আজ আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি, তুমি ঘরে যাও; কাল তোমার কথা শুনিয়া আলোচনা করিব। বাণীমাধব চলিয়া গেলেন।

বাণীমাধবের দ্বিহৃদয়-চরিত্র ব্রজনাথ ভালরূপ জানিতেন। ব্রজনাথ অনেক ন্যায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি স্বভাবতঃ অসচ্চেষ্টা ভালবাসিতেন না। সন্ন্যাসের সহায়তা করিবে বলিয়া বাণীমাধবকে একটু বন্ধুত্ব-ভাব দেখাইয়াছিলেন; এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাণীমাধব কোন প্রকার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বৈরাগ্যের অনুকূলবাক্য বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে স্মরণ হইল যে, প্রস্তাবিত-বিবাহের সম্বন্ধে বাণীমাধবের লভ্য আছে; তজ্জন্যই শ্রীমায়াপুর গিয়া সে কোন দুরভিসন্ধির ভিত্তি পত্তন করিয়া আসিয়া থাকিবেক। মনে মনে ভগবান্‌কে বলিলেন,—হে ভগবান্, গুরু-বৈষ্ণবে যেন আমার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে, ধূর্তলোকের দৌরাত্ম্যে যেন কোন প্রকারে লঘু না হয়। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দিনটীর অবশেষ হইল; সন্ধ্যার পরে ব্যাকুলচিত্তে শ্রীবাসঅঙ্গনে গমন করিলেন।

এদিকে বাণীমাধব উঠিয়া গেলে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় মনে মনে করিলেন যে, এই লোকটা ঠিক ব্রহ্মরাক্ষস—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু" (১) এই শাস্ত্রবাক্যটী এই লোকে ফলিয়াছে; ইহার বর্ণাহঙ্কার, বৃথাভিমান, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ধর্মধ্বজিত্ব ইহার মুখশ্রীতে চিত্রিত আছে; ইহার সঙ্কীর্ণ স্কন্ধ, মিটমিটে চক্ষু ও কথার চালাকি ইহার অন্তরের পরিচয়! আহা! ব্রজনাথ কি মধুরস্বভাব ব্যক্তি, আর এ ব্যক্তিই বা কি অসুরস্বভাব পুরুষ! হে কৃষ্ণ, হা গৌরাঙ্গ, যেন এইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ আর না করিতে হয়। অদ্য ব্রজনাথ আসিলে তাহাকেও সতর্ক করিয়া দিব।

ব্রজনাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় দ্বিগুণ-স্নেহাবিষ্ট হইয়া 'এস বাবা,

---

(১। রাক্ষসগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করেন।)

এস' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রজনাথ চক্ষে দর দর ভক্তিধারার সহিত বাবাজীর চরণ-রেণু চুম্বন করিয়া বলিলেন; তিনি লজ্জায় কোন কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—একটী কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ অদ্য প্রাতে আসিয়া কতগুলি উদ্বেগদায়ক বাক্য বলিয়া গেলেন; তুমি কি তাহাকে চেন?

ব্র। প্রভো, জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন; তন্মধ্যে পূর্ণ মৎসরতা-নিবন্ধন কতকগুলি লোক অন্যজীবে উদ্বেগ জন্মাইয়া সুখী হয়। আমাদের বাণীমাধব-ভায়া ('ভায়া' বলিতে লজ্জাবোধ হয়) তন্মধ্যে একজন প্রধান; তাহার কথা আর যদি কিছুমাত্র উল্লেখ না হয়, তাহা হইলে আমি সুখী হই; আসল কথা এই যে, আমার নিন্দা আপনার কাছে ও আপনার নিন্দা আমার কাছে করা এবং মিথ্যাদোষারোপ করিয়া সুহৃদ্‌ভেদ জন্মাইয়া দেওয়াই তাহার প্রকৃতি; তাহার কথা শুনিয়া আপনি ত' কিছুই মনে করেন নাই?

বা। হা কৃষ্ণ! হা গৌরাঙ্গ! আমি বহুকাল বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত——আমি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ করিতে তাঁহাদের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়াছি; আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি—সে বিষয় তোমার আর কিছু বলিতে হইবে না।

ব্র। সে সব কথা বিস্মৃত হইয়া আমাকে বলুন, মায়াবদ্ধ জীব কিরূপে মুক্ত হয়?

বা। শ্রীদশমূলের সপ্তমশ্লোক শুনিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে—

> যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্-বৈষ্ণবজনং
> কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদ্রুদনুগমনে স্যাযুচিত।
> তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
> স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে।।৭।।

সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন।

ব্র। এ সম্বন্ধে দু-একটী বেদ-প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা।

বা। বেদ বলিয়াছেন, (মুণ্ডক ৩।১।২ ও শ্বেঃ ৪।৭)—

> "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
> জুষ্টং যদা পশ্যতন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।" (১)

(১। জীব অন্তর্য্যামী পরমাত্মা একই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন, জীব দেহাত্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্যপ্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন (গুরুকৃপা-বলে) অন্যভক্তগণকর্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকনির্মুক্ত হ'ন।)

ব্র। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন—এই বাক্যদ্বারা কি 'মুক্তি'কে বুঝিতে হইবে?

বা। মায়াবন্ধন-মোচনের নাম 'মুক্তি'; তাহা সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্যই লভ্য, কিন্তু মুক্তি হইলে জীবের যে মহিমা লাভ হয়, তাহাই অন্বেষণীয়। "মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—এই বাক্যে অন্যথা রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন। বন্ধন-মোচন যে মুহূর্তে হয়, সেই মুহূর্তে মুক্তির কার্য হইয়া গেল; কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হইল—তাহাই তাঁহার মূল প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখহানিকে 'মুক্তি' বলা যায়, কিন্তু মুক্তির পর চিৎসুখপ্রাপ্তিরূপ একটী অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন, (৮।১২।৩)-

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তম পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ।।" (১)

ব্র। মায়ামুক্ত পুরুষদিগের লক্ষণ কি?

বা। তাঁহাদের আটটী লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে, (৮।৭।১)—

"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।।" (২)

ব্র। মূলে কথিত হইয়াছে যে, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন হরিরসরসিক বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তাঁহার মঙ্গলোদয় হয়; এ কথায় আমার একটী পূর্বপক্ষ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান, অষ্টাঙ্গ-যোগ ইত্যাদি শুভকর্মদ্বারা কি চরমে হরিভক্তিলাভ হয় না?

বা। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১২।১-২)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা।।
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্।। (৩)

(১। এই জীব মুক্তিলাভ করিয়া—এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্নস্বরূপে—নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন; তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন।)

(২। যিনি মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য, জরাধর্মরহিত অর্থাৎ নিত্যনূতন, মৃত্যুশূন্য, শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুধা বা পিপাসারহিত, অপ্রাকৃত ও নির্দোষ-কামনাযুক্ত, যাঁহার বাসনা-মাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করা কর্তব্য।)

(৩। ভগবান কহিলেন,——সর্ববিধ অনর্থনিবারক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশ করে, আসন-প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি-ধর্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি-ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি-যজ্ঞ, কূপতড়াগাদি-নির্মাণ, সামান্যতঃ দান, চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রত, দেবপূজা-রহস্য-মন্ত্র, তীর্থ-পর্যটন,নিয়ম ও যম—এই সকল কিছুই আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।)

তাৎপর্য এই যে, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্মার্তধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতসকল, যজ্ঞসকল, ও যম-নিয়ম আমাকে ততদূর বাধ্য করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গবিনাশক সৎসঙ্গ যেরূপ অবরোধ করিতে পারে; অষ্টাঙ্গ-যোগদির দ্বারা আমাকে গৌণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সাধুসঙ্গই আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার একমাত্র হেতু; যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে (৮।৫১) বলিয়াছেন—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণাঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈততো ধীমান্ স্বয়ুথান্যেব সংশ্রয়েৎ।।

অর্থাৎ, যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়, অতএব শুদ্ধসাধুলোকের সঙ্গদ্বারা শুদ্ধসাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার; যথা ভাগবতে, (৩।১৩।৫৫)

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।

অর্থাৎ, অজ্ঞানক্রমে অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎ ফললাভ হয়, সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই নিঃসঙ্গ। যথা ভাগবতে, (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশ্যত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন, সে পর্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না (ভাঃ১০।৪৮।৩১)— **ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।**
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।।

অর্থাৎ গঙ্গাদি জলময় তীর্থসকল এবং মৃৎ-শিলাময় দেবতাসকলকে বহুদিন সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ।। (১)

বাবা, এই সংসারে অনাদি মায়াবদ্ধজীব কখনও দেবযোনিতে, কখনও পশুযোনিতে, স্মরণাতীত-কাল হইতে কর্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। যদি কখনও সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গ হয়, সেই সময় হইতেই পরাবরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মে।

(১। হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রাম্যমান জনের যখন ভগবৎকৃপায় সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যখন সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তখনই তাহার সাধুজনপ্রাপ্য চিদচিদের ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে।)

ব্র। সুকৃতি হইতে সাধুসঙ্গ-লাভ হয়; সুকৃতি কি? তাহা কি কর্ম না জ্ঞান?

বা। শাস্ত্রে শুভকর্মকে 'সুকৃতি' বলে। সেই শুভকর্ম দুইপ্রকার —ভক্তিপ্রবর্তক ও অবান্তরফল-প্রবর্তক। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, সাংখ্যাদি জ্ঞান—এই সমস্তই অবান্তরফলপ্রদ-সুকৃতি; সাধুসন্নিকর্ষ ও ভক্তিজনক দেশ, কাল ও দ্রব্যসংস্পর্শই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি। ভক্তিপ্রদ সুকৃতি লাভ করিতে করিতে তাহা বলবান্ হইয়া কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন করে; অবান্তরফলপ্রদ-সুকৃতি সকল সেই সেই ফল দিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে যতপ্রকার দানাদি শুভকর্ম হইতেছে, তাহারা 'ভুক্তিফল' দান করে। ব্রহ্মজ্ঞানাদি-সুকৃতি 'মুক্তিফল' দান করে; তাহারা 'ভক্তিফল' দান করিতে সমর্থ নয়। সাধু-ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌরপৌর্ণমাস্যাদি সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, তীর্থাদি সাধুবস্তুর দর্শন ও স্পর্শনরূপ ক্রিয়াসকল ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি।

ব্র। কোন ব্যক্তি সংসারের ক্লেশে অর্দিত হইয়া অবিদ্যা যন্ত্রণা-দূরীকরণার্থ বিবেকক্রমে হরিচরণে যদি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন, তাঁহার কি ভক্তিলাভ হইবে না।?

বা। যদি মায়া-যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বিবেকদ্বারা জানিতে পারেন যে, সংসার-ধর্ম—সকলই অসাধু, ভগবচ্চরণ ও তন্নিকটস্থ শুদ্ধভক্তগণই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, এবং এরূপ অনন্যগতি হইয়া ভগবচ্চরণের প্রতি ধাবিত হন, তাহা হইলে সেই চরণাশ্রিত-ভক্তদিগের পদাশ্রয় অগ্রেই গ্রহণ করেন; সেই পদাশ্রয়-গ্রহণেই তাঁহার ভক্তিপ্রদ মুখ্যসুকৃতি হয়—তাহাতেই তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন। প্রথমে যে বৈরাগ্য ও বিবেক লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গৌণরূপে ভক্তি সাধক হইয়াছে; অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের মুখ্য উপায় আর নাই।

ব্র। গৌণভক্তিসাধক হইলেও কর্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য ও বিবেককে 'ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি' বলিবার আপত্তি কি?

বা। তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে; উহারা প্রায়ই জীবকে একটী অবান্তর-ফলে আবদ্ধ রাখিয়া সরিয়া পড়ে,—কর্ম ভুক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়; বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে। এইজন্য ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ সুকৃতি বলা যায় না; কদাচ কাহারও পক্ষে উহারা ভক্তি-পর্যন্ত বাহক হয়—তাহা সাধারণ বিধি নয়। শুদ্ধভক্তসঙ্গের অবান্তর ফল নাই– তাহা অবশ্যই প্রেম পর্যন্ত লইয়া যাইবে; তথা ভাগবতে (৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।(১)

(১। কপিলদেব কহিলেন,—সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা নকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গপথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাব-ভক্তি), অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।)

ব্র। 'সাধুসঙ্গ'ই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি; সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও পরে ভক্তিলাভ, ইহাকেই কি ক্রম বলিব?

বা। ক্রম যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর,— সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির যে সকল অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, তাহারা কোনটী না কোনটির কার্য নরজীবনে দৈবাৎ কৃত হয়; যথা—ঘটনাক্রমে একাদশ্যাদি-দিবসে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদন- নির্গত হরিনামাদির কথা বা গীত শ্রবণ। উক্ত সমস্ত কার্যে যাহাদের ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহারা ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল ঘটনাক্রমে বা লোকদৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তি স্পৃহারহিত হইয়া ঐ সমস্ত কার্য করে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়; সেই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বহু জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ হইলে বল লাভ করিয়া অনন্যভক্তিতে 'শ্রদ্ধা' উদয় করায়। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে 'শুদ্ধভক্তসাধুর সঙ্গ' করিবার স্পৃহা জন্মে; ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে 'সাধন ও ভজন' ক্রমে ক্রমে হয়; ভজন করিতে করিতে 'অনর্থসকল দূর' হয়; অনর্থ দূর হইলে পূর্বে যে শ্রদ্ধা ছিল' তাহা নির্মল হইয়া নিষ্ঠা-রূপে পরিণত হয়; নিষ্ঠা ক্রমশঃ অধিকতর নির্মল হইয়া 'রুচি' হইয়া পড়ে; রুচি ভক্তির সৌন্দর্যে বদ্ধ হইয়া 'আসক্তি'-রূপে পরিণত হয়; আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে 'ভাব বা রতি, হয়; রতি সামগ্রীযোগে 'রস' হয়—ইহাই ' প্রেমোৎপত্তির' ক্রম। মূল কথা এই যে, শুদ্ধসাধু-দর্শনে সুকৃত-পুরুষের সাধু-অনুগমনের প্রবৃত্তি জন্মে। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘনটাক্রমে প্রথমে সাধুসঙ্গ, পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয়। প্রথম সাধুসঙ্গের ফল শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হরিপ্রিয় দেশ, কাল, দ্রব্য ও পাত্র—এই সকলের সন্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ; প্রথম সাধুসঙ্গের ফলে যে শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্ষণ গীতার (১৮।৬৬) চরম-শ্লোকে দেখিবে—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" (১) অর্থাৎ, স্মার্তধর্ম,অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধর্মসকল 'সর্বধর্ম-শব্দে উক্ত হইয়াছে; সেই সকল ধর্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন সাধন হইতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধর্মত্যাগের কথার উল্লেখ। সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী কৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি, ইহা জানিয়া অনন্যভাবে ভোগমোক্ষাদি চিন্তা-রহিত হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই প্রবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব কাঁদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণব-সাধুর অনুগমনে রত হয় ; এইবার যে সাধুর আশ্রয় করেন, তিনিই গুরু।

---

(১) তুমি সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই আশ্রয় লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।)

ব্র। জীবের অনর্থ কয় প্রকার?

বা। অনর্থ চারি প্রকার—স্ব-স্বরূপের 'অপ্রাপ্তি', ২। 'অসত্তৃষ্ণা' ৩। 'অপরাধ', ৪। 'হৃদয় দৌর্বল্য'। 'আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস' ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধ জীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ; জড়বস্তুতে অহং মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসদ্‌বিষয়সুখাদি তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলি; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। অপরাধ দশবিধ, তাহা পরে বলিব। হৃদয়-দৌর্বল্য হইতে শোকাদির উদ্ভব। এই চারি প্রকার অনর্থ অবিদ্যাবদ্ধ জীবের নৈসর্গিক ফল; সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম, রৌগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয়; তাহাতে পতনের অনেক আশঙ্কা এবং তদ্দ্বারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উদ্বেগশূন্য উপায়। অনর্থগুলি যত যায় মায়িক দশা ততই তিরোহিত হয়; মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদিত হইতে থাকে।

ব্র। অনর্থহীন ব্যক্তিদিগকে কি 'মুক্ত' বলা যায়?

বা। ভাগবতের (৬।১৪।৩-৫) এই পদ্যটী বিচার কর—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ।।
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।

অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত। ভক্ত অতি দুর্লভ—কোটি কোটি মুক্তলোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটী কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়; অতএব কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা আর দুর্লভ সঙ্গ জগতে মিলিবে না।

ব্র। 'বৈষ্ণবজন' বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে?

বা। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব—গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনিমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার যে পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত।

ব্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চপ্রকার, তাহা আপনি বলিয়াছেন। সাধনভক্ত ও ভাবভক্তগণকেও মায়াবদ্ধমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ভক্তগণ কি অবস্থা পর্যন্ত পৌছিলে 'মায়ামুক্ত' মধ্যে গণিত হন?

বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হইলেই 'মায়ামুক্ত' বলিয়া জীব অভিহিত হন, কিন্তু 'বস্তুগত-মায়ামুক্তি' ভক্তিসাধনের পরিপক্ক অবস্থায় আসিলেই ঘটিতে পারে, তাহার পূর্বে কেবল 'স্বরূপগত-মায়ামুক্তি' ঘটিয়া থাকে। জীবের স্থূল ও লিঙ্গশরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তুগত মায়া-মুক্তি হয়। সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাবভক্তির উদয় হয়! ভাবভক্তিতে জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া জড়দেহ-পরিত্যাগানন্তর লিঙ্গদেহকে বিসর্জন দিয়া চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশা থাকে, ভাবভক্তির প্রারম্ভেও সে দশা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না—এই দুই অবস্থা বিচার করিয়া 'সাধনভক্ত' ও 'ভাবভক্ত'কে 'মায়াকবলিত' পঞ্চপ্রকার জীবের মধ্যে রাখা হইয়াছে। বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চপ্রকারের মধ্যে অবশ্য পরিগণিত। মুক্তগণের মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। জীব অপরাধী হইয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছেন,—'আমি কৃষ্ণদাস' এই কথা বিস্মৃত হওয়াই মূল অপরাধ। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত অপরাধ যায় না, সুতরাং তদ্ব্যতীত মায়ামুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায় এরূপ বিশ্বাস করেন যে, কেবলজ্ঞানে মুক্তি হইবে—সেটি অমূলক বিশ্বাস; কৃষ্ণকৃপা—ব্যতীত মায়ামোচন কখনই হইবে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাদিগের দুইটী সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোক (১০।২।৩২-৩৩) পাওয়া যায়—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।। (১)
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।। (২)

ব্র। মায়ামুক্ত জীব কত প্রকার?

বা মায়ামুক্ত জীব আদৌ দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই, তাঁহার নিত্যমুক্ত। তাঁহার ও দুই প্রকার —ঐশ্বর্যগত-নিত্যমুক্তজীব ও মাধুর্যগত নিত্যমুক্তজীব! ঐশ্বর্যগত নিত্যমুক্তজীবেরা পরব্যোমপতির পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ মূলসঙ্কর্ষণের কিরণকণ। মাধুর্যগত-নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্দাবননাথের পার্ষদ; তাঁহারা তদ্ধামস্থ বলদেবের কিরণকণ। বদ্ধমুক্তজীবগণ তিন প্রকার— ঐশ্বর্যগত, মাধুর্যগত ও ব্রহ্মজ্যোতির্গত। যাঁহারা সাধনকালে ঐশ্বর্যপ্রিয়, তাঁহারা পরব্যোমনাথের নিত্যপার্ষদগণের সহিত সালোক্য লাভ করেন; সাধন-কালে যাঁহারা মাধুর্য্যপ্রিয়, মোক্ষলাভের পর তাঁরারা

---

(১) হে অরবিন্দাক্ষ, 'যাহারা বিমুক্ত হইয়াছে'—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়।)

(২) হে মাধব আপনার ভক্তগণ আপনার স্নেহ-পাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছেন। সুতরাং তাঁহাদের, বিমুক্তমানী ব্যক্তিগণের ন্যায়, ভক্তিপথ হইতে পতনের আশঙ্কা নাই। হে প্রভো, তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নবিনাশকগণের মস্তকে পদার্পণপূর্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।)

নিত্যবৃন্দাবনাদি-ধামে সেবাসুখ ভোগ করেন; যাঁহারা সাধনকালে অভেদ-অণুসন্ধানের রত, তাঁহারা মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্মসাজুয্যরূপ সর্বনাশ প্রাপ্ত হন।

ব্র। যাঁহারা গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের চরমগতি কি?

বা। কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুররসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসের দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণ স্বরূপ, এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে গৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌর পীঠ—এই দুইটী পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্তমান; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর—উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য।

এতাবৎ মায়ামুক্ত-অবস্থাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথ থাকিতে না পারিয়া ভাবাবেশে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিলেন। বাবাজী মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজনাথকে তুলিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রাত্রি অনেক হইল, বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রজনাথ বাটী চলিলেন। পথে জীবের গতি-চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার সময় পিতামহীকে কহিলেন,—দিদিমা, তোমরা যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে আমার বিবাহের সম্বন্ধটা স্থগিত কর ও বাণীমাধবকে আর আশ্রয় দিবে না—সে আমার পরম শত্রু; কল্য হইতে আমি আর তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব না, তোমরাও আর তাহার যত্ন করিও না।

ব্রজনাথের পিতামহী বড় বুদ্ধিমতী; দিবসে বাণীমাধবের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই সব কথা ও ব্রজনাথের কথা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, বিবাহের প্রস্তাবটা এখন থাকুক; ব্রজনাথের যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে অধিক পীড়াপীড়ি করিলে সে হয় কাশী, না হয় বৃন্দাবন চলিয়া যাইবে, ঠাকুরের যাহাই ইচ্ছা, তাহাই হৌক্।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ-বিচার)

(বাণীমাধবের দুষ্টতা---হরিশ ডোম---বাণীমাধবের সর্পাঘাত--গৌরমতটি বেদান্তের কোন বাদমধ্যে পরিগণিত কিনা? ---ব্রহ্মসূত্র---শাঙ্করী পদ্ধতি---চারিপ্রকার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত---পরিণামবাদ---বিকার---ব্রহ্মপরিণাম ও শক্তিপরিণাম---ব্রহ্মের ইচ্ছা বিকার নয়---ইচ্ছা হইলে শক্তিপরিণাম হয়--ভগবান্ নিত্য সবিশেষ---এক হইয়াও পরমতত্ত্ব নিত্য চতুর্দ্ধা---বির্বতবাদ---বিবর্তবাদ কৌতুকাবহ---সুতরাং বেদবিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ--মায়াবাদ বিচারিত--মায়াবাদ বৌদ্ধমত--মহাদেবের ভগবদাজ্ঞায় জীবের কল্যান-সাধনের জন্যই মায়াবাদ কল্পনা--মায়াবাদ প্রচারের প্রমাণ--তৎপক্ষীয় মহাবাক্য চতুষ্টয়ের বিচার---মায়াবাদের বেদবিরুদ্ধতা--অচিন্ত্যভেদাভেদের সর্ববেদসিদ্ধতা---অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তেই প্রীতির চরম প্রয়োজনতত্ব সিদ্ধ---প্রীতিই সকলের তাৎপর্য্য---অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার না করিলে নিত্যপ্রীতিতত্ত্ব স্বীকৃত হয় না।)

বাণীমাধব অতিশয় নষ্টপ্রকৃতি--ব্রজনাথের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে করিল, ব্রজনাথ ও বাবাজীদের উভয়ের অমঙ্গল সাধন করা চাই। আর কতকগুলি নষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তির সহিত জটলা করিয়া স্থির করিল যে, ব্রজনাথ রাত্রে যখন শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে আসিবে, তখন লক্ষণটিলার নিকট নির্জন প্রদেশে-তাহাকে প্রহার করিতে হইবে। ব্রজনাথ সে কথা একটু বুঝিতে পারিয়া দিবাভাগে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিদিন আশা হইবে না, এবং যখন আসিতে হইবে তখন দিবাভাগেই আসিতে হইবে; আর, একটা মজবুদ লোক সঙ্গে রাখা চাই। ব্রজনাথের কতকগুলি প্রজা ছিল; তন্মধ্যে 'হরিশ ডোম' বলিয়া একজন পাকা লাঠিয়াল ছিল। ব্রজনাথ হরিশকে বলিলেন--আমি আজকাল একটা বিষয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, তুমি যদি আমার কিছু সহায়তা কর, তবে আমি রক্ষা পাই। হরিশ বলিল---- ঠাকুর তোমার জন্য আমি পেরাণ দিতে পারি; আমাকে বলিলে আমি তোমার শত্রুকে মেরে ফ্যাল্‌বো। ব্রজনাথ বলিলেন--বাণীমাধব আমার অমঙ্গল- চেষ্টা করিতেছে; তাহার উৎপাতে আমি শ্রীবাসঅঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের নিকট যাইতে সাহস করি না; পথে আমাকে মারিবে, এরূপ যুক্তি করিয়াছে। হরিশ উত্তর করিল---ঠাকুর, তোমার হ'র্‌শে থাকতে পর্‌ওয়া কি? এই লাঠিগাছটা বাণীমাধব ঠাকুরের মুণ্ডে পড়িবে, বোধ হচ্ছে। যা হোক্, ঠাকুর! যেখন যেখন তুমি ছিরিবাস-আঙ্গিনায় যাবা, তেখন তেখন মোরে ন্যাবা; দেখ্‌বো, কোন্ ব্যাটা কি করে,----মুঞি একাই এক্‌শো জন।

হরিশ ডোমের সহিত এরূপ স্থির করিয়াও ব্রজনাথ দুই চারি দিন অন্তর শ্রীবাস-অঙ্গনে যান; অধিক্ষণ থাকিতে পারেন না; তত্ত্বকথা হয় না বলিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখিত আছেন। ১০।২০ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইতে না হইতে নষ্টপ্রকৃতি বাণীমাধবের সর্পাঘাত হইল। বাণী মাধবের মৃত্যুসংবাদে বৈষ্ণব ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন, বৈষ্ণব-বিদ্বেষে কি তাহার এই ফল হইল? আবার মনে মনে করিলেন, (ভাঃ ১০।১।৩৮) ''অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্'' (১) পরমায়ু নাই, মরিয়া গেল; এখন আমার প্রত্যহ শ্রীবাস-অঙ্গনে গমনের আর ব্যাঘাত কি? সেই দিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন—আজ হইতে আমি আবার প্রত্যহ আপনার চরণে আসিব; প্রতিবন্ধক বাণীমাধব এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে। পরম কারুণিক বাবাজী মহাশয় অনুদিত-বিবেক জীবের মৃত্যুসংবাদে প্রথমে দুঃখিত হইলেন; একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন—''স্বকর্মফলভুক্ পুমান্'' (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ) (২) ; কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন, তথায় যাইবে; বাবা, তোমার মনে আর কিছু ক্লেশ আছে?

ব্র। আমার মনে এই মাত্র ক্লেশ যে, কয়েক দিবস আমি আপনার উপদেশামৃত পান করিতে না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয় হইয়াছি। অদ্য শ্রীদশমূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। আমি তোমার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি; তুমি কি পর্যন্ত শুনিয়াছিলে এবং তাহা শুনিয়া তোমার কি প্রশ্ন মনে উদিত হইয়াছে, তাহা বল।

ব্র। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শুদ্ধমতের নামটী কি? অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এইসকল মত পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ শিখাইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি ঐ-সকল মতের মধ্যে কোন একটী মত স্বীকার করিয়াছেন, কি অন্য প্রকার মত শিক্ষা দিয়াছেন? সম্প্রদায়-প্রণালীতে আপনি বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত; তাহ হইলে তাঁহাকে কি শ্রীমধ্বাচার্য-প্রকাশিত দ্বৈতবাদের আচার্য বলিয়া মানিব, না আর কিছু?

বা। বাবা, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর—

হরেঃ শক্তেঃ সর্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কবিমলং।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিলমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে।।৮।।

(১। অদ্যই হউক বা শত বৎসর পরেই হউক প্রাণিদিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।)
(২। পুরুষ স্বীয় কর্মের ফলভোগ করেন।)

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্তবাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব হইতে সর্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়।

উপনিষদবাক্যগুলিকে ' বেদান্ত' বলা হয়, সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়চতুষ্টয়সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে যে সূত্রসকল রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই ' বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল বেদান্তসূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্যগণ বেদান্তসূত্র হইতে স্বীয় স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য সেই সকল সূত্র হইতে 'বিবর্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না, অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়; বিবর্তবাদই ভাল। বিবর্তবাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করতঃ বিবর্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন; ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণাম বাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্তবাদ একটী মতবাদ; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য ' দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বনপূর্বক 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য অনেকগুলি শ্রুতিবচন অবলম্বনপূর্বক ' দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতিবচন অবলম্বনপূর্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ববিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্যচতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতিবচনের সম্মানপূর্বক যেমন সিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-তত্ত্ব— শ্রীমন্মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সারমাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

ব্র। পরিণামবাদ কি প্রকার?

বা। পরিণামবাদ দুইপ্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম-পরিণামবাদ ও তৎশক্তিপরিণামবাদ। 'ব্রহ্ম-পরিণামবাদে'র শিক্ষা এই যে, অচিন্ত্য নির্বিশেষব্রহ্ম পরিণত হইয়া এক অংশে জীবসকল ও অপরাংশে জড়জগৎ হইয়াছেন। সেইমতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১) (১) এই শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্ম বলিয়া 'একটীমাত্র' বস্তু স্বীকৃত আছে; অতএব ঐ মতকেও 'অদ্বৈতবাদ' বলা যায়——দেখ, বিকারকেই পরিণাম বলা হইল। শক্তি-পরিণামবাদিগণ বলেন, ব্রহ্মের বিকার সম্ভব নয়; ব্রহ্মের যে অবিচিন্ত্য শক্তি, তাহাই

(১। এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন।)

পরিণত হইয়া জীবশক্ত্যংশে জীবনিচয়কে ও মায়াশক্ত্যংশে জড়জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ মানিলে পরিণামবাদেও ব্রহ্ম বিকৃত হন না।

সতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। (২)

বিকার কি? ইহা সত্যতত্ত্ব হইতে একটী অন্যথা-বুদ্ধিমাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে বিকৃত হয়; ইহাতে একটি দুগ্ধরূপকতত্ত্ব আছে; দধিরূপে তাহার অন্য : হইলে সেই অন্যথা-বুদ্ধিকে তাহার 'বিকার' বলে। ব্রহ্মপরিণামবাদে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের বিকার; এই মতটী নিতান্ত অবিশুদ্ধ, ইহাতে সন্দেহ নাই। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম একমাত্র বস্তু—তাঁহার বিকারের স্থল পাওয়া যায় না; তাঁহাকে 'বিকারী' বলিলে বস্তুসিদ্ধি হয় না। অতএব ব্রহ্ম-পরিণামবাদ কোন মতেই ভাল নয়; শক্তি-পরিণামবাদে সেরূপ দোষ ঘটে না। ব্রহ্ম অবিকৃত আছেন, তাঁহার অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তি কোনস্থলে অণুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোন স্থলে ছায়াকল্পে জড়ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জীবজগৎ হউক, অমনি তাঁহার পরাশক্তিগত জীবশক্তি অনন্ত জীব প্রকট করিল। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জড়জগৎ হউক, অমনি পরা-শক্তির ছায়ারূপ মায়া-শক্তি এই অসীম জড়জগৎকে প্রকট করিল—ইহাতে ব্রহ্মের নিজ বিকার নাই। যদি বল, ইচ্ছাই তাঁহার বিকার; সে বিকার ব্রহ্মে কিরূপে থাকে? তাহার উত্তর এই, তুমি জীবের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাকে বিকার বলিতেছ; জীব ক্ষুদ্র, তাঁহার যে ইচ্ছা হয়, তাহা অন্যশক্তি-সংস্পর্শী; এই জন্য জীবের ইচ্ছাটা 'বিকার'। ব্রহ্মের ইচ্ছা সেরূপ নয়, ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ— ব্রহ্মের শক্তি হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা পৃথক্। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছাই ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহার পরিণতিও নাই; ইচ্ছা হইবা-মাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। শক্তিরই পরিণাম। এই সূক্ষ্মবিভাগ জীবের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত— কেবল বেদ-প্রমাণদ্বারাই জানা যাইতেছে। এখন শক্তির পরিণাম কিরূপ, তাহাই বিচার্য; দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে শক্তিপরিণামের একমাত্র পরিচয়, তাহা নয়; যদিও প্রাকৃতবস্তুদ্বারা অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে (২) অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে কর। অনন্তজীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দশ লোকান্তর্গত অনন্তব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ 'বিকারশূন্য' থাকেন। 'বিকারশূন্য' শব্দদ্বারা এরূপ মনে করিও না যে, তিনি কেবল নির্বিশেষ— বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্বদা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ; কেবল নির্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি

(২। একটী সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্যতত্ত্ব উদিত হইলে, তাহাতে অন্য বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি,তাহাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম।)

(২। চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ),

স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা তিনি নিত্য-সবিশেষ ও নির্বিশেষ; কেবল নির্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধস্বরূপ-মাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ' রূপ তিনটী কারকত্ব শ্রুতিগণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; (তৈঃ ভৃগু ১ অনু)—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" (১) অর্থাৎ, 'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে'— এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়; 'যাঁহা কর্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়; যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে' এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণদ্বারা পরতত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন—ইহাই তাঁহার বিশেষ; অতএব ভগবান্ সর্বদা সবিশেষ। শ্রীজীব গোস্বামী ভগবত্তত্ত্ব বিচারে বলিয়াছেন—

"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্যান্তরমণ্ডলস্থিত- তেজ ইব মণ্ডল তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।"

অর্থাৎ পরমতত্ত্ব এক—তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; সেই শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্ধা অবস্থান করেন। সূর্যমণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত সূর্যরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই অণুচিৎ আশ্রয়; এবং মায়াপ্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা-প্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরম-তত্ত্বের একত্বও সেইরূপ। নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব; কেননা, জীব-বুদ্ধি সসীম, পরমেশ্বরের অচিন্ত্যে শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

ব্র। 'বিবর্তবাদ' কাহাকে বলি?

বা। বেদে যে বিবর্তসম্বন্ধে বিচার আছে, তাহা বিবর্তবাদ নয়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য 'বিবর্ত' শব্দের যে প্রকার অর্থ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে 'বিবর্তবাদ' ও 'মায়াবাদ' এক হইয়া গিয়াছে। 'বিবর্ত'-শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ এইরূপ—

অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

অর্থাৎ, যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত'। জীব

(১। বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবান, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তদুত্তরে বলিলেন,—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন ও সর্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, —তিনিই ব্রহ্ম।)

চিৎকণ বস্তু, জড়ীয় স্থূল-লিঙ্গ দেহে আবদ্ধ হইয়া তত্ত্বভ্রমে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থূল শরীরের সহিত এক মনে করিয়া দেহকে 'আমি' বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, অন্যথাবুদ্ধি—ইহাই বেদসম্মত একমাত্র বিবর্তের উদাহরণ; যথা—কেহ এরূপ বুদ্ধি করিতেছন যে, আমি সনাতন ভট্টাচার্যের পুত্র রামনাথ ভট্টাচার্য; কেহ বা মনে করিতেছন, আমি বিশে চাঁড়ালের পুত্র সাধু চাঁড়াল। এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রম—চিৎকণ জীব রমানাথ ভট্টাচার্য বা সাধু চাঁড়াল ন'ন; তথাপি দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেরূপ প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম ঐ প্রকার। অতএব এই সমস্ত উদাহরণদ্বারা মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্তভ্রমকে দূর করিবার পরামর্শ বেদে দেখা যায়। মায়াবাদিগণ বেদের যথার্থ তাৎপর্য পরিত্যাগপূর্বক এক প্রকার কৌতুকাবহ বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'আমি ব্রহ্ম'—ইহাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি, তাহার অন্যথা 'আমি জীব', এই বুদ্ধিকে তাঁহার 'বিবর্ত' বলিয়াছেন; বস্তুতঃ ওরূপ বিবর্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না। বিবর্তবাদ বস্তুতঃ শক্তি-পরিণামবাদের বিরোধী নয়, কিন্তু মায়াবাদীর বিবর্তবাদ নিতান্ত হাস্যাস্পদ। মায়াবাদীর বিবর্তবাদ কয়েক প্রকার-তন্মধ্যে জীবভ্রমক্রমে ব্রহ্মের জীবত্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্মের জীবত্ব এবং স্বপ্নে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জড়জগতের ব্রহ্মেতর বুদ্ধি,—এই তিন প্রকার বিবর্তবাদ বিশেষরূপে প্রচারিত আছে। এ প্রকার বিবর্তবাদ সত্য নয়, বেদপ্রমাণ-বিরুদ্ধ।

ব্র। মায়াবাদ-ব্যাপারটা কি? ইহা আমার বুদ্ধিতে আসে না।

বা। একটু স্থির হইয়া বুঝিয়া লও। মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়া মাত্র, তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাই; সেই মায়া জড়জগতেরই অধিকর্ত্রী। জীব অবিদ্যা-ভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট। চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্রশক্তি অবশ্য আছে, মায়াবাদ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে যে, জীবই ব্রহ্ম—মায়ার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে; মায়াসম্বন্ধ পর্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়াসম্বন্ধশূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব; মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই; অতএব জীবের মোক্ষই ব্রহ্মের সহিত নির্বাণ। মায়াবাদ জীবকে ত' এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া শুদ্ধজীবের সত্তা স্বীকার করিলেন না; আবার বলেন যে, ভগবানকে মায়াশ্রিত বলিয়া তাঁহাকে জড়জগতে আসিতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়— তিনি একটি মায়িকস্বরূপ গ্রহণ না করিলে প্রপঞ্চে উদিত হইতে পারেন না; কেননা ব্রহ্মাবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক-বিগ্রহ হয়; অবতারসকল মায়িক শরীরকে গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য করেন, আবার মায়িক শরীরকে এই জগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। মায়াবাদী ভগবানের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছেন যে, জীব ও ঈশ্বরের অবতারে একটী ভেদ আছে—সেই ভেদ এই যে, জীব কর্মপরতন্ত্র হইয়া স্থূলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার

ইচ্ছার বিরোধে কর্মের স্রোতবেগে জরা, মরণ ও জন্মপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন; ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন; তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্য হইতে পারেন; ঈশ্বর কর্ম করেন বটে, কিন্তু কর্মফলের পরতন্ত্র ন'ন—এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত।

ব্র। বেদে কি কোন স্থলে এইরূপ মায়াবাদের উপদেশ আছে?

বা। না; বেদের কোন স্থলে মায়াবাদ নাই! মায়াবাদ, বৌদ্ধধর্ম, পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—(উত্তরখণ্ডে)।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।।

উমাদেবীর জিজ্ঞাসা-মতে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র—বৌদ্ধমত, বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য দিগের ধর্মে প্রকাশ করিয়াছে; কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

ব্র। প্রভো, দেবদেব মহাদেব বৈষ্ণবপ্রধান, তিনি কি জন্য এরূপ কদর্য কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

বা। শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার। অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ সকামভাবে ভগবদুপাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরল হৃদয়ে জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট না করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে শম্ভো, তামস প্রবৃত্তি অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয়; অসুরপ্রবৃত্তিগণ শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীমহাদেব এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবদাজ্ঞা শিরোধার্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন; অতএব জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাদেবের ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য কৌশলরূপ 'সুদর্শনচক্র' হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় যে কি ভাবি মঙ্গল আছে, তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত দাসদিগের প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই কার্য; এতন্নিবন্ধন শুদ্ধবৈষ্ণবগণ মায়াবাদপ্রচারক শিবাবতার শঙ্করাচার্যের কোন দোষদৃষ্টি করেন না। ইহার শাস্ত্র-প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

পাদ্মে,—ত্বমারাধ্য যথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা।

দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।।(১)
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বন্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।

বারাহে,—

এষমোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।।
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মনমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।।(২)

ব্র। মায়াবাদের বিরুদ্ধে বেদপ্রমাণ কিরূপ পাওয়া যায়?

বা। অখিল বেদশাস্ত্রই মায়াবাদ-বিরুদ্ধ প্রমাণ। অখিল বেদ অন্বেষণ করিয়া মায়াবাদী তাঁহার পক্ষপাতী চারিটী মহাবাক্য বাহির করিয়াছেন, যথা—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১)(৩), "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১)(৪) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐত ১।৫।৩)(৫) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি।(৬) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০)(৭)

প্রথম মহাবাক্যে কি পাওয়া যায়? এই জীবজড়াত্মক বিশ্ব—সমস্তই ব্রহ্ম; ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের কি পরিচয়, তাহা অন্যত্র দিয়াছেন (শ্বেঃ ৬।৮)—

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।" (৮)

(১। হে শম্ভো, আমি যে প্রকারে অসুর-মোহনার্থ অন্যান্য দেবতাবৃন্দকে আরাধনা করিয়াছি, তদ্রূপ তোমাকেও আরাধনা করিয়া সর্বদা বর গ্রহণ করিব। তুমি কলিযুগে মানুষাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যানির্মিত নিজতন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও— তাহা দ্বারা জগতের বহির্মুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতে থাকিবে।) (২) আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র, তুমি মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ, অন্যায় ও ভগবৎস্বরূপপ্রকাশের বিরোধী অক্ষজ-যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহারমূর্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য-ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।)

(৩) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গাশক্তি প্রকটিত।)

(৪। ব্রহ্মস্বরূপে কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই।) (৫। "প্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি) অপ্রাকৃত-ব্রহ্মস্বরূপ",)

(৬। " হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।")। (৭। আমি জীবাত্মা ব্রহ্ম জাতীয় বস্তু।)

(৮। সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্বদা সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম 'পরাশক্তি'। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিক শক্তি জ্ঞান (চিৎ, বা সম্বিৎ) বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।)

সেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি একত্র স্বীকৃত হইয়াছে; সেই শক্তিকে স্বাভাবিকী শক্তি বলা হইয়াছে; সেই শক্তিতে বিচিত্রতা আছে। শক্তি ও শক্তিমান্‌কে একত্র বিচার করিলে ব্রহ্মের নানাত্ব হয় না; কিন্তু যখন ব্রহ্মকে ও শক্তিকে পৃথক্ করিয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তখন নানাত্ব কাজে কাজেই সিদ্ধ হয়—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (কঠ ২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১০) (১) —এই শ্রুতিবাক্যে বস্তুর নানাত্ব এবং অনেক নিত্যবস্তু স্বীকৃত হইয়াছে; এইরূপ বাক্যে শক্তিকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া বিচারিত হইয়াছে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ১।৫।৩) (২)—এই বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মের ঐক্য করিলেন, সেই প্রজ্ঞানকে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (৪।৪।২১) "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" (৮৩) —এই বাক্যদ্বারা প্রজ্ঞা-শব্দে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়াছেন; "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) (৪) —এই বাক্যে যে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য শিক্ষা দিলেন, তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক এইরূপ বলিয়াছেন, (৩।৮।১০)

" যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ।
য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।।" (৫)

" তত্ত্বমসি" জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশেষে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হন; "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০)—এই বাক্যে যে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, সেই বিদ্যা যদি চরমে ভক্তিরূপিণী না হয়, তাহা হইলে তাহার নিন্দা 'ঈশাবাস্যে' (৯ম মঃ) এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।"

অর্থাৎ অবিদ্যার উপাসনাপূর্ব্বক যিনি আত্মার চিন্ময়ত্ব না জানেন, তিনি সুতরাং ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট; যাঁহারা অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবকে চিৎকন না জানিয়া ব্রহ্ম মনে করেন, তাঁহারা অতিবিদ্যায় পড়িয়া তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বাবা, বেদশাস্ত্র অপার– প্রত্যেক উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া সমষ্টি বিচার করিতে পারিলে বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হওয়া যায়; প্রাদেশিক বাক্য লইয়া টানাটানি করিতে গেলে সুতরাং একটা কদর্য্য মত বাহির হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু

(১। "যিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তুসমূহের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন।

(২। "প্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি) অপ্রাকৃত-ব্রহ্মস্বরূপ")

(৩। বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।)

(৪।" হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।")

(৫। হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র; আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোকে হইতে পরলোক গমন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ)

বেদের সর্বাঙ্গ বিচারপূর্বক জীব ও জড়ের শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদাভেদরূপ অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন।

ব্র। অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব যে শ্রুতিবিহিত, তাহা আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখাইয়া দিন।

বা। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১) (১), 'আত্মৈবেদং সর্বমিতি', (ছাঃ ৭।২৫।২) (২), 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১) (৩), 'এবং দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ' (শ্বেঃ ৫।৪) (৪) ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার 'ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতিপরম্' (তৈঃ ২।১) (৫), "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" (কঠ ১।২।২২, ২।১।৪) (৬), "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ আঃ ১ অনু) (৭), "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ। " ** " তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্" (শ্বে ৩।৯) (৮), "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" (শ্বেঃ ৬।১৬) (৯), "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ২।২৩, মু ৩।২।৩)"তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" (শ্বেঃ ৩।১৯), 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ" (ঈশ ৮ম) " নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি" (কেন, ৩।৬।১০) "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ

(১। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গাশক্তি প্রকটিত।)

(২। এ পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আত্মা।)

(৩। উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস, এ পরিদৃশ্যমান জগৎসৃষ্টি হইবার পূর্বে একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্বই বর্তমান ছিলেন।)

(৪। যেরূপ সূর্য্যদেব উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্যক সকল দিক্‌কেই প্রকাশ করিয়া প্রদীপ্ত থাকেন, তদ্রূপ সর্বারাধ্য সেই ভগবান্ একাকী কারণস্বভাব-পৃথিব্যাদিতে অধিষ্ঠিত থাকেন।)

(৫। ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।)

(৬। পণ্ডিতগণ অধিকারী আত্মাকে দেবপিতৃমনুষ্যাদি-শরীরে অবস্থিত দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছন্ন, অতএব মহান্ ও সর্বব্যাপী জানিয়া শোকে অভিভূত হন না।)

(৭। ব্রহ্মবস্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদি-পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্বান্তর্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব-প্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়—প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন।)

(৮। যে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কিছুই নাই, তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমপুরে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী প্রভাব-প্রকটিত তদ্রূপবৈভব নিত্যধামে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, অথচ সেই পুরুষ অচিন্ত্যশক্তিবলে যুগপৎ এই বিশ্বের অভ্যন্তরে (পরমাত্মরূপে) বিরাজ করিতেছেন।)

(৯। সেই বিশ্বের কর্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্তা, গুণী সর্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।)

সুকৃতমুচ্যত ইতি'' (তৈঃ ২।৭) (১), ''নিত্যো নিত্যানাম্'' (কঠ ৩।১৩, শ্বেঃ ৬।১৩), ''সর্বং হ্যেতদ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ'' (মাঃ ২য়) (২), ''অয়ং আত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু'' (বৃঃ ২।৫।১৪) (৩) _ ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচনদ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়। বেদশাস্ত্র সর্বাঙ্গসুন্দর— বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ করা যায় না। নিত্যভেদ সত্য, নিত্যঅভেদও সত্য—যুগপৎ উভয় তত্ত্বই সত্য হওয়ায়, ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুতিসকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবচিন্তার অতীত; ইহাতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়; বেদবাক্য যেখানে যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই সত্য—আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলিয়া বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নয়। ''নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'' (কঠ ১।২।।৯) _ ''নাহংমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ'' (কেন ২।২) (৪)

—এই সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য; তাহাতে যুক্তি যোগ করিবে না। শ্রীমহাভারতে বলিয়াছেন—

পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গ বেদং চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।।(৫)

অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই শ্রুতিবিহিত সুবিমল তত্ত্ব। জীবের চরম-প্রয়োজন-বিচারস্থলেও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিধান্ত ব্যতীত অন্য সত্য সিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অচিন্ত্যভেদাভেদ মানিলে ভেদ-প্রতীতি নিত্য হইবে। সেই প্রতীতি ব্যতীত জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহা কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না।

ব্র। প্রীতিই যে চরম প্রয়োজন, ইহার যুক্তি ও প্রমাণ কি?

বা। বেদ বলিয়াছেন (মুণ্ডক ৩।১।৪)—

''প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড়

(১। এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন, সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ব্যক্ত জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণাম) উৎপন্ন হইয়াছে; সেই ব্রহ্ম আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিলেন; সেইজন্য সেই পুরুষরূপকে ''সুকৃতি'' বলা হয়।)

(২।এই সমস্তই অবর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ; আত্মস্বরূপ; তিনিই চতুষ্পাদ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-কার্যক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা-স্বরূপে মহারসময়।)

(৩। এই পরমাত্মাই সর্বভূতের অমৃতস্বরূপ।)

(৪। আমি ব্রহ্মকে সম্যকরূপে অবগত হইয়াছি, ইহা মনে করি না; বস্তুতঃ আমি যে তাঁহাকে জানি না, এমতও নহে, আবার জানি এমতও নহে অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।)

(৫। সাত্বতপুরাণ স্বায়ম্ভুব-মনুর সঙ্কলিত ধর্ম, ষড়ঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারিটী, ভগবানের সিদ্ধ আজ্ঞা অর্থাৎ আপ্তোপদেশবাক্য, তর্কপন্থায় এই চারিটীকে হনন করিবার প্রয়াস বিধেয় নহে।)

আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ।।" (১) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌দিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া প্রেমের ক্রিয়াদ্বারা লক্ষিত হন; সেই রতিই প্রীতি।

"ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি" (বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬) (২)—এই বৃহদারণ্যক-বাক্যে প্রীতিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারা যায়। বাবা, এরূপ বেদ ও ভাগবতপুরাণ-প্রমাণ বহুতর আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (আঃ-৭ম অনু)—

" কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়াতি।।" (৩)

আনন্দ- প্রীতি-পর্য্যায়। সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন— মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন, এইজন্যই তাঁহারা ' মোক্ষ' ' মোক্ষ' করিয়া উন্মত্ত; বুভুক্ষু ব্যক্তিরা বিষয়ভোগকেই 'আনন্দ' বলেন। এইজন্যই তাঁহারা ভুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত- —আনন্দ-লাভের আশাই তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্যে প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দের জন্য চেষ্টাবান্, অতএব সর্বপ্রকার লোকেই প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন; এমন কি, প্রীতির জন্য দেহপরিত্যাগেও প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রীতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন— -ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। নাস্তিকই হউন বা আস্তিকই হউন, কর্মবাদীই হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কামীই হউন বা নিষ্কামীই হউন—সকলেই একমাত্র প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে প্রীতিকে পাওয়া যায়, এমন নয়। কর্মবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতিপ্রদ মনে করেন, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীঃ ৯।২১) (৪) — এই ন্যায়ানুসারে যখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। মনুষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশঃ ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে প্রীতি না পাইয়া স্বর্গসুখ কল্পনা করেন; স্বর্গচ্যুতিসময়ে তদুত্তর- লোকসকলের সুখকে বহু-সম্মান করিয়া থাকেন। যখন জানিতে পারেন যে, মর্ত্যলোকে, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-নির্বাণকে অনুসন্ধান করেন; ব্রহ্ম নির্বৃত্তি লাভ করিয়া যখন আর সুখসম্ভোগ হয় না, তখন তটস্থ হইয়া পন্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ-ব্রহ্মনির্বাণে আনন্দ বা প্রীতি

---

(১) যিনি প্রাণিদিগের মুখ্য প্রাণ, যিনি সর্বভূতে প্রকাশিত আছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রেমভক্তিরূপ বিজ্ঞানের সহিত সেইপরমপুরুষকে অবগত হইয়া অতিবাদী হন না অর্থাৎ ভগবানের গুণকীর্তন ব্যতীত জীবন্মুক্তের আর অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয় বিষয় থাকে না; সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবানে রতি-বিশিষ্ট ও তাঁহার প্রেমলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন—এইরূপ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।)

(২) যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন— হে মৈত্রেয়ি! অপরের সুখোৎপাদনের জন্য কেহ কাহারও প্রিয় না; কেবল নিজকামনা-সিদ্ধির জন্যই সকলে লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।)

(৩। যিনি সুকৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত?) (৪। স্বর্গভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে।)

কিরূপে সম্ভব হয়? যখন আমিত্বের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে? আমার আমিত্ব গেলে ব্রহ্মকেই বা কে অনুভব করিবে? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্ব নাশের সহিত আমার সর্বনাশ; আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার প্রয়োজন লাভের অনুভব হইবে? আমি নাই ত' কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কেননা, ব্রহ্মরূপ আমি ত' নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্মণ্য ও অযুক্ত; অতএব ব্রহ্মনির্বাণটা প্রীতিসিদ্ধি নয়—জীবের পক্ষে একটা ভাণ মাত্র; সত্য হইলেও খ-পুষ্পের ন্যায় অনুভূত। ভক্তিতেই কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়, ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি; সেই প্রীতিই নিত্য। শুদ্ধকৃষ্ণও নিত্য, শুদ্ধপ্রীতিও নিত্য; অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-অঙ্গীকারে প্রেমের নিত্যতাই সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহাতে অনিত্যতা আসিয়া তাহারসত্তাকে নাশ করে, এতন্নিবন্ধন সর্বশাস্ত্রই অচিন্ত্যভেদাভেদ-রূপ সত্যসিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতেছেন; আর সমস্ত বাদই মতবাদ।

ব্রজনাথ প্রেমতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার)

(ব্রজনাথের মনে বিতর্ক—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য—বিল্বপুষ্করিণী—শ্রীমায়াপুর- বৈভবদর্শন ইত্যাদি—ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ—শুদ্ধাভক্তি —ভক্তির বৈশিষ্ট্য— ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব, মোক্ষ-লঘুকারিত্ব, সুদুলর্ভত্ব, সান্দ্রানন্দবিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীয়ত্ব— রুচিই ভক্তিপ্রদ—যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা—সাধনভক্তি—নিত্যসিদ্ধভাব—সাধনলক্ষণ— বৈধ ও রাগানুগ সাধন—বিধি-লক্ষণ—বিধি-নিষেধের মূল লক্ষণ —ভক্তির অধিকার —শ্রদ্ধা-অধিকারী তিন প্রকার—মুক্তি ও ভক্তি —কৃষ্ণ ও নারায়ণ—নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী—ভক্তের কর্মাঙ্গশূন্যতা-হেতু প্রায়শ্চিত্তাদির অপ্রয়োজন—শুদ্ধভক্ত দেবঋণাদি হইতে মুক্ত—শুদ্ধাভক্তির সাধনাঙ্গ বিচার আরম্ভ—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন-বিচার--শ্রোতৃদৈন্য—বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য।)

ব্রজনাথ আহারান্তে শয়ন করিলেন; তাঁহার হৃদয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠতে লাগিল— কখনও কখনও মনে করিতে লাগিলেন যে, অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বটীও একটী মতবাদ; আবার গম্ভীররূপে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, এই মতের বিরুদ্ধে শাস্ত্র নাই; সকল শাস্ত্রেরই মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ গৌরকিশোর সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্, তাঁহার গম্ভীর-শিক্ষাতে কখনও দোষ থাকিতে পারে না; আমি আর সেই পরম- প্রেমময় গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু হায়, আমি কাজে কি লাভ করিয়াছি! অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বই যে সত্য, এইমাত্র জানিলাম; এরূপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হইল? বাবাজী মহাশয় বলিলেন যে, প্রীতিই জীব-জীবনের চরম তাৎপর্য। কর্মী-জ্ঞানীরাও প্রীতিকে অন্বেষণ করেন; কিন্তু সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থা যে কি, তাহা জানেন না; অতএব সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থাকে লাভ করা আবশ্যক; কি উপায়ে তাহা লাভ করা যায়, এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে তাঁহার চেতন-অপহরণ করিলেন।

অধিক রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল বলিয়া ব্রজনাথের নিদ্রা একটু বেলা হইলে ভঙ্গ হইল। শয্যা পরিত্যাগ করতঃ শৌচক্রিয়াদি সমাপ্ত করিতে করিতে তাঁহার মাতুল বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পর শ্রীমোদদ্রুম হইতে মাতুল মহাশয় আসিয়াছেন দেখিয়া ব্রজনাথ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; শ্রীমন্নারায়ণীর কৃপায় তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছিল—তিনি দেশে দেশে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইতেন। দেনুড়- গ্রামে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিজয়কুমারকে শ্রীমায়াপুরের অচিন্ত্যযোগপীঠ-দর্শনের উপদেশ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলসকল গুপ্তপ্রায় হইবে; আবার চারিশত বৎসরের পর সেই সব লীলাস্থান পুনঃপ্রকটিত হইবে। গৌরলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্নতত্ত্ব এবং যাঁহারা শ্রীমায়াপুর আদিস্থানের চিন্ময়ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই কেবল ব্রজধাম দর্শন করেন। ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসঠাকুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয়কুমার শ্রীমায়াপুর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন; মনে মনে করিলেন, বিল্বপুষ্করিণীতে স্বীয় ভগিনী ও ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমায়াপুর যাইবে। তখন বিল্বপুষ্করিণী ও ব্রাহ্মণপুষ্করিণী পরস্পর সংলগ্ন-গ্রাম ছিল—এখনকার মত বিল্বপুষ্করিণী ব্রাহ্মণপুষ্করিণী হইতে সুদূরস্থিত ছিল না; শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে অর্ধক্রোশের মধ্যেই বিল্বপুষ্করিণীর সীমা পাওয়া যাইত। পরিত্যক্ত বিল্বপুষ্করিণী আজকাল 'টোটা ও তারণবাস' নামে প্রচলিত।

বিজয়কুমার ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বাবা, আমি শ্রীমায়াপুর দর্শন করিয়া আসিতেছি; দিদি ঠাকুরাণীকে বলিবে যে, আমি প্রত্যাগমন করিয়া এই বাটীতে মধ্যাহ্ন- ভোজন করিব। ব্রজনাথ বলিলেন—মামা, আপনি কেন শ্রীমায়াপুর দর্শন করিবেন ? বিজয়কুমার ব্রজনাথের বর্তমান অবস্থা জানিতেন না; তিনি জানিতেন যে, ব্রজনাথ ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আজকাল বেদান্ত আলোচনা করেন; অতএব নিজ ভজন-কথা ব্রজনাথকে সহসা বলা উচিত নহে, এই ভাবিয়া বলিলেন,—মায়াপুরে একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ব্রজনাথ জানিতেন যে, তাঁহার মাতুল মহাশয় গৌরাঙ্গভক্ত ও ভাগবতে ব্যুৎপন্ন, তিনি চিন্তা করিলেন যে, মাতুল মহাশয় কোন পারমার্থিক অনুসন্ধানে শ্রীমায়াপুর যাইতেছেন। তখন বলিলেন—মামা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণব। তাঁহার সহিত একটু আলাপ করিয়া আসিবেন। বিজয়কুমার ব্রজনাথের এই কথা শ্রবণ করতঃ বলিলেন,——বাবা, তুমি কি এখন বৈষ্ণবদিগকে শ্রদ্ধা কর? আমি শুনিয়াছিলাম যে, তুমি ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তাদি দেখিতেছ; এখন বুঝিতেছি যে, তুমি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতেছ; অতএব তোমার নিকট আর আমার কিছু গোপন করার আবশ্যক নাই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ দর্শন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; আমি মানস করিয়াছি যে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীবাস-অঙ্গনে কথাটা বৈষ্ণবদিগের চরণ- রেণুতে একবার গড়াগড়ি দিব। ব্রজনাথ কহিলেন,—মামা, কৃপা করিয়া আমাকেও সঙ্গে গ্রহণ করুন; চলুন, একবার মা'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমারা উভয়েই শ্রীমায়াপুরে গমন করি। এরূপ কথোপকথনানন্তর উভয়ে ব্রজনাথের জননীকে বলিয়া শ্রীমায়াপুরে গমন করিলেন। প্রথমে উভয়েই পরমানন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন; স্নানসময়ে বিজয়কুমার বলিলেন, বাপু, আজ আমি ধন্য হইলাম; যে ঘাটে শ্রীশচীনন্দন জাহ্নবীদেবীর প্রতি অপার করুণা-প্রদর্শনপূর্বক চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত জলক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই জলে আজ মজ্জন করিয়া পরমসুখ লাভ করিলাম। ব্রজনাথ সেই উদ্দীপনবাক্যে আর্দ্র হইয়া বলিলেন,—মামা, আজ আমি আপনার চরণানুগত হইয়া ধন্য হইলাম। উভয়ে স্নান সমাপন করতঃ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উঠিয়া মহাপ্রেমে অশ্রুধারায় বিভূষিত হইলেন। বিজয়কুমার বলিলেন,–যিনি গৌরভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শন না করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম বৃথা গিয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; দেখ, এই ভূমি জড় চক্ষে সামান্য ভূমির ন্যায় পরিদৃশ্য হইতেছে এবং তার্ণ-কুটীরে আচ্ছাদিত, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকৃপায় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি! —বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, পরম রমণীয় উদ্যান, তদুচিত তোরণ ইত্যাদি শোভা পাইতেছে! ঐ দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান! কি অপূর্ব মূর্ত্তি ! কি অপূর্ব মূর্ত্তি ! বলিতে বলিতে মাতুল ও ভাগিনেয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণের পর অন্যান্য

ভক্তদিগের সহায়তায়, তাঁহারা উঠিয়া অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হায় শ্রীবাস! হা অদ্বৈত! হা নিত্যানন্দ! হা গদাধর- গৌরাঙ্গ! তোমরা আমাদিগকে দয়া কর— আমাদিগকে অভিমানশূন্য করিয়া তোমাদিগের চরণে গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া তত্রস্থ বৈষ্ণবগণ 'জয় মায়াপুরচন্দ্র!'' 'জয় অজিত গৌরাঙ্গ!' 'জয় নিত্যানন্দ!' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে ব্রজনাথ স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরঘুনাথদাসের চরণে দেহ সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বাবা, আজ এ সময়ে কিরূপে আসিলে এবং তোমার সঙ্গী মহাজনই বা কে? ব্রজনাথ বিনীতভাবে সকল কথা জানাইলে বৈষ্ণবগণ বকুল-চবুতরার উপর তাঁহাদিগকে যত্নপূর্বক বসাইলেন। বিজয়কুমার শ্রীমদরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, কি প্রকারে 'প্রয়োজন' লাভ করিব।

বা। আপনারা পরমভক্ত, আপনারা সমস্ত লাভ করিয়াছেন; তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি যাহা জানি, তাহা বলি। জ্ঞান-কর্মশূন্যা কৃষ্ণভক্তিই জীবনের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়; সাধনাবস্থায় তাহার নাম 'সাধনভক্তি' ও সিদ্ধাবস্থায় তাহার নাম ' প্রেমভক্তি'।

বিজয়। বাবাজী মহাশয়, ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

বা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমদ্রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে লিখিয়াছেন; তাহাতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, যথা, (পূর্ব ১ লঃ-৯)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।। (১)

এই সূত্রে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে 'শুদ্ধভক্তি'। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়—কর্মবিদ্ধা-ভক্তিতে ভুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; জ্ঞাবিদ্ধাভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্যা যে ভক্তি, তাহাই 'উত্তমা', তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি-ফল লাভ করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসস্বভাই ভক্তির 'স্বরূপ লক্ষণ'; সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মান। জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন;

(১। অন্যাভিলাষশূন্যতা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান ও স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম, বৈরাগ্য যোগ, সাংখ্যাভাস প্রভৃতি কর্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধি, অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি।)

স্বীয় বিবেকশক্তিদ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদিত হয় মাত্র; ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা; ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলন চেষ্টা সমূহ জ্ঞানকর্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রাতিকুল্য-সম্বন্ধেও দেখা যায়, অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আনুকূল্য'-শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটী রোচমানা প্রবৃত্তি আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু স্থূল সম্বন্ধ রাখে; সিদ্ধিকালে স্থূলজগতের সম্বন্ধরহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়——উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণনুশীলনই ভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ'। স্বরূপলক্ষণ বলিতে গেলে 'তটস্থলক্ষণও' বলিতে হয়; শ্রীমদ্রূপগোস্বামী ভক্তির দুইটী 'তটস্থলক্ষণ' বলিতেছেন, অন্যাভিলাষিতা—শূন্যতা— একটী তটস্থলক্ষণ, এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতত্ব—দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী——জ্ঞান, কর্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়; অতএব উক্ত দুইটী বিরোধ-লক্ষণশূন্য হইলেই আনুকূল্যভাবে যে কৃষ্ণনুশীলন, তাহাকেই 'শুদ্ধাভক্তি' বলা যায়।

বিজয়। ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? অর্থাৎ ভক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় আছে?

বাবাজী। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,——শুদ্ধভক্তিতে ছয়টী বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে; যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব লঃ ১২)——

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা।।

ভক্তি স্বভাবতঃ (১) ক্লেশঘ্নী, (২) শুভদা, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান, (৪) অতিশয় দুর্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দ-বিশেষ-স্বরূপা ও (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।

বিজয়। ভক্তি ' ক্লেশঘ্নী' কিরূপে?

বাবাজী। ' ক্লেশ' তিনপ্রকার——'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল 'পাপ'। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি আবির্ভূতা হন, তাঁহার পাপকার্য্য স্বভাবতঃ থাকে না। পাপ করিবার বাসনাসকল 'পাপবীজ', ভক্তিপূত-হৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা স্থানলাভ করে না। জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম 'অবিদ্যা'। শুদ্ধাভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এইবুদ্ধি সহজে উদিত হয়; অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার সুতরাং বিনষ্ট হয়, ভক্তির আগমনে ক্লেশের অর্দশন; সুতরাং ক্লেশঘ্নত্বই ভক্তির একটী বিশেষ ধর্ম।

বিজয়। ভক্তি 'শুভদা' কিরূপে?

বাবাজী। সর্ব্বজগতের অনুরাগ, সমস্ত সদ্গুণ ও যত প্রকার সুখ আছে, এই সমস্তই 'শুভ'-শব্দের অর্থ। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধ-ভক্তির উদয়, তিনি দৈন্য, দয়া, মানশূন্যতা ও সকলের সম্মানদাতৃত্ব—এই চারিটী গুণে অলঙ্কৃত; অতএব জগতের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। জীবের যত প্রকার সদ্গুণ আছে, ভক্তিমান্ পুরুষের সে সকল অনায়াসে উদিত হয়। ভক্তি সর্ব্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন— ইচ্ছা করিলে বিষয়গত সুখ, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মগত সুখ, সমস্ত সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত চতুর্ব্বর্গের কিছুই চান না বলিয়া নিত্য-পরমানন্দ ভক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকেন।

বিজয়। ভক্তি কিরূপে ' মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান'?

বাবাজী। ভগবদ্রতিসুখ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদিত হইলেই ধর্ম-কাম- মোক্ষ সহজে লঘু হইয়া পড়ে।

বিজয়। ভক্তিকে 'সুদুর্ল্লভা' বলা হয় কেন?

বাবাজী। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সহস্র সহস্র সাধন করিলেও ভজনচাতুর্য্যাভাবে সহজে ভক্তিলাভ করা যায় না; হরি-ভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না—এই দুই প্রকারে ভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়াছেন। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ-সংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় না। (১)

বিজয়। ভক্তি 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষস্বরূপা' কিরূপে?

বাবাজী। ভক্তি চিৎসুখ, অতএব আনন্দসমুদ্র। জড়জগতের বা তাহার বিপরীত-চিন্তাময় জগতে যে ব্রহ্মানন্দ আছে, তাহা পরার্দ্ধ গুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না। জড়সুখ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ নিতান্ত শুষ্ক—সেই দুই প্রকার সুখই চিৎসুখ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর তুলনা নাই; এতন্নিবন্ধন যাঁহারা ভক্তিসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ একটী গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ব্রাহ্মাদিসুখ তাঁহাদের নিকট গোষ্পদ বলিয়া বোধ হয়, সে সুখ যে অনুভব করিতেছে, সেই জানে, অপরে বলিতে পারে না।

বিজয়। ভক্তি কিরূপে 'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী'?

বাবাজী। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নিকটে সমস্তপ্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না।

(১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ৮।১৭ শ্লোক এবং ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ লঃ ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

বিজয়। ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয়, তাহা হইলে যে-সকল ব্যক্তি অধিক শাস্ত্র পড়েন, তাঁহারা কেন ভক্তি সংগ্রহে যত্ন পান না?

বাবাজী। মূল কথা এই যে, মানবের যুক্তি সীমাবিশিষ্ট; তাহার দ্বারা বুঝিয়া লইতে গেলে, 'ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব' স্বভাবতঃ জড়াতীতত্ব নিবন্ধন, সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়েন; কিন্তু পূর্বসুকৃতিবলে যাঁহার বিন্দুমাত্র রুচির উদয় হয়, তিনি ভক্তিতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারেন—- সৌভাগ্যবান্ ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কেহ লাভ করেন না।

বিজয়। যুক্তি কেন অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

বাবাজী। চিৎসুখবিষয়ে যুক্তির অধিকার নাই। এই জন্য " নৈষা তর্কেণ" (কঠ ১।২।৯) বেদবাক্যে এবং 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (বেঃ সূঃ ২।১।১১)(১) ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে যুক্তিকে চিদ্বিষয়ে অকর্মণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রজনাথ। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির মধ্যবর্তী কোন প্রকার ভক্তি আছে কি না?

বাবাজী। হাঁ আছে; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—ইহারা ভক্তির অবস্থাভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। সাধনভক্তির বিশেষ লক্ষণ কি?

বাবাজী। যে ভক্তি সাধ্যভাবসম্পন্না, তাহাই প্রেমভক্তি; তাহাকে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যে কাল পর্য্যন্ত সাধন করা যায়, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই ভক্তিকে সাধনভক্তি বলা যায়।

ব্রজনাথ। আপনি বলিয়াছেন,—— প্রেমভক্তি নিত্যসিদ্ধ-ভাব; তবে নিত্যসিদ্ধ-ভাবের সাধ্যতা কিরূপ?

বাবাজী। নিত্য-সিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়— হৃদয়ে তাহাকে প্রকট করার নাম 'সাধন'। হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই বলিয়া তটস্থভাবে কিয়দ্দিনের জন্য তাহার সাধ্যতা আছে-—স্বরূপতঃ তাহা নিত্যসিদ্ধ ভাব (২)

ব্রজনাথ। এই সিদ্ধান্তটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বাবাজী। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ——তাহা অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ; জড়বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় নাই। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার 'সাধনা', — যে কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাবপ্রাপ্ত; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

ব্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি?

(১। তর্কদ্বারা কখনও প্রকত প্রস্তাবে অর্থ-নির্ণয় হয় না। একব্যক্তি তর্কদ্বারা যে অর্থ স্থাপন করেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভা ও প্রাগুত্যযুক্ত অপর অনুমাতা তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এই জন্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে।)

(২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২২।১০২ ও ভঃ রঃ সিঃ ২।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করান যায়, তাহাই সাধনভক্তির লক্ষণ।

ব্রজনাথ। সেই সাধনভক্তি কয় প্রকার?

বাবাজী। দুই প্রকার অর্থাৎ 'বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

ব্রজনাথ। কাহাকে 'বৈধী সাধনভক্তি' বলে?

বাবাজী। জীবের দুই প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়—বিধি অনুসারে যে প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি; শাস্ত্রশাসনক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় 'বৈধী ভক্তি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ব্রজনাথ। 'রাগের' লক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিব; এখন আজ্ঞা করুন——বিধির লক্ষণ কি?

বাবাজী। শাস্ত্র যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই 'বিধি'; শাস্ত্র যাহাকে অকর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম 'নিষেধ'। বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধর্ম।

ব্রজনাথ। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের বিধানই বৈধধর্ম; সমস্ত বিধি ও নিষেধ পড়িয়া নির্ণয় করিতে হইলে, কলির জীবের অবসর থাকে না; অতএব সংক্ষেপে বিধিনিষেধ নির্ণয় করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত কি?

বাবাজী। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।। (১)

ভগবান্ বিষ্ণুকে জীবনের সর্বসময়ে স্মরণ করিবে——ইহাই মূল বিধি; জীবের জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদি-ব্যবস্থা এই বিধির অনুগত। ভগবান্‌কে কখনই বিস্মরণ করা যাইবে না—ইহাই মূল নিষেধ। পাপ নিষেধ ও বহির্মুখতা-বর্জন ও পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি ঐ নিষেধ-বিধির অনুগত; অতএব শাস্ত্রোক্ত সমস্তবিধি-নিষেধই ভগবৎস্মরণ বিধি ও বিস্মরণ-নিষেধের চির কিঙ্কর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত বিধির মধ্যে ভগবৎ-স্মরণ-বিধিই নিত্য; যথা একাদশে (ভাঃ ১১।৫।২-৩)——

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।। (২)

(১। 'বিষ্ণুকে সর্বদাই স্মরণ করিবে'—ইহাই বিধি; 'কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না'——ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূল বিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী কিঙ্কর।)

(২। "অবিজিতাত্মা অশান্তকাম হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিসকলের গতি কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে চমস বলিলেন,—বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।)

ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রমবিধিগত পুরুষেরা সকলেই কেন কৃষ্ণভক্তির সাধনা করেন না?

বাবাজী। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিধি-পরিচালিত নরগণের মধ্যে যাঁহার ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, তাঁহারই ভক্তিতে অধিকার হয়; তিনি বৈধজীবনে আসক্তি করেন না এবং বৈরাগ্যও করেন না—জীবনযাত্রার জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রদ্ধ হইয়া শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অধিকার বহুজন্মের সুকৃতি-ফলেই বৈধজীবদিগের মধ্যে উদিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত্যধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। গীতা-শাস্ত্রে 'আর্ত', জিজ্ঞাসু, 'অর্থার্থী, ও 'জ্ঞানী'—এই চারিবিধ ব্যক্তি ভক্তি করিয়া থাকেন, এইরূপ কথা আছে; তাঁহারা কি ভক্তির অধিকারী?

বাবাজী। আর্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থিতা ও জ্ঞান—এই চারিটী যখন সাধুসঙ্গবলে দূর হইয়া অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী হন; গজেন্দ্র, শৌনকাদি, ধ্রুব ও চতুঃসন ইহার উদাহরণ।

ব্রজনাথ। ভক্তদিগের কি 'মুক্তি' হয় না?

বাবাজী। 'সালোক্য', 'সার্ষ্টি', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য' ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য-মুক্তিই ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরোধী; অতএব কৃষ্ণভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না; 'সালোক্য', 'সার্ষ্টি', 'সামীপ্য', ও 'সারূপ্য'—এই চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী না হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে; কৃষ্ণভক্তগণ নারায়ণ-ধামগত ঐ চারি প্রকার মুক্তিও কদাচ স্বীকার করেন না। ঐ মুক্তিসকল কোন কোন স্থলে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং কোন কোন স্থলে প্রেমসেবোত্তরা— যে স্থলে সুখৈশ্বর্য্যই তাহাদের চরম ফল, সেই স্থলে তাহারা ভক্তদিগের ত্যজ্য, মুক্তির কথা দূরে থাকুক্, কৃষ্ণাকৃষ্ট-মানস ঐকান্তিক ভক্তদিগের পক্ষে শ্রীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ করিতে পারে না; কেননা, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সিদ্ধান্তস্থলে কোন ভেদ না থাকিলেও কৃষ্ণরূপে রসের উৎকর্ষ আছে।

ব্রজনাথ। আর্য্যকুলজাত বর্ণাশ্রমবিধিব্যবস্থিত শিষ্টপুরুষেরাই কি ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন?

বাবাজী। ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার-লাভের যোগ্যতা আছে।

ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের বর্ণাশ্রম-বিধিপালন ও শুদ্ধভক্তিধর্মের যাজন—এই দুইটি কর্তব্য দেখিতেছি। যাহারা বর্ণাশ্রমব্যবস্থিত নয়, তাহারা কেবল ভক্তির অঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। এইরূপ হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, কর্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ উভয়ই পালনীয় হওয়ায় কষ্টাধিক্য দেখিতেছি। এরূপ কেন?

বাবাজী। শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্যবস্থিত থাকিলেও কেবল-ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। ভক্ত্যঙ্গ-পালনেই সুতরাং কর্মাঙ্গ পালিত হয়। যে স্থলে কর্মাঙ্গ

ভক্ত্যঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ও বিরোধী হয় সেই স্থলে কর্মাঙ্গের অননুষ্ঠানের জন্য কোন দোষ হইবে না। ভক্ত্যধিকারীর অকর্ম ও বিকর্ম-স্পৃহা স্বভাবতঃ থাকে না, তবে যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মাঙ্গ তাঁহার পালনীয় নয়। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাঁহার দৈবাৎকৃত কোন পাপ তাঁহার হৃদয়ে স্থির হইতে পারে না, শীঘ্রই সহজে বিনষ্ট হয়; অতএব প্রায়শ্চিত্তের কোনই প্রয়োজন নাই।

ব্রজনাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেবঋণ প্রভৃতি ঋণসকলের কিরূপে পরিশোধ হইবে?

বাবাজী। বাবা, একাদশ-স্কন্ধের একটী শ্লোকার্থ বিচার কর—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্কর নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।।

সমস্ত ভগবদ্গীতার চরম তাৎপর্য (১৮।৬৬) এই যে, যিনি সমস্ত ধর্মের ভরসা পরিত্যাগপূর্বক আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করি। গীতার তাৎপর্য এই যে, অনন্য ভক্তিতে যখন অধিকার জন্মে, তখন তিনি জ্ঞানশাস্ত্রও কর্মশাস্ত্রের বিধির বাধ্য হন না, ভক্তির অনুশীলনমাত্রেই তাঁহার সর্বসিদ্ধি হয়। অতএব, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (গীঃ ৯।৩১) (১) এই ভগবৎপ্রতিজ্ঞা সর্বোপরি বলিয়া জানিবে। এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার, উভয়েই একবাক্যে কহিলেন,—আমাদের হৃদয়ে ভক্তিসম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই; জানিলাম, জ্ঞান ও কর্ম অতি তুচ্ছবস্তু, ভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত জীবের কোন প্রকার মঙ্গল সাধন হয় না; প্রভো, কৃপা করিয়া শুদ্ধভক্তির অঙ্গ সকল বর্ণন করুন—আমরা কৃতার্থ হই।

বাবাজী। ব্রজনাথ, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টমশ্লোক পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছ; সেই সকল তোমার পূজনীয় মাতুল-মহাশয়কে সময়ান্তরে বলিবে; উহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে। এখন নবম শ্লোক শ্রবণ কর,—

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে।।৯।। (২)

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, দাস্য, সখ্য, পরিচরণ ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা বৈধী ভক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্রস্পর্শের নাম

(১। আমার ভক্তের বিনাশ নাই।)
(২। ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ এবং গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

'শ্রবণ'। শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণ-অনুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা এক প্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়; শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনন্তর গুরুবৈষ্ণবের মুখ নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। শ্রবণ শুদ্ধভক্তিরই একটী অঙ্গ। সাধন-কালে গুরুবৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধি কালের শ্রবণ উদিত হয়; শ্রবণই ভক্তির প্রথমাঙ্গ।

ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দসকলের জিহ্বা-স্পর্শের নাম কীর্তন; কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম সামান্যতঃ বর্ণন, শাস্ত্রপাঠদ্বারা অপরকে শুনান ও গীতদ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ ও প্রার্থনাদি—এই সকল কীর্তনের প্রকার। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সমর্থ—ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে (যথা, পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যাদপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্যকেশবম্।। (১)

হরিকীর্তনে যেরূপ চিত্তে নৈর্মল্য সাধিত হয়, এরূপ আর কোন উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্র হইয়া যখন কীর্তন করেন, তখন 'সংকীর্তন' হয়।

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্মরণের নাম 'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'; পূর্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামান্যাকারে মনোধারণের নাম 'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তনের নাম 'ধ্যান'; অমৃত-ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়মাত্র স্ফুর্ত্তির নাম 'সমাধি'। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ,—এই তিনটি ভক্তির প্রধানাঙ্গ; অন্য সকল অঙ্গ ইহার অন্তর্ভুত। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্বপ্রধান; যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।

শ্রীভাগবতোক্ত (৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" এই বচনানুসারে 'পাদসেবা' বা 'পরিচর্য্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। পাদসেবা-কার্য্যে শ্রীমুখ-দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি-তীর্থস্থান-দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তির ৬৪ অঙ্গবর্ণন-প্রসঙ্গে এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া

(১। কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণের সম্যক্ অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্তনদ্বারা সেই প্রয়োজন লাভ করা যায়।)

লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা—এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।

পঞ্চম অঙ্গ 'অর্চন'। অর্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক —শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়পূর্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চন প্রক্রিয়া করিবে।

ব্রজনাথ। 'নাম' ও 'মন্ত্রে' ভেদ কি?

বাবাজী। শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন—নামে 'নমঃ' শব্দাদি সংযোগ করতঃ ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনপূর্বক ঋষিগণ কোন শক্তিবিশেষ নাম হইতে উদঘাটন করিয়াছেন। (১) নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্যবিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্তসংকোচ করণাভিপ্রায়ে মর্য্যদামার্গে স-মন্ত্রার্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ীলোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে "সিদ্ধসাধ্য-সুসিদ্ধারি" বিচারের (২) প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর, জগতে যত মন্ত্র আছে; সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চনাঙ্গসকল বলিয়া থাকেন; সে সমস্ত এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, কার্তিক-ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘ-স্নানাদি অর্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চন বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চন নিতান্ত প্রয়োজন।

'বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ—পাদসেবা ও কীর্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন; সেই নমস্কার দ্বিবিধ—একাঙ্গ নমস্কার ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার। নমস্কারে একহস্ত-কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে পৃষ্ঠে ও বামভাগে এবং মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার, অপরাধ রূপে গণ্য হইয়াছে।

'দাস্য'ই সপ্তম অঙ্গ—'আমি কৃষ্ণদাস' এইরূপ অভিমানই দাস্য; দাস্য-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমঃ, স্তুতি, সর্বকর্মার্পণ, পরিচর্য্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।

'সখ্য'ই 'অষ্টমাঙ্গ'— কৃষ্ণের হিত- চেষ্টাময় বন্ধুভাব লক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার-— বৈধাঙ্গ-সখ্য ও রাগাঙ্গ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে— অর্চামূর্তি- সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ-সখ্য।

'আত্মনিবেদন'কে নবমাঙ্গ বলা যায়— দেহাদি শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের

(১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ৭।৭২।৭৪ শ্লোকের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

(২। হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ—সিদ্ধ-সাধ্যাদি- শোধনপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

লক্ষণ; বিক্রীত গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ; বৈধ আত্মনিবেদনের উদাহরণ যথা; (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে।।
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে।।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ।। (১)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবৎ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বলিলেন,——প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ, আপনার উপদেশামৃত পান করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। বৃথা বর্ণাহঙ্কারে ও বিদ্যাহঙ্কারে আমাদের দিন যাপন হইতেছিল; বহু জন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ-সুকৃতিবলে আপনার চরণাশ্রয়-লাভ করিয়াছি। বিজয়কুমার বলিলেন,— হে ভাগবতপ্রবর, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ-দর্শনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃপাতে অদ্য ভগবদ্ধাম-দর্শন ও ভগবৎপার্ষদ-দর্শনরূপ সুফল লাভ হইল। কৃপা হয় ত' আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পুনরায় আসিব।

বৃদ্ধ বাবাজী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিবামাত্র দণ্ডবৎ পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন,—আমার চৈতন্যলীলার যিনি ব্যাসাবতার, তাঁহাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

বেলা অধিক হইল; ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ব্রজনাথের বাটীতে গমন করিলেন।

(১। অম্বরীশ মহারাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয় হরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্ণকথা শ্রবণে, চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসা কৃষ্ণের পাদপদ্মসৌরভাঘ্রাণে, রসনা কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কাম কামনারহিত বিষ্ণুদাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।)

বিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার—বৈধ-সাধনভক্তি)

(ব্রজনাথ ও বিজয়ের কথোপকথন —চতুঃষষ্টি অঙ্গ জিজ্ঞাসা—প্রারম্ভ দশ অঙ্গ—ব্যতিরেকভাবে পালনীয় নিষেধরূপ দশ অঙ্গ—অবশিষ্ট ২১ হইতে ৬৪ অঙ্গ পর্য্যন্ত—শ্রদ্ধোদয়ে শরণাপত্তি—গুরুশিষ্য- লক্ষণ—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু—দীক্ষাগুরু পরিত্যাগ ও অপরিত্যাগ সম্বন্ধে বিধি—কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা—বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা—সাধুবর্ত্মানুবর্তন—মনোধর্মপ্রসূত ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনা উৎপাতের হেতু মাত্র—সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা—কৃষ্ণ-উদ্দেশে ভোগত্যাগ—ধামাদি বাস—যাদবর্থানুবর্তিতা—হরিবাসর-সম্মান—ধাত্রী-অশ্বত্থাদির সম্মান—বহির্মুখ সঙ্গত্যাগ—বহির্মুখের সংজ্ঞা—শিষ্যাদির অনুবন্ধ, মহারম্ভ , কলাভ্যাস, ব্যাখ্যাবাদ, ব্যবহারে কার্পণ্য, শোক- মোহাদি, অন্যদেবাবজ্ঞা, ভূতোদ্বেগদানে প্রবৃত্তি, সেবা-নামাপরাধ, কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের নিন্দা পরিত্যাগ—অন্যান্য অঙ্গের তাৎপর্য্য—আত্মনিবেদন—প্রিয়বস্তু সমর্পণ, অখিল- চেষ্টা, সর্বভাবে শরণ, তুলসী- সেবা, শাস্ত্র -সম্মান, মথুরাদি সম্মান, বৈষ্ণব সেবা—মহোৎসব, উর্জ্জাদর, জন্মযাত্রা, শ্রীমূর্ত্তিসেবা, ভাগবতশ্রবণ-পাঠ, ভক্তসঙ্গ, নামসঙ্কীর্তন, মথুরাবাস— শেষোক্ত পাঁচ অঙ্গে নিরপরাধে স্বল্প সম্বন্ধও অধিক ফলপ্রদ—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেকাদি গুণগণ ভক্তির অঙ্গ নহে—যুক্ত বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য—বহু অঙ্গ বা মুখ্য একাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠাই সিদ্ধিপ্রদ।)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার দুই প্রহরের মধ্যে বাটীতে পৌঁছিলেন। ব্রজনাথের মাতা ভ্রাতাকে বিশেষ-যত্ন সহকারে সুসেব্য প্রসাদান্ন সেবন করাইলেন। আহারান্তে মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর অনেক প্রকার প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ যে সকল উপদেশ পূর্বে শ্রবণ করিয়াছেন, সেই সমস্তই ক্রমে ক্রমে মাতুল মহাশয়কে বলিলেন। বিজয় কুমার তৎশ্রবণে আনন্দমগ্ন হইয়া ভাগিনেয়কে বলিলেন,— তোমার বড় সৌভাগ্য! এই সকল তত্ত্বকথা তুমি মহজ্জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছ; ভক্তিকথা ও হরিকথা শ্রবণে মঙ্গল উদিত হয় বটে, কিন্তু মহৎমুখ-নিঃসৃত ঐ সকল কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে অতিশীঘ্র ফলদ হয়। বাবা, তুমি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, বৈদিকব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন, নির্ধনও নও, এই সমস্ত সম্পত্তি এখন তোমার অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে; যেহেতু সাধু- বৈষ্ণব-পদাশ্রয়পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকথায় তুমি রতিলাভ করিতেছ।

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরমার্থবিষয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রজনাথের মাতা পার্শ্বগৃহে আসিয়া ধীরে ধীরে বিজয়কুমারকে বলিতে লাগিলেন,—ভাই, অনেকদিন পরে তুমি আসিয়াছ, তোমার ভাগিনেয়কে যত্ন করিয়া গৃহস্থ করিয়া দেও; ব্রজনাথের ব্যবহার দেখিয়া আমার বিশেষ ভয় হইয়াছে যে,

ব্রজনাথ গৃহস্থ হইবে না। ঘটক ভট্টাচার্য্য অনেক সম্বন্ধ আনিতেছেন কিন্তু ব্রজনাথের ধনুর্ভঙ্গ-পণ এই যে, সে বিবাহ করিবে না; শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীও এ বিষয়ে যত্ন করিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না। ভগ্নীর ঐ সকল কথা শুনিয়া বিজয়কুমার কহিলেন,—আমি এখানে ১০।১৫ দিন থাকিব, ক্রমশঃ যুক্তি করিয়া তোমাকে এই বিষয়ে যাহা হয়, তাহা বলিব; এখন তুমি অন্দরে প্রবেশ কর।

ব্রজনাথের জননী অন্দরে প্রবেশ করিলে বিজয়কুমার পুনরায় পরমার্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন; আলোচনা করিতে করিতে সে দিবস অতিবাহিত হইল। পরদিন আহারান্তে বিজয়কুমার ব্রজনাথকে কহিলেন, ——অদ্য সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ গোস্বামীর চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ -বিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। ব্রজনাথ তোমার মত সাধু-সঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়; তোমার সঙ্গ না পাইলে, বোধ হয়, আমার উপদেশামৃত লাভ হইত না। দেখ, বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও রাগমার্গ—দুই প্রকার সাধন-ভক্তির মার্গ আছে; আমরা প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈধমার্গের অধিকারী, রাগমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্বেই বৈধমার্গ ভালরূপে বুঝিয়া লইয়া সাধনকার্য আরম্ভ করিব। গতকল্য বাবাজী মহাশয় যে নববিধ ভক্তির বিচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কিরূপে কার্যারম্ভ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না—অদ্য সে সব কথা ভালরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অংশুমালী অস্তাচল গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। আমাদের ভক্তযুগল ধীরে ধীরে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীকে দণ্ডবৎপ্রণাম করণানন্তর বৃদ্ধ বাবাজীর কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসু ভক্তদিগকে দর্শন করতঃ পরমানন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন। ভক্তগণ দণ্ডবৎপ্রণামানন্তর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের অন্যান্য কথার পর অভীষ্ট প্রশ্ন করিলেন।

বিজয়। প্রভো, আমরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি; আপনি ভক্তবৎসল——কৃপা করিয়া সে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমরা অদ্য আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ- গোস্বামীর লিখিত চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ বুঝিয়া লইব; যদি কৃপা করিলেন, তবে ভাল করিয়া কৃপা করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধভক্তি অনুভব করিতে পারি।

বাবাজী মহাশয় সহাস্য-বদনে বলিলেন—শ্রীরূপ- গোস্বামীর লিখিত ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বলিতেছি। চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটী প্রারম্ভরূপ——১। গুরুপাদাশ্রয়, ২। গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা, ৩। বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা, ৪। সাধুবর্ত্মের অনুবর্তন, ৫। সদ্ধর্মজিজ্ঞাসা, ৬। কৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ, ৭। দ্বারকা প্রভৃতি

ধামে ও গঙ্গার সন্নিকটে বাস, ৮। ব্যবহার-বিষয়ে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, ৯। হরিবাসর-সম্মান, ১০। ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব।

ইহার পরে যে দশটী অঙ্গের কথা বলিতেছি, সেইগুলি ব্যতিরেকভাবে নিষেধরূপে নিতান্ত পালনীয়।

১১। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে, ১২। শিষ্যাদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ, ১৩। মহারম্ভাদির উদ্যম-ত্যাগ, ১৪। বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ, ১৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য, ১৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত না হওয়া, ১৭। অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা, ১৮। ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, ১৯। সেবা ও নামাপরাধের উদ্ভব না হয়, এরূপ সাবধান হওয়া, ২০। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা সহিতে না পারা।

এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তিপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ জানিবে; তন্মধ্যে 'গুরুপাদাশ্রয়াদি' প্রথম তিনটী প্রধান কার্য্য।

২১। বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, ২২। হরিনামাক্ষর ধারণ, ২৩। নির্মাল্যাদিধারণ, ২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, ২৫। দণ্ডবন্নতি, ২৬। অভ্যুত্থান, ২৭। অনুব্রজ্যা, ২৮। কৃষ্ণস্থানে গমন, ২৯। পরিক্রমা, ৩০। অর্চন, ৩১। পরিচর্য্যা, ৩২। গান, ৩৩। সংকীর্তন, ৩৪। জপ, ৩৫। বিজ্ঞপ্তি, ৩৬। স্তবপাঠ, ৩৭। নৈবেদ্যাস্বাদন, ৩৮। পাদ্যের আস্বাদন, ৩৯। ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, ৪০। শ্রীমূর্তি-স্পর্শন, ৪১। শ্রীমূর্তি-ঈক্ষণ, ৪২। আরাত্রিক উৎসবাদি, ৪৩। শ্রবণ, ৪৪। কৃষ্ণের কৃপোম্মুখতা-দর্শন, ৪৫। স্মরণ, ৪৬। ধ্যান, ৪৭। দাস্য, ৪৮। সখ্য, ৪৯। আত্মনিবেদন, ৫০। প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পণ, ৫১। কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল-চেষ্টা, ৫২। সর্বভাবে শরণাপত্তি, ৫৩। তদীয়জ্ঞানে তুলসী- সেবন, ৫৪। তদীয়জ্ঞানে ভাগবতশাস্ত্রাদি-সম্মান, ৫৫। তদীয়জ্ঞানে জন্মস্থান অর্থাৎ মথুরাদি- সেবন, ৫৬। তদীয়-জ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা, ৫৭। যথা- বৈভব সামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ঠী লইয়া মহোৎসব, ৫৮। কার্তিক মাসের সমাদর, ৫৯। জন্মাদিনাদিতে যাত্রা, ৬০। শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্তি-পরিচর্য্যা, ৬১। রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-আস্বাদন, ৬২। স্বজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, ৬৩। নাম-সংকীর্তন, ৬৪। মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি।

শেষ পাঁচটী যদিও পূর্ব- পূর্বাঙ্গে বর্ণিত আছে, তথাপি তাহারা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ অঙ্গে নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গকে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা কৃষ্ণোপাসনা বলিয়া জানিবে। ২১ হইতে ৪৯—উনত্রিশটী অঙ্গ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণরূপ দ্বিতীয়াঙ্গের অন্তর্গত।

বিজয়।প্রভো, (১) 'শ্রীগুরুপদাশ্রয়' সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া উপদেশ করুন।

বাবাজী। শিষ্য অনন্যকৃষ্ণভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই জীব কৃষ্ণভক্তির অধিকারী

হন ; পূর্বজন্মের সুকৃতিবলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। 'শ্রদ্ধার' উদয় হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি প্রায় একই তত্ত্ব। জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি— কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্তব্য ; শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা, তাহাই আমার বর্জনীয় ; কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা; আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালন কর্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আনুগত্যই 'ভাল', এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অনন্যভক্তির অধিকারী। অধিকার লাভ করিবামাত্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে সদ্‌গুরু পান তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিয়াছেন, মুঃ (১।২।১২) "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (ছাঃ ৬।১৪।২) (১) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" (২) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্‌গুরু-লক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। মূল কথা এই যে, শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য এবং শুদ্ধভক্তিবিশিষ্ট ভক্তিতত্ত্ব-অবগত, সাধু-চরিত্র, সরল, নির্লোভ, মায়াবাদশূন্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু; এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট, সর্বসমাজমান্য ব্রাহ্মণ হইলে অন্যবর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন। ব্রাহ্মণাভাবে শিষ্য হইতে অন্য বর্ণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হইতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণাশ্রবিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ-মধ্যে সেরূপ পাইলে আর্য্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসারে কিছু সুবিধা হয়, এইমাত্র ; বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শাস্ত্রে গুরুশিষ্যপরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন ; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন।

গুরু দুই প্রকার—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও অর্চনপ্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুরু একমাত্র, শিক্ষা-গুরু অনেক হইতে পারেন ; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরু রূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ।

বিজয়কুমার। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ; তিনি যদি সৎশিক্ষাদানে অপারক হ'ন, তবে কিরূপে শিক্ষা দিবেন ?

বাবাজী। গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ততত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা

(১। ব্রাহ্মণ কর্মদ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও কর্মাতীত নিত্যসত্য বস্তু কর্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া, কর্মের প্রতি নির্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ হস্তে বেদতাৎপর্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।)

(২। আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।)

করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে; যথা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২) (১) অন্যত্র, (মহাভাঃ উদ্যোগ পঃ অম্বোপাখ্যানে ১৭৯।২৫)

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।।১।। (২)

পুনশ্চ,—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।। (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪) (৩)

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গ দোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য; গৃহীত গুরু যদি মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী বা পাপাসক্ত না হন, তবে তাঁহাকে অল্পজ্ঞানপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সে স্থলে তাঁহাকে গুরু-সম্মানের সহিত তাঁহার অনুমতি লইয়া অন্য ভাগবত-জনের যতাযথ সেবাপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বশিক্ষা করিবে।

বিজয়। (২) কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদর্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম শিক্ষা করতঃ সরলভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণানুশীলন করিবে। পরে অর্চনের অঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট হইবে। সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিজয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীগুরুকে মর্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামান্য-জীববুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে সর্বদেবময় জানিবে; তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না; তাঁহাকে বৈকুণ্ঠতত্ত্বান্তর্বর্তী বলিয়া জানিবে।

বিজয়। (৪) সাধুবর্ত্মানুবর্তন কিরূপ?

(১। যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।)

(২)। ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পথানুগামী ব্যক্তি গুরু হইলেও পরিত্যাগ করিবে।)

(৩। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।)

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করা যায়,তাহাই সাধনভক্তি বটে, কিন্তু পূর্বমহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধেয়; যেহেতু সেই পন্থা সর্বদা সন্তাপশূন্য ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু, অথচ বিনা-শ্রমে পাওয়া যায়; যথা স্কান্দে-

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে।।(১)

এক ব্যক্তিদ্বারা পন্থা সুন্দররূপে নির্ণীত হয় না; পূর্বমহাজনগণ পর-পর-ক্রমে সেই ভক্তিযোগরূপ পন্থাকে পরিষ্কার করিয়াছেন; তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য। ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন— শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে।।(২)

বিজয়। হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। শুদ্ধভক্তির ঐকান্তিক ভাব পূর্বমহাজনকৃত পন্থাবলম্বনেই লভ্য হয়— পন্থান্তর সৃষ্টি করিলে বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না। এইজন্যই দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্বাচীন প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের সহিত কেহ মায়াবাদমিশ্র, কেহ নাস্তিকতামিশ্র, এক এক প্রকার কদর্য পন্থা প্রদর্শনপূর্বক তাহাতেই ঐকান্তিকী হরিভক্তি কল্পনা মাত্র করেন, তাহা বস্তুতঃ হরিভক্তি নয়—কিন্তু উৎপাত বিশেষ। রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-বিধির অপেক্ষা নাই, কেবল ব্রজজনানুগমনের অপেক্ষা আছে, কিন্তু বিধিমার্গের অধিকারীদিগকে ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নারদ-ব্যাস-শুক প্রভৃতি পূর্বমহাজন-নির্দিষ্ট একমাত্র ভক্তিযোগরূপ পন্থা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব সাধু বর্ত্মানুবর্তন ব্যতীত বৈধভক্তদিগের কোন উপায় নাই।

বিজয়। (৫) সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা কিরূপ?

বাবাজী। সদ্ধর্ম বুঝিবার জন্য যাঁহাদের নির্বন্ধিনী মতি, তাঁহাদের অতি শীঘ্র সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। নির্বন্ধিনী মতির অর্থ এই,—বিশেষ আগ্রহ সহকারে সাধুদিগের ধর্ম জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা।

বিজয়। (৬) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। আহার-বিহারাদিদ্বারা সুখভোগের নাম ভোগ; সেই সমস্ত ভোগ অনেকস্থলে ভজন-বিরোধী; কৃষ্ণভজনোদ্দেশে তাহা পরিত্যাগ করিলে ভজন সুলভ হয়। ভোগাসক্ত পুরুষের আসবাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ভোগলিপ্সা প্রবল হইয়া শুদ্ধভজন করিতে দেয় না। অতএব ভগবৎ-প্রসাদমাত্র সেবন ও সেবোযোগি-শরীর-সংরক্ষণ এবং হরিবাসরাদিতে

(১। প্রাচীন মহাজন সাধুগণ যে পথ অনায়াসে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়, যেহেতু তাহা চরমমঙ্গলপ্রদ এবং ক্লেশ-নির্মুক্ত।)

(২। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের নিমিত্তই হইয়া থাকে।)

সমস্ত ভোগ-ত্যাগ—এই সকল আকারে ভোগত্যাগ কর্তব্য।

বিজয়। (৭) দ্বারকা প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গার নিকট বাস কিরূপ ?

বাবাজী। যে স্থানে ভগবানের জন্মলীলাদি হইয়াছে; সেইস্থানে এবং গঙ্গাদি পুণ্য নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তি-নিষ্ঠা জন্মে।

বিজয়। শ্রীনবদ্বীপে নিবাস কেবল গঙ্গার সান্নিধ্যজন্য পবিত্র, না, আর কিছু আছে ?

বাবাজী। আহা! শ্রীনবদ্বীপের ষোলক্রোশের মধ্যে যেখানেই বাস করা যায়, তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন-বাস হয়, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী ও দ্বারাবতী—এই সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীর্থ; বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় শ্বেতদ্বীপকে এই স্থানে প্রকটকালে অবতীর্ণ করিয়াছেন; শ্রীমহাপ্রভুর চতুর্থ শতাব্দীর পরে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ তীর্থসকলের প্রধান হইবে। এ স্থলে বাস করিলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এই ধামকে বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন বলিয়াও কোন বিষয়ে ইহার মাহাত্ম্য অধিক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

বিজয়। (৮) যাবদর্থানুবর্তিতা কিরূপ ?

বাবাজী। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।। (১)

বৈধী-ভক্তির অধিকারী সংসারে ধর্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রমসম্মত সদুপায়দ্বারা অর্থোপার্জন করতঃ স্বনির্বাহ করিবেন; আবশ্যকমত স্বীকার করিলে তাঁহার মঙ্গল হয় ——অধিক গ্রহণ করিবার লালসা করিলে আসক্তিক্রমে ভজন খর্ব হয়; আবশ্যকের ন্যূনতা স্বীকার করিলে অভাবক্রমেও সেই দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং যে পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত যাবদর্থানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম জীবনে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিবে।

বিজয়। (৯) হরিবাসর-সম্মান কিরূপ ?

বাবাজী। শুদ্ধা-একাদশীর নাম হরিবাসর, বিদ্ধা একাদশী পরিত্যজ্য। মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশী করিবে। পূর্বদিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন ও পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই হরিবাসরের সম্মান। মহাপ্রসাদ-পরিত্যাগ ব্যতীত নিরম্বু উপবাস

(১ যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে নিজের প্রয়োজন-নির্বাহ হয়, অর্থজ্ঞ পুরুষ তৎপরিমাণমাত্র স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহার আধিক্য অথবা ন্যূনতাক্রমে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।)

হয় না; অশক্ত-স্থলে প্রতিনিধি ও অনুকল্পের ব্যবস্থা—"নক্তং হবিষ্যান্নং" (হঃ ভঃ বিঃ-বায়ুপুরাণধৃত-বচন) (১) প্রভৃতি বচনে অনুকল্পের ক্রম আছে।

বিজয়। (১০) ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব কিরূপ?

বাবাজী। স্কান্দে লিখিত আছে—

অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমি-সুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্।। (২)

বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রা—নির্বাহোপযোগী অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ, তুলসীত্যাদি ভজনীয় বৃক্ষ, গো-প্রভৃতি জগদুপকারী পশু, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষক ও সমাজরক্ষক এবং ভক্ত- বৈষ্ণবদিগের পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল কার্য্যদ্বারা তিনি সংসার সংরক্ষণ করিবেন।

বিজয়। (১১) কৃষ্ণবহির্মুখের সঙ্গত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি; কার্য্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না; অন্যের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে 'সঙ্গ' হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্মুখসঙ্গ স্পৃহা কখনই জন্মে না; বৈধভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ সঙ্গ যত্নপূর্বক বর্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ-মন্দ-বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে।

বিজয়। কৃষ্ণবিমুখ কাহারা?

বাবাজী। কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি, বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ বিষয়ে ও স্ত্রীলোকসঙ্গে আসক্তি যাহাদের, মায়াবাদ ও নাস্তিক্যদোষে দূষিত-হৃদয় এবং কর্মজড়—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ; ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে।

বিজয়। (১২) শিষ্যাদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। অর্থলোভে বহুশিষ্য-সংগ্রহ একটী প্রধান দোষ—বহুশিষ্য সংগ্রহ করিতে গেলে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হয়, তাহাতে একটী অপরাধ হইয়া উঠে। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কেহ শিষ্য হইবার যোগ্য হ'ন না।

বিজয়। (১৩) মহারম্ভাদির উদ্যম-ত্যাগ কিরূপ?

(১। রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্নব্যতীত অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ,জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য বা বায়ু এই সমস্ত বস্তু উত্তরোত্তর প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। শ্রীমহাভারত উদ্যোগপর্বেও লিখিত আছে—"অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। হবির্ব্রাহ্মণকাম্য চ গুরোর্বচন- মৌষধম্।।")

(২। অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ, এবং বৈষ্ণব—ইহাদিগকে পূজা নমস্কার ও ধ্যান করিলে ইহারা মনুষ্যদিগের পাপ বিনষ্ট করেন।)

বাবাজী। সংক্ষেপে জীবন-নির্বাহ করিয়া ভগবদ্ভজন করিবে। বৃহদ্ব্যাপার আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় যে, ভজনে আর মন যায় না।

বিজয়। (১৪) বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। শাস্ত্র সমুদ্রবিশেষ। যে বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ে গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত বিচারপূর্বক পাঠ করা ভাল। বহুগ্রন্থের একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না; বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি বিশেষ যত্নসহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ তত্ত্ববুদ্ধির উদয় হয় না। আবার গ্রন্থের সরল অর্থ করাই ভাল, অর্থবাদ করিতে গেলে বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে।

বিজয়। (১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য কাহাকে বলে ?

বাবাজী। শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য ভক্ষণাচ্ছাদনোপযোগি-দ্রব্য আবশ্যক। দ্রব্য না পাইলে কষ্ট,—পাইয়া বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইলে ভক্তজন ব্যাকুলিতচিত্ত না হইয়া মনে মনে হরিকে স্মরণ করিবেন।

বিজয়। (১৬) কিরূপে শোকাদির বশবর্ত্তী না হইয়া থাকা যায় ?

বাবাজী। শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মাৎসর্য্য ইত্যাদি দ্বারা যে চিত্ত আক্রান্ত থাকে, সেই চিত্তে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে ? সাধকের আত্মীয়-বিচ্ছেদ, কামনা-বিরোধ প্রভৃতি কারণ হইতে শোকমোহ ইত্যাদির উদয় হইতে পারে, কিন্তু সেই শোক, মোহ ইত্যাদি দ্বারা অবশ হইয়া পড়া ভাল নয়। পুত্রবিয়োগাদি উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং শোক অবশ্য হইবে; কিন্তু হরিচিন্তাদ্বারা তাহাকে শীঘ্র দূর করা প্রয়োজন। এইরূপে চিত্তকে হরিপাদপদ্মে স্থির করিতে অভ্যাস করা উচিত।

বিজয়। (১৭) অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে—এই বাক্যদ্বারা সেই সেই অন্য দেবতাকে পূজা করা উচিত—ইহাই কি সিদ্ধান্ত ?

বাবাজী। কৃষ্ণে অনন্যভক্তির প্রয়োজন, কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা করিবে না; কিন্তু অপর লোকে অন্য দেবতার পূজা করিতেছে দেখিয়া সেই সেই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। সকল দেবতাকে সম্মানপূর্বক তাঁহাদের উপাস্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করিবে। যতদিন জীবচিত্ত নির্গুণ না হয়, ততদিন অনন্যভক্তি উদিত হয় না। যাঁহাদের চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বশীভূত, তাঁহারাই সমশীল দেবতার পূজা সুতরাং করিয়া থাকেন; সেই সেই দেবতার নিষ্ঠা করাই তাঁহাদের পক্ষে অধিকার; অতএব তাঁহাদের উপাস্য-ব্যাপারে কোনপ্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবে না। সেই সেই দেবতার কৃপায় ক্রমোন্নতি-অবলম্বনে তাঁহাদের চিত্ত কোন সময়ে নির্গুণ হইবে।

বিজয়। (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া কিরূপ ?

বাবাজী। অন্য জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া যিনি অন্য জীবে উদ্বেগদানে বিরত থাকেন,তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সন্তুষ্ট হন। দয়াই বৈষ্ণবের প্রধান ধর্ম।

বিজয়। (১৯) সেবা ও নামাপরাধের বর্জন কিরূপ?

বাবাজী। অর্চন-বিষয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণতঃ ভক্তিবিষয়ে নামাপরাধ বিশেষরূপে বর্জনীয়। যানারোহণে, পাদুকা-গ্রহণে ভগবন্মন্দিরাদি-প্রবেশ প্রভৃতি বত্রিশটী সেবাপরাধ। 'সাধুনিন্দা' প্রভৃতি দশটী নামাপরাধ অবশ্য বর্জন করিবে।

বিজয়। (২০) কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সহ্য করিবে না—এই উপদেশদ্বারা কি তৎক্ষণাৎ বিবাদ করিবার বিধি হইয়াছে?

বাবাজী। যাহারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহারা কৃষ্ণবিমুখ; কোন উপরোধে তাহা সহ্য না করিয়া তাহাদের সঙ্গ দূরে বর্জন করিবে।

বিজয়। প্রথম বিংশতি অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের কি সম্বন্ধ?

বাবাজী। তাহার পর যে ৪৪ টী অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই এই বিংশতি অঙ্গের অন্তর্ভূত; বিস্তৃতরূপে বুঝিবার জন্য সেই সকলকে পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ হইতে প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ পর্য্যন্ত ত্রিশটী অঙ্গ অর্চনমার্গের অন্তর্ভূত। (২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠিতুলসী-মালা ও দেহে দ্বাদশ-তিলক ধারণ করিবেন—ইহারই নাম বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ। (২২) হরেকৃষ্ণাদি নাম অথবা পঞ্চতত্ত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা উত্তমাঙ্গে ধারণ করার নাম হরি নামাক্ষর ধারণ।

(২৩) "ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।।" (ভাঃ ১১।৬।৩১) (১)

এই ভাগবত- শ্লোকে শ্রীউদ্ধববচনে নির্মাল্যধারণের প্রক্রিয়া আছে। (২৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবন্নতি, (২৬) অভ্যুত্থান অর্থাৎ শ্রীপ্রতিমার আগমনদর্শনে উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, (২৭) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ শ্রীমূর্তির পশ্চাৎ গমন, (২৮) কৃষ্ণমন্দিরে গমন, (২৯) পরিক্রমা অর্থাৎ শ্রীমূর্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণ, (৩০) অর্চন অর্থাৎ উপচারদ্বারা শ্রীমূর্তির পূজাকরণ,—এই কয়েকটী অঙ্গের পৃথক্ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

(৩১) পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদি-পরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা।।" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব-২।৬১) (২)

এই শ্লোকে পরিচর্য্যার ব্যাখ্যা হইয়াছে। (৩২) গান, (৩৩) সঙ্কীর্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দৈন্যঘোষক বাক্যপ্রয়োগ, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যাস্বাদন, (৩৮) পাদ্যের আস্বাদন অর্থাৎ চরণামৃত-ধারণ, (৩৯) ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্তি স্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্তি নিরীক্ষণ, (৪২) আরাত্রিকোৎসবাদি, (৪৩)

(১। হে ভগবন্, আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বসন ও অলঙ্কারে চর্চিত এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজি-দাসরূপে আমরা অনায়াসে আপনার দৈবীমায়াকে জয় করিতে পারিব।)

(২। উপকরণাদিদ্বারা পরিষ্কারকরণ এবং চামর ও বাদ্যাদিদ্বারা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্যময়ী সেবার নাম পরিচর্য্যা।)

কৃষ্ণনামচরিতগুণাদি-শ্রবণ, (৪৪) কৃষ্ণকৃপা-দর্শন, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান,—এই কয়েকটী অঙ্গ স্পষ্ট; (৪৭) কর্মার্পণ ও কৈঙ্কর্য্য—এই দুই প্রকার দাস্য, (৪৮) বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি—এই দুই প্রকার সখ্য; (৪৯) 'আত্মনিবেদন'-শব্দের অর্থ এই যে, 'আত্ম'-শব্দে দেহিনিষ্ঠ 'অহংতা' ও দেহনিষ্ঠ 'মমতা'—এই দুইটী কৃষ্ণে নিবেদন করিবে।

বিজয়। ' দেহিনিষ্ঠ অহংতা' ও ' দেহনিষ্ঠ মমতা'—এই দুইটী আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করুন্।

বাবাজী। দেহের মধ্যে যে জীব আছেন, তিনি দেহি ও 'অহং'-পদবাচ্য; তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে 'আমি বুদ্ধি', তাহাই দেহিনিষ্ঠ অহংতা; দেহেতে যে 'আমার' বলিয়া বুদ্ধি, তাহাই দেহনিষ্ঠ মমতা, —এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। দেহী অর্থাৎ দেহিগত 'আমি' ও দেহগত 'আমার' এই বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক 'আমি কৃষ্ণপ্রসাদভোজী কৃষ্ণদাস, এই দেহ কৃষ্ণের দাস্যোপযোগী যন্ত্রবিশেষ' এইরূপ বুদ্ধির সহিত শরীরযাত্রা নির্বাহ করার নাম 'আত্মনিবেদন'।

বিজয়। (৫০) প্রিয়বস্তু কিরূপে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে হয়?

বাবাজী। জগতে যে বস্তুতে প্রীতি জন্মে, তাহাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধী করিয়া স্বীকার করার নাম প্রিয়োপহরণ।

বিজয়। (৫১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল- চেষ্টা কিরূপে করিতে হয়?

বাবাজী। লৌকিকী ও বৈদিকী যত প্রকার ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করিলে কৃষ্ণের জন্য অখিল- চেষ্টা হইয়া থাকে।

বিজয়। (৫২) সর্বভাবে শরণাপত্তি কিরূপ?

বাবাজী। " হে ভগবন্, আমি তোমার" এরূপ মনোবাক্যের দ্বারা বলা এবং " হে ভগবন্, আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম" এইরূপ ভাবকে 'শরণাপত্তি'. বলে।

বিজয়। (৫৩) তুলসীসেবন কিরূপ?

বাবাজী। তুলসীসেবা নয় প্রকার—তুলসীদর্শন, তুলসীস্পর্শন, তুলসীধ্যান, তুলসীকীর্তন, তুলসীনমস্কার, তুলসী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসী রোপণ, তুলসীসেবন ও তুলসীকে নিত্যপূজন—এই নয় প্রকার হরিসেবার উদ্দেশে তুলসীমহাত্ম্য।

বিজয়। (৫৪) শাস্ত্রসম্মান কিরূপ?

বাবাজী। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রই 'শাস্ত্র'; তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্বোপরি— যেহেতু ইনি সর্ব- বেদান্তসার; ইঁহার রসামৃত-তৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

বিজয়। (৫৫) হরিজন্মস্থান মথুরার কিরূপ মাহাত্ম্য?

বাবাজী। মথুরাবিষয় শ্রবণ, স্মরণ, কীর্তন, তথায় গমনবাসনা ও তীর্থ দর্শন, স্পর্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবা— এই সকল ক্রিয়াদ্বারা অভীষ্ট লাভ হয়; শ্রীমায়াপুরকেও তদ্রূপ জানিবে।

বিজয়। (৫৬) বৈষ্ণবসেবা কিরূপ ?

বাবাজী। বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়— বৈষ্ণবসেবা করিলে ভগবানে ভক্তি হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সর্বদেবের আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; তাঁহার আরাধনা অপেক্ষাও দাস বৈষ্ণবের সমর্চন সমধিক শ্রেষ্ঠ।

বিজয়। (৫৭) যথা- বৈভব মহোৎসব কিরূপে করা যায় ?

বাবাজী। হরিগৃহে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভগবৎসেবাপূর্বক শুদ্ধবৈষ্ণবসেবার নাম মহোৎসব—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব আর জগতে নাই।

বিজয়। (৫৮) কার্তিকমাসের সমাদর কিরূপে হয় ?

বাবাজী। কার্তিকমাসের নাম ঊর্জা; সেই মাসে নিয়মিতরূপে শ্রবণকীর্তনাদি অঙ্গের দ্বারা শ্রীদামোদরের সেবা করার নাম ঊর্জাদর'।

বিজয়। (৫৯) জন্মদিনযাত্রা কিরূপে পালনীয় ?

বাবাজী। যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম, সেই ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী ও ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে যথাযথ উৎসব করার নাম 'শ্রীজন্মযাত্রা'; প্রপন্নদিগের ইহা পালনীয়।

বিজয়। (৬০) শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীমূর্তির পরিচর্য্যা-কার্য্যে প্রীতিময় উৎসাহ সর্বদা হৃদয়ে রাখা আবশ্যক। যিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে কেবল মুক্তিরূপ তুচ্ছফল না দিয়া, ভক্তিরূপ মহাফল পর্য্যন্ত দান করেন।

বিজয়। (৬১) কিরূপে রসিকজনের সহিত ভাগবতার্থ আস্বাদন করিতে হয়, তাহা বলুন।

বাবাজী। নিগম-কল্পতরুর সুমিষ্ট রসই শ্রীভাগবত। রসবহির্মুখ ব্যক্তির সহিত ইহার আস্বাদনে রসোদয় হয় না, বরং অপরাধ হয়; যাঁহারা শ্রীভাগবত-রসজ্ঞ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া কৃষ্ণলীলারসের পিপাসু, তাঁহাদের সহিত বসিয়া শ্রীভাগবতশ্লোক পাঠপূর্বক রসাস্বাদন করিবে; সাধারণ-সভায় শ্রীভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিলে শুদ্ধভক্তির কার্য্য হয় না।

বিজয়। (৬২) স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ-ভক্তসঙ্গ কিরূপে হয় ?

বাবাজী। ভক্তসঙ্গের নাম করিয়া অভক্ত-সঙ্গ করিলে ভক্তির উন্নতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলায় সেবা-প্রাপ্ত হওয়াই ভক্তদিগের বাসনা, সেই জাতীয় বাসনা যে সকল লোকের আছে, তাহাদিগকে 'ভক্ত' বলা যায়; তন্মধ্যে যাঁহারা আমা হইতে শ্রেষ্ঠভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে আমার ভক্ত্যুন্নতি হয়, নতুবা ভক্তি স্তম্ভিত হইয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত সঙ্গ করা যায়, তাহার ন্যায় হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে (হরিভক্তি-সুধোদয়ে ৮।৫১ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান স্বয়ূথান্যেব সংশ্রয়েৎ। ।

বিজয়। (৬৩) নামসঙ্কীর্তন কিরূপ?

বাবাজী। নাম—অপ্রাকৃত চৈতন্যরস, তাহাতে জড়গন্ধ নাই। ভক্তজীবের সেবাস্পৃহা হইতে ভক্তিশোধিত জিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন—নাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এইরূপে সর্বদা স্বয়ং ও অপরের সহিত মিলিত হইয়া নামসংকীর্তন করিবে।

বিজয়। (৬৪) মথুরা অর্থাৎ জন্মস্থানে অবস্থিতি-সম্বন্ধে আমরা আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি; এখন ইহার সার বলুন।

বাবাজী। শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গ সর্বোপরি—ইহাতে অপরাধশূন্য হইয়া স্বল্পমাত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, ইহাদের অদ্ভুত বীর্য্যক্রমে ভাব-অবস্থার উদয় হয়।

বিজয়। এই সমস্ত সাধনসম্বন্ধে আর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। এই সকল ভক্ত্যঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা কেবল বহির্মুখজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য—কৃষ্ণরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তিবিজ্ঞদিগের সকল কার্য্যের ভক্ত্যঙ্গত্বই সম্মত, কর্মাঙ্গত্ব পরিত্যাজ্য । জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা কাহারও ভক্তিমন্দির-প্রবেশের ঈষদুপযোগিতা হয়; তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত নয়; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে, কিন্তু ভক্তি সুকুমার-স্বভাবা। অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত; জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির হেতু হইতে পারে না, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে না, ভক্তিদ্বারা তাহা অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধনভক্তি হরিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে, অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয়রাগও বিলীন হয়। সাধকের যুক্ত- বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ফল্গু-বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য--সকল বিষয়ই কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করার নাম যুক্তবৈরাগ্য, হরিসম্বন্ধি-বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মুক্তিলোভে পরিত্যাগ করার নাম ফল্গুবৈরাগ্য; অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত। ধন শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে; বিবেকাদি গুণগণ ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণ, অতএব তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয়; যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রভৃতি কৃষ্ণোন্মুখী পুরুষের স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয়। অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপ ও শমাদি যে গুণসকল, তাহা কৃষ্ণভক্তে স্বয়ং আশ্রয় করে, যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। ভক্তির যে সকল অঙ্গ কথিত হইল, তাহাদের মুখ্য একাঙ্গ-সাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়। আমি বৈধী-সাধনভক্তির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিলাম; তোমরা হৃদয়ে ভাবনাপূর্বক ভালরূপে বুঝিয়া লইবে এবং সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবদ্ উপদেশ শ্রবণপূর্বক সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পড়িয়া জানাইলেন—প্রভো, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন; আমরা অভিমানগর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বাবাজী বলিলেন,—কৃষ্ণ অবশ্যই তোমাদিগকে কৃপা করিবেন। রাত্রি অধিক হইলে মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার—রাগানুগা-সাধনভক্তি)

(বিজয় কুমার ও ব্রজনাথের অবৈষ্ণব-কুলগুরু-পরিত্যাগ— বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ-সঙ্কল্প—রঘুনাথদাস বাবাজীর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ—দীক্ষাবাসরে উভয়ে শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবসেবা ও মহোৎসব—প্রসাদসেবাকালে-প্রসাদ-মাহাত্ম্য-কীর্তন— বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট লাভার্থ বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের আগ্রহ— বৈষ্ণবতা ভক্তির পরিমাণানুসারে, আশ্রমানুসারে নহে-—বিঘসাশী বিজয় ও ব্রজনাথের ব্যবহার— বৈষ্ণবগণের মায়াপুরে গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা অনুভব—বিজয় ও ব্রজনাথের প্রত্যহ গুরুপ্রণাম, ভগবদ্দর্শন ও তুলসী-পরিক্রমা—বাবাজী মহাশয়কে রাগানুগা ভক্তি বিষয়ে পরিপ্রশ্ন—রূপানুগ বাবাজী মহারাজের শিষ্যদ্বয়কে অধিকারি-জ্ঞানে প্রথমে রাগ-শব্দের তাৎপর্য কথন—ভয় ও শ্রদ্ধা বৈধী ভক্তিতে কার্যকারী, লোভই রাগাত্মিকা ভক্তিতে কার্য্যকারক—ব্রজবাসিগণের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণ-ফলে তৎপ্রাপ্তির বাসনাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ—রাগানুগভক্তির সাধন-প্রণালী—রাগময়ী ভক্তির সহিত বৈধী ভক্তির সম্বন্ধ—রাগময়ী ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তির পার্থক্য—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তির স্বরূপ—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী দ্বিবিধা কামানুগা-ভক্তি-রাগনুগা-সাধনভক্তির উদয় প্রকার—জীবের স্ব-স্বরূপগত পঞ্চবিধ রসে কৃষ্ণসেবা—মধুররসাশ্রিত ভক্ত সিদ্ধদেহে স্ত্রী আকার বিশিষ্ট—রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধঋষিগণের ব্রজলীলায় স্ত্রীত্ব লাভ— নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে ব্রজবাসিনীদিগের বিবরণ—নিত্যসিদ্ধাগণের স্বরূপ শক্তিত্ব—সাধনসিদ্ধাগণের জীবশক্তিত্ব— বৈধ সেবকের দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ—শৃঙ্গাররসে কাম ও প্রেমের সূক্ষ্ম পার্থক্য—প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত কামের বিকৃতি— সম্বন্ধরূপা রাগানুগাভক্তির ব্যাখ্যা—ভাবচেষ্টিত মুদ্রার অর্থ—বিজয়কুমারের স্বীয় রুচি-পরীক্ষা—বিজয়কুমার ও ব্রজনাথকে বাবাজীর সিদ্ধদেহের পরিচয় প্রদান—হরিনাম করিতে করিতে বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের গৃহে প্রত্যাগমন—বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের নিজ কৃত্যবিষয়ক পরামর্শ।)

বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চর্য ভাব উদয় হইল—উভয়ই এক মনে স্থির করিলেন যে, সিদ্ধবাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিজয়কুমার শিশুকালে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ব্রজনাথের গায়ত্রী-দীক্ষার পর অন্য কোন মন্ত্রদীক্ষা হয় নাই। বাবাজী মহাশয়ের উপদেশে জানিতে পারিলেন যে, অবৈষ্ণবপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীব নরকে গমন করে; বিবেক হইলে পুনরায় সম্যক্ বিধি-অনুসারে বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত; বিশেষতঃ সিদ্ধভক্তের শিষ্যত্ব লাভ করিলে অতিশীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই বিবেচনায় উভয়েই স্থির করিলেন, 'কল্য প্রাতে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গাস্নান করতঃ পরমারাধ্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিব'। এই বিষয়ে মনে মনে স্থির করিয়া উভয়ে পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান সমাপ্তি করতঃ পূর্বোপদিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্বক শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধবৈষ্ণব; তাঁহাদের মনের কথা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য প্রাতে কি মনে করিয়া আসিয়াছ? উভয়ে বলিলেন—"প্রভো, আমাদিগকে দীন অকিঞ্চন জানিয়া কৃপা করুন।" বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া কুটীরে লইয়া শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে উভয়ে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া "জয় গৌরাঙ্গ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গলদেশে তুলসীমালা ও সুন্দর যজ্ঞোপবীত, দ্বাদশতিলক, উজ্জ্বল মুখশ্রী, কিছু কিছু সাত্ত্বিক বিকার, চক্ষে দর দর ধারায় অশ্রু দেখিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—আজ তোমরা আমাকে পবিত্র করিলে। তাঁহারা বারংবার বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি আস্বাদনপূর্বক মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ বাটী হইতে আসিবার পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ-সামগ্রী আনিবার যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার গৃহভৃত্যদ্বয় অনেক সুখাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ করজোড়পূর্বক বৈষ্ণবদিগকে জানাইলেন,—আমাদের আনীত ভোগ-দ্রব্যসকল মহাপ্রভুকে নিবেদন করুন। শ্রীবাস অঙ্গনের অধিকারী মহাশয় পূজারীদ্বারা ভোগ পাক করাইয়া শ্রীপঞ্চতত্ত্বকে সমর্পণ করিলেন।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণ করতাল- মৃদঙ্গ লইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে ভোগারাত্রিক গান করিতে লাগিলেন; অনেক বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; মহাসমারোহে ভোগ হইয়া গেল। নাটমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল। "হরের্নাম" এই শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইল, সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন জলপাত্র লইয়া একত্র হইলেন। প্রসাদ-সেবাকালে কবিতাসকল পঠিত হইতে লাগিল; বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার পরে অধরান্ন পাইব মনে করিয়া বসিতে চাহিলেন না, কিন্তু প্রধান প্রধান বাবাজীগণ তাঁহাদিগকে বলপূর্বক বসাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তোমরা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তোমাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে

পারিলে ধন্য হই। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ বলিলেন,—আপনারা মহান্ত ত্যাগিবৈষ্ণব। আপনাদের অধরামৃত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্য, আপনাদের সঙ্গে বসিলে আমাদের অপরাধ হয়। বৈষ্ণবগণ বলিলেন,—বৈষ্ণবতায় গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর কোন ভেদ নাই, কেবল ভক্তির পরিমাণ-অনুসারে বৈষ্ণবের তারতম্য। এরূপ কথাবার্তার সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসিলেন। গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করিবার আশায় বিজয় ও ব্রজনাথ প্রসাদ কোলে করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে পাইতে তাহা দেখিতে পাইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন—হে বৈষ্ণব-প্রবর, আপনার শিষ্যদ্বয়কে কৃপা করুন, নতুবা তাঁহারা প্রসাদ-সেবা করিতেছেন না। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের হস্তে ভুক্তপ্রসাদ অর্পণ করিলে তাঁহারা পরমার্থজ্ঞানে তাহা প্রাপ্ত হইলেন; "শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া তাঁহারা প্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে "সাধু সাবধান" ও প্রসাদমাহাত্ম্য সূচক বচনসকল উচ্চারিত হইতে লাগিল। আহা! তখন শ্রীবাসাঙ্গনের নাট মন্দিরের কি শোভা উদয় হইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন শ্রীশচী, সীতা, মালিনী দেবী প্রসাদ আনয়ন করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকরে প্রসাদ সেবা করিতেছেন।

"মায়াপুরে নিত্যলীলা করে গৌররায়।
সুকৃতির বলে ভক্ত দেখিবারে পায়।।"

এই জগদানন্দকৃত 'প্রেমবিবর্তের' পদ্য বৈষ্ণবগণের স্মরণপথে আসিল। যে পর্য্যন্ত সেই লীলা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, সে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের প্রসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই লীলা অপ্রকট হইলে ভক্তগণ পরস্পরের মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রসাদান্নের কি যে অপূর্ব আস্বাদন হইল, তাহা ব্যক্ত করা যায় না; সকলেই বলিতে লাগিলেন—এই দুই ব্রাহ্মণকুমার মহাপ্রভুর নিতান্ত কৃপাপাত্র; ইঁহাদের মহোৎসবে গৌরলীলা পুনঃপ্রকট হইল। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমরা দীন, অকিঞ্চন, কিছুই জানি না—এ সমস্তই শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা দেখিতে পাইলাম।

প্রসাদ সেবান্তে বৈষ্ণবদিগের আজ্ঞা পাইয়া বিজয় ও ব্রজনাথ গৃহে গমন করিলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানানন্তর গুরুচরণে প্রণাম, ভগবদ্দর্শন ও তুলসী-পরিক্রমণ ইত্যাদি দৈনিক নিয়ম করিয়া তাঁহারা পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রত্যহই কিছু না কিছু শিক্ষা করেন। ৪।৫ দিবস পরে সন্ধ্যার সময়ে উভয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়া আরাত্রিক-নামসঙ্কীর্তনের পর বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার কুটীরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, আমরা আপনার কৃপায় বৈধী-ভক্তিসাধন ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি, এখন আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি কৃপা করিয়া রাগানুগা ভক্তির বিষয়টী এই নরাধমদিগকে বুঝাইয়া দেন। বাবাজী মহাশয় আনন্দের সহিত বলিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ

তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তোমাদিগকে অদেয় কিছুই নাই; বিশেষ যত্নসহকারে শ্রবণ কর, আমি রাগানুগা-ভক্তি ব্যাখ্যা করিতেছি—যাঁহাকে সেই পরাৎপর প্রভু যবনসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রয়াগক্ষেত্রে রসতত্ত্ব সিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপগোস্বামীর চরণে আমি বারবার প্রণাম করি। যাঁহাকে সেই করুণাময় প্রভু বিষয়গর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করতঃ সর্বসিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রজরসভ্রমর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথের চরণে আমি একান্ত শরণাপন্ন হইলাম।

রাগানুগা-ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে রাগাত্মিকা-ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে হয়।

ব্রজনাথ। 'রাগ' কাহাকে বলে, পূর্বে জানিতে ইচ্ছা করি।

বাবাজী। বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয়-প্রেমাকারে 'রাগ' হয়—সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে তদ্রূপ। এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে ও চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী-পরমাবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা-ভক্তি বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। যে ব্যক্তিতে এরূপ রাগ উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই ভক্তির প্রবর্তক; সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগাত্মিকা-ভক্তিতে ক্রিয়া করে।

ব্রজনাথ। রাগময়ীভক্তির অধিকারী কে?

বাবাজী। বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠা প্রবল; ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা-ভক্তির অধিকারী।

ব্রজনাথ। এস্থলে সেই লোভের লক্ষণ কি?

বাবাজী। ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহাই তল্লোভোৎপত্তির লক্ষণ। বৈধভক্ত্যধিকারী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু রাগানুগমার্গে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে না, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লোভ তাহাকেই অপেক্ষা করে।

ব্রজনাথ। রাগানুগা-ভক্তির প্রক্রিয়া কি?

বাবাজী। সাধক, ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবা- চেষ্টাতে তাঁহার লোভ হইয়াছে, তাঁহাকে সর্বদা স্মরণ করা এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলাকথায় রত

হইয়া স-শরীরে বা মানসে সর্বদা ব্রজে বাস করেন। সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত হইয়া সর্বদা দুইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন, অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন।

ব্রজনাথ। বৈধীভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত রাগানুগা-ভক্তির কি সম্বন্ধ ?

বাবাজী। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ কীর্তনাদি যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই রাগানুগা-সাধকের সাধকরূপ ক্রিয়ায় বর্তমান থাকে। অন্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে সময়ে নিত্যসেবার আস্বাদন করিতে থাকেন, সেই সময়েই বাহ্যদেহে বৈধীভক্তির অঙ্গসকল লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। রাগানুগা-ভক্তির মাহাত্ম্য কি ?

বাবাজী। বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না হয়, রাগানুগা-ভক্তিতে স্বল্পকালেই সেই ফলের উদয় হয় । বৈধমার্গের ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ হওয়ায় দুর্বলা, রাগানুগা-ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় স্বভাবতঃ প্রবলা ; অতএব ব্রজজনের আনুগত্যাভিমান-লক্ষণ ভাববিশেষের দ্বারা যে রাগ উদিত হয়, তাহা হইতে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্ম নিবেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্বদাই অবলম্বিত হয়। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে ; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্মপ্রবর্তক। রাগাত্মিকা-ভক্তি যতপ্রকার, রাগানুগা-ভক্তিও ততপ্রকার।

ব্রজনাথ। রাগাত্মিকা-ভক্তি কত প্রকার ?

বাবাজী। রাগাত্মিকা-ভক্তি দুই প্রকার—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

ব্রজনাথ। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপার ভেদ বলুন।

বাবাজী। সপ্তম স্কন্ধে লিখিত আছে, (ভাঃ ৭।১।২৯-৩০)—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ।।
গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে ঈশ্বরে মনকে ভক্ত্যাবিষ্ট করিয়া তত্তদ্ভাবগত দোষ পরিত্যাগপূর্বক অনেকেই ভগবদগতি লাভ করিয়াছেন—কামদ্বারা গোপীসকল, ভয়দ্বারা কংস, দ্বেষদ্বারা শিশুপালাদি নৃপগণ, সম্বন্ধদ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মগণ, স্নেহদ্বারা তোমরা পাণ্ডবাদি এবং আমরা ঋষিগণ ভক্তিদ্বারা তদ্গতি লাভ করিয়াছি। কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি—এই ছয়টীর মধ্যে আনুকূল্যভাবের বিপরীত হওয়ায়, ভয় ও দ্বেষ অনুকরণযোগ্য হয় না। স্নেহ একাংশে সখ্যভাবযুক্ত হওয়ায় বৈধভক্তির অনুবর্তী ; অপরাংশে প্রেমভাবযুক্ত হওয়ায় সাধনপর্বে তাহার উপযোগিতা নাই। অতএব স্নেহ রাগামার্গীয় সাধনভক্তিতে স্থান পায় না। "ভক্ত্যা বয়ং" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব-২ ল-

১৩৫)—এই 'ভক্তি'-শব্দে বৈধীভক্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ 'ভক্তি'-শব্দে কোন স্থলে ঋষিদিগের অবলম্বিত বৈধী ভক্তি, কোন স্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বুঝিতে হইবে। 'অনেকে তদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন' —এই বাক্যদ্বারা কিরণ ও অর্কস্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একতা-নিবন্ধন, জ্ঞানি-ভক্তগণ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন; কৃষ্ণশত্রুগণও ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়; তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকে— ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, মায়া-পারে সিদ্ধলোকে বাস করেন। সিদ্ধলোক দুইপ্রকার—জ্ঞানসিদ্ধ লোক ব্রহ্মসুখে মগ্ন, হরিকর্তৃক বিনষ্ট অসুরসকলও সেই সিদ্ধলোকে বাস করে; জ্ঞানসিদ্ধের মধ্যে কেহ কেহ রাগবন্ধক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করিয়া তাঁহার প্রিয়জনরূপে প্রেমা লাভ করেন। কিরণ ও সূর্য্য যেরূপ একই বস্তু, সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ ব্রহ্ম ও কৃষ্ণে বস্তুতঃ ভেদ নাই। 'তদগতি'-শব্দে কৃষ্ণগতি। সাযুজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানী ও অসুরগণ সেই বস্তুর কিরণরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে; প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তগণ সেই বস্তুর মূলসূর্য্যরূপ কৃষ্ণের পরিচর্য্যা লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি— এই চারিটীকে পৃথক্ করিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে; অতএব রাগমার্গে কাম ও সম্বন্ধ, এই দুইটী পৃথগ্‌রূপে বলবান্। রাগময়ী ভক্তি —কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

ব্রজনাথ। কামরূপা ভক্তির স্বরূপ কি?

বাবাজী। 'কাম' শব্দে সম্ভোগতৃষ্ণাকে বুঝায়; কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি স্বরূপে সম্ভোগতৃষ্ণার স্বরূপে পরিণত হইয়া অহৈতুকী-প্রীতি-স্বভাবে নীত হয়, অর্থাৎ প্রীতিসম্ভোগ কৃষ্ণ-তৃষ্ণাময়ী হয়—কৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় হয়—নিজসুখচেষ্টা রহিত হয়; তবে যদি নিজসুখচেষ্টা থাকে, তাহাও কৃষ্ণসুখসমৃদ্ধির জন্য স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান; ব্রজগোপীদের এই প্রেম বিশেষ কোন একটি আশ্চর্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রীড়াকে উৎপন্ন করে, তৎপ্রযুক্ত সেই প্রেম বিশেষ তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ 'কাম' বলিয়া বলেন; বস্তুতঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অপ্রাকৃত ও দোষগন্ধরহিত, বদ্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি তাহা পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন; ব্রজগোপীদিগের কামের অন্য তুলনার স্থল নাই— সেই কামই নিজ তুলনা-স্থল। সেই কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজব্যতীত অন্য কোন স্থলে নাই; মথুরায় কুব্জার যে কাম দেখা যায়, তাহা কামপ্রায় রতিমাত্র— যে কামের উল্লেখ করা হইল, সে কাম নয়।

ব্রজনাথ। সম্বন্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি-অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি—'আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা' ইত্যাদি অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা-ভক্তি। বৃষ্ণিবংশে মাতা পিতার এইরূপ ভাব; উপলক্ষণে ব্রজে বল্লভনন্দযশোদাদিরও সম্বন্ধরূপা ভক্তি। যাহা হউক, কাম ও সম্বন্ধ ভাবে শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ পাওয়া যায়, অতএব তাহা

নিত্যসিদ্ধগণের আশ্রয়। রাগানুগা-ভক্তি-বিচারে তাহার উল্লেখমাত্র করা গেল। এখন দেখ, কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা—দুই প্রকার সাধনভক্তি।

ব্রজনাথ। কামানুগা, রাগানুগা সাধন-ভক্তি কিরূপ?

বাবাজী। কামরূপা-ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা তাহাই কামানুগা; তাহা দুই প্রকার-—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী।

ব্রজনাথ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কিরূপ?

বাবাজী। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কেলিতাৎপর্যবতী; 'কেলি' অর্থে ক্রীড়া, ব্রজদেবীদের সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া, তাহাই 'সম্ভোগ' শব্দের তাৎপর্য্য।

ব্রজনাথ। তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কিরূপ?

বাবাজী। ব্রজযুথেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুর্য, সেইরূপ ভাবমাধুর্যের কামনাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়।

ব্রজনাথ। এই দুই প্রকার রাগানুগ-সাধনভক্তি কিরূপে উদিত হয়?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মাধুরী দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া সেই সেই ভাবের আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা-রূপা রাগানুগা ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষ, ব্রজদেবীসকল—প্রকৃতি। স্ত্রীলোকদিগেরই কেবল রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার দেখিতেছি। পুরুষদিগের কিরূপে এই ভাব হইতে পারে?

বাবাজী। জগতে বর্তমান জীবসকল স্বীয় স্বীয় স্বভাবভেদে পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়; তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিবিধ রসের আশ্রয় ব্রজজনের মধ্যে আছে। পুরুষব্যবহারে দাস্য, সখ্য, পিতৃত্বাভিমানী বাৎসল্য—এই তিন প্রকার রসে যাঁহাদের চিত্ত ধাবিত, তাঁহারা পুরুষভাবে কৃষ্ণসেবা করেন; যাঁহারা মাতৃত্বভাবাশ্রিত ও শৃঙ্গাররসে ভাবিত, তাঁহারা স্ত্রীভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। সিদ্ধগণমধ্যে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ-স্বভাব পৃথক্, তাঁহাদের অনুগত সাধকগণেরর মধ্যেও সেইরূপ।

ব্রজনাথ। যাঁহারা পুরুষাকারে বর্তমান, তাঁহারা কিরূপে ব্রজদেবীর ভাবে সাধন করিবেন?

বাবাজী। অধিকারভেদে যাঁহারা শৃঙ্গার-রসে রুচি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্থূল দেহে পুরুষাকারে বর্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকার বিশিষ্ট। রুচি ও স্বভাব-অনুসারে যে ব্রজদেবীর অনুগত হইবার যাঁহারা উপযোগী, তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহারা সিদ্ধদেহে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে পুরুষদিগের এরূপ ভাব হইয়াছিল কথিত আছে; যথা,—দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারাই শ্রীগোকুল-লীলায় স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া কামরূপা রাগময়ী ভক্তিতে হরিসেবা করিয়াছিলেন।

ব্রজনাথ। আমরা শুনিয়াছি যে, গোকুলবাসিনী স্ত্রীগণ নিত্যসিদ্ধা; তাঁহারা কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হন; সেস্থলে গোকুলে সমুদ্ভূতা গোপীদিগের এরূপ বর্ণন পদ্মপুরাণে কেন হইল ?

বাবাজী। নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় সহজে গমন হইয়াছিল; যাঁহারা সাধনসিদ্ধা হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কামরূপা ভক্তির সহিত ভজন- যোগ্যা হইয়া গোকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা 'তা বার্য্যমানা পতিভিঃ' (১) ইত্যাদি শ্লোকানুসারে মানসে কৃষ্ণসেবা করিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপ লাভ করিলেন; সেই গোপী সকলেই প্রায় দণ্ডকারণ্যবাসি ঋষিগণ।

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধা কাহারা এবং সাধনসিদ্ধাই বা কাহাদিগকে বলা যায় ?

বাবাজী। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা; তাঁহার প্রথম কায়ব্যূহ—অষ্টসখী এবং অন্যান্য সখীগণকে তাঁহার পরপর কায়ব্যূহস্বরূপ জানিবে—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধা; ইঁহারা জীবশক্তিগততত্ত্ব নহেন, স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ববিশেষ। ব্রজের সামান্যা সখীসকল সাধনক্রমে সিদ্ধ হইয়া শ্রীমতীর পরিকরের অনুগতা হইয়াছেন—ইঁহারাই সাধনসিদ্ধ জীব; হ্লাদিনী-শক্তিবলে ব্রজদেবীর সহিত সালোক্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা রাগানুগমার্গে শৃঙ্গাররসের সাধন করিবেন, তাঁহাদের সাধন সিদ্ধ হইলে সেই সখীদিগের শ্রেণী লাভ হইবে; ইহার মধ্যে যাঁহারা রিরংসা অর্থাৎ কৃষ্ণরমণেচ্ছাকে সুষ্ঠু করিবার অভিপ্রায়ে কেবল বিধিমার্গে সেবা করেন, তাঁহারা দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ করিবেন। বিধিমার্গে ব্রজদেবীর অনুগত হওয়া যায় না; তবে যাঁহাদের অন্তরে রাগানুগমার্গ, বাহিরে মাত্র বিধিমার্গ,তাঁহাদের ব্রজসেবা লাভ হইবে।

ব্রজনাথ। বিরংসা অর্থাৎ রমণবাসনাকে কিরূপে সুষ্ঠু করা যায় ?

বাবাজী। কৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৎ ভাব যাঁহাদের ভাল লাগে, তাঁহারা ধৃষ্টতা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণসেবাকে গৃহিণীবৎ সেবার ন্যায় সুষ্ঠু করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রজদেবীর ভাবেচ্ছা গ্রহণ করেন না।

ব্রজনাথ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। স্বকীয়পতি-জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-সাধনকে 'মহিষীভাব' বলে; সাধনকালে যাঁহাদের সেই ভাব, তাঁহারা ব্রজদেবীগণের পারকীয় অপার রসকে অনুভব করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের অনুগমন করিতে অক্ষম; অতএব পারকীয়ভাবে রাগানুগা-ভক্তির সাধন করাই ব্রজরস পাইবার হেতু।

ব্রজনাথ। এ পর্য্যন্ত আপনার কৃপায় বুঝিতে পারিলাম। এখন একটী বিষয় অনুগ্রহ

(১। পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের দ্বারা নিবারিত হইয়াও গোবিন্দাপহৃতচিত্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ কৃষ্ণসকাশে গমনে নিবৃত্ত হইলেন ০না।)

করিয়া বলুন—'কাম' ও ' প্রেমে' ভেদ কি? যদি ভেদ না থাকে, তবে ' প্রেমরূপা' বলিলেই কি হইত না? 'কাম' শব্দটী শুনিতে কর্ণে কষ্টকর বোধ হয়।

বাবাজী। 'কাম' ও ' প্রেমে'র কিছু ভেদ আছে— কেবল প্রেম বলিলে সম্বন্ধরূপা রাগময়ীভক্তির সহিত ঐক্য হইয়া যায়, সম্বন্ধরূপা-ভক্তিতে কাম অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছা নাই; সম্বন্ধরূপা ভক্তি কেলিতাৎপর্য্যবতী নহে, অথচ তাহা প্রেম। প্রেমসামান্যে সম্ভোগেচ্ছারূপ আর একটী প্রবৃত্তি সুন্দররূপে মিশ্রিত হইলে কামরূপা ভক্তি হয়; অন্যান্য রসে কামরূপা ভক্তি নাই, কেবল শৃঙ্গাররসে আছে; আবার ব্রজদেবী ব্যতীত কাহারও কামরূপা ভক্তি নাই। জগতে ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ যে কাম আছে, সেই কাম এই কাম হইতে পৃথক্— সেই কাম এই নির্দোষ কামেরই বিকৃতি; কৃষ্ণের প্রতি নিযুক্ত হইয়াও কুব্জার ভাব 'সাক্ষাৎ-কাম' বলিয়া আখ্যা লাভ করে না। ইন্দ্রিয়-তর্পণাঙ্গের কাম যেরূপ অকিঞ্চিৎকর ও অপকৃষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইরূপ আনন্দপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। প্রাকৃত কাম অপকৃষ্ট বলিয়া 'অপ্রাকৃত' কাম শব্দের ব্যবহার কেন বিরত হইবে?

ব্রজনাথ। এখন সম্বন্ধরূপা রাগানুগা-ভক্তির ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। আপনাতে কৃষ্ণের পিতৃত্বাদি-সম্বন্ধ মনন ও আরোপ করার নাম সম্বন্ধানুগা-ভক্তি; ইহাতে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনটি রসের ক্রিয়া আছে। 'আমি দাস, কৃষ্ণ প্রভু; আমি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, আমি কৃষ্ণের সখা, আমি কৃষ্ণের পিতা বা মাতা'— এই সকল মননে, সম্বন্ধ সম্বন্ধানুগা-ভক্তি ব্রজবাসিজনের মধ্যেই সুনির্মল।

ব্রজনাথ। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যে কিরূপে রাগানুগা-ভক্তির অনুশীলন হয়?

বাবাজী। যিনি দাস্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি রক্তক, পত্রক প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ দাসদিগের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ভাব মাধুর্যের অনুকরণপূর্বক কৃষ্ণসেবা করিবেন; যিনি সখ্যরসে রুচিবিশিষ্ট তিনি সুবল প্রভৃতি কোন কৃষ্ণসখার ভাব- চেষ্টিত মুদ্রার দ্বারা কৃষ্ণ- সেবা করিবেন; যিনি বাৎসল্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি নন্দ-যশোদার ভাবচেষ্টিত মুদ্রা অবলম্বন পূর্বক সেবা করিবেন।

ব্রজনাথ। ভাবচেষ্টিত-মুদ্রা কিরূপ?

বাবাজী। কৃষ্ণের প্রতি যাহার যে সিদ্ধভাব, তদনুসারে বিশেষ বিশেষ চেষ্টার উদয় হয়; সেই চেষ্টা সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহার নাম 'মুদ্রা'। উদাহরণের স্থল এই যে, নন্দমহারাজ যেরূপ ভাবাবিষ্ট, সেই ভাব হইতে তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টার উদয় হয়, তাহার অনুকরণ করিবে। 'আমি নন্দ, আমি সুবল, আমি রক্তক' এরূপ ভাব গ্রহণ করিবে না, সেই সেই মহাজনের অনুগত হইয়া তাঁহার ভাবের অনুকরণ করিবে, নতুবা অপরাধ হইবে।

ব্রজনাথ। আমাদের কি প্রকার রাগানুগা-ভক্তির অধিকার আছে?

বাবাজী। বাবা, নিজের স্বভাব বিচার করিয়া দেখ। যে স্বভাব হইতে যে রুচির উদয়

হয়, তদনুসারে রসকে স্বীকার কর, সেই রস অবলম্বনপূর্বক তাহার নিত্যসিদ্ধাধিকারীর অনুগমন কর। ইহাতে কেবল নিজের রুচির পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি রাগমার্গে রুচি হইয়া থাকে, তবে সেই রুচি অনুসারে কার্য্য কর; যে পর্য্যন্ত রাগমার্গে রুচি হয় নাই, কেবল বিধিমার্গে নিষ্ঠা কর।

বিজয়কুমার। প্রভো, আমি বহুদিন হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি এবং যেখানে সেখানে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করি, যখন যখন কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করি, তখন তখনই আমার হৃদয়ে এরূপ একটী ভাব উদিত হয় যে, আমি শ্রীমতী ললিতাদেবীর ন্যায় যুগলসেবা করি।

বাবাজী। তোমার আর বলিতে হইবে না, তুমি শ্রীললিতাদেবীর অনুগতা মঞ্জরীবিশেষ। তোমার কোন্ সেবা ভাল লাগে ?

বিজয়। আমার মনে হয় যে শ্রীললিতাদেবী আমাকে পুষ্পমালা গুম্ফন করিতে আজ্ঞা দেন—আমি সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গুম্ফন করিয়া তাঁহার শ্রীহস্তে দিব; তিনি আমার প্রতি কৃপা-হাস্য করিয়া রাধাকৃষ্ণের গলদেশে অর্পণ করিবেন।

বাবাজী। তোমার সেই সেবাসাধন সিদ্ধ হউক—আমি আশীর্বাদ করি। বিজয়কুমার অমনি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন—বাবা, তুমি নিরন্তর এই ভাবে রাগানুগা-ভক্তির সাধন কর, বাহ্যে নিরন্তর বৈধী-ভক্তির সাধন-অঙ্গসকল শোভা পাইতে থাকুক্।

বিজয়কুমারের সম্পত্তি দেখিয়া ব্রজনাথ গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন,—প্রভো, আমি যখন যখন কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করি, তখন তখনই সুবলের অনুগত হইয়া থাকিতে বাসনা জন্মায়।

বাবাজী। তোমার কোন্ কার্যে রুচি হয় ?

ব্রজনাথ। সুবলের সঙ্গে সঙ্গে সুদুরগত গাভীবৎসকে ফিরাইয়া আনিতে আমার বড় ভাল লাগে। কৃষ্ণ একস্থলে বসিয়া বাঁশী বাজাইবেন, আমি সুবলের অনুগ্রহে গোবৎসগণকে জল পান করাইয়া ভাই কৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিব—এরূপ আমার সাধ হয়।

বাবাজী। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুবলের অনুগত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে থাক; তুমি সখ্যরসের অধিকারী।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেইদিন হইতে বিজয়কুমারের চিত্তে শ্রীমতী ললিতার দাসীভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি বৃদ্ধ বাবাজীকে শ্রীললিতা-রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। বিজয়কুমার বলিলেন,—প্রভো, এ সম্বন্ধে আপনার কৃপায় আর কি বাকী রহিল ? বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—বাকি আর কিছুই নাই, কেবল তোমার সিদ্ধ-শরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি তোমার জানা আবশ্যক। তুমি একা আমার নিকট আসিলে আমি তাহা বলিয়া দিব। " যে আজ্ঞা" বলিয়া বিজয়কুমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রজনাথ সেইদিন হইতে বৃদ্ধবাবাজীর স্বরূপে সুবলকে দেখিতে লাগিলেন। বাবাজী আজ্ঞা করিলেন—তুমি কোন সময় একাকী আসিলে আমি তোমার সিদ্ধশরীরের নাম-রূপ-পরিচ্ছদাদি বলিয়া দিব। ব্রজনাথ " যে আজ্ঞা" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

ব্রজনাথ ও বিজয় সেইদিন আপন-আপনাকে কৃতকৃতার্থ জানিয়া পরমানন্দে রাগানুগ-মার্গের সেবায় নিযুক্ত হইলে; বাহ্যে পূর্ববৎ সমস্তই রহিল—পুরুষের ন্যায় সমস্ত ব্যবহারই রহিল, কিন্তু বিজয়কুমার অন্তরে স্ত্রীস্বভাব হইয়া পড়িলেন; ব্রজনাথ গোপবালকের স্বভাব লাভ করিলেন।

অনেক রাত্র হইল; হরিনামের মালায় " হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই গুরুদত্ত নামরূপ মহামন্ত্র গান করিতে করিতে বিল্বপুষ্করিণীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধরাত্র; চন্দ্রোদয় হইয়াছে; কালোচিত ঋতু সর্বদিকে সুখ বিস্তার করিতেছে। লক্ষণটীলার নিকটবর্তী হইয়া দুইজনে নিভৃতে আমলকি-বৃক্ষের তলে বসিলেন। বিজয়কুমার ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে ব্রজনাথ! আমাদের যাহা মানস ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল। বৈষ্ণবকৃপাক্রমে অবশ্যই কৃষ্ণকৃপা হইবে। এখন ভবিষ্যতে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা বিচার করিয়া লওয়া যাউক। ব্রজনাথ।, তুমি সরল চিত্তে আমাকে বল, তুমি কি করিতে চাও? বিবাহ করিবে, কি পরিব্রাজক হইবে? আমি তোমাকে কোন বিষয়ের অনুরোধ করি না; তোমার মাতা-ঠাকুরাণীকে বুঝাইবার জন্য তোমার মনের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রজনাথ। মামা, আপনি আমার ভক্তির পাত্র, তাহাতে পণ্ডিত ও বৈষ্ণব; পিতার অভাবে আপনিই কর্তা, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই পথ লইতে প্রস্তুত; পাছে আসক্ত হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া যাই, এই জন্য বিবাহ করিতে চাই না; আপনার মত কি?

বিজয়। আমি তোমাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিব না; তুমি নিজে একটী সিদ্ধান্ত করিয়া বল।

ব্রজনাথ। আমার বিবেচনায় শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া কার্য্য করা ভাল।

বিজয়। ভাল, আগামী কল্য প্রভুপাদের নিকট হইতে এ বিষয়ের আজ্ঞা লইব।

ব্রজনাথ। মাতুল মহাশয়, আপনার ভাব কি? আপনি কি গৃহস্থ থাকিবেন, না পরিব্রাজক হইবেন?

বিজয়। বাবা, তোমার ন্যায় আমিও অস্থির-সিদ্ধান্ত—একবার মনে করিতেছি, এই যাত্রায় পরিব্রাজক হইয়া গৃহস্থধর্মের অগ্নি নির্বাণ করি; আবার ভাবিতেছি, তাহা করিলে, পাছে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিরস হইতে বঞ্চিত হয়। আমারও ইচ্ছা যে, শ্রীপ্রভুপাদের আজ্ঞা লইয়া এ বিষয়ে কার্য্য করি।

রাত্রি অনেক হইল——এখন ঘরে যাওয়া উচিত, ইহা স্থির করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে হরিগুণ গান করিতে করিতে বাটীতে পৌঁছিলেন এবং প্রসাদান্ন সেবনপূর্বক শয্যারূঢ় হইলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত প্রয়োজনবিচারারম্ভ)

(বাবাজী মহারাজের ভাবোদয়--বিজয় ও ব্রজনাথের বাবাজী সন্নিধানে আগমন---ভাবাবস্থা--দশমূলের শেষ শ্লোক দুইটীতে ভাব ও প্রেমাবস্থার বর্ণন---দশমূলের সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য---ভাব ও প্রেমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা----প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভেদে দুই প্রকার ভাব----বাচিক, আলোকদান ও হার্দভেদে ত্রিবিধ কৃষ্ণ-প্রসাদ--ভাবোদয়ের লক্ষণ--- ভেক গ্রহণে অধিকার---ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি, বসতিস্থলে প্রীতি---ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্য---প্রতিবিম্ব রত্যাভাস ও ছায়ারত্যাভাস---বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর প্রতিবিম্ব রত্যাভাস--- তত্ত্বানভিজ্ঞদিগের ছায়ারত্যাভাস--সাধনভক্তের মুমুক্ষু-সঙ্গ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা---প্রাকৃত চক্ষে ভক্তের দোষ-দর্শন-নামাপরাধ--ভাবতত্ত্ব-ব্যাখ্যা শ্রবণে বিজয় ও ব্রজনাথের ভাবাবেশ--গুরুসকাশে সদৈন্য নিবেদন---গুরু-সন্নিধানে বিজয়কুমারের স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা--বাবাজীর বিজয় ও ব্রজনাথকে গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে আদেশ প্রদান--ব্রজনাথের বিবাহের উদ্যোগ।)

আজ হরিবাসর; শ্রীবাস-অঙ্গনের বকুল-চবুতরার উপর বসিয়া বৈষ্ণবগণ কীর্তন করিতেছেন। 'হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া কেহ কেহ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমাদের বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয় কি জানি কি ভাবে মগ্ন হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে ' হা ধিক্' এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; 'আহা! কোথা রূপ; কোথা সনাতন, কোথা দাসগোস্বামী, কোথা আমার প্রাণের সোদর কৃষ্ণদাস কবিরাজ! তাঁহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক! আমার কিছু ভাল লগিতেছে না! শ্রীরাধাকুণ্ড-ধ্যান আমার কষ্টকর বোধ হইতেছে! প্রাণ যায়! রূপ-রঘুনাথ আমাকে দর্শন দিয়া প্রাণ রাখুন। তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক্!' এইরূপ বলিতে বলিতে অঙ্গনের বালুকায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সকল বৈষ্ণবগণ বলিলেন,---বাবাজী, স্থির হউন; রূপ-রঘুনাথ তোমার হৃদয়ে, চৈতন্য-নিত্যানন্দ তোমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। ' কৈ

কৈ' বলিয়া বাবাজী লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের মূর্তি দর্শন করায় সকল শোক দূর হইল; বলিলেন,—ধন্য মায়াপুর! ব্রজের শোক কেবল মায়াপুরেই দূর হয়, এই বলিয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে নিজ কুটীরে বসিলেন। এমন সময়ে বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বাবাজীর চিত্ত উৎফুল্ল হইল; বলিলেন,— তোমাদের ভজন কিরূপ হইতেছে? করজোড়ে বিনয়পূর্বক শিষ্যদ্বয় বলিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপাই আমাদের সর্বস্ব; আমরা কত পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি করিয়াছি যে আপনার অভয় চরণকমল অনায়াসে লাভ হইয়াছে। অদ্য শ্রীহরিবাসর, আপনার আজ্ঞাক্রমে আমরা নিরম্বু উপবাস করিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। বাবাজী বলিলেন,— তোমরা ধন্য, অতি শীঘ্রই ভাবাবস্থা লাভ করিবে। বিজয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, ভাবাবস্থা কি? আমাদের যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তদতিরিক্ত 'ভাব' বলিয়া কি আছে?

বাবাজী। এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছি, সে সমস্তই সাধন। সেই সাধন করিতে করিতে সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সিদ্ধাবস্থার প্রাগ্‌ভাবই ভাব। শ্রীদশমূলে সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎ সুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে।।১০।।

সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব হৃদয়ে উদিত হয়; ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতেরমধ্যে অতুল সম্পৎসুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয়—ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই।

এই শ্লোকে প্রয়োজনরূপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন। প্রেমাবস্থার প্রথমাবস্তাই ভাব; যথা দশমূল-শেষ শ্লোকে,—

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ।।১১।।

কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি? এই সকল বিষয় বিচারপূর্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্মাধর্ম ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে হরিদাস স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন।

এই দশমূল অপূর্ব সংগ্রহ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতে জীব যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা ইহাতেই আছে।

বিজয়। দশমূলের সংক্ষেপমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়।

বাবাজী। তবে শুন,——

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ।।

এই দশমূল সেবন করতঃ জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্ব্বক সাধু-সঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, এই অপূর্ব দশমূল আমাদের সকলের কণ্ঠহার হউক্; প্রতিদিন আমরা এই দশমূল পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব। এখন কৃপা করিয়া ভাবতত্ত্বটী বিশদরূপে বলুন।

বাবাজী। প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশতুল্য শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপতত্ত্বই ভাব। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। ভাবের অপর নাম 'রতি', তাহাকে কেহ কেহ ' প্রেমাঙ্কুর' বলেন। সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিদাখ্যা-বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়--তাহা মায়াবৃত্তি নয়। সেই সম্বিদাখ্যা-বৃত্তির সহিত হ্লাদিনীবৃত্তি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই ভাব। সম্বিদ্‌বৃত্তিদ্বারা বস্তুজ্ঞান হয়, হ্লাদিনীবৃত্তিদ্বারা বস্তু আস্বাদিত হয়। কৃষ্ণরূপ পরমবস্তুর স্বরূপ-শক্তির সর্বপ্রকাশিকা-বৃত্তি হইতে জানা যায়, জীবশক্তির ক্ষুদ্র সম্বিদ্বৃত্তি হইতে জানা যায় না। ভগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপাদ্বারা যখন জীবহৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই স্বরূপশক্তির সম্বিদ্‌বত্তি জীবহৃদয়ে কার্য্য করেন, তাহা হইলেই চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিজ্জগতের স্বরূপই শুদ্ধসত্ত্ব, মায়িক জগতের স্বরূপ সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণমিশ্র স্থূলতত্ত্ব। সেই চিজ্জগৎ-জ্ঞানে হলাদিনীর সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আস্বাদ উদিত হয়। সেই আস্বাদ পূর্ণরূপে হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলি; সেই প্রেমকে সূর্য্য বলিলে তাহার কিরণকে 'ভাব' বলা যায়—ভাবের স্বরূপ-পরিচয় এই। ভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, জীব-চিত্তকে রুচিদ্বারা মসৃণ করিয়া থাকে। 'রুচি'-শব্দে প্রাপ্ত্যভিলাষ, আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষ। ভাবকে প্রেমের প্রথম ছবি বলা যায়। 'মসৃণ'-শব্দে চিত্তের আর্দ্রতা বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে 'ভাব' বলে; ভাবের উদয়ে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকল অল্পমাত্রায় প্রকাশ পায়। নিত্যসিদ্ধদিগের এই ভাব স্বতঃসিদ্ধ; বদ্ধজীবে ইহা মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে; অতএব স্বয়ং প্রকাশরূপ হইয়াও প্রকাশ্যের ন্যায় ভাসমানা। ভাবের স্বাভাবিকী ক্রিয়াই কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণের লীলা-স্বরূপকে প্রকাশ করা; মনোবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াও তাহা অন্যজ্ঞানকর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাব ধারণ করিয়াছে। রতি বস্তুতঃ স্বয়ং আস্বাদস্বরূপা, তাহা হইয়াও বদ্ধজীবের পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা আস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্রজনাথ। ভাবের কি প্রকার- ভেদ আছে?

বাবাজী। হাঁ; ভাবের জন্মমূলভেদে ভাব দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনাভিনিবেশজ ভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজ ভাব। সাধনাভিনিবেশজ ভাবই প্রায় লক্ষিত হয়, প্রসাদজভাব বিরলোদয়।

ব্রজনাথ। সাধনাভিনিবেশজ ভাব কিরূপ?

বাবাজী। বৈধী ও রাগানুগমার্গ ভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুইপ্রকার। সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রথমে রুচিকে উৎপন্ন করিয়া, পরে হরিতে 'আসক্তি' উৎপন্ন করে, অবশেষে 'রতি'কে উৎপন্ন করে। পুরাণে ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব এক পদার্থ বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় আমিও তদুভয়কে ঐক্য করিয়া বলিতেছি। বৈধীভক্তি-সাধনাভিনিবেশজ অবস্থায়, শ্রদ্ধা প্রথমে নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা রুচিকে উৎপন্ন করে; কিন্তু রাগানুগা-ভক্তির সাধনজভাবে একেবারেই রুচিকে উৎপন্ন করে।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজভাব কিরূপ?

বাবাজী। বৈধী বা রাগানুগা-ভক্তি-সাধন বিনা যে ভাব সহসা উদয় হয়,তাহাই কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তপ্রসাদজ।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব কি প্রকার?

বাবাজী। 'বাচিক', 'আলোকদান' ও 'হার্দ্দ'—এই তিন প্রকার কৃষ্ণ প্রসাদ। কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বলিলেন,— হে দ্বিজেন্দ্র, সর্বমঙ্গলচূড়ামণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী মদ্ভক্তি তোমাতে উদিত হউক্। বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণের ভাব উদিত হইল। জাঙ্গলবাসিগণ কৃষ্ণকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই, দর্শন করিবামাত্র, তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকৃপাবলে ভাবের উদয় হইল, ইহার নাম 'আলোকদানজ ভাব'। অন্তঃকরণে যে প্রসাদ উদিত হয়, তাহা শুকাদির চরিত্রে দ্রষ্টব্য; তাহাকে 'হার্দ্দভাব' বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে এই তিনপ্রকার প্রসাদজ ভাব অনেক স্থলে উদিত হইয়াছে—প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র অসংখ্য মানবের ভাবোদয় হইয়াছিল; জগাই-মাধাই প্রভৃতিকে বাচিক প্রসাদজ ভাব দেওয়া হইয়াছিল; শ্রীজীবাদিকে 'আন্তর-প্রসাদজ' ভাব দেওয়া হইয়াছে।

ব্রজনাথ। 'তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব' কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রসাদে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের শুভবাসনা উদিত হয়। রূপসনাতনাদি পার্ষদগণের কৃপায় অসংখ্যলোকের ভক্তি বাসনা উদিত হইয়াছে।

বিজয়। ভাবোদয় হওয়ার পরিচয় কি?

বাবাজী। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্বদা নামগানে রুচি; কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাবদ্বারা ভাবজন্ম লক্ষিত হয়।

বিজয়। 'ক্ষান্তি' কাহাকে বলে?

বাবাজী। ক্ষোভ জন্মিবার কারণ হইয়াছে, তথাপি অক্ষুভিত থাকার নাম 'ক্ষান্তি'; ক্ষান্তিকে ক্ষমা বলা যায়।

বিজয়। 'অব্যর্থকালত্বের'র কি লক্ষণ ?

বাবাজী। বৃথা কাল না যায়, এই জন্য সর্বদা হরিভজনে রত থাকার নাম 'অব্যর্থকালত্ব'।

বিজয়। বিরক্তি কি ?

বাবাজী। ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলের প্রতি স্বয়ং যে অরোচকতা জন্মে, তাহার নাম 'বিরক্তি'।

বিজয়। যিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আপনাকে বিরক্ত বলিয়া কি পরিচয় দিতে পারেন ?

বাবাজী। ' ভেক' একটা লৌকিক ব্যাপার মাত্র। ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে চিজ্জগতের রোচকতা প্রবল হয়, জড়জগতের রোচকতা সুতরাং খর্ব হইতে হইতে শূন্যপ্রায় হয়—ইহারই নাম বিরক্তি। বিরক্তি লাভ করিয়া যিনি অভাব-সঙ্কোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন করেন, তাঁহাকে 'বিরক্ত বৈষ্ণব' বলা যায়। যিনি ভাবোদয়ের পূর্বেই ভেক গ্রহণ করেন, তাঁহার ভেক অবৈধ অর্থাৎ তাহা ভেকই নয়। ছোট হরিদাসের দণ্ডসময়ে প্রভু এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বিজয়। 'মানশূন্যতা' কাহাকে বলে ?

বাবাজী। জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্য্য, উচ্চপদ প্রভৃতি হইতে মানের উদয় হয়। সে সমস্ত সত্ত্বেও যিনি তত্তদভিমানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি 'মানশূন্য'। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কোন প্রধান রাজার কৃষ্ণভক্তি জন্মিলে, তিনি রাজ্য-সম্পদের অভিমান পরিত্যাগপূর্বক শত্রুকর্তৃক অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরীবৃত্তিদ্বারা জীবন নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সকলকেই সর্বদা বন্দনা করিতেন।

বিজয়। 'আশাবন্ধ' কাহাকে বলা যায় ?

বাবাজী। 'কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য কৃপা করিবেন' এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ভজনে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ।

বিজয়। 'সমুৎকণ্ঠা' কাহাকে বলে ?

বাবাজী। স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্য গুরুতর লোভকে 'সমুৎকণ্ঠা' বলে।

বিজয়। 'নাম গানে সদা রুচি' কাহাকে বলে ?

বাবাজী। ভজনের যত প্রকার আছে, সব প্রকারের মধ্যে শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করাকে 'নামগানে সদা রুচি' বলা যায়—এই নামরুচিই সর্বার্থসাধিকা। নামতত্ত্ব পৃথক্‌রূপে কোন সময়ে বুঝিয়া লইবে।

বিজয়। 'তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি' কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীকর্ণামৃতে লিখিত আছে (৬৫ শ্লোকে)—

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতা তস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কূর্ম্মঃ।।(১)

কৃষ্ণগুণাখ্যান যতই শুনা যায় বা করা যায়, তথাপি আশা মিটে না, আরও আসক্তি বৃদ্ধি হয়।

বিজয়। 'তদ্বসতিস্থলে প্রীতি' কি প্রকার?

বাবাজী। কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, —হে ধামবাসিগণ, প্রভুর জন্ম কোথায় হইয়াছিল? প্রভুর কীর্তন কোন্ পথ দিয়া গিয়াছিল? বল, প্রভু কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্বাহ্নলীলা করিয়াছিলেন? ধামবাসী বলেন,—এই শ্রীমায়াপুরের অমর-তুলসীকাননবেষ্টিত উচ্চভূমিতে প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। ঐ দেখ গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রথম সংকীর্তন গিয়াছিল। গৌড়বাসীর মুখে এইরূপ পীযূষধারা কর্ণকুহরে পান করিতে করিতে, অশ্রু-পুলকের সহিত ভক্ত পরিক্রমা করিতে থাকেন'—ইহাকে 'তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি' বলে।

ব্রজনাথ। এই প্রকার ভাব যেখানে দেখিব, সেইস্থানে কি কৃষ্ণরতি উদিত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিব?

বাবাজী। তাহা নয়; সরলভাবে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি যে ভাব উদিত হয়, তাহাই 'রতি'। এরূপ ভাব অন্যত্র লক্ষিত হইতে পারে, তাহা রতি নহে।

ব্রজনাথ। দুই একটী উদাহরণদ্বারা কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। কোন মুক্তি-পিপাসু হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই নামের মুক্তিদাতৃত্ব-শক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতনপ্রায় পড়িয়া গেলেন, তাঁহার ঐ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলিবে না, যেহেতু তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি 'সরলভাব' নয়; নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি লোভে সেই ভাবাভাস দেখাইয়া থাকেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি দেবীপূজা করিয়া 'বরং দেহি, ধনং দেহি' ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, দেবীর অভীষ্টদানের শক্তি মনে করিয়া ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, তাহাকেও 'ভাব' বলিবে না, স্থলবিশেষে 'ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্য' বলিবে। শুদ্ধকৃষ্ণভজন ব্যতীত 'ভাব' উদিত হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধেও ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহাজনিত যে ভাবাভাসের উদয় হয়, তাহাও দৌরাত্ম্যবিশেষ। মায়াবাদ-দূষিত-চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক্ না কেন, সমস্তই ভাবদৌরাত্ম্য। কৃষ্ণসম্মুখে সপ্তপ্রহর অচেতন থাকিলেও তাহাকে 'ভাব' বলিবে না। হায়! অখিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিত্যমুক্তগণও যাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়া অনেক

(১। আহা! মাধুর্য্য অপেক্ষা মধুর, তাঁহার মন্মথতার অতি প্রাবল্যে কৈশোর কি আশ্চর্য! তাঁহার চপলতা চাপল্য অপেক্ষা অধিক। সেই সমস্ত আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে। আমি এখন কি করি।)

ভজনেও কৃষ্ণ শীঘ্র দান করেন না, সেই ভাগবতী রতি কি শুদ্ধভক্তিশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্টহৃদয়ে উদিত হইতে পারে?

ব্রজনাথ। প্রভো অনেক স্থানে দেখা যায় যে, ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসুগণ হরিনামসংকীর্তনে পূর্বকথিত ভাবচিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার নাম কি?

বাবাজী। সে সকল লোকের ভাবচিহ্ন দেখিয়া কেবল মূঢ়লোকেই চমৎকৃত হয়, কিন্তু যাঁহারা ভাবতত্ত্ব জানেন তাঁহারা তাঁহাকে 'রত্যাভাস' বলিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন।

বিজয়। এই 'রত্যাভাস' কত প্রকার?

বাবাজী। দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া রত্যাভাস।

বিজয়। প্রতিবিম্ব-রত্যাভাসের স্বরূপ কি?

বাবাজী। মুমুক্ষুব্যক্তির মুক্তিরূপ স্বীয় অভিষ্ট বিনাশ্রমে লভ্য হইবে, এরূপ বাসনা হইতে যে অপবর্গসুখপ্রতিপাদক রতিলক্ষণলক্ষিত ভাবাভাস, তাহাই প্রতিবিম্ব রত্যাভাস। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না; ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া ক্লেশকর; কেবল হরিনাম করিয়া যদি সেই মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত সুলভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, এই মনে করিয়া অক্লেশে অপবর্গ পাইবার আশাজনিত অশ্রুপুলকাদি-বিকারের আভাস মাত্র উদিত হয়।

ব্রজনাথ। ইহাকে 'প্রতিবিম্ব' কেন বলা গেল?

বাবাজী। কীর্তনাদির অনুসারী, প্রসন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত, ভোগ মোক্ষাদিতে অনুরাগী ভুক্তি ও মুক্তি—পিপাসুদিগের দৈবাৎসদ্‌ভক্তসঙ্গ হইলে তাহাদের হৃদয়ে সেই ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিত ভাবচন্দ্রের আভাস তাঁহার সংসর্গ-প্রভাব হইতে, কিয়ৎপরিমাণে উদিত হয়—ইহারই নাম 'প্রতিবিম্ব'। ভুক্তি-মুক্তিপিপাসু ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভাব কখনও উদিত হয় না; শুদ্ধভক্তদিগের ভাব দেখিয়া ইহাদের ভাবাভাস উদিত হয়, সেই ভাবাভাসের নাম প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস, প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস প্রায়ই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপত্তি করে না, কেবল তাহাদিগের কথিত ভুক্তিমুক্তি দিয়া নিরস্ত হয়; এইরূপ ভাবাভাসকে এক প্রকার 'নামাপরাধ' বলিলেও 'অত্যুক্তি হয় না।

ব্রজনাথ। ছায়া-ভাবাভাস কিরূপ?

বাবাজী। চিত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ঠভক্তদিগের হরিপ্রিয় ক্রিয়া, কাল, দেশ ও পাত্রাদির সঙ্গক্রমে রতির লক্ষণের ন্যায় ক্ষুদ্র, কৌতুহলময়ী, চঞ্চলা ও দুঃখহারিণী একপ্রকার রতিছায়ার উদয় হয়—তাহাকেই ছায়া রত্যাভাস বলে। ভক্তি কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধ হইলেও তাহা দৃঢ় হয় নাই, এই অবস্থাতেই এই প্রকার রত্যাভাসের উদয় হয়। যাহাই হউক্, এই ভাবচ্ছায়া জীবের অনেক সুকৃতিবলে হয়; যেহেতু এই ছায়ার অভ্যুদয় হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল হইতে পারে। বিশুদ্ধ হরিভক্তের যথেষ্ট প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের এই ভাবাভাসও সহসা শুদ্ধভাবরূপে উদিত হয়। এই ভাবাভাস অতি উত্তম হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবে অপরাধ করিলে তাহা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয়

হইয়া যায়। ভাবাভাসের ত' কথাই নাই, শুদ্ধভাবও কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধে অভাব হইয়া পড়ে। অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্বও ন্যূনজাতীয়ত্ব লাভ করে। সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুব্যক্তিতে গাঢ় আসঙ্গ করিলে ভাবও আভাসতা লাভ করে, অথবা আপনাতে ভজনীয় ঈশ্বরাভিমান করায়। এই জন্যই কোথাও কোথাও নৃত্যাদি সময়ে নব্যভক্তগণে মুক্তিপক্ষগ ঈশ্বরভাব উদিত হইতে দেখা যায়। নব্যভক্তেরাই অবিচারপূর্বক মুমুক্ষুসঙ্গ করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই তাঁহাদিগের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়; নব্যভক্তগণের পক্ষে সাবধানে মুমুক্ষুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কোন কোন ব্যক্তির বিনা সাধনেও অকস্মাৎ ভাব উদিত হয়; তাহাতে এই স্থির করিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্বজন্মের সু-সাধন ছিল, বিঘ্নদ্বারা ফলোদয় হয় নাই; বিঘ্ন স্থগিত হওয়ায় সহসা ফলোদয় হইল। সর্বলোকের পক্ষে চমৎকারকারক, সর্বশক্তিপ্রদ যে শ্রেষ্ঠভাব সহসা উদিত হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব বলিতে হইবে। প্রকৃতভাব উদয় হইয়াছে, বৈগুণ্যের ন্যায় কিছু কিছু দোষ সেই ভাবুকের চরিত্রে যদিও দেখা যায়, তথাপি তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না; কেননা, উদিতভাব-পুরুষ সর্বপ্রকারে কৃতার্থ। ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচার কখনই সম্ভব নয়; যদি কখনও সেরূপ আবার দেখা যায়, তদ্বিষয়ে দুই প্রকার চিন্তা করা উচিত— মহাপুরুষ-ভক্তের দৈবক্রমে একটী পাপকার্য্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ি হইবে না; অথবা পূর্ব পাপাভাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইতেছে। অতি শীঘ্র তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া ভক্তের সামান্য দোষ দর্শন করিবে না; সেই সেই স্থলে দোষ দর্শন করিলে নামাপরাধ হইবে। নৃসিংহপুরাণে লিখিয়াছেন—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা, ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্য।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।।

অর্থাৎ যেরূপ চন্দ্র, শশাঙ্কযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত হন না, তদ্রূপ ভগবান্ হরিতে অনন্যচেতা মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ সুদুরাচার হইলেও শোভা পাইতে থাকেন—এই উপদেশদ্বারা এরূপ বুঝিবে না যে, ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন; বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিলে পাপবাসনা থাকে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর থাকে, সে পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; ভজনবিগ্রহ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ পাপের আর উৎপত্তি না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হন। অনন্যভক্তি উদিত হইলে পাপক্রিয়া দূর হয়। যাহার পুনঃ পুনঃ পাপক্রিয়া দেখা যায়, তাহার অনন্যভক্তি হইয়াছে, এরূপ স্বীকার করা যায় না; কেননা, ভক্তির ভরসায় পাপাচরণরূপ অপরাধ ভক্তলোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

রতি স্বভাবতঃই নিরন্তর উত্তরোত্তরাভিলাষ-বৃদ্ধিহেতু অশান্ত- স্বভাবপ্রযুক্ত উষ্ণ ও প্রবলতর আনন্দপূর্ণরূপা এবং সঞ্চারি-ভাবরূপ উষ্ণতা বমন করিয়াও কোটীচন্দ্র অপেক্ষা অমৃতাস্বাদী।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ভাবতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্টচিত্তে স্তম্ভিত হইয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় শেষে নিস্তব্ধ হইলেও তাঁহারা কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভূত থাকিয়া বলিলেন,—প্রভো, আপনার উপদেশামৃত সঞ্চারিত হইয়া আমাদের দগ্ধহৃদয়ে প্রেমবন্যা আনিতেছে; আহা! আমরা কি করিব, কোথা যাইব, ইহা স্থির করিতে পারিতেছি না! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিমানে পূর্ণ- দৈন্যমাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাই, ভাবপ্রাপ্তির আশা আমাদের পক্ষে সুদূরবর্তী, তবে একমাত্র আশা এই যে, আপনি ভগবৎপার্ষদ—প্রেমময়, একবিন্দু প্রেম আমাদের হৃদয়ে দিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই। আপনার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাতেই আশাপক্ষী আমাদের হৃদয়ে বাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমরা দীনহীন অকিঞ্চন, আপনি ভক্তমহারাজ ও পরম দয়ালু—কৃপা করিয়া আমাদের একটী কর্তব্যতা-সম্বন্ধে উপদেশ করুন। আমাদের চিত্তে এরূপ হইতেছে যে, এই মুহূর্তেই গৃহ-সংসারাদি পরিত্যাগপূর্বক আপনার শ্রীচরণে সেবক হইয়া পড়িয়া থাকি। বিজয়কুমার অবসর পাইয়া বলিলেন—"প্রভো, ব্রজনাথ বালক; ইঁহার মাতার বাসনা এই যে, ইনি গৃহস্থ হন, কিন্তু ইঁহার মনে সেরূপ দেখিতেছি না; কৃপা করিয়া যাহা কর্তব্য হয়, আজ্ঞা করুন।"

বাবাজী। তোমারা কৃষ্ণকৃপাপাত্র, তোমাদের সংসারকে কৃষ্ণসংসার করিয়া কৃষ্ণসেবা কর। আমার মহাপ্রভু জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, জগৎ সেই আজ্ঞানুসারে চলুক্। জগতে দুই প্রকার অবস্থিতি— গৃহস্থরূপে অবস্থিতি ও গৃহত্যাগ করিয়া অবস্থিতি। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগি- বৈষ্ণবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাঁহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য করিয়া আচার নির্ণয় করুন। আমার বিবেচনায় তোমাদেরও সম্প্রতিতাহাই কর্তব্য। এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণ-ধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।

রাত্রি অধিক হইল; হরিগুণগান করিতে করিতে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত বিজয় ও ব্রজনাথ সমস্ত রাত্রি শ্রীবাস-অঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে শৌচাদি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া স্নানাদির পর বৈষ্ণবদিগের সহিত কীর্তনান্তে তথায় মহাপ্রসাদান্ন লাভ করিলেন। অপরাহ্নে ধীরে ধীরে বিল্বপুষ্করিণী গমন করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহাদের উভয়েরই গৃহাশ্রমে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবার প্রয়োজন। বিজয়কুমার স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন,—ব্রজনাথ উদ্বাহ করিবেন, তুমি সকল বিষয় উদ্যোগ কর, আমি কয়েকদিবসের জন্য মোদদ্রুম যাইতেছি, ব্রজনাথের উদ্বাহের সংবাদ পাইলে সপরিবারে এ বাটীতে আসিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিব; আমার কনিষ্ঠ হরিনাথকে এই

সকল উদ্যোগ করিবার জন্য কল্য এখানে পাঠাইব। ব্রজনাথের জননী ও দিদি-মা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া বস্ত্রাদি দিয়া বিজয়কুমারকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ত্ববিচারারম্ভ)

(বিল্বপুষ্করিণী, ব্রাহ্মণপুষ্করিণী ও সিমুলিয়া গ্রাম—ব্রজনাথের গৃহে রামানুজীয় বৈষ্ণবদ্বয়ের আগমন—ব্রজনাথের মাতার অতিথি সেবা—শ্রীসম্প্রদায়ী বাবাজীদ্বয়ের সহিত ব্রজনাথের অর্থপঞ্চক ও তত্ত্বত্রয়-আলোচনা—শ্রীসম্প্রদায়িসিদ্ধান্তে ব্রজনাথের চিত্তের অপ্রসাদ ও নামাশ্রয় করিবার সঙ্কল্প— গৌণ ও মুখ্যভেদে দ্বিবিধ ভগবন্নাম—নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন—নামের সর্বশক্তিমত্ত্ব—নামোচ্চারণকারীর পংক্তি পাবনত্ব—নাম-পরায়ণ-জনের নিরাপদত্ব—নামশ্রবণে নারকীরও বৈষ্ণবত্ব—নামের প্রারব্ধ কর্মবিনাশকারীত্ব—নামের সর্ববেদ ও তীর্থাধিকত্ব—সর্ব সৎকর্মাপেক্ষা নামাভাসের শ্রেষ্ঠত্ব—নামের সর্বার্থপ্রদান সামর্থ্যত্ব—নামোচ্চারণকারীর জগৎপূজ্যত্ব—নামের মুক্তিপ্রদত্ব—নামের ভগবৎপ্রীতি-উৎপাদন সামর্থ্যত্ব-নামের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব—কর্মের জড়ত্ব ও হরিনামের চিন্ময়ত্ব—নামের স্বরূপ—নামাক্ষর মায়িক শব্দের অতীত—ভগবানের অনন্ত নাম-মধ্যে কৃষ্ণনাম সর্বশ্রেষ্ঠ—'হরে কৃষ্ণ'-নাম কীর্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষা—নামসাধন-প্রণালী—নিরন্তর নাম কীর্তন—নামকীর্তনকারীই বৈষ্ণব—বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—নাম সাধ্য ও সাধন—কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ-স্বরূপের পরিচয় ভেদ।)

বিল্বপুষ্করিণী একটী রমণীয় গ্রাম; তাহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে ভাগীরথী প্রবাহমানা। বিল্ববনবেষ্টিত পুষ্করিণীতীরে বিল্বপক্ষ মহাদেবের মন্দির; তাহার অনতিদূরে ভবতারণ বিরাজমান। একদিকে বিল্বপুষ্করিণী অন্যদিকে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী—উভয় পল্লীর মধ্যে 'সিমুলিয়া' নামে গ্রাম শ্রীনবদ্বীপ-নগরের একান্তে অবস্থিত। সেই বিল্বপুষ্করিণীর মধ্যবর্তী রাজপথের উত্তরে ব্রজনাথের গৃহ। বিজয়কুমার স্বীয় ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া কিছুদূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে, 'নামতত্ত্ব না জানিয়া বাটী যাইব না'। বিল্বপুষ্করিণীতে পুনরাবর্তন করতঃ আবার ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া বলিলেন—'আমি আর দুই একদিন থাকিয়া বাটী যাইব'। অপরাহ্নে ব্রজনাথের চণ্ডীমণ্ডপে রামানুজীয় সম্প্রদায়ী শ্রী-তিলকধারী দুইটী বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথের বাটীর সম্মুখে দিব্য একটী পনসবৃক্ষের ছায়ায় উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় আসন করিয়া বসিলেন এবং পতিত কাষ্ঠসকল

আহরণ করতঃ একটী ধুনী জ্বালাইয়া ইন্দ্রাশনের ধূম্র পান করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী অতিথিসেবায় আনন্দলাভ করিতেন। অভুক্ত অতিথি দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিলেন; তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রোটিকা পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবদ্বয়ের প্রশান্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়ের গলে তুলসীমালা এবং অঙ্গে দ্বাদশতিলক দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করতঃ বিস্তীর্ণ কম্বলের উপর বসাইলেন। ব্রজনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাজী কহিলেন,— মহারাজ, আমরা অয্যোধ্যা দর্শন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি, চৈতন্যপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন করিব—ইহাই আমাদের মানস। ব্রজনাথ কহিলেন,—আপনারা শ্রীনবদ্বীপেই পৌঁছিয়াছেন; অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শন করুন। বাবাজীদ্বয় মহানন্দে শ্রীগীতা হইতে পাঠ করিলেন (১৫।৬)—"যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" আমরা আজ ধন্য হইলাম—সপ্তপুরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াতীর্থ দর্শন করিলাম।

বাবাজীদ্বয় সেই পনসবৃক্ষতলে আসীন হইয়া 'অর্থপঞ্চক' (১) আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই অর্থপঞ্চকে 'স্ব-স্বরূপ', 'পর-স্বরূপ', 'উপায়-স্বরূপ', 'পুরুষার্থ-স্বরূপ' এবং 'বিরোধি-স্বরূপ'—এই পাঁচটী বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয়কুমার শ্রীসম্প্রদায়ের তত্ত্বত্রয় লইয়া অনেক বিচার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচার হইলে পর বিজয়কুমার বলিলেন,—আপনাদের সম্প্রদায়ে শ্রীনাম তত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে, বলুন। উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় তদুত্তরে যাহা কিছু বলিলেন, তাহা শুনিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়ের মনে কিছুমাত্র সুখ হইল না। ব্রজনাথ কহিলেন,— মামা, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম যে, কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের আর মঙ্গল নাই। শুদ্ধকৃষ্ণনাম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ এই মায়াতীর্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব গতকল্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভক্তি প্রকারের মধ্যে শ্রীনামই প্রধান; আরও বলিয়াছেন যে নামতত্ত্ব পৃথগ্‌রূপে বুঝিয়া লইবে। মামা, চলুন অদ্যই সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিয়া লই। অতিথি- বৈষ্ণবদিগকে বিশেষ যত্ন করতঃ তাঁহারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহ্ণকালটী যাপন করিলেন।

সন্ধ্যা-আরাত্রিক সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীবাস-অঙ্গনে বকুল-চবুতরার উপর বসিয়া আছেন; বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় তন্মধ্যে বসিয়া তুলসীমালায় নামসংখ্যা করিতেছেন, এমন সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন, 'তোমাদের ভজনসুখ বৃদ্ধি পাইতেছে ত'? বিজয় করজোড়ে কহিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপায় আমাদের সর্বত্র মঙ্গল;

(১। শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

কৃপা করিয়া অদ্য আমাদিগকে নামতত্ত্ব উপদেশ করুন। বাবাজী মহাশয় প্রফুল্লবদনে বলিতে লাগিলেন,——ভগবানের নাম দুইপ্রকার, মুখ্য ও গৌণ; জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধীয়—-'সৃষ্টিকর্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম; আবার মায়াগুণের ব্যতিরেকসম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণনাম মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণনামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্যবর্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য—'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', ' গোবিন্দ', ' গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম, এসমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্তমান। এই নাম জড় জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তিসম্পন্ন—মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।। (১)

নামের অনন্তশক্তি। পাপানলদগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল পাপের উন্মুলক; যথা গারুড়ে—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব।। (২)

নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখই নামকর্তৃক শমিত হয়; সর্বব্যাধিনাশকত্ব-ধর্মও নামে আছে; যথা স্কান্দে—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্।। (৩)

হরিনামকারী ব্যক্তি কুল-সঙ্গাদি (পংক্তি) পবিত্র করেন; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে——

(১। হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।)

(২। সিংহরবে ভীত মৃগগণ, যেরূপ পলায়ন করে,তদ্রূপ পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে নামোচ্চারণ করিলে সর্বপাপ দূর হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্ত হন।)

(৩। যাঁহার নামস্মরণ-কীর্তন হইতে যাবতীয় আধিব্যাধিসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।)

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ।।(১)

নামপরায়ণ ব্যক্তির সর্বদুঃখের উপশম হয়; যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

সর্ব্বরোগোপশমং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।(২)

নামোচ্চারণকারীর কলি-বাধা থাকে না; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ।।(৩)

নাম শ্রবণ করিবামাত্র নারকীর উদ্ধার হয়; যথা নারসিংহে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিব্যং যযুঃ।।(৪)

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারব্ধকর্ম বিনষ্ট হয়; যথা ভাগবতে দেখা যায় (১২।৩।৪৪)

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।(৫)

হরিনাম সর্ববেদের অধিক; যথা স্কান্দে—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ।।(৬)

হরিনাম সর্বতীর্থের অধিক; যথা বামনপুরাণে—

তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্তনাৎ।।(৭)

হরিনামের আভাসও সর্বসৎকর্মের অনন্তগুণে অধিক; যথা স্কান্দে—

(১। মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।)

(২। অনুক্ষণ হরির নামকীর্তন সর্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশ করেন বলিয়া মঙ্গলপ্রদ।) (৩। যাঁহারা নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ,বাসুদেব, এই বলিয়া নামসমূহ কীর্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না।) (৪। নাগরিকগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।)

(৫। আহা! যাঁহার প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ হয়। কলিকালে দুর্বুদ্ধি লোকই তাঁহার যজন করিতে অনিচ্ছুক হয়—ইহাই দুঃখের বিষয়।)

(৬। হে তাত, ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠে কিছুই প্রয়োজন নাই। গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্তনীয়, তুমি তাহাই সর্বদা গান কর।)

(৭। শত সহস্রকোটি তীর্থসেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্তন হইতে লাভ করা যায়।)

গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুর্বণদানং গোবিন্দকীর্তের্নসমং শতাংশৈঃ।।(১)

হরিনাম সর্বার্থ দান করেন; যথা স্কান্দে—

এতৎ ষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনম্।।(২)

হরিমামে সর্বশক্তি আছে; যথা স্কান্দে—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ।।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু।।(৩)

হরিনাম সর্বজগতের আনন্দকর; যথা ভগবদগীতায় (১১।৩৬)—

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।" (৪)

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, নাম তাঁহাকে জগদ্বন্দ্য করেন। বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগনাথ বাসুদেব জনার্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্বত্র বন্দিতাঃ।।(৫)

নামই একমাত্র অগতির গতি; যথা পাদ্মে—

অনন্যগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতাঃ।।
সর্বধর্ম্মোজ্ঝিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ।।(৬)

হরিনাম সর্বদা সর্বত্র সেব্য; যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

(১। সূর্যগ্রহণে কোটী- গোদান, প্রয়াগ্-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্বত পরিমাণ সুবর্ণদান—এইসব গোবিন্দকীর্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে।)

(২। অনুক্ষণ বিষ্ণুর এই নামসংকীর্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্ বর্গের বিনাশ ও কামাদি রিপুসমূহের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল।)

(৩। শ্রেষ্ঠদেবগণের সর্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ, যাহা দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্তমান এবং রাজসূয়াশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে নিহিত আছে, ভগবান্ হরি সে সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।)

(৪। হে হৃষীকেশ, তোমার গুণকীর্তন শুনিয়া জগৎহৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে।)

(৫। যাঁহারা নারায়ণ, জগন্নাথ বাসুদেব, জনার্দন প্রভৃতি নাম কীর্তন করেন, তাঁহারা সর্বত্র বন্দিত হন।)

(৬। যে সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি তপোবর্জিত সর্বধর্মাচারবিহীন, তাহারা একমাত্র বিষ্ণুনামানুশীলনদ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদায় ধার্মিক মিলিত হইয়াও সেই গতি পান না।)

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে।(১)
মুমুক্ষুদিগকে নাম অনায়াসে মুক্তি দান করে; যথা বারাহে—
নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং স হি।।(২)
গারুড়ে—কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্।।(৩)
হরিনাম জীবকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করান; যথা নন্দীপুরাণে—
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামসংকীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পদং পরম্।।(৪)
হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করান, বৃহন্নারদীয়ে—
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্ প্রপীড়িতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ।।(৫)
হরিনাম ভগবান্‌কে বশীকরণে সমর্থ; যথা মহাভারতে—
ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দুরবাসিনম্।।(৬)
হরিনামই স্বভাবতঃ জীবের পরমপুরুষার্থ; যথা স্কান্দে ও পাদ্মে—
ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্‌যদ্দামোদরকীর্ত্তনম্।।(৭)

ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে হরিনামকীর্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ; যথা বৈষ্ণব-চিন্তামণিতে—

(১। হরিনামলোভীর পক্ষে হরিনাম-গ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি-বিষয়ে নিষেধ নাই।)

(২। জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব প্রভৃতি নাম সর্বদা কীর্তন করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে যুক্ত হন।)

(৩। হে রাজেন্দ্র, যদি (স্বরূপপ্রাপ্তি) মুক্তিবাসনা করেন, তবে গোবিন্দনাম কীর্তন করুন; হে নরনাথ, সাংখ্য ও যোগাদির কি প্রয়োজন?)

(৪। যিনি সর্বত্র ও সর্বকালে পাপ-কর্মাদিতে রত, তিনিও সংকীর্তন-প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।)

(৫। হে বিপ্রগণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিক্লিষ্ট অবস্থা সত্ত্বেও বিষ্ণুর নামকীর্তন করিলে তাঁহার প্রতি অধোক্ষজ অত্যন্ত প্রীত হন।)

(৬। দ্রৌপদী দূরবাসী আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতেছে না।)

(৭। এই দামোদর-নামকীর্তনই একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল)

অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং তু ততো বরম্।।(১)

বিষ্ণুরহস্যে— যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্।।(২)

ভাগবতে (১২।৩।৫২)—কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।(৩)

বিজয়কুমার, এখন চিন্তা করিয়া দেখ, হরিনামের আভাসও সকল সৎকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা, সৎকর্মমাত্রই উপায়স্বরূপ হইয়া তদুদ্দিষ্ট ফল প্রদানপূর্বক নিরস্ত হয়, বিশেষতঃ সৎকর্ম যেরূপেই হউক্, জড়ময়; কিন্তু হরিনাম চিন্ময়, সুতরাং উপায়স্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়-স্বরূপ। আবার বিচার করিয়া দেখ, ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়া আছে।

বিজয়। প্রভো, হরিনাম যে চিন্ময়, তাহা বেশ বিশ্বাস হইতেছে; তথাপি এই তত্ত্বটী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারেন, ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক—কৃপা করিয়া বলুন।

বাবাজী। শাস্ত্র (পাদ্মে) বলেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।(৪)

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এতন্নিবন্ধন নামীরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় গুণ তাঁহার নামে আছে, নাম সর্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব,; হরিনামে জড় সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই; নাম স্বয়ং কৃষ্ণ, অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ; নাম চিন্তামণি-স্বরূপে যিনি যাহা চান, তাঁহাকে তাহা দিতে সমর্থ।

বিজয়। নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পারে?

বাবাজী। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী; জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের

(১। বিপন্নাশন বিষ্ণুর নামস্মরণদ্বারা পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা বহু আয়াসে সাধিত হয়, আর ওষ্ঠস্পন্দন হইলেই (কৃষ্ণোচ্চারণ হইবা মাত্র) তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তন হইয়া যায়।)

(২। সত্যযুগে ভক্তির সহিত হরির অর্চন ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দ-কীর্তনদ্বারা তাহা সমস্তই পায়)

(৩। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্য্যাকারীর যাহা হয়, কলিকালে হরিকীর্তনদ্বারা তৎসমুদয় লাভ হয়)

(৪। কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ংকৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত; কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।)

যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তপূত-জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।

বিজয়। মুখ্যনামসকলের মধ্যে কোন্ নাম অতিশয় মধুর?

বাবাজী। শতনামস্তোত্রে বলিয়াছেন—

বিষ্ণোরেকৈকং নামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃকনামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতম্।। (১)

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।। (২)

কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই। অতএব আমার প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই নিরন্তর করিতে থাক।

বিজয়। হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি?

বাবাজী। তুলসীমালায় বা তদ্‌ভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিণাম করিবে। শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনা বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক ফল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময়ে কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্বক নাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, সাধনাঙ্গ নববিধ বা ৬৪ প্রকার। একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিলে অন্য অঙ্গ সাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে?

বাবাজী। ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমূর্তির অর্চনেই হউক্ বা নির্জনে নাম-সাধনেই হউক, নববিধ ভক্তির সর্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমূর্তির সম্মুখে কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলে নামসাধন হইল। যেখানে শ্রীমূর্তি নামই, সেখানে শ্রীমূর্তিস্মরণপূর্বক শ্রীমূর্তিতে তাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্তনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গের সাধন হইতে পারে। যাঁহাদের সুকৃতিক্রমে নাম-কীর্তনে বিশেষ স্পৃহা জন্মে, তাঁহারা নিরন্তর নামকীর্তন করিতে করিতে সকল ভক্ত্যঙ্গের কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্তনাদির মধ্যে শ্রীনামকীর্তন সর্বাপেক্ষা প্রবল সাধন—কীর্তনানন্দ-সময়ে অন্য কোন সাধনাঙ্গের পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট।

বিজয়। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়?

(১। বিষ্ণুর একটী নাম সর্ববেদের অধিক, তাদৃশ সহস্র নাম একটী রামনামের তুল্য।)

(২। অপ্রাকৃত সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্ণনামের একবারমাত্র আবৃত্তিতে সেই ফল।)

বাবাজী। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্বাহকালে এবং অন্য সময়ে সর্বদা নাম কীর্তন করার নাম নিরন্তর নামকীর্তন। নামসাধনে কোনপ্রকার দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই।

বিজয়। আহা! যে পর্য্যন্ত আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরন্তর নামকরণে শক্তিদান না করেন, সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-পদবী লাভের কোন আশা দেখি না।

বাবাজী। বৈষ্ণবের প্রকার পূর্বে বলিয়াছি। হৃদয়েশ্বর গৌরাঙ্গ সত্যরাজ খানকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব; যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণবতর; যাঁহাকে দেখিলে অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম। সুতরাং তোমরা যখন শ্রদ্ধার সহিত কখন কখন কৃষ্ণনাম করিতেছ, তখন তোমরা বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়াছ।

বিজয়। শুদ্ধকৃষ্ণনাম ও তদিতর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাও বলুন।

বাবাজী। সম্পূর্ণ-শ্রদ্ধোদিত অনন্যভক্তিতে যে কৃষ্ণ নামের উদয় হয়, তাহাকেই 'কৃষ্ণনাম' বলে; তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, হরিনামকে 'সাধ্য' বলিব, না 'সাধন' বলিব?

বাবাজী। 'সাধনভক্তি'র সহিত যখন নাম হইতে থাকে, নামকে 'সাধন' বলিতে পার; আবার যখন 'ভাব' ও ' প্রেমভক্তি'র ,সহিত নাম হয়, তখন নামকেই 'সাধ্যবস্তু' জানিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রতীতি হয়।

বিজয়। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয়ভেদ আছে কিনা?

বাবাজী। কিছুমাত্র পরিচয়ভেদ নাই; কেবল একটী রহস্য আছে যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপা করেন—স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ কৃত হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। তোমরা নামাপরাধ অবগত হইয়া তাহা যত্নপূর্বক বর্জন করতঃ নাম করিবে; কেননা, নিরপরাধ না হইলে শুদ্ধনাম হয় না। আগমী কল্য 'নামাপরাধ' বুঝিয়া লইবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নাম-মাহাত্ম্য ও নামের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি লইয়া বিল্বপুষ্করিণী গমন করিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার)

(ব্রজনাথ ও বিজয়কুমারের বাবাজীর নিকট নামাপরাধতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—নামাপরাধের গুরুত্ব—নামাপরাধ ক্ষয়ের উপায়—শুদ্ধনাম—দশবিধ নামাপরাধ—অপরাধগুলির সবিস্তার ব্যাখ্যা-(১) সাধুনিন্দা—(২) শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান—(৩) গুর্ববজ্ঞা—(৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা—(৫) হরিনামে অর্থবাদ—(৬) হরিনামে অর্থ কল্পনা—(৭) নামবলে পাপাচরণ—(৮) অন্য শুভকর্মের সহিত নামের তুল্যজ্ঞান—(৯) অশ্রদ্দধানে নাম উপদেশ-—(১০) স্থূল-লিঙ্গ দেহে অহং মম ভাব।)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার সে রাত্রে বিশুদ্ধভাবে তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়া অর্ধলক্ষ নাম করিয়া অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই শুদ্ধনামে কৃষ্ণকৃপা অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতে পরস্পর সমস্ত কথা বলিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণার্চন, হরিনাম, দশমূলপাঠ, শ্রীভাগবত-আলোচনা, বৈষ্ণবসেবা ও ভগবৎপ্রসাদসেবা ইত্যাদি বিষয়ে দিবস যাপন করতঃ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-অঙ্গনে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উভয়ে সমাসীন হইলে পূর্বদিনের প্রস্তাব মত বিজয়কুমার নামাপরাধ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বীয় স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত বাবাজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—নাম যেরূপ সর্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পাদ্মে—নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।

অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি ত্যান্যেবার্থকরাণি চ।।(১)

অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। দেখ বাবা, নামাপরাধক্ষয়ের উপায় কত কঠিন! সুতারাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি নামাপরাধ বর্জনপূর্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ যাহাতে উৎপন্ন না হয় এইরূপ যত্ন করিতে পারিলে শুদ্ধনাম অতিশীঘ্র উদিত হন। কোন ব্যক্তি অশ্রুপুলকের সহিত নাম করিতেছন, কিন্তু তথাপি অপরাধ-গতিকে উচ্চারিত নাম তাঁহার পক্ষে (শুদ্ধ) নাম হইতেছে না। সাধকগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন না।

(১। নামাপরাধিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর কীর্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম) লাভ হয়।)

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনাম কিরূপ?

বাবাজী। দশ অপরাধশূন্য হরিনামই শুদ্ধনাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচারে কোন কার্য্য নাই। যথা পাদ্মে— **নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা**

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।

তচ্চেদেহ-দ্রবিণ-জনতা- লোভ-পাষাণমধ্যে

নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে,—"হে বিপ্র, একটী হরিনামও যদি কাহারও জিহ্বায় উদিত হন, বা স্মরণপথগত হন, অথবা শ্রবণপথগত হন, তিনি (নাম) অবশ্য তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা বা বর্ণের অশুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদাদি-রহিততা এস্থলে কোন কার্য্য করে না; কিন্তু বিচার্য্য এই যে, সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন নাম, দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণমধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হন না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ—সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফলদান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ' হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।"

বিজয়। এখন দেখিতেছি যে, সাধকব্যক্তিগণের পক্ষে নামাপরাধ জ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই। কৃপা করিয়া নামাপরাধগুলি বলুন।

বাবাজী। নামাপরাধ দশ প্রকার; যথা পাদ্মে—

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে

যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।

(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।

(৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্ (৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্

(৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।

(৮) ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ

(১। সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন?)

(২। এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর;)(৩। যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি।)(৪। বেদ ও সাত্বতপুরাণাদির নিন্দা।)(৫। হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি,)(৬। ভগবন্নাম সকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং)(৭। যাহার নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না;)(৮। ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা;

(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।
(১০) শ্রুতেহপি নামমাহত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ।।

বিজয়। অনুগ্রহপূর্বক এক একটী শ্লোকের পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়া অপরাধগুলি বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। প্রথমশ্লোকে দুইটি অপরাধের বিবরণ আছে। প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়, কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।

বিজয়। প্রথম অপরাধ সুন্দররূপে বুঝিলাম; প্রভো, দ্বিতীয় অপরাধটী এইরূপে বুঝাইয়া দি'ন।

বাবাজী। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা আছে, ঐ ব্যাখ্যা দুই প্রকার; প্রথম প্রকার এই যে, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু, ইঁহাদের গুণনামাদিসকল বুদ্ধিদ্বারা পৃথক্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটী পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটী পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহ্বীশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্বমঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা—সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করতঃ কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধ বুঝিলাম; যেহেতু, আপনি পূর্বেই কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময়স্বরূপের গুণ-গুণী, নাম-নামী, অংশ-অংশী ইত্যাদি ভেদাভেদসম্বন্ধে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাঁহারা নামাশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীগুরুচরণে চিদচিৎ তত্ত্বের পার্থক্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধ জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

(৯। শ্রদ্ধাহীন, নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য;) (১০। যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাঁহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।)

এখন তৃতীয় অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। নামতত্ত্বের সর্বোত্তমতা যিনি শিক্ষা দেন, তিনিই নামগুরু, তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখা কর্তব্য। যিনি নামগুরুর প্রতি এরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নাম-শাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নামশাস্ত্রগুরু অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত, তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চগুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধভক্তি থাকে, তবেই আমাদের সুমঙ্গ ল। এখন কৃপা করিয়া চতুর্থ অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। শ্রুতিশাস্ত্র বিশেষ পরমার্থশিক্ষার স্থলে নামকে সর্বোপরি রাখিয়াছেন; যথা (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৪-২৭৬)—

ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্ত শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রয়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।।
ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ত্তং জনুষা পিপর্তন।
আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।। (১)

এইরূপ সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়; এইসকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করতঃ নামার্থপ্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে,তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই অপরাধক্রমে তাঁহাদের নামে রুচি হয় না। তোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রুতিবাক্যকে শ্রুতিশিরোমণি-জ্ঞানে হরিনাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখে যেন অমৃতবর্ষণ হইতেছে! এখন পঞ্চম নামাপরাধ জানিবার জন্য আমরা তৃষ্ণাযুক্ত।

(১। হে বিষ্ণো, তোমার এই নাম চৈতন্যবিগ্রহ, সর্বপ্রকাশক, যেহেতু তাহা হইতেই সকল বেদের আবির্ভাব; অথবা ইহা পরমানন্দ এবং ব্রহ্মস্বরূপ, সুলভ অথবা পরাবিদ্যারূপ—আমরা, সেই নাম বিচারপূর্বক কীর্তন করিতে করিতে ভজন করি।

হে বিষ্ণো, তোমাতে নিষ্ঠা হইবার পর তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভক্ত—জনশোধনচিচ্ছক্তিবিলাসী তোমার পাদপদ্মদ্বয়ে বহু বহু প্রণতি বিস্তার করিতে করিতে চুতর্দিকে তোমার যশোরাশি শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরস্পর কীর্তন করিতে করিতে আমরা তোমার চৈতন্যস্বরূপ, সুভদ্র, অর্চ্য নামসমূহ আশ্রয় করিয়া আছি।

অহো, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্ পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জান, সে ভাবেই স্তব কর, তিনি বেদতাৎপর্যগোচর অথবা সচ্চিদানন্দঘন; তাহা হইতে তোমাদের জন্ম সার্থক হউক্; অথবা বহু অবতারসমন্বিত তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্ণন কর; অথবা আমরা যে ভাবে জানি, সে ভাবে জানিয়া তোমার স্তব করিতে করিতে জন্মের সার্থকতা করিয়া তোমার এই চৈতন্যবিগ্রহ সর্বপ্রকাশক পরমানন্দ সুলভ নামকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অবধারণপূর্বক কীর্তন করিতে করিতে ভজনা করি।)

বাবাজী। হরিনামে যে অর্থবাদ, তাহাই পঞ্চমাপরাধ; জৈমিনী সংহিতায়——

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ।। (১)

ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন——

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্।। (২)

শাস্ত্র কহিয়াছেন যে, ভগবন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে; নাম চিন্ময়, অতএব মায়িকজগৎকে সংহার করিতে সমর্থ।

বিষ্ণুধর্ম্মে—— কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ।। (৩)

বৃহন্নারদীয়ে — নান্যৎ পশ্যামি জন্তুনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ।। (৪)

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।। (৫)

এই সমস্ত নামমাহাত্ম্য পরম সত্য, ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ম ও জ্ঞানব্যবসায়ী লোক নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষার নিমিত্ত ইহাতে অর্থবাদ করেন। অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নামসম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য এরূপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্তবাক্যে বিশ্বাসপূর্বক হরিনাম করিবে; যাঁহারা অর্থবাদ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে না, এমন কি হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধনামগ্রহণ বড় সহজ নহে, কেননা, তাহারা সর্বদা নামাপরাধী অসৎলোকে পরিবৃত। আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে সৎসঙ্গ বড় কঠিন। হে প্রভো, আপনি কৃপা করিয়া সেই সকল কুসঙ্গ-পরিত্যাগে শক্তি প্রদান

(১। যাহারা নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ আছে, এই কথা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত।)

(২। যে নর নামকীর্তনের বিধিফল শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধাযুক্ত হয় না, অতিস্তুতিমাত্র মনে করেন, তাহাকে আমি বিবিধদুঃখনিপীড়িত করিয়া ক্লেশময় ঘোর সংসারমধ্যে নিক্ষেপ করি।)

(৩। হে রাজেন্দ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম যাঁহার মুখে বর্তমান তাঁহার কোটী কোটী মহাপাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।)

(৪। হে দ্বিজোত্তম, যিনি সর্বপাপ প্রশমনকারী হরিকীর্তন পরিত্যাগ করেন, তাহাকে আমি পশুগণ হইতে ভিন্ন দর্শন করি না।)

(৫। হরিনামে যত পাপনাশিনী শক্তি বর্তমান, পাতকী ব্যক্তিও ততপাপ করিতে সমর্থ নহে।)

করুন। আপনার মুখে যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই শুশ্রূষা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ষষ্ঠাপরাধ বলুন।

বাবাজী। ভগবানের নামসকলকে কল্পিত মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্মজড়সকল মনে করেন যে, পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম নির্বিকার ও নামরূপশূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি-নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন—যাহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, তাহারা নামাপরাধী। হরিনাম নিত্যবস্তু ও চিন্ময়—ভক্তির সহিত চিদিন্দ্রয়ে নাম উদিত হন, এই মাত্র। সদ্‌গুরু ও শ্রুতিশাস্ত্র হইতে ইহাই শিক্ষা করিয়া হরিনামকে সত্য বলিয়া জানিবে, কল্পিত বলিয়া মনে করিলে কখনই নামের কৃপা হইবে না।

বিজয়। প্রভো, যে পর্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিয়াছিলাম, সে পর্যন্ত কর্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের যেরূপ বুদ্ধি ছিল, আপনার কৃপায় সে বুদ্ধি দূর হইয়াছে। এখন কৃপা করিয়া সপ্তম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। যাহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যেসকল পাপ করা যায়, তাহা যমনিয়মদ্বারা শুদ্ধ হয় না, কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।

বিজয়। প্রভো, জগতে যখন এরূপ পাপ নাই যাহা নামে বিনষ্ট হয় না, তখন নমোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়?

বাবাজী। বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধনামাশ্রয় করেন, সেদিন এক নামেই তাঁহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়; পরে যে নাম করেন, তাহাতে নামে প্রেম হয়; সুতরাং শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক, পুণ্যাদিকার্যেও রুচি থাকে না; পাপপুণ্যের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না; নামাশ্রিত ব্যক্তি কখনই পাপ করিবেন না। তবে এই মাত্র ইহাতে বিবেচ্য যে, সাধক ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল 'নামাভাস' হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্বপাপক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব অভ্যাসক্রমে কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে, কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।

বিজয়। অষ্টমাপরাধ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

বাবাজী। ধর্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি-ধর্ম, ব্রত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ কর্ম, ত্যাগ অর্থাৎ সর্বকর্মফলত্যাগরূপ ন্যাস-ধর্ম, হুত অর্থাৎ বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গযোগাদি—এই সকল সৎকর্মমধ্যে পরিগণিত। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে যেসকল শুভক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই জড়ধর্মান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত; কিন্তু ভগবন্নাম প্রকৃতির অতীত। পূর্বোক্ত সমস্ত সৎকর্মই

উপায়স্বরূপ হইয়া অপ্রাকৃত সুখরূপ উপেয় সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করে, সুতরাং সে সকল উপায় মাত্র—কেহই উপেয় নয়; কিন্তু হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্মের তুলনা নাই। যাঁহাদের মনে অন্য সৎকর্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী। সেই সেই কর্মের যে সকল ক্ষুদ্রফল নির্ণীত আছে, তাহা নামের নিকট প্রার্থনা করিলে নামাপরাধ হয়; কেননা তাহাতে অন্য সৎকর্মের সহিত নামের সাম্যবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তোমরা সৎকর্মের তুচ্ছফল জানিয়া হরিনামকে অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবে—ইহাই অভিধেয় জ্ঞান।

বিজয়। প্রভো, হরিনামের তুল্য আর কিছুই নাই, তাহা আমাদের বোধ হইতেছে। এখন নবম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন—আমাদের চিত্ত বড়ই সতৃষ্ণ হইয়াছে।

বাবাজী। বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা হরিনামোপদেশ শ্রেষ্ঠ। অনন্যভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই হরিনামের প্রকৃত অধিকারী। যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃতসেবায় বিমুখ এবং হরিনামশ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরিনাম সর্বোপরি এবং সেই হরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে—এরূপ উপদেশ কীর্তন করাই ভাল; অধিকারী না দেখিয়া হরিনাম দান করিবে না। যখন তুমি পরমভাগবত হইবে, তখন তুমিও শক্তিসঞ্চার করিতে পারিবে; কৃপাপূর্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে জীবের নামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবে, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে। যতদিন মধ্যম বৈষ্ণব থাক, ততদিন অশ্রদ্দধান, বহির্মুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে।

বিজয়। প্রভো, অনেকেই অর্থলোভে বা যশঃলোভে অনধিকারীকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন, তাঁহারা কিরূপ?

বাবাজী। তাঁহারা নামাপরাধী।

বিজয়। কৃপা করিয়া দশম অপরাধটি ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। যিনি এই জড়ীয় সংসারে 'আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার' এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের মিকট নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী। এই জন্যই শিক্ষাষ্টকে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।(১)

(১। হে ভগবন্ তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন; এই জন্য তোমার কৃষ্ণ, গোবিন্দাদি বহুবিধ

বাবা, এই দশাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর—নাম অতি শীঘ্র কৃপা করিয়া প্রেম দিয়া পরমভাগবত করিবেন।

বিজয়। প্রভো, দেখিতেছি যে, মায়াবাদী, কর্মবাদী, যোগী সকলেই নামাপরাধী। বহুজন মিলিত হইয়া যে নামসংকীর্তন করেন, তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের যোগ দেওয়া উচিত কি না?

বাবাজী। যে সঙ্কীর্তনমণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে সঙ্কীর্তনমণ্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামান্য নামাভাসী প্রবল,তাহাতে যোগ দিলে দোষ হয় না; বরং নামসঙ্কীর্তনের সুখ লাভ হয়। অদ্য রাত্রি অধিক হইল, কল্য নামাভাস তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিবে।

বিজয় ও ব্রজনাথ নামপ্রেমে গদ্‌গদস্বরে বাবাজী মহাশয়কে স্তুতি করতঃ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক বিল্বপুষ্করিণীর অভিমুখে 'হরি হরয়ে নমঃ' গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধ-বিচার)

(নামাভাস-ব্যাখ্যা---'আভাস'-শব্দের অর্থ ভক্ত্যাভাস---ভাবাভাস--নামাভাস বৈষ্ণবাভাসের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার—শুদ্ধ-নামের লক্ষণ—নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য—নামাভাসে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ-নামোদয়—চতুর্বিধ নামাভাস—(১) সাঙ্কেত্য—(২) পরিহাস-—(৩) স্তোভ—(৪) হেলন—নামাপরাধের ফল—অবিশ্রান্ত নাম-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—বিজয় ও ব্রজনাথের নামতত্ত্বে জ্ঞানলাভ—উপসংহারে রূপানুগ বাবাজীর উপদেশ—নাম-মাহাত্ম্যসূচক কীর্তন।)

পরদিন সন্ধ্যার পরেই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজী মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অবসর পাইয়া বিজয় বলিলেন,—প্রভো, কৃপা করিয়া নামাভাসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বলুন, আমাদের নামসম্বন্ধে তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাবাজী বলিলেন, তোমরা ধন্য। শ্রীনামতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ—এই

নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ, স্বীয় সর্বশক্তি সেই নামে তুমি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণে তুমি কালাদি-নিয়ম কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে কৃপা করিয়া নামকে তুমি সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ করিল যে, তোমার এমন সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দিল না।)

তিনটী বিষয় বুঝিতে হয়। নাম ও নামাপরাধবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, সম্প্রতি নামাভাস ব্যাখ্যা করিতেছি। নামের আভাসকে 'নামাভাস' বলে।

বিজয়। 'আভাস' কি ও কত প্রকার?

বাবাজী। 'আভাস'-শব্দে কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্বকে বুঝায়; কোন প্রকাশময় বস্তুর যে কান্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই 'কান্তি' বা 'ছায়া' বলা যায়, সুতরাং নামরূপ সূর্য্যের দুই প্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ 'ভক্ত্যাভাস', 'ভাবাভাস', 'নামাভাস', 'বৈষ্ণবাভাস' এই সকল শব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্বপ্রকার আভাসই 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'- ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাভাস ও বৈষ্ণবাভাস—এই সকলের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বাবাজী। বৈষ্ণব হরিনাম আলোচনা করেন; তিনি যখন ভক্ত্যাভাসের সহিত নামালোচনা করেন, তখন তাঁহার আলোচিত নাম ' নামাভাস'—তিনি স্বয়ং ' বৈষ্ণবাভাস' মাত্র। ভাব ও ভক্তি—একই বস্তু, কেবল সঙ্কোচ বিকোচাবস্থাদ্বয়- ভেদে পৃথক্ নামে পরিচিত।

বিজয়। কোন্ অবস্থায় জীব ' বৈষ্ণবাভাস' হন?

বাবাজী। শ্রীভাগবতে (১১।২।৪৭) বলিয়াছেন—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।" (১)

এই শ্লোকে যে 'শ্রদ্ধা'-শব্দ আছে, তাহা 'শ্রদ্ধাভাস' মাত্র; কেননা, ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণপূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা তাহা নয়; সেই ভক্তাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত, অতএব তিনিও 'প্রাকৃত ভক্ত' বা ' বৈষ্ণবাভাস'। শ্রীমন্মহাপ্রভু হিরণ্য- গোবর্ধনকে ' বৈষ্ণবপ্রায়' বলিয়াছিলেন। ' বৈষ্ণবপ্রায়'-শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালামুদ্রাদি-ধারণপূর্বক 'নামাভাস' করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 'শুদ্ধবৈষ্ণব' ন'ন।

বিজয়। মায়াবাদ্গিণ যদি বৈষ্ণবমুদ্রা ধারণপূর্বক নাম উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহাদ্গিকে কি ' বৈষ্ণবাভাস' বলা যাইবে?

বাবাজী। না, তাঁহাদ্গিকে ' বৈষ্ণবাভাস'ও বলা যাইবে না; তাঁহারা অপরাধী, অতএব তাঁহাদ্গিকে ' বৈষ্ণবাপরাধী' বলা যায়। প্রতিবিম্ব-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদ্গিকে বৈষ্ণবাভাস বলা যাইতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত অপরাধবশতঃ

(১। যিনি হরির প্রীতির জন্য শ্রীমূর্তিতেই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত ও অন্য জীবসমূহে 'তাদৃশী প্রীতি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।)

তাঁহারা বৈষ্ণবনামের যোগ্য না হওয়ায় তাঁহারা স্বয়ং পৃথক্ হইয়া পড়েন।

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনামের লক্ষণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারি।

বাবাজী। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়া পরমানন্দানুভবের যে অভিলাষ, তাহা অন্যাভিলাষ নয়। তদ্ব্যতীত নামদ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি যত প্রকার বাসনা আছে, তাহা সমস্তই 'অন্যাভিলাষ'; অন্যাভিলাষ থাকিলে নাম শুদ্ধ হন না। জ্ঞানকর্মযোগাদির চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর ফলকামনারহিত না হইলে 'শুদ্ধনাম' হয় না। প্রাতিকূল্যভাবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সহিত যে নামালোচনা, তাহাই 'শুদ্ধনাম'। এই লক্ষণ অলোচনাপূর্বক দেখ যে, নামাপরাধ ও নামাভাসশূন্য নামই শুদ্ধনাম। অতএব শ্রীকলিযুগপাবনাবতার গৌরচন্দ্র বলিয়াছেন যে-

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" (১)

বিজয়। প্রভো, নামাভাস ও নামাপরাধের স্বরূপ- ভেদ কি?

বাবাজী। শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল; সেই নামাভাস কোন অবস্থায় 'নামাভাস' বলিয়া উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায় 'নামাপরাধ' বলিয়া উক্ত হয়। যে স্থলে অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদবশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে স্থলে কেবল 'নামাভাস'; যে স্থলে মায়াবাদাদি জনিত ধূর্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের-উদয়, সে স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটী নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই 'নামাভাস' মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধলক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল হয় না।

বিজয়। নামাভাসী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে, নামাভাস (শুদ্ধ) নাম হইয়া উদিত হন?

বাবাজী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে নামালোচনা করিতে করিতে অতি শীঘ্র শুদ্ধভক্তিতে রুচি হয়, তখন যে নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হন, সে নাম 'শুদ্ধনাম' হন, সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত্ন করা আবশ্যক, কেননা সেরূপ সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধনামের উদয় হয় না। সৎসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র হেতু, এইজন্যই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সনাতন

(১। তৃণাপেক্ষাও সুনীচ জানিয়া, তরু অপেক্ষাও সহনশীল হইয়া, স্বয়ং অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া অপরকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য)

গোস্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সৎসঙ্গই ভক্তিমূল, যোষিৎসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম কর।

বিজয়। প্রভো, তবে কি গৃহিণীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনামের উদয় হইবে না?

বাবাজী। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্তব্য; গৃহস্থ বৈষ্ণব বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে 'স্ত্রীসঙ্গ' বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ- লোক শুদ্ধকৃষ্ণনামের আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।

বিজয়। প্রভো, নামাভাস কত প্রকারে লক্ষিত হয়?

বাবাজী। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন (৬।২।১৪)—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।। (১)

নামতত্ত্ব ও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে নামাভাস করেন— কেহ কেহ সঙ্কেতদ্বারা, কেহ কেহ পরিহাসদ্বারা, কেহ কেহ স্তোভদ্বারা এবং কেহ কেহ হেলন-দ্বারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন।

বিজয়। প্রভো, সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণ কিরূপ?

বাবাজী। অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিল— কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণের ফললাভ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছগণ শূকরকে "হারাম, হারাম" বলিয়া ঘৃণাকরে। 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই দুইটী শব্দ থাকায় সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণফলে তাহাদের যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয়। নামাভাসে যে মুক্তি হয়, তাহা সর্বশাস্ত্রসম্মত। নামাক্ষরে মুকুন্দসম্বন্ধ দৃঢ়রূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষরের উচ্চারণে মুকুন্দস্পর্শ ঘটিয়া পড়ে, এবং অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পারে, নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ এবং অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ এবং পরমার্থবিরোধী অসুরগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা শাস্ত্রে অনেকস্থলে পাঠ করিয়াছি; স্তোভপূর্বক নামগ্রহণ কিরূপ, তাহা বলুন।

বাবাজী। অসম্মানপূর্বক অন্যকে কৃষ্ণনাম করিতে বাধা দিবার সময় যে নামগ্রহণ হয়, তাহাই 'স্তোভ'; একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য মুখভঙ্গি করতঃ বলিল, " হেঁঃ তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে"—ইহাই

(১। 'সঙ্কেত', 'পরিহাস', ' স্তোভ' ও ' হেলা'—এই চারিপ্রকারে ছায়ানামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন।)

স্তোভের উদাহরণ; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে—নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল।

বিজয়। ' হেলন' কিরূপ?

বাবাজী। অনাদরপূর্বক নাম গ্রহণ; যথা প্রভাসখণ্ডে—

মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবরনরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।। (১)

এই শ্লোকে 'শ্রদ্ধয়া' অর্থে আদরপূর্বক, ' হেলয়া' অর্থাৎ অনাদরপূর্বক ইহাই বুঝিতে হইবে। 'নরমাত্রং তারয়েৎ' এই বাক্যদ্বারা কৃষ্ণনাম যবনদিগকেও যে মুক্তি দেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। হেলন কি অপরাধ নয়?

বাবাজী। ধূর্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ'; অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে 'নামাভাস'।

বিজয়। নামাভাস হইতে কি কি ফল হয় এবং কি কি ফল হইতে পারে না, তাহা আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না। যদি নামাভাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যম- বৈষ্ণবপদে উন্নত হইতে পারেন, তবেই শুদ্ধভক্তি লাভ করতঃ শুদ্ধনামের ফলে প্রেম লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, জগতে বহুতর বৈষ্ণবাভাস বৈষ্ণব-লিঙ্গ ধারণপূর্বক নিরন্তর নামাভাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুদিনেও প্রেমলাভ করেন না, ইহার কারণ কি?

বাবাজী। রহস্য এই যে, ভক্ত্যাভাস ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারিলেও অনন্যভক্তির অভাবে যাহাকে তাহাকে 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করে— তাহাতে মায়াবাদী প্রভৃতির কুসঙ্গক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি সহসা অপরাধী হইয়া, স্বীয় উন্নতিপথ রোধ করতঃ তত্তৎসঙ্গক্রমে মায়াবাদাদি অপসিদ্ধান্তে অবনত হইয়া পড়ে; সুতরাং শুদ্ধভক্তি হইতে দূরে পড়িয়া ক্রমশঃ অপরাধিশ্রেণীভুক্ত হয়। যদি তাহাদের পূর্বসুকৃতি প্রবল হইয়া কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ রাখে এবং সৎসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করে, তবেই তাহাদিগের শুদ্ধবৈষ্ণবতা লাভ হয়।

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল কি?

(১।এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠমঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।)

বাবাজী। পঞ্চবিধ পাপ কোটীগুণিত হইলে ও নামাপরাধের তুল্য হয় না; নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল যেমন তদ্রূপ,নামাপরাধসময়ে যে নামাক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার কি কোন সুফল নাই?

বাবাজী। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করেন, নাম সেই ফল তাহাকে দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। নামাপরাধী শঠতাসহকারে যে নাম করে,তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময়ে নামাপরাধী শঠতার অনবসরে নাম উচারণ করেন; সেই নাম তাঁহার সুকৃতিমধ্যে সংগৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই সুকৃতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়; তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণপূর্বক নামাপরাধী হইতে মুক্তিলাভ করেন; এই প্রণালীক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুগণও ক্রমশঃ হরিভক্ত হইয়াছেন।

বিজয়। এক নামে যখন সমস্ত পাপ হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রয়োজন কেন হইল?

বাবাজী। নামাপরাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্বদা দূষিত, স্বভাবতঃ তাহারা বহির্মুখ,সুতরাং সাধুব্যক্তি বা সাধুবস্তু বা সৎকার্য্যে তাহাদের সর্বদা অরুচি। অসৎপ্রাত্রে, অসৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকার্য্যে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও অসৎ-কার্য্যে অবসর হয় না, সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সদ্‌বিষয়ে বল বিধান করেন।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীনামতত্ত্বের অমৃত প্রবাহ আমাদের কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক আমাদিগকে নামপ্রেমরসে উন্মত্ত করিতেছে। অদ্য আমরা নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম; উপসংহারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা শুনিতে লালসা জন্মিতেছে।

বাবাজী। পণ্ডিত জগদানন্দের ‘ প্রেমবিবর্ত্তে' একটী উপদেশ আছে, তাহা শ্রবণ কর-

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।।
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে, ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ।।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর।।
‘দশ অপরাধ' ত্যজ মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম।।
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।

কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার।।
জ্ঞান- যোগচেষ্টা ছাড় আর কর্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ।।
কৃষ্ণ আমায় পালে, রক্ষে—জান সর্বকাল।
আত্মনিবেদন- দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।।
সাধু পাওয়া কষ্ট বড়, জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।।
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বই সাধুগুরু কেবা আছে আন।।
বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্তা না কহিবে, যবে মিলিবে আনে।।
স্বপনেও না কর, ভাই, স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া, ভাই, আসিয়াছ বন।।
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে।।
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে।।
গৃহস্থ, বৈরাগী—দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়।।
বহু-অঙ্গ সাধনে, ভাই, নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন।।
বদ্ধজীবে কৃপা করি, কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলিজীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম।।
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে, ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ।।
গৌরজন সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
'হরেকৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া।।
অচিরেই পাইবে ভাই, নাম- প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে' আগমন।।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত' শ্রবণ করিয়া বিজয় ও

ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় অনেকক্ষণ অচেতনপ্রায় থাকিয়া বিজয় ও ব্রজনাথের গলদেশ দুই হাতে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই গান করিতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে, রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় সুধা অনুপম।। ১।।
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থরথর, স্থির হৈতে না পারে চরণ।। ২।।
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব দেহ জরজর।।৩।।
করি', এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব, মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল, মোর চিত্তবিত্ত সব হরে।। ৪।।
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র, বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল।।৫।।
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভূত রসের ধাম,হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,চিত্ত হ'রি লয় কৃষ্ণপাশ।।৬।।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া, এ দেহের করে সর্বনাশ।।৭।।
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি, নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত, তবে মোর সুখের উদয়।।৮।।

এই নাম গান করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র হইল। নাম সমাপ্ত হইলে বিজয় ও ব্রজনাথ গুরুদেবের আজ্ঞা লাভ করতঃ নামরসে মগ্ন হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

রসবিচার আরম্ভ

(ব্রজনাথের বিবাহ—ব্রজনাথের গৃহে বিজয়কুমারের আগমন ও পুরীযাত্রা-সঙ্কল্প— রূপানুগ বাবাজী মহারাজের নিকট আদেশ প্রার্থনা—বাবাজী মহারাজের সম্মতি ও গোপালগুরুগোস্বামীর পরিচয় প্রদান—বিজয়কুমারের পুরুষোত্তম যাত্রা—ক্ষীরচোরা- গোপীনাথ - দর্শন—বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়া-ক্রিয়া সমাপন—কটকে গোপাল ও একাম্রকাননে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি, শ্রীচরণ ও অঙ্গুলি-চিহ্ন দর্শন—গম্ভীরায় শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর ও তচ্ছিষ্য ধ্যানচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ—বিজয়কুমারের সহিত গোস্বামীদ্বয়ের কথোপকথন— - গোপালগুরুগোস্বামীর নিকট রসতত্ত্ব -জিজ্ঞাসা—ভক্তিরস—স্থায়ীভাব—বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী নামক সামগ্রী- চতুষ্টয়—আলম্বন —উদ্দীপন —বিষয়-আশ্রয়—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত—কৃষ্ণে বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য—তদ্বিষয়ক শাস্ত্র-প্রমাণ—অবতারি স্বরূপে আটটী পৌরুষ-সত্বভেদক গুণ—বিভাবান্তর্গত আশ্রয়তত্ত্ব বিচার—সাধক ও সিদ্ধভেদে দ্বিবিধ আশ্রয়—সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ-ভেদে দ্বিবিধ সিদ্ধ—বিভাবান্তর্গত-উদ্দীপন বিচার—কৃষ্ণের কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ গুণের পরিচয়—আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে ত্রিবিধ কৈশোর—উদ্দীপন যোগে স্থায়িভাবের রসতা প্রাপ্তি।)

প্রায় একমাস বিজয়কুমার অনুপস্থিত। ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথ ও বিজয়কুমারের অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়া ঘটকের দ্বারা একটী সুপাত্রী স্থির করিলেন। বিজয়কুমার সংবাদ পাইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে ভাগিনেয়ের শুভবিবাহ-কার্য্য নির্বাহের জন্য বিল্বপুষ্করিণী-গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শুভ কার্য্য শুভদিনে নিষ্পন্ন হইল। বিবাহের সকল কথা মিটিয়া গেলে বিজয়কুমার একদিবস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিত্ত পরমার্থ-বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ায় তিনি আর বিষয়-কথা আলোচনা না করিয়া একটু অন্যমনা হইয়া বসিয়া আছেন। ব্রজনাথ বলিলেন,—মামা, আপনার চিত্ত আজকাল কেন স্থির নয়? আমাকে গোপনে বলুন। আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি সংসারশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব কি, তাহা আজ্ঞা করুন। বিজয় বলিলেন,—বাবা, আমি একবার শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করিবার মানস করিয়াছি। কয়েক দিন পরে যাত্রীদিগের সহিত ক্ষেত্রযাত্রা করিব। চল, একবার শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া আসি। আহারান্তে অপরাহ্নে ব্রজনাথ ও বিজয় উভয়ে শ্রীমায়াপুর গিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া ক্ষেত্রযাত্রার প্রার্থনা করিলেন। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দের সহিত বলিলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গদিতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনপূর্বক তাঁহার

উপদেশ ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করিবে। শ্রীস্বরূপগোস্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাঁহারই কণ্ঠে আছে। প্রত্যাবর্তন-সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত নিজের শ্রীপুরুষোত্তম গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে বিজয়কুমার আনন্দিত হইলেন। উভয়ে বাটীতে আসিয়া সে বিষয়ে প্রকাশ করায় ব্রজনাথের পিতামহীও সঙ্গে যাইবার কথা স্থির করিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস পড়িতে না পড়িতেই যাত্রিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তমের পথ অবলম্বন করিলেন। কয়েক দিন চলিতে চলিতে তাঁহারা দাঁতন অতিক্রম করিয়া জলেশ্বরে পৌঁছিলেন। ক্রমশঃ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনপূর্বক শ্রীবিরজাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাভিগয়া-ক্রিয়া সমাপ্তিপূর্বক বৈতরণী-স্নানান্তে কটকনগরে গিয়া শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। পরে একাম্রকাননে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন করতঃ ক্রমশঃ শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যাত্রিগণ আপন আপন পাণ্ডাদিগের প্রদত্ত নিলয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন। বিজয়কুমার, ব্রজনাথ ও তৎপিতামহী হরচণ্ডীসাহিতে বাসা করিলেন। রীতিমত তীর্থ-পরিক্রমণ, সমুদ্রস্নান, পঞ্চতীর্থ-দর্শন, ভোগপ্রসাদাদি সেবন করিতে লাগিলেন। তিন চারি দিবস অবস্থানের পর বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি, শ্রীচরণ-চিহ্ন ও অঙ্গুলী-চিহ্ন দর্শন করতঃ মহাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই দিনেই কাশীমিশ্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। কাশীমিশ্রের বাটীতে পাকা প্রস্তরময়-গৃহে শ্রীগম্ভীরা ও তত্রস্থিত খড়মাদি দর্শন করিলেন। একদিকে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও অন্যদিকে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর আসন-ঘর। বিজয় ও ব্রজনাথ প্রেমানন্দে গদ্‌গদ হইয়া শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর পদতলে নিপতিত হইলেন। গুরুগোস্বামী কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভাব দর্শন করতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,— তোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও ব্রজনাথ স্ব-স্ব পরিচয় দিলে গুরুগোস্বামীর চক্ষে দরদর ধারা বহিতে লাগিল। শ্রীনবদ্বীপের নাম শ্রবণ করতঃ বলিলেন,—আজ আমি শ্রীধামবাসী দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। বল, শ্রীমায়াপুরে আজকাল রঘুনাথদাস ও গোরাচাঁদ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কেমন আছেন? আহা! রঘুনাথদাসকে মনে পড়িলে আমার শিক্ষাগুরু শ্রীদাসগোস্বামীকে মনে পড়ে। তখনই গুরুগোস্বামী স্বীয় শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, এই দুই মহাত্মা আজ এখানে প্রসাদ পাইবেন। ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে গিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রসাদ- সেবার পর তাঁহাদের তিনজনের অনেক কথোপকথন হইল। বিজয়কুমারের শ্রীভাগবতে পাণ্ডিত্য এবং ব্রজনাথের সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান জানিতে পারিয়া ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী পরমানন্দ লাভ করতঃ গুরুগোস্বামীর নিকট সমস্ত কথা জানাইলেন। গুরুগোস্বামী— কৃপা করিয়া বলিলেন, তোমরা দুইজন আমার হৃদয়ের ধন, যে কয়দিন শ্রীপুরুষোত্তমে থাক, আমাকে দর্শন দিবে। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সেই সময় কহিলেন,-

—প্রভো, শ্রীমায়াপুরের রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে অনেক কৃপা করিয়াছেন এবং আপনার শ্রীচরণে উপদেশ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। গুরুগোস্বামী বলিলেন,-

—রঘুনাথদাস বাবাজী পরমপণ্ডিত, তিনি যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যত্নপূর্বক পালন করিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা কর, কল্য মধ্যাহ্ন- ধূপের পর এখানে আসিয়া প্রসাদ সেবা করতঃ জিজ্ঞাসা করিবে। গুরুগোস্বামীর এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা দুই জন হরচণ্ডীসাহি গমন করিলেন।

পরদিবস নির্ণীত সময়ে উভয়ে শ্রীরাধাকান্ত মঠে প্রসাদ সেবা করতঃ গুরুগোস্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন,—'প্রভো, আমরা রসতত্ত্ব জানিতে বাসনা করি। কৃষ্ণভক্তিরস আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব। আপনি শ্রীনিমানন্দ-সম্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর গদিতে জগদ্গুরুরূপে বিরাজমান। আপনার শ্রীমুখে রসতত্ত্ব শুনিয়া আমাদের যে কিছু পাণ্ডিত্য আছে, তাহা সফল হউক। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী নির্জনে উপযুক্ত শিষ্য লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন——

যিনি শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া গৌড়ীয় ও ওড্রিয়গণকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন নিমাঞী পণ্ডিত আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন। যিনি মধুররসের সেবা সম্পাদনপূর্বক সেই শ্রীমহাপ্রভুকে নিরন্তর আনন্দিত করিতেন, সেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করুন। যাঁহার নৃত্যে নিমাঞী পণ্ডিত একান্ত বশীভূত এবং যিনি কৃপা করিয়া দেবানন্দ-পণ্ডিতকে পরিশোধিত করিয়াছেন, সেই বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তোমাদের মঙ্গল সাধন করুন।

রস একটী অতুল্যতত্ত্ব-সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের লীলাবিকাশরূপ চন্দ্রোদয়। কৃষ্ণভক্তি বিশুদ্ধ হইয়া যখন ক্রিয়াকার লাভ করে, তখন তাহাকে 'ভক্তিরস' বলা যায়।

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্বসিদ্ধ তত্ত্ব?

গুরুগোস্বামী। আমি এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে পারি না। একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি, তুমি বুঝিয়া লও। তোমার গুরুদেবের নিকট যে কৃষ্ণরতির কথা শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়িভাব বলে, তৎপরিপোষণে কৃষ্ণভক্তিরস হয়।

ব্রজনাথ। স্থায়িভাব ও সামগ্রী ইহারা কি, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা করুন। আমরা 'ভাব' যে কি বস্তু, তাহা গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি। ভাবসকল মিলিত হইয়া কিরূপে রসকে উৎপন্ন করে, তাহা শুনি নাই।

গোস্বামী। হাঁ, সাধারণতঃ ভাবরূপা ভক্তিই কৃষ্ণরতি তাহা ভক্তদিগের পূর্বতন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদিত হইয়া স্বয়ং আনন্দরূপা সত্ত্বেও রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার—অর্থাৎ (১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী, এই কয়েকটী সামগ্রীর ব্যাখ্যা প্রথমে করিতেছি। রত্যাস্বাদন- হেতুরূপ বিভাব দুই প্রকার, অর্থাৎ 'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন দুইপ্রকার, 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। রতির বিষয় যিনি, তিনি বিষয়রূপ আলম্বন; রতির আধার যিনি, তিনি আশ্রয়রূপ আলম্বন।

যাঁহাতে রতি আছে, তিনি রতির আশ্রয়; যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি রতির বিষয়। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে রতি আছেন বলিয়া তিনি রতির আশ্রয়; কৃষ্ণের প্রতি রতি ক্রিয়াবতী বলিয়া কৃষ্ণ রতির বিষয়।

ব্রজনাথ। আমরা বুঝিতেছি যে, বিভাব—আলম্বন ও উদ্দীপন, এই দুইভাগে বিভক্ত। আলম্বন আবার, বিষয় ও আশ্রয়ভেদে দুই প্রকার—কৃষ্ণই বিষয় ও ভক্তই আশ্রয়। এখন জানিতে ইচ্ছা করি, কৃষ্ণ কি কোন স্থলে রতির আশ্রয় হ'ন ?

গোস্বামী। হাঁ, ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি যে রতি করেন, তাহাতে কৃষ্ণ বিষয় ও ভক্ত আলম্বন। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি যে রতি করেন, তাহাতে কৃষ্ণ আশ্রয় ও ভক্ত বিষয়।

ব্রজনাথ। আমরা শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ ব্যাখ্যা শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত কৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলুন।

গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণে অখিলগুণ পূর্ণতমরূপে বিরাজমান হইলেও তাঁহার দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতম, এই তারতম্য গুণপ্রকাশের তারতম্য প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভেদে 'ধীরোদাত্ত', 'ধীরললিত', 'ধীরশান্ত', এবং 'ধীরোদ্ধত'——এই চতুর্বিধ নায়করূপ।

ব্রজনাথ। ধীরোদাত্ত কিরূপ ?

গোস্বামী। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অপ্রকাশিত-গর্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত-নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিবে।

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ ?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা এই সকল গুণের দ্বারা প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক।

ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ ?

গোস্বামী। শান্ত-প্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া কৃষ্ণ ধীরশান্ত-নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিরূপ ?

গোস্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘী হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদ্ধত-নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। অনেকগুলি বিরোধী গুণের উক্তি হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্ভবে ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ স্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যবান্। অতএব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাঁহাতে সমস্ত বিরোধি-গুণগণের সমঞ্জস অবস্থিতি সম্ভব হয়। যথা,— কৌর্মে—অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽনুশ্চৈবসচব সর্ব্বতঃ।

অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।।

তথাপি দোষা পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ।।(১)

মহাবরাহে----

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।।(২)
বৈষ্ণবতন্ত্রে—অষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্য-বিজ্ঞানানন্দরূপিণী।।(৩)

অষ্টাদশ-মহাদোষ, যথা বিষ্ণুযামলে—

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ।
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ।।
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতা।।(৪)

অবতারমূর্তিতে এই সমস্তই সিদ্ধ, আবার অবতারিরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই সমস্তই পরমসিদ্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রীকৃষ্ণে শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজ, ললিত ও ঔদার্য্য—-এই আটটী পৌরুষসত্বভেদক গুণ আছে। নীচের প্রতি দয়া, সমস্পর্দ্ধীর প্রতি স্পর্দ্ধা, শৌর্য্য, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্যপ্রকাশ-স্থলে শোভা লক্ষিত হয়। গম্ভীরগতি, ধীরবীক্ষণ ও সহাস্যবাক্যদ্বারা বিলাস লক্ষিত হয়। যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহণীয়তা সে স্থলে মাধুর্য্য। সমস্ত জগতের বিশ্বাসস্থলেই মাঙ্গল্য। কার্য্য হইতে বিচলিত না হওয়ার নাম স্থৈর্য্য।

(১। ভগবানে বিরোধিগুণসমূহ একই সময়ে অতি সুন্দরভাবে বিরাজিত। তিনি অস্থূল ও অণু হইয়াও সর্বতঃ স্থূল ও অণু, তিনি সর্বতঃ প্রাকৃতবর্গরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচনবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্যযোগহেতু ভগবান্ বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন। তথাপি পরমেশ্বরে কোনও প্রকারেই দোষ যোজনা করা যাইতে পারে না। ঐ সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ভগবানে সর্বতোভাবে গুণ বলিয়া যুক্ত হইবে।)

(২। সেই পরমাত্মার দেহসকল সমস্তই নিত্য (অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের মত পরিবর্তনশীল নহে), শাশ্বত (কখনও নষ্ট হয় না), 'হান' অর্থাৎ ত্যাগ 'উপাদান' অর্থাৎ গ্রহণ— এই উভয়ক্রিয়া-রহিত অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের মত (জীর্ণবস্ত্রের উদাহরণে) ভগবান্ দেহ পরিত্যাগ বা দেহান্তর গ্রহণ করেন না। ভগবানের দেহসকল কখনও প্রকৃতিসম্ভূত নহে—ঐ দেহ-সকল সর্বপ্রকার পরমানন্দস্বরূপ ও চিন্ময়; সমস্ত-অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সর্ববিধ গুণদ্বারা পরিপূর্ণ ও সমস্ত দোষবর্জিত।)

(৩। মোহ, আলস্য, ভ্রম, রুক্ষরসত্ব, কামোগ্রতা, চাঞ্চল্য, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, শ্রান্তি ও আরাম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্খা, আশঙ্কা, জগদ্ভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশবিধ বৃত্তি 'দোষ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।)

(৪। ভগবানের তনু অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিত, তাহা সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সত্যবিজ্ঞান ও আনন্দরূপিণী।)

সর্বচিত্তের অবগাহিত্বের নাম তেজ। যাঁহাতে প্রচুর শৃঙ্গারচেষ্টা, তিনি ললিত। আত্মসমর্পণ-কার্য্যের নামই ঔদার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ নায়কশিরোমণি, অতএব তাঁহার সাধারণ লীলায় গর্গাদি ঋষিগণ ধর্মসম্বন্ধে, যুযুধানাদি ক্ষত্রিয় যুদ্ধে, উদ্ধবাদি মন্ত্রণায় সহায়রূপে পরিকীর্তিত হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণের রসনায়কত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলাম। এখন রসোপযোগী বিভাবান্তর্গত কৃষ্ণভক্তদিগের কথা বলুন।

গোস্বামী। যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহারাই রসতত্ত্বে কৃষ্ণভক্ত। 'সত্যবাক্' হইতে 'হ্রীমান্' পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ২৯ টী গুণ কীর্তিত আছে, সে সমস্ত কৃষ্ণভক্তে বর্তমান।

ব্রজনাথ। রসোপযোগী কৃষ্ণভক্ত কত প্রকার?

গোস্বামী। আদৌ সাধক ও সিদ্ধভেদে দুই প্রকার।

ব্রজনাথ। সাধক কাহারা?

গোস্বামী। যাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে অথচ সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই, এরূপ লক্ষণযুক্ত ভক্ত কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করতঃ সাধকরূপে পরিকীর্তিত। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' (১) (ভাঃ ১১।২।৪৬) শ্লোকদ্বারা উদ্দিষ্ট মধ্যমভক্তগণ সাধক মধ্যে পরিগণিত।

ব্রজনাথ। প্রভো, 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে' (২) (ভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোকে এই উদ্দিষ্ট ভক্তগণ কি রসযোগ্য হইতে পারেন না?

গোস্বামী। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বিল্বমঙ্গলাদির তুল্য ব্যক্তিরাই বস্তুতঃ সাধক।

ব্রজনাথ। সিদ্ধভক্ত কাঁহারা?

গোস্বামী। যাঁহাদের অখিল ক্লেশ আর অনুভূত হয় না এবং যাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত তাঁহারা সর্বদা প্রেমসৌখ্যাস্বাদনপরায়ণ অতএব সিদ্ধ। সিদ্ধ দুই প্রকার অর্থাৎ সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ।

ব্রজনাথ। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ কাঁহারা?

গোস্বামী। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ পুরুষ দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধ কাঁহারা?

গোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন—

(১। যিনি পরমেশ্বর-কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, তদাধীন ভক্তের প্রতি মিত্রতা, সরল নির্বোধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব।)

(২। যিনি হরির প্রীতির জন্য শ্রীমূর্তিতেই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত ও অন্য জীবসমূহে 'তাদৃশী প্রীতি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।)

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমানং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ।।(১)

পাদ্মোত্তর খণ্ডে—যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্‌যদৃচ্ছয়া।।
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎ পদং শাশ্বতং পরং।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।(২)

ব্রজনাথ। প্রভো, বিভাবান্তর্গত আলম্বন বুঝিতে পারিলাম। এখন কৃপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলে, বলুন।

গোস্বামী। যাহারা ভাবকে উদ্দীপন করায়, তাহারাই উদ্দীপন। কৃষ্ণের গুণ-চেষ্টাসকল প্রসাধন,হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদি কাল—এই সকলই উদ্দীপন। কৃষ্ণের গুণসকল কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে বয়স একটী প্রধান গুণ। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—তিন প্রকার বয়স। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১লঃ ১৫৮)—

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
অষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্।।(৩)

আদ্য, মধ্য ও শেষভেদে কৈশোর ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রধানরূপে বিচার্য্য। অঙ্গসকলের যথোচিত সন্নিবেশকে ‘ সৌন্দর্য্য’ বলে। বসন, আকল্প বা সজ্জা ও মণ্ডনাদিকে ‘প্রসাধন’ বলে। শ্রীকৃষ্ণকরে যে বংশী আছেন, তাহা বেণু, মুরলী ও বংশিকা-ভেদে ত্রিবিধ। দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থূল ও ছয়টী ছিদ্রযুক্ত পারিকাকে বেণু বলে; দ্বিহস্ত-পরিমাণ, মুখমধ্যে রন্ধ্র এবং চারিটী স্বরের ছিদ্রযুক্তা চারুনাদিনী মুরলী, অর্ধ-অঙ্গুলি অন্তরে অষ্টছিদ্র, সার্দ্ধাঙ্গুলব্যবধানে মুখরন্ধ্র , শিরোভাগ চারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি, সমুদয়ে নয়টি রন্ধ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুলিযুক্ত বংশী; দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খের নাম কৃষ্ণহস্তস্থিত ‘পাঞ্চজন্য’। এই সমস্ত উদ্দীপনদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ভক্তের রতি তদীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রিয়াবতী হইয়া আস্বাদনরূপা হইয়া পড়ে। রতিই স্থায়িভাব, তাহারই রস হয়। আগামী কল্য তোমরা এই সময়ে আসিলে আমি অনুভাবাদি ব্যাখ্যা করিব।

(১। মুকুন্দের ন্যায় যাঁহাদের গুণ নিত্য ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। তাঁহাদের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তাঁহারা আপন অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেমযুক্ত।)

(২। যেমন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত এবং যেমন সঙ্কর্ষণ বলরাম প্রভৃতি ভগবান্ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভগবানের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন এবং পুনরায় ভকবানেরই সহিত নিত্য পরম ধামে গমন করেন, তদ্রূপ যাদবগণও ভগবানের প্রকট-লীলায় আবির্ভূত হইয়া অপ্রকট-লীলায় তাঁহারই সহিত গমন করেন। অতএব বৈষ্ণবের প্রাকৃত মানবের মত কর্মবন্ধন বা জন্ম নাই।)

(৩। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, একাদশ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তৎপরে, যৌবন।)

গোস্বামীপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লাভ করিয়া রসবিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথ সিদ্ধবকুল দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরে নানাপ্রকার আনন্দভোগ করতঃ স্বীয় বাসাবাটী গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

রসবিচার

(অনুভাব বিচার—ত্রয়োদশ প্রকার অনুভাব—আত্মস্থ ভাবের বিকৃত প্রতিফলনই উদ্ভাস্বর--শীত ও ক্ষেপণভেদে দ্বিবিধ অনুভাব—সাত্ত্বিক ভাব বিচার—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক ভাব—সাত্ত্বিক ভাবোদয় হেতু—অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব (১) স্তম্ভ—(২) অশ্রু—(৩) বৈবর্ণ--(৪) স্বেদ—(৫) প্রলয়—(৬) রোমাঞ্চ—(৭) কম্প —(৮) স্বরভেদ—অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবের পার্থক্য—স্তম্ভাদির হেতু —রত্যাভাস—সত্ত্বাভাস-নিঃসত্ত্ব-ভাবাভাস—প্রতীপ —ব্যভিচারিভাব বিচার —ত্রেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব—ব্যভিচারিভাব কতকগুলি স্বতন্ত্র ও কতকগুলি পরতন্ত্র—দ্বিবিধ পরতন্ত্র-ব্যভিচারিভাব—ত্রিবিধ স্বতন্ত্র-ব্যভিচারিভাব—ভাবোৎপত্তি—ভাবসন্ধি—ভাব-শাবল্য—ভাবশান্তি—ভক্তভেদে ভাবোদয়ের তারতম্য।)

পরদিবস মধ্যাহ্ন-ধূপের পর প্রসাদ সেবন করতঃ রসতত্ত্বপিপাসুদ্বয় শ্রীরাধাকান্ত-মঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী মহাপ্রসাদ পাইয়া জিজ্ঞাসুদিগের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার নিকটে বসিয়া উপাসনা-পদ্ধতি লিখিতেছিলেন, গুরুগোস্বামীর দর্শন অতি অপূর্ব। সন্ন্যাসবেশ, কপালে তিলক-ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, সর্বাঙ্গে হরিনামাক্ষর, গলদেশে মোটা মোটা চারিকণ্ঠি তুলসীমালা, করে সর্বদা জপমালা, চক্ষুর্দ্বয় ধ্যানাবেশে অর্ধ মুদ্রিত, সময় সময় অশ্রুধারায় শোভিত, সময় সময় হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ!—এই ক্রোশন, একটু স্থূল শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কদলী-বল্কলাসনে উপবিষ্ট, কিছু দূরে কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়, নিকটে জলপূর্ণ করঙ্গ। বিজয় ও ব্রজনাথের বহুশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা, সবৈষ্ণবতা এবং শ্রীনবদ্বীপ নিবাস—এই কয়টী কারণবশতঃ মঠের সকলেই তাঁহাদিগকে যত্ন কর্রিয়া থাকেন। তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে গুরুগোস্বামী তাঁহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গ ন করতঃ বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রজনাথ বিনয়পূর্বক রসকথা উঠাইলেন। গোস্বামী যত্নসহকারে বলিলেন,—অদ্য তোমাদিগকে অনুভাবাদি বুঝাইয়া রসতত্ত্বে প্রবেশ করাইব। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিপ্রকার সামগ্রীমধ্যে গতকল্য বিভাবতত্ত্ব বুঝাইয়াছি। অদ্য প্রথমেই অনুভাব ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে এবং যৎকর্তৃক

রতি বিভাবিত হয়, তাহারই নাম বিভাব বলিয়াছি। এখন যদ্দ্বারা সেই রতির অববোধক চিত্তস্থ ভাবসকলের অনুভূতি হয়, সেই সকল উদ্ভাস্বরনামা লক্ষণগুলিকে অনুভাব বলিয়া জানিও। তাহারা বাহ্যবিকারের ন্যায় প্রকাশিত হইলেও চিত্তস্থভাবের অববোধক। নৃত্য, বিলুণ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি), গান, ক্রোশন (উচ্চরব), গাত্রমোটন (গা- মোড়া), হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি—এই সকল বাহ্যবিকারদ্বারা চিত্তের ভাব সকল প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এই বাহ্যবিকারগুলি কি প্রকারে স্থায়ীভাবের রসাস্বাদনের পুষ্টি করিতে পারে? রসাস্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অনুভাব বহিঃশরীরে প্রকাশ পায়,—তাহারা স্বয়ং পৃথক্ সামগ্রী কিরূপে হইল?

গোস্বামী। বাবা, তুমি যথার্থ ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছ— তোমার ন্যায় সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখি নাই। এ বিষয়ে আমি যখন শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামীর নিকট রসতত্ত্ব অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনেও এইরূপ একটী বিতর্ক হইয়াছিল, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই সন্দেহ দূর হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জীবের শুদ্ধসত্ত্বে যে চিত্তের ক্রিয়া আছে, তাহা যখন বিভাবিতা হইয়া ক্রিয়ায় সহায়তা করে, তখন তাহাতে স্বাভাবিক কোন বৈচিত্র্য উদিত হয়, সেই বৈচিত্র্য চিত্তকে বিবিধরূপে উৎফুল্ল করে। চিত্ত উৎফুল্ল হইলে শরীরে তাহার বিকৃতি-ফলের যাহা উদয় হয়, তাহাই উদ্ভাস্বর। সেই বিকৃতি-ফল (নৃত্যাদি) বহুবিধ—চিত্ত নৃত্য করিলে দেহ নৃত্য করে, চিত্ত গান করিলে জিহ্বা গান করে, এইরূপ জানিবে। উদ্ভাস্বর ক্রিয়াই যে মূলক্রিয়া তাহা নয়, চিত্তের বিভাবের পোষক যে অনুভাব উদিত হয়, তাহাই উদ্ভাস্বররূপে দেহে ব্যাপ্ত হয়। চিত্তে স্থায়ীভাব বিভাবের দ্বারা ভাবিত হইবামাত্র চিত্তের দ্বিতীয় ক্রিয়া অনুভাবরূপে কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং অনুভাব একটী পৃথক্ সামগ্রী বটে; যখন তাহা গীতজৃম্ভণাদিদ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহা 'শীত' এবং যখন তাহা নৃত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাদিগকে 'ক্ষেপণ' বলে। শরীরের উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গম, অস্থিসন্ধিবিয়োগ, সন্ধিকর্ষণ ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকার অনুভাব-লক্ষণ আছে, তাহা অতি বিরল বলিয়া বলিলাম না। প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কূর্ম্মাকার প্রভৃতি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য অনুভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধক-ভক্তে দ্রষ্টব্য নয়।

গুরুগোস্বামীর এই সকল গূঢ় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসুদ্বয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তুষ্ণীভূত থাকিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, সাত্ত্বিক বিকার কাহাকে বলে?

গোস্বামী। চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধানক্রমে যখন আক্রান্ত হন, তখন সেই চিত্তকেই 'সত্ত্ব' বলা যায়— সেই সত্ত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব বলি; তাহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ- ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব কিরূপ?

গোস্বামী। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যেস্থলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে মুখ্যরতি চিত্তকে আক্রমণ করে, সেই স্থলে মুখ্যস্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ- স্বেদাদি মুখ্যসাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে পরিগণিত। যে স্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধিনী রতি কিঞ্চিদ্ব্যবধানক্রমে গৌনরূপে চিত্তকে আক্রমণ করে, সে স্থলে গৌণ-স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাব, — বৈবর্ণ ও স্বরভেদ, এই দুইটী গৌণ সাত্ত্বিক ভাব। মুখ্য ও গৌণরতির ক্রিয়া ব্যতীত কোনভাব চিত্তকে আক্রমণ করিলে রতির অনুগামী দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব উদিত হয়—কম্পই দিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাব। কোন রতিশূন্য ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য বার্তা শ্রবণের পর বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহাই রুক্ষ,— রোমাঞ্চই রুক্ষ-সাত্ত্বিকভাব।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক ভাব কিরূপে উদিত হয়।

গোস্বামী। যখন সাধকের চিত্ত সত্ত্বভাবের সহিত একতা লাভ করিয়া আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন প্রাণ বিকারযুক্ত হইয়া শরীরের যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই স্তম্ভাদি বিকার উদিত হয়।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক বিকার কত প্রকার?

গোস্বামী। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়—-এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার। প্রাণ কোন অবস্থায় আর চারিটী ভূতের সহিত পঞ্চম ভূত হইয়া অবস্থিতি করেন, কখন বা স্বপ্রধান হইয়া জীবদেহে বিচরণ করিতে থাকেন। প্রাণ যখন ভূমিস্থিত, তখন 'স্তম্ভ'; যখন জলাশ্রিত, তখন 'অশ্রু'; যখন তেজস্থ, তখন 'বৈবর্ণ' এবং স্বেদ বা ঘর্ম; যখন আকাশাশ্রিত, তখন 'প্রলয়' বা মূর্চ্ছা, এবং যখন স্বপ্রধান বাতাশ্রিত, তখন মন্দ-মধ্য-তীব্র ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ—এই সকল বিকার প্রকাশ করেন। এই অষ্টপ্রকার বিকার বহিঃ ও অন্ত, উভয় বিক্ষোভপ্রযুক্ত ইহাদিগকে অনুভাবও বলা যায়, ভাবও বলা যায়। অনুভাবসকল কেবল বহির্বিক্ষোভপ্রযুক্ত সাত্ত্বিকভাব নামে উক্ত হয় না; যথা,——নৃত্যাদিতে সত্ত্বোৎপন্ন ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে না; বুদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু স্তম্ভাদিতে বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া সাত্ত্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে, এই কারণেই অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ব্রজনাথ। স্তম্ভাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। ভয় , হর্ষ, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে বাগাদিরহিত শূন্যতারূপ নৈশ্চল্যকে স্তম্ভ বলা যায়। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি জনিত শরীরের ক্লেদকর আর্দ্রতারূপ স্বেদ। আশ্চর্য্য, হর্ষ উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমোদ্‌গমের নাম রোমাঞ্চ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে গদগদ-বচনরূপ স্বরভেদ উদিত হয়। ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে যে লৌল্য উদিত হয়, তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও ভয়াদি হইতে বৈবর্ণরূপ বর্ণবিক্রিয়া জন্মে। হর্ষ, রোষ, বিষাদাদিদ্বারা চক্ষে যে জলোদ্‌গম হয় তাহার নাম অশ্রু; হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধাদি জনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বারা

চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতা এবং ভূমিতে নিপতনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাত্ত্বিকভাবসকল সত্ত্বতারতম্য প্রযুক্ত উত্তরোত্তর ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত —এই চারিপ্রকার। রুক্ষ সাত্ত্বিক প্রায়ই ধূমায়িত হইয়া থাকে; স্নিগ্ধ ভাবসকল ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করে; রতিই সর্বানন্দচমৎকারের হেতু, রত্যাভাবে রুক্ষাদি চমৎকারিত্ব নাই।

ব্রজনাথ। প্রভো, সাত্ত্বিকভাবসকল বহুভাগ্যে উদিত হয়, কিন্তু নাট্যক্রিয়ায় এবং জগতের ব্যাপার-সিদ্ধির জন্য বহু বহু ব্যক্তি এই সমস্ত ভাব প্রদর্শন করে, তাহাদের অবস্থিতি কোথায়?

গোস্বামী। সরল শুদ্ধভক্তি হইতে স্বভাবতঃ সাধনক্রমে যে সকল সাত্ত্বিক ভাব উদিত হয়, সেই সকলই বৈষ্ণবভাব। তদিতর যে সকল ভাব দেখিতে পাও, সে সকল রত্যাভাস, সত্ত্বাভাস, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ—এই চারিভাগে বিভাগ করিয়া লইবে।

ব্রজনাথ। রত্যাভাস কিরূপ?

গোস্বামী। মুমুক্ষুপ্রমুখ ব্যক্তিদিগের যে রত্যাভাস হয়, শাঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের কৃষ্ণকথা শুনিয়া যে ভাব হয়, তদ্বৎ।

ব্রজনাথ। সত্ত্বাভাস কি?

গোস্বামী। স্বভাবতঃ শিথিল হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শুনিয়া আনন্দ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হইলে সত্ত্বাভাসের উদয় হয়; জড়মীমাংসক ও সাধারণ স্ত্রীলোকের কৃষ্ণকথা শুনিলে যেরূপ হয়, তদ্বৎ।

ব্রজনাথ। নিঃসত্ত্ব-ভাবাভাস কিরূপ?

গোস্বামী। নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল অন্তঃকরণে এবং নাট্যাভিনয় ও অন্য কার্য্যসিদ্ধির জন্য যাহারা অভ্যাস করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রুর উদয় হয়, তাহাকেই নিঃসত্ত্ব বলে। যাহারা বস্তুতঃ কঠিনহৃদয়, মায়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বভাবের ন্যায় ক্রন্দনকে নিসর্গ করিয়াছে, তাহারাই নিসর্গদ্বারা পিচ্ছিলান্তঃকরণ।

ব্রজনাথ। প্রতীপ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের প্রতিকূল- চেষ্টা হইতে ক্রোধভয়াদিদ্বারা যে সকল ভাবাভাসাদি উদিত হয়, তাহাই প্রতীপ-ভাবাভাস; ইহার উদাহরণ সহজ।

ব্রজনাথ। প্রভো! বিভাব, অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবসকল বুঝিতে পারিলাম এবং সাত্ত্বিক ভাবে ও অনুভাবে যে প্রভেদ, তাহাও বুঝিলাম। এখন ব্যভিচারী ভাবসকল বর্ণন করুন।

গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখী হইয়া এই তেত্রিশটী ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারী বলে। ইহারা বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বদ্বারা সূচিত হইয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারিত-ভাবও বলে। তাহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃতসাগরে ঊর্মির ন্যায় উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে পরিবর্দ্ধন করতঃ তাহাতে মগ্ন হয়। তেত্রিশটী ভাব, যথা ঃ— নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ (উদ্বেগ), উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা

(ভাবগোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। সঞ্চারী ভাব কতকগুলি স্বতন্ত্র ও আর কতকগুলি পরতন্ত্র। পরতন্ত্র সঞ্চারি ভাবসকল বর ও অবরভেদে দুই প্রকার। বর আবার সাক্ষাৎ ও ব্যবহিত ভেদে দুইপ্রকার। স্বতন্ত্র সঞ্চারী ভাবসকল রতিশূন্য, রত্যানুস্পর্শ এবং রতিগন্ধ-ভেদে তিন প্রকার। ঐ সমুদায় ভাব অস্থানে প্রযুক্ত হইলে প্রাতিকুল্য ও অনৌচিত্য- ভেদে দুই প্রকার। এই সমস্ত ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশা আছে।

ব্রজনাথ। ভাবোৎপত্তি সহজে বুঝা যায়। ভাবসন্ধি কাহাকে বলে?

গোস্বামী। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। ইষ্টজাত জড়তা ও অনিষ্টজাত জড়তা একই কালে উদিত হইয়া সমানরূপ ভাব-সন্ধির স্থল; হর্ষ ও আশঙ্কা একত্রোদিত হইয়া ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধির স্থল হয়।

ব্রজনাথ। ভাব-শাবল্য কিরূপ?

গোস্বামী। ভাবদিগের পরস্পর সংমর্দকে ভাবশাবল্য বলে। কৃষ্ণকথা শুনিয়া কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয়, তাহা ভাবশাবল্য।

ব্রজনাথ। ভাব-শান্তি কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যারূঢ়-ভাবের বিলয়কে শান্তি বলে। কৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজশিশুগণ চিন্তাকুল হইলে দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণে তাঁহাদের চিন্তার শান্তি হইল—ইহাই বিষাদের শান্তি-দশা।

ব্রজনাথ। এ সম্বন্ধে যদি আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব এবং একটী মুখ্য স্থায়িভাব এবং সাতটী গৌণ স্থায়িভাব (যাহা পরে বলিব)—সমুদয়ে একচল্লিশটী ভাবই শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং ইহারা ভাবজনক চিত্তবৃত্তি।

ব্রজনাথ। ইহারা কোন্ কোন্ ভাবের জনক?

গোস্বামী। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও বিভাবগত অনুভাবগণের জনক।

ব্রজনাথ। ইহারা কি সকলেই স্বাভাবিক?

গোস্বামী। না; কতকগুলি স্বাভাবিক ও কতকগুলি আগন্তুক। যে ভক্তের যে স্থায়িভাব, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক; ব্যভিচারী-ভাবগুলি প্রায়ই আগন্তুক।

ব্রজনাথ। সকল ভক্তেরই কি ভাব সমান?

গোস্বামী। না; ভক্তগণ বিবিধ, সুতরাং তাঁহাদের মনোভাবও বিবিধ; মনানুসারে ভাবোদয়ের তারতম্য—মনের গরিষ্ঠত্ব ও লঘিষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য্য- ভেদে ভাবোদয়ের ভেদ আছে। কিন্তু অমৃত স্বভাবতঃ সর্বদাই দ্রবীভূত; কৃষ্ণভক্তের চিত্ত স্বভাবতঃ অমৃতসদৃশ। অদ্য এই পর্য্যন্ত,কল্য স্থায়িভাব ব্যাখ্যা করিব।

বিজয় ও ব্রজনাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ বিদায় লইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
রসবিচার

(স্থায়িভাব বিচার—মুখ্য ও গৌণ- ভেদে দ্বিবিধ স্থায়িভাব—স্বার্থা ও পরার্থা- ভেদে দ্বিবিধা মুখ্যা রতি—সামান্য, স্বচ্ছ, শান্তভেদে ত্রিবিধা শুদ্ধারতি—কেবলা ও সঙ্কুলাভেদে দ্বিবিধা শান্তরতি—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির লক্ষণ—গৌণ রতির বিচার—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা রতির বিচার—ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা—কৃষ্ণরতি ও বিষয়রতির পার্থক্য—অপ্রাকৃত রস অখণ্ড ও অচিন্ত্য—চিন্ময়রসে 'ভাব' শব্দের প্রকৃত অর্থ--চিন্ত্য ও অচিন্ত্য ভাব—অচিন্ত্য রসতত্ত্বের অধিকার বিচার—ভাগবত ব্যবসা অপরাধ—গুরুগোস্বামীর বিজয় কুমারকে ভাগবতব্যবসারূপ অপরাধ হইতে উদ্ধার।)

ব্রজনাথ। প্রভো, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-বর্ণনে দেখিতেছি যে, এই সমস্তই ভাব। ইহার মধ্যে স্থায়িভাব কোথায়?

গোস্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাব সমূহের মধ্যে যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করিয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসকলকে নিজের বশে আনিয়া স্বয়ং ভাবগণের রাজস্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাম স্থায়িভাব। ভক্তের হৃদয়ে আশ্রয়গত কৃষ্ণরতি সেই স্থায়িভাব। দেখ, সেই আশ্রয়কে সামগ্রীমধ্যে পরিগণনের সময় বিভাবান্তর্গত আলম্বনমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছিল। সেই ভাব অন্য সকল ভাবকে নিজপরতন্ত্র করিয়া কতকগুলিকেরসের হেতুরূপে এবং কতকগুলিকে রসের সহায়রূপে আনিয়া আপনি আস্বাদনরূপা হইয়াও আস্বাদ্যভাব ধারণ করিয়াছে। বিশেষ নিগূঢ়ভাবে আলোচনা করতঃ স্থায়িভাবকে অন্যান্য ভাব হইতে পৃথক করিয়া বিচার কর। স্থায়িভাবরূপ রতি, মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধা।

ব্রজনাথ। মুখ্যরতি কাহাকে বলি?

গোস্বামী। ভাবভক্তির ব্যাখ্যায় যে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ রতির কথা শুনিয়াছ, সেই রতি মুখ্য।

ব্রজনাথ। আমরা যখন সামান্য অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িয়াছিলাম, তখন যে রতির ভাব মনে আসিয়াছিল, তাহা এখন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্ম-বিচারে আমাদের চিত্ত হইতে দূর হইল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে আত্মগত মনোবৃত্তি আছে, তাহাতেই ভাগবতরস উদিত হয়। আলঙ্কারিকেরা যে রতির উল্লেখ করেন, তাহা কেবল বদ্ধজীবের জড়শরীর ও লিঙ্গস্বরূপগত মন ও চিত্তকে আশ্রয় করিয়া আস্বাদিত হয়। এখন আরও জানিতে পারিতেছি যে, আপনি যে রসের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাই শুদ্ধজীবের সর্বস্ব-ধন এবং বদ্ধজীবের হ্লাদিনীকৃপায় কথঞ্চিৎ অনুভূত হন। এখন সেই শুদ্ধা রতির প্রকারসকল জানিতে বাসনা করি।

ব্রজনাথের তত্ত্ববোধ দেখিয়া গুরুগোস্বামী পরমানন্দে চক্ষুর্দ্বয়ে দরদর-ধারার সহিত ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— তোমার ন্যায় শিষ্য লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। এক্ষণে আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুখ্যরতি স্বার্থা ও পরার্থা- ভেদে দ্বিবিধা।

ব্রজনাথ। স্বার্থা মুখ্যরতি কি প্রকার?

গোস্বামী। স্বার্থা রতি অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা আপনাকে পুষ্ট করেন এবং বিরুদ্ধভাবদ্বারা তাহার গ্লানির উৎপত্তি হয়।

ব্রজনাথ। পরার্থা রতি কিরূপ?

গোস্বামী। যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিতভাবে অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ করে, তাহা পরার্থা মুখ্যরতি। আর একপ্রকার মুখ্যতর বিভাগ আছে।

ব্রজনাথ। সে কিরূপ বলুন?

গোস্বামী। মুখ্যরতি শুদ্ধ, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হয়। যেরূপ প্রতিবিম্বিত সূর্য্য স্ফটিকাদি পাত্র বিশেষে পার্থক্যবিশেষ লাভ করে, তদ্রূপ স্থায়িভাবের পাত্র- ভেদে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। শুদ্ধরতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। শুদ্ধরতি সামান্য, স্বচ্ছ ও শান্ত- ভেদে তিন প্রকার। সামান্যরতি সাধারণজনের এবং কৃষ্ণের প্রতি বালিকাদিগের হইয়া থাকে। মুখ্যরতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাঁহাদের সম্মত পৃথক্ পৃথক্ সাধন হইতে স্ফটিকবৎ ধর্মবশতঃ স্বচ্ছ-নাম লাভ করে। এইরূপ রতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে কখনও 'প্রভু' বলিয়া স্তব করেন, কখনও 'মিত্র' বলিয়া পরিহাস করেন, কখনও 'তনয়' বলিয়া প্রতিপালন করেন, কখনও 'কান্ত' বলিয়া উল্লাস লাভ করেন এবং কখনও 'পরমাত্মা' বলিয়া ভাবনা করেন। শান্তি-রতি-লব্ধ পুরুষ সমগুণপ্রযুক্ত মনে যে নির্বিকল্পত্ব স্থাপন করেন, তাহাই তাঁহার শান্ত রতি। এই শুদ্ধরতি কেবলা ও সঙ্কুলা ভেদে দ্বিবিধা। ব্রজানুগ রসাল ও শ্রীদামাদি পাত্র বিশেষে রত্যন্তরগন্ধশূন্য হইয়া শুদ্ধরতি কেবলা-নামে পরিচিত; আর উদ্ধব, ভীম ও মুখরাদিতে রত্যন্তর-সম্মিলনে শুদ্ধরতি সঙ্কুলা নাম প্রাপ্ত।

ব্রজনাথ। আমি পূর্বে ভাবিয়াছিলাম যে, শুদ্ধরতি ব্রজানুগ ভক্তগণের নাই। এখন দেখিতেছি যে, শান্ত রতি ও কিয়ৎপরিমাণে ব্রজে আছে। জড়ালঙ্কারগত রতিবিচারে শান্ত ধর্মে রতিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; পরব্রহ্ম-রতিতে তাহা অবশ্য লক্ষিত হইতেছে। এখন দাস্যরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। 'কৃষ্ণ প্রভু' ও 'আমি দাস' এই বুদ্ধি হইতে যে 'আরাধ্যত্বাত্মিক' রতির উদয় হয়, তাহাই দাস্যরতি বা প্রীতি। ইহাতে যাঁহাদের আসক্তি, তাঁহাদের অন্য বস্তুতে প্রীতি থাকে না।

ব্রজনাথ। সখ্য-রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। যাঁহারা কৃষ্ণকে নিজতুল্য বোধ করিয়া তাঁহাতে দৃঢ়বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের রতি সখ্য-রতি। এই সখ্যরতিতে পরিহাস-প্রহাসাদি থাকে।

ব্রজনাথ। বাৎসল্যরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণের গুরুজনের শ্রীকৃষ্ণে যে অনুগ্রহময়ী রতি আছে, তাহার নাম বাৎসল্য। ইহাতে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়া, আশীর্বাদ ও চিবুক স্পর্শ প্রভৃতি থাকে।

ব্রজনাথ। কৃপা করিয়া মধুর রতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ব্রজমৃগাক্ষী এবং কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগকারণরূপ যে রতি, তাহাকে প্রিয়তা বা মধুর রতি বলা যায়। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাণী ও হাস্যাদি কার্য্য আছে। এই রতি শান্ত হইতে মধুর পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষরূপ উল্লাসময়ী হইয়া ভক্ত ভেদে নিত্য বিরাজমান। সংক্ষেপে পাঁচপ্রকার মুখ্যরতির লক্ষণ বলিলাম।

ব্রজনাথ। অপ্রাকৃত-রসসম্বন্ধিনী গৌণীরতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। আলম্বনগত উৎকর্ষজ ভাববিশেষকে যে সঙ্কোচময়ী রতি গ্রহণ করেন, তিনি গৌণরতি—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা (নিন্দা)—এই সাতটী গৌণভাব। প্রথম ছয়টীতে কৃষ্ণভাবের সর্বদা সম্ভাবনা। শুদ্ধরতির উদয় হইলে ভক্তদিগের জড়দেহে এবং জড় দেহানুগ-কার্য্যে যে জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দার উদয় হয়, তাহাই রসবিচারে সপ্তম রতি। হাস্যাদি হইতে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপ রতির স্বাভাবিক পার্থক্য থাকিলেও সেই সেই ভাবে পরার্থা-মুখ্যরতির যোগবশতঃ হাস্যাদিতে রতি-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হাস্যাদি গৌণরতি কোন কোন ভক্তে স্থায়িত্ব লাভ করে, সর্বত্র নয়; সুতরাং ইহারা অনিয়তধারা এবং সাময়িক—এই নামে ব্যক্ত। কোন কোন স্থলে বলিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধ সহজরতিকে তিরস্কার পূর্বক নিজে প্রভুত্ব অধিকার করিয়া লয়।

ব্রজনাথ। জড়ীয় অলঙ্কারে শৃঙ্গার, হাস্য, করুন——ইত্যাদিক্রমে আটটী ভাব গণিত হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি যে, সেরূপ বিভাগ কেবল তুচ্ছ নায়ক-নায়িকার রসেই শোভা পায়। চিন্ময় ব্রজরসে তাহার স্থিতি নাই——এ রসে শুদ্ধ আত্মার ক্রিয়া, প্রাকৃত মনের ক্রিয়া নাই। সুতরাং মহাজনগণ যে রতিকে স্থায়িভাব রাখিয়া তাহার মুখ্যভাবকে পঞ্চবিধ মুখ্যরস ও গৌণভাবকে সপ্তবিধ গৌণরসরূপে বিভাগ করিয়াছেন, ইহা সমীচীন। এখন কৃপা করিয়া হাস্যরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিক্রমে চিত্তের বিকাশকারী হাস্যরতির উদয় হয়, তাহাতে নেত্রবিকাশ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে। ইহাও স্বয়ং সঙ্কোচভাবে রতি—কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টা হইতে উত্থিত হয়।

ব্রজনাথ। বিস্ময়রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অলৌকিক বিষয় দেখিয়া চিত্তের যে বিস্তৃতি হয়, তাহাই বিস্ময়—— নেত্রবিস্ফারণ, সাধুবাদ ও পুলকাদি ইহার অনুভাব।

ব্রজনাথ। উৎসাহরতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। সাধুজনপ্রশংসিত বৃহৎকার্য্যে দৃঢ়মনের যে ত্বরিত আসক্তি, তাহাই উৎসাহ—ইহাতে শৈঘ্র্য, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যমাদি লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। ক্রোধরতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। প্রতিকূলভাবদ্বারা চিত্তের জ্বলনকে ক্রোধ বলে—ইহাতে কঠোরতা, ভ্রুকুটী ও নেত্রের রক্তিমাদি বিকার অনুভূত হয়।

ব্রজনাথ। ভয়-রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। ঘোর-দর্শনদ্বারা চিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয়; ইহাতে আত্মগোপন, হৃদয়শুষ্কতা ও পলায়নাদি হয়।

ব্রজনাথ। জুগুপ্সা-রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নিন্দিতবিষয় হইতে যে সঙ্কোচ হয়, তাহা জুগুপ্সা— নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা এবং কুৎসন, ইহার লক্ষণ; এ সমস্তই কৃষ্ণানুকূল হইলে রতি হয়, নতুবা সামান্য নরচিত্তবিকার মাত্র।

ব্রজনাথ। ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা কত?

গোস্বামী। স্থায়ী আট, সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্ত্বিক আট মিলিত হইয়া ঊনপঞ্চাশৎ হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ত্রিগুণোৎপন্ন সুখদুঃখময়; কৃষ্ণস্ফুরণময় হইলে অপ্রাকৃত এবং ত্রিগুণাতীত প্রৌঢ়ানন্দময় হয়, এমন কি, বিষাদও পরম সুখময় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদি আলম্বনরূপে রতির কারণ। স্তম্ভাদি রতির কার্য্য, নির্বেদাদি রতির সহায়। রসোদ্বোধন সময়ে ইহারা কারণ, কার্য্য ও সহায়-শব্দবাচ্য না হইয়া বিভাবাদিপদদ্বারা উক্ত হয়। রতির সেই সেই আস্বাদবিশেষের যোগ্যতা বিভাব করে বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'বিভাব' বলেন। সেই বিভাবিত রতিকে বিস্তৃত করিয়া অনুভাব করায় বলিয়া নৃত্যাদিকে 'অনুভাব' বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক ভাবসকলও তদ্রূপ সত্ত্ববোধক কার্য্য করায় বলিয়া তাহাদের সেই নাম হইয়াছে। সেই বিভাবিত ও অনুভাবিত রতিকে যে নির্বেদাদি ভাব সঞ্চার করাইয়া বিচিত্র করে, তাহাদিগকে 'সঞ্চারী' ভাব বলে। ভগবৎ-কাব্যনাট্যশাস্ত্রনুরাগিগণ বিভাবাদিতে সেবাই একমাত্র কারণ বলিয়া জানেন। বস্তুতঃ এই রত্যাখ্য ভাব অচিন্ত্যস্বরূপবিশিষ্ট মহাভক্তিবিলাসরূপ। ভারতাদি শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে সকল ভাব চিন্তাতীত তাহাদিগকে তর্কে যোজন করিবে না, প্রকৃতির অতীত তত্ত্বই অচিন্ত্যলক্ষণতত্ত্ব। অচিন্ত্যরসতত্ত্বে মনোহরা রতিই কৃষ্ণরূপাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া ঐ সমস্ত বিভাবাদির সহিত আপনাকে পুষ্ট করেন। মাধুর্য্যাদির আশ্রয়স্বরূপ কৃষ্ণরূপাদিকে রতি প্রকাশ করে এবং পক্ষান্তরে কৃষ্ণরূপাদি অনুভূত হইয়া রতিকে বিস্তার করে। অতএব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসকল রতির সহায় এবং রতিও তাহাদের সহায়।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণরতি ও বিষয়রতিতে কি কোন বিষয় ভেদ আছে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গোস্বামী। বিষয়রতি লৌকিকী। কৃষ্ণরতি অলৌকিকী—সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার হইতে উদ্ভূত। লৌকিকী রতি সংযোগে সুখময়ী এবং বিয়োগে নিতান্ত অসুখময়ী। কৃষ্ণরতি হরিপ্রিয় ব্যক্তিতে যোগ হইলে রসবিশেষ উদয় করে এবং সম্ভোগ-সুখ উদয় করায়। বিয়োগ অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে অদ্ভুত আনন্দ-বিবর্ত ধারণ করে। মহাপ্রভুর প্রশ্নক্রমে রামানন্দ রায় স্ব-কৃত "পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল" (১) এই পদ্যে বিয়োগের অদ্ভুতানন্দ-'বিবর্ত' ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্তিভাবের আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পরম সুখবিশেষ।

ব্রজনাথ। তার্কিকগণ রসকে প্রকাশ্য খণ্ডবস্তু বলেন, তাহার উত্তর কি?

গোস্বামী। জড়রস বস্তুতঃ প্রকাশ্য খণ্ডবস্তু; কেননা, সামগ্রী পরিপোষণে স্থায়িভাব তাহাতে রসরূপে ব্যক্ত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস সেরূপ নয়। সিদ্ধাবস্থায় তাহা নিত্য, অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। সাধনাবস্থায় সেই রস প্রকাশিতরূপে প্রাকৃতজগতে অনুভূত হয়। লৌকিকী রস বিয়োগে আর থাকে না। অলৌকিকী রস সংসারবিয়োগে অধিক শোভা পায়। হ্লাদিনী-মহাশক্তির বিলাসরূপ এই রস পরমানন্দতাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে; অর্থাৎ যাহাকে 'পরমানন্দ' বলি; তাহাই এই রস—ইহা তর্কাতীত, যেহেতু অচিন্ত্য।

ব্রজনাথ। অপ্রাকৃত-তত্ত্বে রস কতপ্রকার?

গোস্বামী। রতি মুখ্যরূপে এক ও গৌণরূপে সাত; সুতরাং রতি আট প্রকার। তদ্রূপ মুখ্যরস পঞ্চবিধ হইয়া এক এবং গৌণরস সপ্তবিধ সুতরাং রসও আট প্রকার।

ব্রজনাথ। অষ্টপ্রকার নামোল্লেখ করুন। যত শুনিতেছি, ততই শুনিতে স্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে।

গোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ, দঃ ৫লঃ -৬৪)

"মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ।।
হাস্যাদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।।" (২)

ব্রজনাথ। চিন্ময়রসে ভাব-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

(১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য)

(২। মুখ্যভক্তিরস পাঁচপ্রকার যথা—শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও মধুর। এই পাঁচটী রসের পূর্ব পূর্ব রসকে ক্রমশঃ কনিষ্ঠ জানিতে হইবে। গৌণভক্তিরস সাতপ্রকার; যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।)

গোস্বামী। চিদ্বিষয়ে অনন্যবুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ ভাবনা-বিষয়ে গাঢ় চিৎসংস্কারদ্বারা স্বীয় চিত্তে যে ভাবকে উদয় করান, তাহাই এই রসতত্ত্বের ভাব-শব্দবাচ্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাব দুইপ্রকার—চিন্ত্যভাব ও অচিন্ত্যভাব। চিন্ত্যভাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেননা বদ্ধজীবের বদ্ধ মনে যে সমস্ত ভাব উদয় হয়, সকলই জড়ধর্ম-প্রসূত। ঈশ্বর বিষয়েও জড়ভাব-সকল চিন্ত্যভাব। ঈশ্বর-সম্বন্ধে বস্তুতঃ চিন্ত্যভাব হয় না, কেননা, ঈশ্বরতত্ত্ব জড়াতীত। চিন্ত্যভাব হয় না বলিয়াই ঈশ্বরতত্ত্বে কোন ভাব নাই— এরূপ স্থির করা ভাল নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্তভাবই আছে। তাহা অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে আনিয়া অনন্য বুদ্ধির সহিত আলোচনা করিতে করিতে সেই অচিন্ত্য ভাবগণের মধ্যে একটীকে স্থায়ি ভাব জানিয়া অন্যান্য অচিন্ত্যভাবগণকে সামগ্রীরূপে স্থায়িভাবকে স্বাদ্যত্বে বরণ কর। তবেই তোমার নিত্যসিদ্ধ অখণ্ডরস উদয় হইবে।

ব্রজনাথ। প্রভো, এ বিষয়ে গাঢ় সংস্কার কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। বাবা, বিষয়ে লিপ্ত হইয়া বহুজন্মকর্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাক্তনী ও আধুনিকা দুই প্রকার সংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিত হইয়াছে। তোমার বিশুদ্ধ আত্মায় যে শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ছিল, তাহা বিকৃত হইয়াছে। আবার সুকৃতি-বলে সাধুসঙ্গে ভজন-প্রক্রিয়াদ্বারা যে সংস্কার হইতেছে, তদ্দ্বারা তোমার বিকৃত সংস্কার দূর হইলে প্রকৃত সংস্কার উদয় হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয়, ততই অচিন্ত্যতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়। তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বলা যায়।

ব্রজনাথ। এখন জানিতে ইচ্ছা করি, এই রসতত্ত্বে কাহার অধিকার ?

গোস্বামী। যিনি পূর্বোক্ত ক্রমে গাঢ় সংস্কারদ্বারা অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে আনিতে পারেন, কেবল তাঁহারই এই রসতত্ত্বে অধিকার। অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। শ্রীরূপ বলিয়াছেন-

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫ লঃ ৭৯) (১)

ব্রজনাথ। এই রসের অনধিকারী কে ? অনধিকারীকে হরিনাম দান করা যেরূপ অপরাধ, এই রস-বিষয় তাহার নিকট ব্যাখ্যা করাও তদ্রূপ অপরাধ। প্রভো! কৃপা করিয়া এই অকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় সতর্ক করুন।

গোস্বামী। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন যে বৈরাগ্য, তাহাকে ফল্গু- বৈরাগ্য বলা যায়। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন যে জ্ঞান, তাহাকে শুষ্ক জ্ঞান বলা যায়। সেই বৈরাগ্য-নির্দগ্ধচিত্ত ও শুষ্ক জ্ঞানী এবং তর্কমাত্রনিষ্ঠ হৈতুক পুরুষ এবং কর্মমীমাংসা ও শুষ্কজ্ঞানপর্বীয়

(১। ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত হয়।)

উত্তরমীমাংসাপ্রিয় পুরুষ এবং বিশেষতঃ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্মুখ পুরুষ এবং কেবলাদ্বৈতবাদিরূপ জড়মীমাংসক ব্যক্তিগণ হইতে ভক্তি-রসিকগণ, চৌরগণ হইতে যেরূপ মহানিধি রক্ষা করেন, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিরসকে গোপন রাখিবেন।

ব্রজনাথ। আমরা ধন্য হইলাম। আপনার শ্রীমুখ-আজ্ঞা সর্বত্র পালন করিব।

বিজয়কুমার। প্রভো! আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করি। শ্রীমদ্ভাগবত রসগ্রন্থ। সাধারণে পাঠ করিয়া অর্থোপার্জন করিলে কি অপরাধ হয়?

গোস্বামী। আহা, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্বশাস্ত্রশিরোমণি, নিগমশাস্ত্রের ফলস্বরূপ। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় শ্লোকে যাহা কথিত আছে তাহাই করিবে। "মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" (ভাঃ ১।১।৩) (১)

এই বাক্যে কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমদ্ভাগবত-রস পানের অধিকারী ন'ন। বাবা, এ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রসপিপাসু। রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈঃ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭) (২) এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর-নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিকশ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।

বিজয়। প্রভো, অদ্য আমাকে একটী মহাপরাধ হইতে রক্ষা করিলেন। আমি যে পূর্বে অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি হইবে?

গোস্বামী। সে অপরাধ আর থাকিবে না। তুমি সরল হৃদয়ে রসের শরণাপন্ন হইলে, রস তোমাকে অবশ্য ক্ষমা করিবেন। তুমি সে বিষয়ে আর চিন্তা করিও না।

বিজয়। প্রভো, আমি বরং নীচবৃত্তিদ্বারা শরীর পোষণ করিব, তথাপি অনধিকারীর নিকট রসকীর্তন করিব না এবং তাহার নিকট অর্থ লইয়া রসকীর্তন করিব না।

গোস্বামী। বাবা, তোমরা ধন্য! কৃষ্ণ তোমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, নতুবা কি এত দৃঢ়তা ভক্তিবিষয়ে হয়? তোমরা শ্রীনবদ্বীপধামবাসী। গৌর তোমাদিগকে সর্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন।

(১। হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ, শ্রীমদ্ভাগবতনামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।)

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়

রস বিচার

(ব্রজনাথ ও বিজয়ের শ্রীক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য -বাস-সঙ্কল্প—'শান্তরস বিচার—শান্তরসের উদ্দীপন—শান্তরসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব—সমা ও সান্দ্রা ভেদে দ্বিবিধা শান্তরতি-—জড়ালঙ্কারে শান্তরসবিচারাভাব—দাস্যরসবিচার--সম্ভ্রম ও গৌরবপ্রীতিভেদে দ্বিবিধ দাস্যরস—দাস্যরসের বিষয় কৃষ্ণের স্বরূপ—চতুর্ব্বিধদাস—(১) অধিকৃতদাস—(২) আশ্রিতদাস--(৩) পারিষদ—(৪) অনুগ-দাস্যরসের উদ্দীপন—দাস্যরসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব--দাস্যরসের স্থায়িভাব--গৌরবপ্রীতিরস-ব্যাখ্যা- গৌরবপ্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, গৌরবপ্রীতির আশ্রয়-- গৌরবপ্রীতির উদ্দীপন—গৌরবপ্রীতির অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব---গৌরবপ্রীতির স্থায়িভাব—প্রেয় বা সখ্যরস বিচার—সখ্যরসের আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব—সখ্যরসের স্থায়িভাব—বিশ্রম্ভ ও প্রণয় লক্ষণ।)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার স্থির করিলেন,— আমরা শ্রীপুরুষোত্তমে চাতুর্ম্মাস্য কাটাইব। শ্রীগুরুগোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে সর্বপ্রকার রসের বিচার শ্রবণ করিয়া রসোপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিব। ব্রজনাথের পিতামহী ক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্যবাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথের প্রস্তাবে স্বীকার হইলেন। সকলেই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন। নরেন্দ্র স্নান ও তীর্থের যেখানে যাহা আছে তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের যে সময়ে যে সেবা ও বেশাদি হয়, তাহা বিশেষ ভক্তি সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুগোস্বামীকে তাহাদের মনের ভাব জনাইলে গোস্বামী মহারাজ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন,— হে ব্রজনাথ, হে বিজয়, তোমাদের প্রতি আমার একপ্রকার বাৎসল্য এরূপ গাঢ় হইতেছে যে, তোমাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা যতদিন এখানে থাক, আমি সুখী হইব। সদ্‌গুরু সহজে মিলিলেও সৎশিষ্য সহজে পাওয়া যায় না।

ব্রজনাথ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন রসের বিভাবাদি দেখাইয়া রসব্যাখ্যা করুন, শুনিয়া ধন্য হই।

গোস্বামী। উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মুখে যাহা বলাইবেন, তাহা শ্রবণ কর। আদৌ শান্তিরস। এই রসে শান্তরতিই স্থায়িভাব। নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশ স্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি। এই মূর্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্ত পুরুষগণ শান্ত রতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই

শান্ত পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসীবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্তি মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্‌ঘন-মূর্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্বিঘ্নতা হইতে যুক্ত-বৈরাগ্যদ্বারা বিষয় বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি বাঞ্ছা দূর হয় নাই, এইরূপ তাপস সকল শান্ত রসে প্রবেশ লাভ করেন। প্রধান প্রধান উপনিষৎশ্রবণ, বিজনস্থান সেবন, অন্তর্বৃত্তি বিশেষের স্ফূর্তি, তত্ত্ববিবেচন, বিদ্যাশক্তি-প্রধানত্ব, বিশ্বরূপ-দর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের সংসর্গ, সমবিদ্য ব্যক্তিদের সহিত উপনিষদ্বিচার, এই সকল এইরসের উদ্দীপন। আবার ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীর সৌরভ, শঙ্খের ধ্বনি, পুণ্য পর্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয় বাসনা, কালই সকল নাশ করে——এইরূপ বুদ্ধি, এ সকল উদ্দীপন। শান্ত রসের বিভাব এই প্রকার।

ব্রজনাথ। এ রসের অনুভাব কিরূপ?

গোস্বামী। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, চতুর্হস্ত প্রমাণ দর্শনকার্য্য ও গতি, জ্ঞান-মুদ্রা প্রদর্শন (তর্জনি ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ), ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিত, ভগবৎপ্রিয় ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসার ধ্বংস ও জীবন্মুক্তির প্রতি আদর, নৈরপেক্ষ্য, নির্মমতা, নিরহঙ্কার ও মৌন ইত্যাদি শীতা রতির অসাধারণ ক্রিয়া, এই সকল শান্ত রসের অনুভাব। জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ, হরির প্রতি নমস্কার ও স্তবাদি ক্রিয়া অনুভাব।

ব্রজনাথ। শান্ত রসের সাত্ত্বিক বিকার কিরূপ?

গোস্বামী। প্রলয় অর্থাৎ ভূপতন ব্যতীত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক বিকার এ রসে অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। দীপ্ত লক্ষণ সাত্ত্বিক বিকার ইহাতে হয় না।

ব্রজনাথ। এ রসের সঞ্চারিভাব কি কি?

গোস্বামী। নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, উৎসুকতা, আবেগ ও বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারিভাব সকল শান্ত রসে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজনাথ। শান্তিরতি কত প্রকার?

গোস্বামী। স্থায়িভাবরূপ শান্তিরতি সমা ও সান্দ্রা- ভেদে দুই প্রকার। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ভগবৎস্ফূর্তিজনিত শরীর-কর্ম-লক্ষণ সমা শান্তিরতি উপলব্ধ হয়। সর্ব অবিদ্যা ধ্বংসহেতু নির্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ সান্দ্রানন্দ সান্দ্রা শান্তিরতিতে লক্ষিত হয়। উক্ত দুইপ্রকার রতি- ভেদে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকাররূপ দুইপ্রকার শান্ত রস আছে। শুকদেব ও বিল্বমঙ্গল জ্ঞানসংস্কার পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিরসানন্দে নিপুণ হইয়াছিলেন। বিদ্বদ্বর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যেরও তদ্রূপ অবস্থা।

ব্রজনাথ। জড়ালঙ্কারে শান্ত রসের স্বীকার নাই কেন?

গোস্বামী। জড়ব্যাপারে শান্তি আসিলেই বিচিত্রতা দূর হইল। চিদ্ব্যাপারে শান্তিরসের আবির্ভাবের উত্তরোত্তর অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিকে

শম বলা যায়। দেখ শান্তিরতি ব্যতীত তন্নিষ্ঠতাবুদ্ধি কিরূপে ঘটে ? অতএব চিত্তত্ত্বে শান্ত রস অবশ্যই স্বীকৃত হইবে।

ব্রজনাথ। শান্ত ভক্তিরস উত্তমরূপে বুঝিলাম। এখন কৃপা করিয়া দাস্যরসের বিভাবাদি ক্রমে ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। দাস্যরসকে পণ্ডিতগণ প্রীতভক্তিরস বলেন। অনুগ্রাহ্য পাত্র দাস্য ও লাল্যত্ব-ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং প্রীতরসও সম্ভ্রম প্রীত ও গৌরব প্রীত- ভেদে দুইপ্রকার।

ব্রজনাথ। সম্ভ্রম প্রীত কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রম বিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়; তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন।

ব্রজনাথ। এ রসে কৃষ্ণের স্বরূপ কি ?

গোস্বামী। গোকুলের সম্ভ্রম প্রীত রসে কৃষ্ণ দ্বিভুজ। অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ এবং কোথাও চতুর্ভুজ। গোকুলে দ্বিভুজ মুরলীধর ময়ূর-পুচ্ছাদিদ্বারা গোপবেশ। অন্যত্র দ্বিভুজ হইয়াও মণিমণ্ডিত ঐশ্বর্য্য বেশ। শ্রীরূপ বলিয়াছেন। (ভঃ রঃ সিঃ পঃ ২ লঃ ৩)

"ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।।
অবতারাবলীবীজং সদাত্মারামহৃদ্‌গুণঃ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।।
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ।
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্বশুভঙ্করঃ।।
প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ।
বদান্যস্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ঃ।।
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভির্গুণৈঃ।
যুতশ্চতুর্ব্বিধেষ্বেষ দাসেষ্বালম্বনো হরিঃ।।" (১)

ব্রজনাথ। চতুর্বিধ দাস কি কি রূপ ?

(১। যাঁহার এক একটী রোমবিবরে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, যিনি করুণার সাগরস্বরূপ, যাঁহার মহাশক্তিসমূহ জীববুদ্ধিতে সামঞ্জস্য করা যায় না, যিনি সর্বপ্রকার সিদ্ধিদ্বারা অনুসৃত গুণাবতার-লীলাবতার-শক্ত্যাবেশাবতার প্রভৃতি অবতারগণের আদি কারণ, যিনি (শুকদেবাদির ন্যায়) আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, সর্বজীব ও দেবগণের পরমপূজ্য, সর্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, শরণাগত জনের রক্ষাকর্তা, উদারবিগ্রহ, সত্যবাক্, দক্ষ, সর্বশুভকারী, প্রতাপবান্, ধার্মিক, যিনি শাস্ত্রের চক্ষুস্বরূপ, ভক্তবন্ধু, বদান্য, তেজোযুক্ত, কৃতজ্ঞ, কীর্তিসমুহের সম্যক্ আশ্রয়স্বরূপ, বরীয়ান্, বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদি গুণবান্ শ্রীহরি ঐ সকল বহুগুণযুক্ত হইয়া চতুর্বিধ দাসভক্তের আলম্বন-স্বরূপ।)

গোস্বামী। প্রশ্রিত (সর্বদা নত দৃষ্টিভাবে অবস্থিত), আজ্ঞানুবর্তী, বিশ্বস্ত এবং প্রভুজ্ঞানে নম্রবুদ্ধি— এই চারি প্রকার দাসগণ দাস্যরতির আশ্রয়রূপ আলম্বন। তাঁহাদের তাত্ত্বিক নাম,—(১) অধিকৃত, (২) আশ্রিত, (৩) পারিষদ ও (৪) অনুগত।

ব্রজনাথ। অধিকৃত দাস কাহারা ?

গোস্বামী। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবদেবীগণ অধিকৃত দাস-দাসী, জগদ্ব্যাপারে অধিকার লাভ করিয়া ভগবান্‌কে সেবা করেন।

ব্রজনাথ। আশ্রিত দাস কাহারা ?

গোস্বামী। শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিতদাস। কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপাদি শরণাগত দাস মধ্যে পরিগণিত। শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ মুমুক্ষা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করায় তাঁহারা জ্ঞানিচয় দাস মধ্যে পরিগণিত। যাঁহারা প্রথমাবধি ভজন বিষয়ে আসক্ত সেই চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষাকু ও পুণ্ডরীকাদি সেবানিষ্ঠ শরণাগত।

ব্রজনাথ। প্রভো, পারিষদ, কাহারা ?

গোস্বামী। উদ্ধব, দারুক্, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ দাস। ইঁহারা মন্ত্রণাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অবসরক্রমে পরিচর্য্যা করেন। কৌরবদিগের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ,বিদুরাদিও পারিষদ। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রেমবিপ্লব উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ।

ব্রজনাথ। অনুগ ভক্ত কাঁহারা ?

গোস্বামী। সর্বদা পরিচর্য্যাকার্য্যে আসক্তচিত্ত দাসগণ পুরস্থিত ও ব্রজস্থিত- ভেদে অনুগ ভক্ত দুইপ্রকার। সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, সুতম্ব প্রভৃতি দ্বারকাপুরস্থ অনুগভক্ত। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ , মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ— এই সকল ব্রজস্থ অনুগদাস। ব্রজানুগদাসের মধ্যে রক্তক সর্বপ্রধান। ধূর্য্য, ধীর, বীর-ভেদে পারিষদাদি ত্রিবিধ। আশ্রিতাদি ত্রিবিধ দাসগণ নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ ও সাধক- ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। দাস্যরসের উদ্দীপন কি কি ?

গোস্বামী। মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন, গুণশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নবীন মেঘ এবং অঙ্গ-সৌরভ এই সকল।

ব্রজনাথ। এই রসের অনুভাব কি কি ?

গোস্বামী। সর্বতোভাবে নির্দিষ্ট স্বকার্য্যকরণ, আজ্ঞা প্রতিপালন, ঈর্ষাভাব, কৃষ্ণের প্রণতজনের সহিত মৈত্রী, কৃষ্ণনিষ্ঠতাদি এই রসের অসাধারণ অনুভাব। নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর সকল, কৃষ্ণসুহৃদ্বর্গের প্রতি আদর এবং অন্যত্র বিরাগাদি অনুভাব।

ব্রজনাথ। প্রীতরসাদি তিনটী রসে সাত্ত্বিক বিকার কিরূপ ?

গোস্বামী। এই রসে স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এই রসে ব্যভিচারী ভাব কি কি?

গোস্বামী। হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, হ্রী, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি— এই সকল এ রসের ব্যভিচারী ভাব। মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অসূয়া ও নিদ্রা— ইহাদের বিশেষ উদয় হয় না। মিলনে হর্ষ, গর্ব ও ধৈর্য্য এবং অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি ও মৃতি ঘটিয়া থাকে। আর নির্বেদাদি অষ্টাদশ ভাব মিলন ও অমিলনে সর্বদাই দেখা যায়।

ব্রজনাথ। এই প্রীত রসে স্থায়িভাব জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সম্ভ্রম, প্রভুতাজ্ঞান হইতে চিত্তে কম্প ও আদরের সহিত যে প্রীতি একতা লাভ করে, সেই প্রীতিই এই রসের স্থায়িভাব। শান্তরসে রতিমাত্রই স্থায়িভাব, এই রসে রতি মমতাযুক্তভাবে প্রীতি হইয়া স্থায়িভাব হয়। এই সম্ভ্রমপ্রীতি উত্তররোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগাবস্থা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এই সম্ভ্রমপ্রীতি হ্রাসশঙ্কাশূন্য হইয়া বদ্ধমূল হইলে, ইহাই প্রেম হয়। প্রেম যখন গাঢ় চিত্তদ্রবতা উৎপন্ন করে, তখন তাহা স্নেহ নামে পরিচিত। স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। স্নেহে যখন দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে হয়, তখন তাহা রাগ হয়। তখন কৃষ্ণের জন্য প্রাণ-নাশ-বাঞ্ছা উদয় হয়। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসদিগের প্রেম পর্য্যন্ত হয়। পারিষদসকলে স্নেহ পর্য্যন্ত হয়। পরীক্ষিৎ, দারুক, উদ্ধব এবং ব্রজানুগদাসদিগের রাগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। রাগ উদিত হইলে সখ্যভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্ডিতগণ এই রসে কৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ এবং বিচ্ছেদকে অযোগ বলেন। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ- ভেদে অযোগ দুই প্রকার। যোগ তিন প্রকার, — -সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়ার নাম সিদ্ধি। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে পাওয়ার নাম তুষ্টি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করার নাম স্থিতি।

ব্রজনাথ। সম্ভমপ্রীতি বুঝিলাম। গৌরব-প্রীতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাঁহাদের লাল্যাভিমান, তাঁহাদের প্রীতি গৌরবময়ী। সেই প্রীতি বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতি হয়। হরি এবং হরির লাল্যদাস সকল ইহার আলম্বন। গৌরব প্রীতিকে মহাগুরু, মহাকীর্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও লালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। লাল্যগণ কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান-ভেদে দুই প্রকার। সারণ, গদ ও সুভদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠত্ব অভিমানী। প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব প্রভৃতি পুত্রত্বাভিমানী। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্যাদি ইহাতে উদ্দীপন। লাল্যগণ নীচাসনে উপবেশন, গুরুপথের অনুগমন এবং স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগ, এই সকল অনুভাব। সঞ্চারি ও ব্যভিচারী পূর্ববৎ জানিবে।

ব্রজনাথ। গৌরব শব্দের তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। দেহ সম্বন্ধাভিমানে কৃষ্ণ আমার পিতা বা গুরু এইরূপ বুদ্ধিকে গৌরব বলে। লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি তাহাই গৌরব প্রীতি। ইহাই এই রসের স্থায়িভাব।

ব্রজনাথ। প্রভো, প্রীতরস জানিতে পারিলাম। এখন প্রেয় ভক্তরস বা সখ্যরস বলুন।

গোস্বামী। এই রসে কৃষ্ণ-কৃষ্ণবয়স্যগণই আলম্বন। দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই ইহার বিষয়। কৃষ্ণের বয়স্যগণই আশ্রয়।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণবয়স্যদিগের লক্ষণ ও প্রকার জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। রূপ, গুণ ও বেশে দাসদিগের সহিত সমান; কিন্তু দাসদিগের ন্যায় সম্ভ্রমযন্ত্রণাশূন্য বিশ্রম্ভযুক্ত তাঁহারাই কৃষ্ণবয়স্য। ইঁহারা পুরসম্বন্ধ ও ব্রজসম্বন্ধ-ভেদে দুইপ্রকার। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম বিপ্র ইঁহারা পুরসম্বন্ধি সখা। তন্মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজসখাগণ সর্বদা সহচরদর্শন-লালস এবং কৃষ্ণৈকজীবন। সুতরাং তাঁহারাই প্রধান সখা। ব্রজে সুহৃদ্, সখা, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্ম বয়স্য— এইরূপ চতুর্বিধ সখা। সুহৃদ্‌গণের বাৎসল্য গন্ধবিশিষ্ট সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা তাঁহারা কিঞ্চিৎ বয়োঽধিক, অস্ত্রধারণপূর্বক সর্বদা দুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ। তন্মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র সর্বপ্রধান। কনিষ্ঠতুল্য দাস্যগন্ধি সখ্যরসশালী বয়স্যগণকে সখা বলে। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ , করন্ধম ইত্যাদি সখাসকল কৃষ্ণানুরাগী। তন্মধ্যে দেবপ্রস্থ সর্বপ্রধান। তুল্য বয়স এবং কেবল সখ্যভাবাশ্রিত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি কৃষ্ণের প্রিয়সখা। সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা হইতে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহস্য কার্য্য-নিপুণ সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বলাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা। উজ্জ্বল সর্বদা নর্মোক্তি-লালস। সখাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যপ্রিয়, কেহ কেহ সুরচর ও কেহ কেহ সাধক। বহুবিধ সখ্যসেবায় ইঁহারা নানা কার্য্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন।

ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপণ কি কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণবয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম ও লীলাচেষ্টায় সখ্যরসের উদ্দীপন। গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর।

ব্রজনাথ। সাধারণ সখাদিগের অনুভাব জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, স্কন্ধারোহণ, যষ্টিক্রীড়া, কৃষ্ণতোষণ, পর্য্যঙ্ক, আসন ও দোলা, শয়ন, উপবেশন ও পরিহাস, জলবিহার, বানরাদির সহিত খেলা, নৃত্যগানাদি এই সকল সাধারণ সখাদিগের অনুভাব। সদুপদেশ ও সকল কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সুহৃদ্‌গণের বিশেষ কার্য্য। তাম্বুল অর্পণ, তিলকনির্মাণ ও চন্দনলেপনাদি সখাদিগের বিশেষ কার্য্য। যুদ্ধে পরাজয় করা, কাড়াকাড়ি, কৃষ্ণকর্তৃক অলঙ্কৃত হওয়া প্রিয়সখাদিগের বিশেষ কার্য্য। মধুর লীলার সহায়তা করা প্রিয়নর্মসখাদিগের বিশেষ কার্য্য। ইঁহারা দাসদিগের ন্যায়

বন্যপুষ্পদ্বারা কৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করেন। বীজনাদিও করেন।

ব্রজনাথ। এই রসের সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাবের বিচার কি?

গোস্বামী। দাস্যের ন্যায়, কিছু অধিক।

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়িভাব কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন যথা,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ ৩ লঃ ৪৫)

"বিমুক্তসংভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্।।" (১)

ব্রজনাথ। বিশ্রম্ভ কি?

গোস্বামী। 'বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাস বিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ'।

(ভঃ রঃ সিঃ পঃ ৩ লঃ ৪৫) (২)

ব্রজনাথ। ইহার বৃদ্ধি-ক্রম কি?

গোস্বামী। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, রাগকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া প্রণয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ব্রজনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি?

গোস্বামী। সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা স্পষ্ট থাকিলেও, সম্ভ্রমগন্ধশূন্যরতিই প্রণয়। এই সখ্যরস অতি অপূর্ব। প্রীত ও বৎসলরসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-ভক্তের পরস্পর ভাব ভিন্ন জাতীয়। সকল রসের মধ্যে প্রেয়রস অর্থাৎ সখ্যরসই প্রিয়। কেননা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পরস্পর এক জাতীয় মাধুর্য্যভাব ইহাতেই লক্ষিত হয়।

(১) প্রায়সমান পরস্পর দুইজনের যে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভাত্মক রতি তাহাকে সখ্য কহে—উহাই 'স্থায়ী' শব্দ বাচ্য।

(২) পরস্পর সর্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদপ্রতীতিরূপ গাঢ় বিশ্বাস বিশেষের নাম বিশ্রম্ভ।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

রসবিচার

(বৎসল রসবিচার—বৎসল রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—বৎসল রসের আশ্রয়--বৎসল রসের উদ্দীপন—বৎসল রসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব—বৎসল রসের স্থায়িভাব—বলদেবের প্রীতি ও বাৎসল্যরস, মিশ্রভাব—যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত ভাব—উগ্রসেনের সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্য—নকুল-সহদেব নারদাদির দাস্যরসযুক্ত সখ্য—রুদ্র গরুড় ও উদ্ধবাদির দাস্য সখ্যরসমিশ্রিত—মধুর রস ব্যাখ্যা—মধুর রসের নামান্তর মুখ্যভক্তিরস—মধুর রস সুগোপ্য—প্রিয়নর্ম সখাগণের কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্গার রসে অধিকার—মধুর রসের আলম্বন ও স্থায়িভাব—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—পূর্ব্বরাগ মান প্রবাস—সম্ভোগ— গৌণ ভক্তিরসমূহের স্থিতি—মুখ্যরসের সহিত গৌণ রসের সম্বন্ধ বিচার—রসসমূহের পরস্পর শত্রুতা ও মিত্রতা বিচার—মিত্র রস-সংযোগের ফল—মিত্র রসের অঙ্গ-অঙ্গী ভেদ নিরূপণ— গৌণ রস অঙ্গী হইবার যোগ্য--রসাভাস—রসবিরোধ—অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধভাবের সম্মিলন—উপরস, অনুরস ও অপরস—সাধুসঙ্গে বিজয় ও ব্রজনাথের ভজনোন্নতি।)

বিজয় ও ব্রজনাথ অদ্য খিচুরিভোগের প্রসাদ পাইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটায় শ্রীগোপীনাথ দর্শনপূর্বক শ্রীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর সহিত তাঁহাদের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। শ্রীগুরুগোস্বামী সেই অবসরে প্রসাদ পাইয়া আপন গদিতে বসিলেন। ব্রজনাথ বিনীতভাবে বৎসল-ভক্তি-রসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরুগোস্বামী বলিতে লাগিলেন।

বৎসলরসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার গুরুবর্গ বিষয় ও আশ্রয়রূপে আলম্বন। কৃষ্ণ সুন্দর, শ্যামাঙ্গ, সর্ব সল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, লজ্জাবান্, বিনয়ী, মান্যমানকারি ও দাতা। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্যা গোপীগণ, তথা দেবকী, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে নন্দ ও যশোদা সর্বপ্রধান। এই রসে কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব, চাপল্য, জল্পনা, হাস্য, লীলা ইত্যাদি উদ্দীপন।

ব্রজনাথ। এই রসের অনুভব সকল কি কি?

গোস্বামী। মস্তকঘ্রাণগ্রহণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাদান, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ দান ইত্যাদি কার্য্যসকল অনুভাব। চুম্বন, আলিঙ্গন, নাম ধরিয়া ডাকা এবং উপযুক্ত সময়ে তিরষ্কার এই রসের সাধারণ কার্য্য।

ব্রজনাথ। এ রসের সাত্ত্বিক বিকার কি কি?

গোস্বামী। স্তম্ভাদি আট প্রকার এবং স্তনদুগ্ধস্রাব এই নয়টী এ রসের সাত্ত্বিক বিকার।

ব্রজনাথ। এ রসের ব্যভিচারিভাব কি কি?

গোস্বামী। বৎসলরসে প্রীতরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারভাব তথা অপস্মার প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এ রসের স্থায়িভাব কিরূপ?

গোস্বামী। অনুকম্পাকারীর অনুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সম্ভ্রম শূন্যা রতি তাহাই ইহাতে স্থায়িভাব। যশোদাদির বাৎসল্য রতি স্বভাবতঃ প্রৌঢ়া। প্রেম, স্নেহ এবং রাগ পর্য্যন্ত এই রসের স্থায়িভাবের গতি। বলদেবের ভাব প্রীতি ও বাৎসল্যরসমিশ্র। যুধিষ্ঠিরের ভাব বাৎসল্য, প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত। উগ্রসেনের প্রীতি বাৎসল্য-সখ্যরস-মিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির ভাব সখ্য-দাস্যরসযুক্ত। রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাদির ভাব দাস্য ও সখ্যরস মিশ্রিত।

ব্রজনাথ। প্রভো, বাৎসল্য রসের ব্যাখ্যা শুনিলাম। কৃপা করিয়া চরমরসরূপ মধুর রসের কথা বলুন, আমরা শুনিয়া ধন্য হই।

গোস্বামী। মধুর ভক্তিরসকে মুখ্য ভক্তিরস বলেন। জড়রস আশ্রিত বুদ্ধি ঈশ্বরপরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধর্ম লাভ করে, আবার যে পর্য্যন্ত চিদ্রসের অধিকারী না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রবৃত্তি সম্ভবে না। সেই সকল লোকের এই রসে উপযোগীতা নাই। মধুর রস স্বভাবতঃ দুরূহ। অধিকারী সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ রস গূঢ় রহস্যরূপে গুপ্ত রাখা উচিত। এতন্নিবন্ধন এই স্থলে মধুর রস স্বভাবতঃ বিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

ব্রজনাথ। প্রভো, আমি শ্রীসুবলের অনুগত, আমর পক্ষে মধুর রস শ্রবণের কতদূর অধিকার তাহা বিবেচনা করিয়া বলিবেন।

গোস্বামী। প্রিয়নর্মসখাগণ কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্গার রসে অধিকার পাইয়াছে। এস্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব, যাহা অনুপযোগী তাহা বলিব না।

ব্রজনাথ। এ রসের আলম্বন কিরূপ?

গোস্বামী। বিষয়রূপ আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এই রসে অসমানোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী নাগর বিশেষ—লীলারসিকতার পরমাশ্রয়। ব্রজগোপীগণ এই রসের আশ্রয়। সকল প্রেয়সীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা। মুরলী-ধ্বনি ইত্যাদি এ রসের উদ্দীপন। নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি এ রসের অনুভাব। সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই এ রসে সুদীপ্ত। আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্য সকল ব্যভিচারী ভাবই এই রসে লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়িভাব কিরূপ?

গোস্বামী। মধুর রতি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া মধুর ভক্তিরস হন।

এই রাধামাধবের রতি কোন প্রকার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভাবধারা বিচ্ছেদদশা লাভ করে না।

ব্রজনাথ। মধুর রস কত প্রকার?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ- ভেদে মধুর রস দ্বিবিধ।

ব্রজনাথ। বিপ্রলম্ভ কি?

গোস্বামী। পূর্বরাগ, মান ও প্রবাসাদিভেদে বিপ্রলম্ভ বহুবিধ।

ব্রজনাথ। পূর্বরাগ কি?

গোস্বামী। মিলনের পূর্বে যে ভাব হয়, তাহাকে পূর্বরাগ বলা যায়।

ব্রজনাথ। মান ও প্রবাস কি প্রকার?

গোস্বামী। মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিচ্যুতি।

ব্রজনাথ। সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। উভয়ে মিলিত হইয়া যে-ভোগ তাহার নাম সম্ভোগ। এস্থলে মধুর রস সম্বন্ধে আর বলিব না। যাঁহারা মধুর রসের অধিকারী তাঁহারা এ বিষয়ের রহস্য শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আলোচনা করিবেন।

ব্রজনাথ। গৌণভক্তিরসসমূহের স্থিতি সংক্ষেপরূপে বলুন।

গোস্বামী। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎসরস—এই সাতটী গৌণরস। ইহারা প্রবল হইয়া যখন মুখ্য রসের স্থানকে আত্মসাৎ করে, তখন ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রসরূপে লক্ষিত হয়। যখন স্বাধীন রসরূপে ক্রিয়া করে, তখন স্থায়িভাব হইয়া নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া রস হয়। বস্তুতঃ শান্তাদি পাঁচটীই রস। হাস্যাদি সাতটী রস, প্রায়ই ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে পরিগণিত।

ব্রজনাথ। অলঙ্কার শাস্ত্রে আমরা যে সকল রসবিচার শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে হাস্যাদির সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। এক্ষণে মুখ্য ভক্তিরসের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে ইচছা করি। কৃপা করিয়া বলুন।

গোস্বামী। শান্ত প্রভৃতি রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা বলিতেছি। শান্ত রসের মিত্র দাস্য, বীভৎস, ধর্মবীর ও অদ্ভুতরস। অদ্ভুতরস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মিত্র। শান্ত রসের শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস। দাস্যরসের মিত্র বীভৎস, শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর রস; আর তাহার শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্যরসের মিত্র মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীররস। সখ্যরসের শত্রু বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। বৎসলরসের মিত্র হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস। বৎসল রসের শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুররসের মিত্র হাস্য ও সখ্যরস। মধুরের শত্রু বৎসল, বীভৎস শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। হাস্যরসের মিত্র বীভৎস, মধুর ও বৎসল্যরস।

হাস্যরসের শত্রু করুণ ও ভয়ানকরস। অদ্ভুতরসের মিত্র বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুতরসের শত্রু রৌদ্র ও বীভৎস। বীররসের মিত্র অদ্ভুতহাস্য সখ্য ও দাস্যরস। বীররসের শত্রু ভয়ানক রস। কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু। করুণরসের মিত্র রৌদ্ররস ও বৎসল রস। করুণরসের শত্রু বীররস, হাস্যরস, সম্ভোগ-নাম শৃঙ্গাররস ও অদ্ভুতরস। রৌদ্ররসের মিত্র করুণরস ও বীররস। রৌদ্ররসের শত্রু হাস্যরস, শৃঙ্গার রস ও ভয়ানক রস। ভয়ানক রসের মিত্র বীভৎস রস ও করুণরস। ভয়ানকরসের শত্রু বীররস, শৃঙ্গাররস, হাস্যরস ও রৌদ্র রস। বীভৎস রসের মিত্র শান্ত রস, হাস্যরস ও দাস্যরস। বীভৎস রসের শত্রু শৃঙ্গাররস ও সখ্যরস। আর সকল পরস্পর তটস্থ।

ব্রজনাথ। পরস্পর মিলনের ফল ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। মিত্ররসের পরস্পর মিলনে রস অতিশয় আস্বাদনীয় হয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে রস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা গৌণ হউক্, অঙ্গীরসের মিত্ররসকে অঙ্গ করিবে।

ব্রজনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গের ভেদ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। মুখ্য বা গৌণ হউক্ যে রস অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান হয় তাহাই অঙ্গী আর যে রস অঙ্গীনামক রসের পুষ্টি করে সে অঙ্গরূপে সঞ্চারিভাব গ্রহণ করে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলিয়াছেন যথা,——

"রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ।। (১)

ব্রজনাথ। গৌণরস কিরূপে অঙ্গী হইতে পারে?

গোস্বামী। শ্রীরূপ কহিয়াছেন,——(ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৮ লঃ ৩৫-৩৮)

"প্রোদ্যন বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে।।
মুখ্যস্ত্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ়নিজবৈভবঃ।।
অনাদিবাসনোদ্ভাস-বাসিতে ভক্তচেতসি।
ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারিগৌণবৎ।।
অঙ্গী মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈর্ভাবৈস্তৈরভিবর্দ্ধয়ন্।
স্বজাতীয়ৈর্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে।।
যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।

(১। একত্র সম্মিলিত রসসমূহের মধ্যে যাহার স্বরূপ অধিক হইবে সেই রসকে 'স্থায়ী' রস অবশিষ্ট রসসমূহকে 'সঞ্চারী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।)

অঙ্গী স এব তত্র স্যাম্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ।।" (১)

আরও দেখ যদি অঙ্গীরসে অঙ্গরস অধিক আস্বাদের হেতু হয় তবেই সে অঙ্গ, নতুবা তাহার মিলন বিফল।

ব্রজনাথ। রসের সহিত শত্রু রস মিলিলে কি হয়?

গোস্বামী। সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত রসাভাস বলা যায়।

ব্রজনাথ। রসবিরোধ কি কোন অবস্থায় ভাল নয়?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিতেছেন,—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৮ লঃ ৪৩)

"দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্য্যমাণতয়াপ্যুক্তৌ সাম্যেন বচনেঽপি চ।।
রসান্তরেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতাসহ।
ইত্যাদিষু ন বৈরস্যং বৈরিণো জনয়েদ্‌যুতিঃ।।" (২)

আরও দেখ যুধিষ্ঠিরাদিতে দাস্য ও বাৎসল্য পৃথক্ পৃথক্ সময়ে প্রকাশ পায়। পরস্পর শত্রুরস যুগপৎ প্রকাশ পায় না। আবার অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ ভাবসকলের মিলন হইলে বিরুদ্ধ হয় না। শ্রীরূপ আরও বলিয়াছেন,—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৮ লঃ ৫৭)

"কাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে।
রসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজায়তে।।" (৩)

ব্রজনাথ। আমি বিজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু রসাভাসকে এতদূর অনাদর করিতেন যে, তদ্দোষাক্রান্ত কোন গীত বা পদ্য শ্রবণ করিতেন না। অদ্য

(১। সঙ্কোচ ভাবপ্রাপ্ত নিজপ্রভু মুখ্যরসের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া এবং বিভাবের উৎকর্ষ বশতঃ প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিমান হইয়া গৌণরসও অঙ্গিত্ব লাভ করেন। মুখ্যরস অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিজবৈভব গোপনপূর্বক উপেন্দ্র অর্থাৎ বামন যেরূপ ইন্দ্রকে পোষণ করেন সেইরূপ অঙ্গিভাবপ্রপ্ত গৌণরসকে পোষণ করিয়া থাকেন। ভক্তের অনাদি অপ্রাকৃত সেবাবাসনার শোভন-গন্ধবিশিষ্টচিত্তে এই মুখ্যরস গৌণ সঞ্চারীর ন্যায় লীন হয় না অর্থাৎ গৌণরস যেরূপ ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়া মুখ্য রসে লীন হয় সেইরূপ না হইয়া প্রকাশমান থাকেন। মুখ্য অঙ্গিরস অঙ্গস্বরূপ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাবসমূহদ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হন। যিনি যে মুখ্যরসের রসিক তিনি সেই স্বীয় রসেরই নিত্য আশ্রিত হন; সেই রসই তাঁহার সম্বন্ধে অঙ্গিরূপে প্রকাশমান হন। মুখ্য হইলে অন্য রসসমূহ সেই অঙ্গিরসের অঙ্গতা লাভ করেন।)

(২। দুইটীর মধ্যে একটীর বাধ্যত্বরূপে উপবর্ণন অর্থাৎ যুক্তিসম্বলিত বাক্যের দ্বারা একের উৎকর্ষ বর্ণনে অন্যের নিকৃষ্টত্ব নিরূপণ, স্মরণের যোগ্যতারূপে উক্তি, সাম্যবচন রসান্তর তটস্থ বা প্রিয়জনের দ্বারা ব্যবধান, গৌণশত্রুর সহিত বিষয় ও আশ্রয়- ভেদ প্রভৃতি স্থলে শত্রুর রসসমূহ মিলিত হইয়া বৈরস্য উৎপাদন করে না।)

(৩। কোন কোন স্থলে অচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষশিরোমণিতে বিরুদ্ধ রসসমূহের সমাবেশ আস্বাদন-চমৎকারিতার জন্যই হইয়া থাকে।)

রসাভাসের দোষ জানিতে পারিলাম। এখন কৃপাপূর্বক রসাভাসের প্রকাশ সকল আমাদিগকে বলুন।

গোস্বামী। রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে রসাভাস বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে রসাভাসকে উপরস, অনুরস ও অপরস বলা যায়।

ব্রজনাথ। উপরস কি?

গোস্বামী। স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদিদ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়ীবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, অনুভাববৈরূপ্য উপরসের হেতু।

ব্রজনাথ। অনুরস কাহাকে বলে?

গোস্বামী। কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিত হাস্যাদি রসসমূহ অনুরস হয়। তটস্থ ব্যক্তিতে বীরাদি রসের উদয়ও অনুরস।

ব্রজনাথ। যাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই সে-সকল রসই নয়, জড়রস মধ্যে পরিগণিত। তবে অনুরসের সেরূপ লক্ষণ কেন হইল?

গোস্বামী। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমত কক্‌খটী নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয় তদ্রূপ। কোন প্রকার দূরসম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না——এস্থলে অনুরস।

ব্রজনাথ। অপরস কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়-আশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি অপরস। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারম্বার হাস্য করিয়াছিল তাহা অপরস। শ্রীরূপ বলিয়াছেন—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৯ লঃ ২১)

"ভাবাঃ সর্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন।
অমীপ্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ।" (১)

এই সমস্ত শ্রবণপূর্বক বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সাশ্রুনয়নে গদগদ-বচনের সহিত শ্রীগুরুর পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। (২)

(১। ভাব সকলকে কেহ তদাভাস, কেহ কেহ বা রসাভাস বলিয়া থাকেন। কিন্তু রসাভিজ্ঞ পণ্ডিতসকল যাহা যাহা অপ্রাকৃত আনন্দপ্রদ সেই সকলকেই রস বলিয়া কীর্তন করেন।)

(২। যিনি দিব্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা জীবের (১) স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা, (২) জড়দেহে আমি-বুদ্ধি, (৩) বিপর্য্যাস বা ভোক্তাভিমান, (৪) ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ, (৫) ভয় ও বিরূপগ্রহণ—এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান ও তদুত্থিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ অজ্ঞানান্ধকাররাশিকে বিদূরিত করিয়া দিব্য হরিসেবোন্মুখ নেত্র উন্মীলিত করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।)

শ্রীগুরুগোস্বামী প্রেমানন্দের সহিত শিষ্যদ্বয়কে দুই হস্তে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সরল হৃদয়ে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—— তোমার রসতত্ত্বে স্ফূর্তি হউক।

বিজয় ও ব্রজনাথ প্রতিদিন শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর সহিত পরমার্থের আলোচনা করেন। শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণামৃত ও অধরামৃত গ্রহণ করেন। কোনদিন ভজনকুটীরে, কোনদিন শ্রীহরিদাসের সমাধিতে, কোনদিন শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে, কোনদিন সিদ্ধবকুলে বহু বহু শুদ্ধবৈষ্ণবের ভজনমুদ্রা দর্শন করিয়া আপন আপন ভজনাভিনিবেশে মগ্ন থাকেন। 'স্তবাবলী' ও 'স্তবমালা' লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশের স্থানগুলি দর্শন করেন। যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কীর্তন করেন, সেখানে নামকীর্তনে যোগ দেন। এইরূপ করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথের ক্রমশঃ ভজনোন্নতি হইতে লাগিল। বিজয়কুমার মনে করিলেন যে, শ্রীগুরুগোস্বামী আমাদিগকে সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ রসের বিশেষ বাখ্যা শ্রবণ করিব। ব্রজনাথ সখ্যরসে মগ্ন থাকুন। আমি একক মধুররসের সমস্ত তত্ত্ব লাভ করিব। এই মনে করিয়া তিনি শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর কৃপায় একখানি শ্রীউজ্জ্বলনীমনি গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন।

একদিন বিজয় ও ব্রজনাথ অপরাহ্নে সমুদ্রতীরে বসিয়া সমুদ্রের লহরী দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন যে জীবনও ঊর্মিময়। কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাগমার্গের ভজনপদ্ধতি শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। ব্রজনাথ বলিলেন, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। বোধ হয়, কিছু গুরূপদেশ পাইলে তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। ভাল, আমি ঐ পদ্ধতি নকল করিয়া লইব। এই কথা স্থির করিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্রের নিকট সেই পদ্ধতির প্রতিলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র বলিলেন, আমি ঐ পদ্ধতি দিতে পারিব না। শ্রীগুরুগোস্বামীর অনুমতি গ্রহণ করুন।

উভয়ে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন,——ভাল, প্রতিলিপি লইয়া আমার নিকট আসিবে। সেই অনুমতিক্রমে বিজয় ও ব্রজনাথ উভয়ে পদ্ধতির প্রতিলিপি লইলেন। মনে করিলেন যে, অবকাশক্রমে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট ঐ পদ্ধতি আলোচনা করিয়া বুঝিয়া লইব।

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ হরিভজনতন্ত্রে তাঁহার তুল্য পারদর্শী আর কেহ ছিল না। শ্রীগোপাল গুরুগোস্বামীর শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। বিজয় ও ব্রজনাথকে ভজনবিষয়ে পরম যোগ্য জ্ঞান করিয়া ভজনপদ্ধতির সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিজয় ও ব্রজনাথ মধ্যে মধ্যে গুরুগোস্বামীর শ্রীচরণ হইতে তৎসম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া লইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া অষ্ট কালীন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

(সুন্দরাচলদর্শনে বিজয়ের ব্রজভাব স্ফূর্তি—উজ্জ্বল রস সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—স্ত্রী-পুরুষগত জড়রস অপ্রাকৃত মধুররসের বিকৃতি—কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা— ভোক্তৃভোগ্যের রসগত ব্যবহার অত্যন্ত উপাদেয়—মধুররসের আলম্বন—কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তগণের রসতত্ত্বে অধিকার—রস কাহাকে বলে—শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্র সত্ত্বের সম্বন্ধ—শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বাক্যের অর্থ—মধুররসে কৃষ্ণ পতি ও উপপতি- ভেদে দ্বিবিধ—পরকীয়ভাব বা উপপতি সম্বন্ধ জ্ঞানের নিগূঢ় তাৎপর্য—পরকীয়ভাবের শ্রেষ্ঠতা—পতি, উপপতি, স্বকীয়া ও পরকীয়ার লক্ষণ--পুরবনিতাগণ স্বকীয়া ও ব্রজবনিতাগণ পরকীয়া—কৃষ্ণবনিতাগণের অপ্রকট লীলার স্থিতি-—প্রকট লীলায় প্রপঞ্চান্তর্গত মথুরাই অপ্রকট লীলায় গোলোক—কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট লীলার যুগপৎ নিত্যত্ব—গোলোক দর্শনের অধিকারী—ঐশ্বর্যপর ভক্তগণ গোলোক দর্শনের অনধিকারী—গোলোক ও ব্রজের পার্থক্য—গোলোকে ভৌম-বৃন্দাবনগত মায়া প্রত্যয়িত অংশের অভাব।)

শরৎকাল উপস্থিত। একদিন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জ্যোৎস্না উদিত হইলে বিজয় মনে করিলেন, এই সময় আমি একবার শ্রদ্ধাবালি হইয়া সুন্দরাচল দর্শন করিব। বিজয় এখন শুদ্ধ মধুর রসে ভজন শিক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্রীগোপিকাগণের সহিত কৃষ্ণলীলায় তিনি সর্বদা মগ্ন। শুনিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুন্দরাচল দর্শনে ব্রজধামের স্ফূর্তি হইত। তন্নিবন্ধন বিজয় একাই সুন্দরাচলের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বলগণ্ডী পার হইয়া শ্রদ্ধাবালিতে চলিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বের উপবনসকল দেখিয়া ক্রমশঃ বৃন্দাবন স্ফূর্তি হইতে লাগিল। বিজয় প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমি ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্লভ ব্রজপুরী দর্শন করিতেছি। ঐ যে কুঞ্জবন! মালতী লতাকীর্ণ মাধবী মণ্ডপে আমাদের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া শ্রীগোপিকাদিগের সহিত পরিহাস করিতেছেন। ভয়, সম্ভ্রম পরিত্যাগপূর্বক বিজয়কুমার ব্যাকুল হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। যাইতে যাইতে বিজয়ের মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয় স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ আসিয়া বিজয়কে সেবা করিতে লাগিল। স্বল্পকালের মধ্যে বিজয় সংজ্ঞালাভ করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। আর সে লীলা দেখিতে না পাইয়া চিত্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া শয়ন করিলেন।

ব্রজলীলা স্ফূর্তি হওয়ায় বিজয়ের চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। বিজয় মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি অদ্য যে রহস্য দেখিলাম, তাহা কল্য গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন করিব। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আবার স্মরণ করিলেন যে, অপ্রাকৃত লীলারহস্য যিনি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পান তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবির্ভাব হইল। প্রাতে উঠিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। প্রসাদ পাইয়া কাশীমিশ্রভবনে গমনপূর্বক গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনে একটু সুস্থির চিত্ত হইয়া মধুর রসের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজয় কহিলেন,—প্রভো, আপনার অসীম কৃপাবলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন শ্রীউজ্জ্বলরস সম্বন্ধে কিছু নিগূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আমি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বাবা তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।

বিজয়কুমার কহিতেছেন,—প্রভো, মধুর রসকে মুখ্যরসের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। কেনই না বলা হইবে? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে, তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর রস সর্বোপরি ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুরস নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতানিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড়-প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে— জড়বিলক্ষণ ধর্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর রস যখন জড়ধর্মের শৃঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহা সাধ্য নয়। এবম্ভূত অপূর্ব রস কিরূপে অত্যন্ত হেয়, স্ত্রীপুরুষগত জড় রসের সদৃশ হইয়াছে?

গোস্বামী। বাবা বিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমুদয়ই যে চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালরূপে জান। জড় জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন। ইহাতে গূঢ়তত্ত্ব এই যে, প্রতিফলিত প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয়ধর্ম-প্রাপ্ত অর্থাৎ আদর্শে যাহা সর্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্যয়ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং পরম বস্তুর ধর্মগুলি জড়ে বিপর্য্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম বস্তুগত রস সেইরূপে জড়ের হেয় রসে বিপর্য্যস্তধর্ম প্রাপ্ত। পরম বস্তুতে যে অপূর্ব অদ্ভুতবিচিত্রতাগত সুখ আছে তাহাই পরম বস্তুর রস। সেই রস জড়ে প্রতি ফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধজীব চিন্তাক্রমে একটী ঔপাধিক তত্ত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্বিশেষ ধর্মকেই পরম

বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড়ধর্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক সত্তা ও সত্তাধর্মকে জানিতে পারে না। যাঁহারা যুক্তিকে আশ্রয় করে তাঁহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরম বস্তু রসরূপ তত্ত্ব। সুতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্বস্তুতে যে রসবিচিত্রতা আছে তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্ত ধর্মগত শান্ত রস। তাহার উপরে দাস্যরস, তাহার উপরে সখ্য রস, তাহার উপরে বাৎসল্য রস, সর্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুর রস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত। তাহার উপর বাৎসল্য রস, তাহার উপর সখ্য রস, তাহার উপর দাস্য রস, এবং সর্বোপরি শান্ত রস। জড়ধর্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুর রসকে হীন মনে করে। মধুর রসের যে স্থিতি ও ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে ঐ সকল শুদ্ধ, নির্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষ-প্রকৃতিভাবে সম্মিলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড় জগতের যে জড়প্রত্যয়িত-ব্যবহার তাহাই লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম-বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। সুতরাং জীবের নিত্যধর্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার যে অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শপ্রতিফলন বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষব্যবহারে এবং নির্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় অপরটী নিতান্ত উপাদেয়।

বিজয়। প্রভো, কৃতার্থ করিলেন। আপনার মধুমাখা সিদ্ধান্ত আমার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি চিজ্জগতের মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! 'মধুর রস'—এ শব্দটী যেরূপ মধুর, ইহার অপ্রাকৃত ভাবও তদ্রূপ পরমানন্দজনক, এমন মধুর রস থাকিতে যাঁহারা শান্তরসে সুখ পায়, তাঁহাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে? প্রভো, আমি নিগূঢ় মধুররসের সংস্থাপন বুঝিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কৃপা করুন।

গুরুগোস্বামী। বাবা, শুন বলি। কৃষ্ণই মধুর রসের বিষয় এবং তাঁহার বল্লভাগণ ঐ রসের আশ্রয়, এতদুভয় মিলিয়া এ রসের আলম্বন হইয়াছেন।

বিজয়। মধুর রসের বিষয়—কৃষ্ণ কিরূপ?

গোস্বামী। আহা! বড়ই মধুর প্রশ্ন। নবজলধরবর্ণ, সুরম্য, মধুর সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, নবযৌবন, সুবক্তা, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, কীর্তিমান, রমণীজনমনোহারী, নিত্যনূতন, অতুল্যকেলি,

সৌন্দর্য্যশালী, প্রিয়তম, বংশীবাদনশীল এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট পুরুষই—কৃষ্ণ; তাঁহার পদদ্যুতিসন্দর্শনে নিখিলকন্দর্পগরিমা দূর হয়। তাঁহার কটাক্ষ সকলেরই চিত্ত বিমোহিত করে। তিনই যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপ দিব্য লীলানিধি।

বিজয়। অপ্রাকৃত পরম বিচিত্র মধুররসের অপ্রাকৃতরূপগুণবিশিষ্ট কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছি। পূর্বে যখন আমরা বহুবিধ শাস্ত্র পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করিতাম, তখন কৃষ্ণরূপটী গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়াও তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইত না। কিন্তু যখন হৃদয়ে রুচিমূলা ভক্তি কিছুমাত্র আপনার কৃপায় উদিত হইলেন, তখন হইতে আমি ভক্তিপূতচিত্তে অহরহ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছি। আমি ছাড়িলেও কৃষ্ণ আমার হৃদয় ছাড়েন না। আহা! কত কৃপা! আমি এখন জানিয়াছি যে'-

সর্বথৈব দুরূহোহয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে।।
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫ল ৭৮।৭৯)

যাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মকে সর্বস্ব বলিয়া জানেন, সেই শুদ্ধ ভক্তগণই এ রস অনুভব করিতে পারেন। হৃদয়ে যাঁহাদের ভক্তিগন্ধ নাই অর্থাৎ হৃদয় জড়োদিতভাবে পরিপূর্ণ ও স্বভাবতঃ নিজ কুসংস্কারানুরূপ তর্কপ্রিয়, তাঁহারা কখনই এ রস অনুভব করিতে পারে না। প্রভো, আমি অনুভব করিয়াছি যে মানবের ভাবনা পথ অতিক্রম করিয়া কোন চমৎকার ভাব, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হন, তাহাই রস। রস জড় জগতে নাই-—চিজ্জগতের বস্তু; জীবকে চিৎকণ বলিয়া জৈব সত্তায় উদিত হইতে স্বীকার করেন। ভক্তিসমাধিতে সেই রস লক্ষিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বের ভেদ যাঁহার হৃদয়ে গুরুকৃপায় উদয় হয়, তাঁহার আর সংশয় থাকে না।

গোস্বামী। ভাল। বিজয়, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য। অনেক সংশয় দূর করিবার জন্য আমি তোমার বাক্যেই একটী পরমতত্ত্ব স্থির করিয়া লইব। বল দেখি, শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বে পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বিজয়। শ্রীগুরুচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্বক কহিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপায় আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে কৃপা করিয়া সংশোধন করিবেন। যাঁহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়, তাহাই সত্তা। স্থিতিসত্তা, রূপসত্তা, গুণসত্তা ও ক্রিয়াসত্তাবিশিষ্ট বস্তুকে সত্ত্ব বলা যায়। যে সত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, নিত্যনূতনরূপে বর্তমান, ভূতভবিষ্যৎরূপ খণ্ডকালের দ্বারা দূষিত হন না এবং চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধচিৎশক্তিপ্রসূতা সত্তা মাত্রই শুদ্ধসত্ত্ব। চিৎশক্তির ছায়ারূপা মায়ার কালের ভূতভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় যে সকল সত্ত্ব দেখা যায়, সকলই আদিবিশিষ্ট; সুতরাং মায়ার রজোধর্মাশ্রিত। সকলই

অন্তবিশিষ্ট; সুতরাং মায়ার তমোধর্মাশ্রিত। এইরূপ সত্ত্বকে মিশ্রসত্ত্ব বলি। শুদ্ধজীবও—শুদ্ধসত্ত্ব। তাঁহার রূপ, গুণ ও ক্রিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময়। মায়ায় শুদ্ধ জীব বদ্ধ হইলে পর মায়ার রজস্তমোগুণদ্বয় তাহার সত্ত্বে মিশ্রিত হইয়াছে।

গোস্বামী। বাবা, অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি, জীবের হৃদয় কিরূপে শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়?

বিজয়। জড় জগতে বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের শুদ্ধসত্ত্ব পরিষ্কাররূপে উদিত হয় না। যে পরিমাণে উদিত হয়, সেই পরিমাণে জীবের স্ব-স্বরূপ লাভ হয়। কোনও জ্ঞানচেষ্টায় বা জড় কর্মচেষ্টায় সে ফল হয় না। অঙ্গে মল লাগিয়াছে, কোন অন্য মলদ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয়? জড়কর্ম নিজে মল, কিরূপে মল পরিষ্কার করিবে? জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ, মল দূষিত সত্ত্বায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্ত্বা পর্য্যন্ত নাশ করিবে। কিরূপে মলপরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে? সুতরাং গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের কৃপামূলক ভক্তিতেই শুদ্ধসত্ত্ব উদিত হয়। তাহা উদিত হইলে শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জল করে।

গোস্বামী। বাবা, তোমার মত অধিকারীকে উপদেশ দিয়া সুখ হয়। এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে?

বিজয়। আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে নায়ক চারি প্রকার অর্থাৎ ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত। কৃষ্ণ কোন্ প্রকার নায়ক?

গোস্বামী। কৃষ্ণে উক্ত চারিপ্রকার নায়কত্ব আছে। যে কিছু কিছু বিরুদ্ধ ভাব নায়ক পরস্পরে দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণরূপ নায়কের নিখিল রসধারত্ব এবং অচিন্ত্যশক্তিমত্তাপ্রযুক্ত সমঞ্জসভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছানুগত কার্য্য করে। এই চারি প্রকার নায়কধর্ম্মবিশিষ্ট কৃষ্ণে আর একটী নিগূঢ় বৈচিত্র্য আছে, তাহা অসাধারণ অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞাতব্য।

বিজয়। যদি সকল বিষয়ে কৃপা করিলেন, তবে কৃপা করিয়া তাহাও বলিতে আজ্ঞা করুন। এই কথা বলিতে বলিতে বিজয় সাশ্রু-নয়নে পদতলে পতিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বয়ং সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন।

গোস্বামী। মধুর রসে কৃষ্ণ (নায়কত্বে) পতি ও উপপতি-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপতি। পতি সম্বন্ধ বলিলেই হয়। তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন?

গোস্বামী। বড় গূঢ় রহস্য। একে চিদ্ব্যাপার একটী রহস্যমণি, তাহাতে পারকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌস্তুভ বিশেষ।

বিজয়। মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন। কৃষ্ণকে উপপতি জ্ঞান করার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। পরতত্ত্বে নির্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। রসো বৈঃ

সঃ (ছাঃ ৮।১৩।১) (১) ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়, সবিশেষ ভাব যত প্রকার হয়, ততই রসের বিকাশ। রসকে মূখ্যতত্ত্ব মনে করিবে। নির্বিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর সবিশেষ ভাবের উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঐশ্বর ভাবাপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ যেমত ঐ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট; আত্ম ও পর—এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম—আত্মারামতা তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতা ধর্ম নিত্য হইলেও পরারামতা-ধর্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। কৃষ্ণলীলার এক কেন্দ্রে আত্মারামতা। তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পরকীয় রস। আত্মারামতা হইতে পরকীয় মধুর রস পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। আত্মারামতারদিকে টানিলে রসের শুষ্কতা ক্রমশঃ হইয়া পড়ে। পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্মাধর্মের বিচার আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরকীয়ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়। এই জন্যই পরকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীয় সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ স্থির করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, সামান্য অলঙ্কার শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অবতারী কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথিত হইতে পারে না।

বিজয়। পতি ও উপপতির লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিলে চরিতার্থ হই। প্রথমে পতি লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। যিনি কন্যার পাণি গ্রহণ করেন—তিনি পতি।

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। তদীয় প্রেমসর্বস্বস্বরূপ পরকীয়া-অবলা-সংগ্রহচ্ছোয় যিনি রাগের দ্বারা ধর্ম উল্লঙঘন করেন—তিনি উপপতি। যে স্ত্রী ঐহিক ও পারত্রিক ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ বিধি হেলনপূর্বক পর পুরুষে আত্মসমর্পণ করেন—তিনি পরকীয়া। কন্যা ও পরোঢ়াভেদে পরকীয়া দুই প্রকার।

বিজয়। স্বকীয়া-লক্ষণ কি?

(১। সেই পরমতত্ত্বই রসস্বরূপ)

গোস্বামী। পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতিপালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই—স্বকীয়া।

বিজয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ও পরকীয়া কাহারা?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই—পরকীয়া।

বিজয়। সেই দুইপ্রকার বনিতাদিগের অপ্রকট-লীলায় স্থিতি কিরূপ?

গোস্বামী। বড় গূঢ় কথা। তুমি জান যে, কৃষ্ণের বিভূতি চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দভূবনাত্মাক মায়িক বিশ্ব। মায়িক বিশ্ব এবং চিজ্জগতের মধ্যে বিরজা নদী। বিরজার পারে চিজ্জগৎ। সেই জগতের বেষ্টন-প্রাকারই জোতির্ময় ব্রহ্মধাম। তাহা ভেদ করিয়া গেলে পরব্যোম সংব্যোমরূপ বৈকুণ্ঠ দেখা যায়। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য প্রবল। নারায়ণচন্দ্রই তথায় রাজরাজেশ্বর অনন্ত চিদ্বিভূতিদ্বারা পরিসেবিত। বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বকীয় রস। শ্রী-ভূ-নীলা শক্তিগণ স্বকীয় স্ত্রীরূপে তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধদেশে গোলোক। বৈকুণ্ঠে স্বকীয়া পুরবনিতাগণ যথাস্থানে সেবা-তৎপর। গোলোকে ব্রজবনিতাগণ নিজরসে কৃষ্ণসেবা করেন।

বিজয়। গোলোকই যদি কৃষ্ণের সর্বোচ্চধাম হয়, তবে ব্রজের এত অদ্ভুত মাহাত্ম্য কি জন্য বর্ণিত হয়?

গোস্বামী। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান শ্রীমাথুরমণ্ডলের অন্তর্গত। মাথুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। একই বস্তু সর্বোচ্চ স্থানস্থিত হইয়া গোলোকে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত হইয়া মাথুরমণ্ডল—যুগপৎ এই দুই স্বরূপে প্রসিদ্ধ।

বিজয়। কিরূপে একথা সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে পারি না।

গোস্বামী। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এইরূপ স্থিতি। অচিন্ত্যশক্তির বিষয়গুলি চিন্তা ও যুক্তির অতীত। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্বতী মাথুরধাম, অপ্রকট-লীলায় গোলোক। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলা নিত্য। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু দর্শনে অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন, এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায় পীড়িত তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন।

বিজয়। গোলোক দর্শনের অধিকার কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে,—(ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫)

'ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্।।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ (১)

বাবা, কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত গোলোক দর্শন হয় না। কৃপা করিয়া কৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্রকৃতির অতীত পরম ধাম বিশেষঃ, তাহাতে যে সকল বিচিত্রতা আছে তাহা নিত্যসত্য-স্বরূপ, অনন্ত চিদ্বিলাস। ব্রহ্ম যে চিন্ময় জ্যোতিঃ তাহাই সনাতনরূপে তথায় প্রভাবরূপে বর্তমান। জড়নিবৃত্ত ভক্ত সকল সমাহিত অর্থাৎ জড় সম্বন্ধশূন্য হইলে সেই বিশেষ তত্ত্ব দেখিতে পান।

বিজয়। যত প্রকার মুক্ত পুরুষ আছেন তাঁহারা কি সকলেই গোলোক দর্শন করিতে সমর্থ?

গোস্বামী। কোটী কোটী মুক্তগণের মধ্যে একটী ভগবদ্ভক্ত দুর্লভ। অষ্টাঙ্গযোগপথে এবং নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানপথে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মধামেই আত্মবিস্মৃতি ভোগ করিতে থাকেন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর ভক্ত তাঁহারাও গোলোক দেখিতে পান না; তাঁহারা বৈকুণ্ঠে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের ভাবানুরূপ ঐশ্বর্য্যমূর্তি সেবা করেন। যাঁহারা ব্রজরসে কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অশেষ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই গোলোক দেখিতে পান।

বিজয়। ভাল, যদি এরূপ মুক্ত ভক্ত ব্যতীত গোলোকের দর্শন না পান, তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কেন গোলোক বর্ণন করিয়াছেন? ব্রজভজনেই কৃষ্ণ কৃপা হয়। গোলোকের উল্লেখ করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল?

গোস্বামী। প্রপঞ্চ হইতে যে ব্রজরসের রসিককে কৃষ্ণ উঠাইয়া গোলোকে লইয়া থাকেন, তিনি গোলোককে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজভক্তদিগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের অধিকার পান নাই। সিদ্ধগণ আবার দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধ ও স্বরূপসিদ্ধ। তাঁহারাই বস্তুসিদ্ধ ভক্ত, যাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের স্বরূপ দেখিতেছেন, অথচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের ভক্তিচক্ষু ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহাদের অধিকার বহুবিধ। কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহ বা অধিক পরিমাণে দেখিতে পান। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপা যে পরিমাণে হইতেছে, তিনি

(১। (গোপগণ নিত্যসিদ্ধ কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহায়স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিদ্যাকামকর্মদ্বারা উচ্চাবচগতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে——আমরাও তাহাই করিতেছি)—এই মনে করিয়া অচিন্ত্যবৈভবযুক্ত মহাকারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপদিগকে প্রকৃতির পরতত্ত্বে যে গোপসম্বন্ধী স্বীয় লোক—— গোলোক বিরাজমান, তাহা প্রদর্শন করাইলেন। সেই ধাম নিত্যসত্য ও সনাতন, অপরিচ্ছিন্ন জড়সম্বন্ধ-রহিত সর্বব্যাপক ও স্বপ্রকাশ। গুণাতীত অবস্থায় সমাহিত চিত্তে মুনিগণ (ভক্তগণ) সেই ধাম দর্শন করিয়া থাকেন।)

সেই পরিমাণে গোলোক দর্শন করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত ভক্তির সাধনাবস্থা সে পর্য্যন্ত গোকুলে যাহা দর্শন হইতেছে,তাহাই কিঞ্চিৎ মায়িকভাবে উদিত হয়। সাধনাবস্থা ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কিয়ৎপরিমাণে গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্রেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দর্শন হয়।

বিজয়। প্রভো, গোলোকে ও ব্রজে কি কি বিষয়ে ভেদ আছে?

গোস্বামী। ব্রজে যাহা দেখিতে পাও, সমস্তই গোলোকে আছে। দর্শকগণের নিষ্ঠাভেদে সেই সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বস্তুতঃ গোলোকে ও বৃন্দাবনে ভেদ নাই। দর্শকের চক্ষুভেদে দৃশ্যভেদ মাত্র। অত্যন্ত তমোগুণী ব্যক্তি ব্রজে সমস্তই জড়ময় বলিয়া দেখেন। রজোগুণী ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা কিছু শুভ দর্শন করেন। সত্ত্বানুগামী ব্যক্তিগণ, যতদূর দর্শনশক্তি হইয়াছে ততদূর শুদ্ধসত্ত্বের দর্শন করেন। সকল মানুষেরই অধিকার পৃথক্, সুতরাং দর্শন পৃথক্।

বিজয়। প্রভো, একটু একটু অনুভব হয় কিন্তু দুই একটী উদাহরণ দিয়া বলুন। জড় জগতের বিষয়সকল চিজ্জগতের বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ হইতে পারে না বটে, তথাপি একদেশীয় ইঙ্গিত পাইলে অনেকটা সর্বদেশীয় অনুভূতি উদয় হয়।

গোস্বামী। বড় কঠিন কথা। রহস্যানুভূতি প্রকাশ করা নিষেধ। কৃষ্ণকৃপায় তুমি যাহা দেখিতে পাইবে তাহা সর্বদা গোপন রাখিবে। আমি তোমাকে পূর্বাচার্য্যগণ যতদূর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিব। অধিক যাহা আছে, তুমি অচিরে কৃষ্ণকৃপায় দেখিতে পাইবে। গোলোকে শুদ্ধ চিৎ-প্রতীতি। তথায় জড় প্রতীতি মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অভিমান বলিয়া একটী সত্তা আছে। গোলোকে কৃষ্ণ অনাদি, জন্মরহিত। তথাপি তথায় নন্দযশোদারূপ লীলাসহায়ক সত্ত্বসকল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব অভিমানদ্বারা বৎসলরসকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন। শৃঙ্গার-রসে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাদি-বিচিত্রতা অভিমানরূপে বর্তমান। আবার পরকীয়ভাবে শুদ্ধস্বকীয়ত্বসত্ত্বেও পরকীয় অভিমান এবং ঔপপত্য অভিমান নিত্য বর্তমান। দেখ, ব্রজে সেই সেই অভিমান মায়া-প্রত্যয়িত স্থূল হইয়া লক্ষিত হইতেছে। যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সূতিকাগৃহ, অভিমুন্য- গোবর্দ্ধনাদির সহিত নিত্য-সিদ্ধাদিগের উদ্বাহমূলক পরকীয় অভিমান অত্যন্ত স্থূলরূপে লক্ষিত হয়। এসমস্তই যোগমায়াকর্তৃক সম্পাদিত এবং অতি সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বে সংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কেবল দ্রষ্টাগণের প্রপঞ্চ বাধা-অনুসারে দর্শনভেদ মাত্র।

বিজয়। তবে কি অষ্টকালীন-লীলায় যথাযথ শোধিত করিয়া বিষয়গুলিকে ভাবনা করিতে হইবে?

গোস্বামী। তাহা নয়। ব্রজলীলায় যাঁহার যেরূপ দর্শন হইতেছে, তিনি সেইরূপে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিবেন। ভজনবলে যেরূপ কৃষ্ণকৃপা উদিত হইবে, সেইরূপ

স্ফূর্তি আপনা হইতেই হইতে থাকিবে। নিজের চেষ্টায় লীলার ভাব শোধনের প্রয়োজন নাই।

বিজয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (১) এই ন্যায়ানুসারে সাধনকালে যেরূপ ধ্যান থাকিবে, সিদ্ধিকালেও সেইরূপ লাভ হইবে; সুতরাং শোধিত নির্মল গোলোকধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া অনুসন্ধান হয়।

গোস্বামী। সত্য বলিয়াছ। ব্রজে যে সমস্ত প্রতীতি, সে সকলই শুদ্ধতত্ত্বমূলক, কিছুই তদ্বিপরীত নয়। বিপরীতধর্মা হইলে দোষ হইত। সাধনই শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি হয়। সাধন-ধ্যান যত শোধিত হয়, ততই সিদ্ধিসময়ের দর্শন হয়। সাধন-কার্যটী সুন্দররূপে যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। শোধন করিবার চেষ্টা করিও না। শোধন করা তোমার ক্ষমতার অতীত। অচিন্ত্যশক্তিময় কৃষ্ণই তাহা করিবেন। নিজে করিতে গেলেই বহির্মুখ জ্ঞানকন্টক প্রবেশ করিবে। কৃষ্ণ কৃপা করিলে আর সেরূপ মন্দফল হইবে না।

বিজয়। আজ আমি ধন্য হইলাম। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। পুরবনিতাগণের কি বৈকুণ্ঠে আশ্রয়, না গোলোকেও তাঁহাদের আশ্রয় আছে?

গোস্বামী। চিজ্জগতের বৈকুণ্ঠে অশেষ আনন্দ লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা আর উচ্চতর প্রাপ্তি নাই। তথায় দ্বারকা প্রভৃতি পুরসকল বর্তমান। পুরবনিতা সকলেই স্বীয় স্বীয় পুর-প্রকোষ্ঠে সেবা করেন। ব্রজরমণীব্যতীত মধুর রসে আর কাহারও গোলোকে স্থিতি নাই। ব্রজে যে যে প্রকার লীলাপ্রকরণ, সেই সমস্ত প্রকারই গোলোকে আছে। গোলোকান্তর্গত মাথুরপুরলীলায় রুক্মিণীর স্বকীয়রস গোপালতাপনীতে দেখা যায়।

বিজয়। প্রভো, পরকীয়রস ব্যাপার যেরূপ ব্রজে দেখিতেছি, সেইরূপ আনুপূর্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে?

গোস্বামী। আনুপূর্বিক সে সকলই আছে, কেবল মায়াপ্রত্যয়িত অংশ নাই। তাহা না থাকিলেও সে প্রত্যয়ের একটী একটী চিন্ময় বিশুদ্ধ মূল আছে। তাহা আমি আর বলিতে পারিব না। তুমি ভজন-বলে জানিতে পারিবে।

বিজয়। প্রপঞ্চ জগতে যাহা আছে তাহা মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং ব্রজলীলার সাম্প্রতভাব কিরূপে নিত্য হয়?

গোস্বামী। ব্রজলীলা দুই প্রকারে নিত্য। সাম্প্রত-প্রতীতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলায় কোথাও হইতেছে বলিয়া চক্রবৎ বর্তমান। সেইরূপ সমস্ত প্রকটলীলার নিত্যতা। অপ্রকট অবস্থায় সমস্ত লীলাই নিত্য বর্তমান।

বিজয়। যদি প্রকটলীলা সকল ব্রহ্মাণ্ডে হয়, তবে কি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটী ব্রজধাম আছে?

(১। যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার তদ্রূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।)

গোস্বামী। হাঁ আছে। গোলোক স্ব-প্রকাশ বস্তু। সকল ব্রহ্মাণ্ডেই লীলাধামরূপে বর্তমান। আবার সকল ভক্তহৃদয়ে গোলোক প্রকটিত।

বিজয়। যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট, তথাকার মাথুরমণ্ডল কেন প্রকট থাকেন ?

গোস্বামী। সেই স্থানে অপ্রকটলীলা নিত্য বর্তমান। তত্রস্থ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া ধাম বর্তমান থাকেন।

সেদিন সেই পর্য্যন্ত কথা হইল। বিজয় কুমার অষ্টকালীয় সেবা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

(বিজয়কুমারের কৃষ্ণ কৃষ্ণশক্তি তথা স্বকীয়া ও পরকীয়া-বিষয়ে সন্দেহ—স্বপ্নাবস্থায় গুরুদেবকর্তৃক বিজয়কুমারের সন্দেহ-ভঞ্জন—বিজয়কুমারের শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ-নায়কত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন—ধীরোদাত্তানুকূল —ধীরললিতানুকূল—ধীরশান্তানুকূল—দক্ষিণ—শঠ—ধৃষ্ট— নায়কের সংখ্যা-—নায়কের পঞ্চ-প্রকার সহায়— চেট—বিট—বিদূষক—পীঠমর্দ্দক—প্রিয়নর্ম সখা—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী- ভেদে দুই প্রকার দূতী—গোপীভাব—পুরুষে পরোঢ়া অভিমানের আরোপ—পরোঢ়ার মহিমা—সাধন পরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া-ভেদে ব্রজসুন্দরীগণ ত্রিবিধা—যৌথিকী ও অযৌথিকী-—কামগায়ত্রীর নিত্যতা—উপনিষদাদির ব্রজে জন্মলাভ—নিত্য প্রিয়াগণের নিত্য পরকীয়ভাব--নিত্যপ্রিয়াদিগের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব—নিত্যপ্রিয়াগণের নাম ও পরস্পর সম্বন্ধ--শ্রীমদ্ভাগবতে গোপিকাগণের নামোল্লেখ না থাকার কারণ।)

বিজয়কুমার প্রসাদ পাইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। ব্রজনাথ আপন ভজন সমাপ্ত করিয়া হরিনামের মালা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। বিজয় কুমারের নিদ্রা নাই। তিনি পূর্বে জানিতেন যে, গোলোক একটী পৃথক্ স্থান। এখন জানিতে পারিয়াছেন যে গোলোক ও গোকুল অভেদ। গোলোকেও পরকীয়রসের মূল আছে; কিন্তু কিরূপে কৃষ্ণ উপপতি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে একটী চিন্তা উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ পরম পদার্থ; শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। শক্তিকে পৃথক্ করিলেও শক্তিকে কিরূপে পরোঢ়া ও কৃষ্ণকে উপপতি বলা যায়? একবার মনে করিলেন, কল্য প্রভুপাদে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইব; আবার মনে করিলেন, গোলোকের বিষয় আর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়। তথাপি সন্দেহ দূর করা আবশ্যক। এই প্রকার কঠিন চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা উপস্থিত হইল। বিজয় গাঢ়নিদ্রাকালে স্বীয় বিচার্য বিষয় স্বীয় গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বপ্নেই গুরুদেব সেই সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন। গুরুদেব বলিলেন,—বাবা বিজয়, কৃষ্ণের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ। তাঁহার নিত্য ইচ্ছা এই যে, স্বকীয় ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পৃথক্ সত্তা দেন। তন্নিবন্ধন কোটী কোটী ললনারূপ ধারণ করতঃ শক্তি সেবা করিতে যত্ন করেন। কৃষ্ণ আবার শক্তির ঐশ্বর্য্যগত সেবাকে আদর না করিয়া, সেই শক্তির কোন বিচিত্রপ্রভাবদ্বারা ললনাগণকে পৃথক্ গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। স্বয়ংও সেইরূপ একপ্রকার উপপতিসম্বন্ধ ধারণ করেন। নিজের আত্মারামধর্মকে পরকীয় রসের লোভে উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই সকল পরোঢ়া মানিনীদিগের সহিত রাসাদি বিচিত্রলীলা করেন। বংশী ঐ সকল কার্য্যে প্রিয় সখী হন। এই সকল লক্ষণদ্বারা গোলোকে নিত্য পরকীয়ভাব সিদ্ধ হয়। এই জন্যই গোলোকের লীলাবনসকল এবং কেলিবৃন্দাবনাদি নিত্য বর্তমান। ব্রজে যে রাসমণ্ডপ, যমুনা নদী, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি লীলাস্থান সে সমস্তই গোলোকে আছে। গোলোকের স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্য এইরূপেই বর্তমান। শুদ্ধস্বকীয়ত্ব বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। স্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ব অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রজে পরকীয়ভাব স্থূল হইয়া পরদার ঘটনার ন্যায় দেখা গেলেও তাহাতে পরদারত্ব নাই। কেননা কৃষ্ণশক্তিগণ কৃষ্ণের নিজশক্তি। অনাদিকাল হইতে তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্যই সিদ্ধ হয়। অভিমন্যাদি কেবল তত্তদভিমানের অবতার-বিশেষ; কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য পতি হইয়া কৃষ্ণকে উপপতিভাবে ব্রজরঙ্গের নেতা করিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত গোলোকে অভিমান মাত্রেই রসের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহধর্ম ও তদ্ধর্মলঙ্ঘন-প্রতীতির জন্য পৃথক্সত্ত্বরূপে তত্তদভিমানের প্রকটতা যোগমায়াকর্তৃক সিদ্ধ।

স্বপ্নে এই তত্ত্বের পরিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিজয়কুমারের সমস্ত সংশয় দূর হইল। প্রপঞ্চাতীত গোলোকেই যে ভৌমগোকুল, ইহা প্রত্যয় হইল। ব্রজরসের পরমানন্দ-তাদাত্ম্যস্বরূপতা হৃদয়ে উদিত হইল। অষ্টকালীন ব্রজের নিত্যলীলায় দৃঢ়তা জন্মিল। তখন প্রাতে উঠিয়া মনে করিলেন যে, গুরুদেব আমায় অসীম কৃপা করেন। এখন রসের উপকরণগুলি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণপূর্বক ভজনে নিষ্ঠা লাভ করি।

প্রসাদ পাইয়া বিজয়কুমার উপযুক্ত সময়ে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অনেক প্রেমক্রন্দন করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন,—'বাবা, তোমাতে যথার্থ কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে। তোমাকে দেখিলে আমি ধন্য হই।' —বলিতে বলিতে গুরুদেবের প্রেমাবেশ হইতে লাগিল। বিজয়কে কোলে করিয়া 'প্রেমবিবর্ত্তের' এই পদ্যটী গান করিতে লাগিলেন—

"প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার-ভিতরে।।

গোলোকের পরমভাব তার চিত্তে স্ফূরে।
গোকুলে গোলোক পায় মায়া পড়ে দূরে।।”

অনেকক্ষণ এই পদ গান করিতে করিতে গুরুদেবের বাহ্যস্ফূর্তি হইল। বিজয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।

বিজয়। প্রভো, আমি কৃষ্ণকৃপা জানি না। আপনার কৃপাই আমার সকল প্রাপ্তির হেতু বলিয়া জানি। গোলোকানুভূতির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমি ব্রজানুভূতি লইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এখন ব্রজের রস- বৈচিত্র্য ভাল করিয়া জানিয়া লইব। প্রকৃত বিষয়ে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম। গুরো, যে সকল গোকুলকন্যা কৃষ্ণে পতিভাব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কি স্বকীয় বলা যায়?

গোস্বামী। যে সকল গোকুলকুন্যা কৃষ্ণে পতিভাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পতিভাবনিষ্ঠত্বপ্রযুক্ত তাৎকালিক স্বকীয়ত্ব হইয়াছিল। কিন্তু গোকুলবনিতাগণ স্বরূপতঃ পরকীয়া, তাঁহাদের স্বকীয়ত্ব-স্বভাব না হইলেও গন্ধর্ববিবাহ-রীতিক্রমে তাঁহারা স্বীকৃত হওয়ায় স্বকীয়ত্ব (সাম্প্রত অবস্থায়) অর্থাৎ গোকুললীলায় সিদ্ধ হইয়াছিল।

বিজয়। প্রভো, ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। উজ্জ্বলনীলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব; নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট- ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক এক নায়িকায় অতিশয় আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল, রাধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনুকূল ভাব।

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকার নায়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ধীরোদাত্তানুকূল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্বী ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্তৎ গুণ পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় নায়িকায় অভিসরণ করেন।

বিজয়। ধীরললিতানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চিন্ততাদি ধীরললিতের গুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরললিতানুকূল নায়ক হয়।

বিজয়। ধীরশান্তানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। শান্তপ্রকৃতি, সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত নায়ক ধীরশান্তানুকূল।

বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক কিরূপ?

গোস্বামী। মৎসর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী নায়ক অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক হন।

বিজয়। নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন ?

গোস্বামী। 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ সরল। পূর্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্য নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। অনেক নায়িকাতে তুল্যভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক বলা যায়।

বিজয়। শঠ কিরূপ ?

গোস্বামী। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়াচরণ এবং অন্যত্র বিপ্রিয়াচরণ করিয়া নিগূঢ় অপরাধ করেন তিনি শঠ।

বিজয়। ধৃষ্ট লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি নির্ভয়রূপে মিথ্যাবচনে দক্ষ তিনি ধৃষ্ট।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয় ?

গোস্বামী। আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। সেই কৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্ব- ভেদে দুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয়। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকার- ভেদে চব্বিশ প্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট- ভেদে চব্বিশকে চতুর্গুণ করিয়া ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে হইবে যে, স্বকীয় রসে চব্বিশ প্রকার এবং পরকীয় রসে চব্বিশ প্রকার নায়ক। স্বকীয় রসের সঙ্কোচভাব এবং পরকীয় রসের প্রাধান্য প্রযুক্ত ব্রজরসলীলায় পরকীয়রসের চব্বিশ প্রকার নায়কত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বর্তমান। লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কত্বের প্রয়োজন, সেই প্রকারের নায়ক অনুভূত হন।

বিজয়। প্রভো, আমি নায়ক ও নায়কের গুণবিচিত্রতা অনুভব করিতে পারিতেছি। এখন নায়কের সহায় কত প্রকার, তাহা জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। নায়কের পঞ্চপ্রকার সহায়। চেট, বিট, বিদূষক, গীঠমর্দক ও প্রিয়নর্মসখা- —এই পাঁচ প্রকার। তাঁহাদের সকলেরই নর্মবাক্য-প্রয়োগে নিপুণতা, সদা গাঢ়-অনুরাগিতা, দেশকালজ্ঞতা, দক্ষতা, গোপী রুষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করা এবং নিগূঢ় মন্ত্রণা দেওয়াই গুণগণ।

বিজয়। চেট কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। সন্ধানচতুর গূঢ়কর্মা প্রগল্‌ভবুদ্ধিবিশিষ্ট ভঙ্গুর-ভৃঙ্গারাদি গোকুলে কৃষ্ণের চেট কার্য্য করেন।

বিজয়। বিট কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। বেশরচনাদি কার্য্যে পরিপাটী, ধূর্ত, কথোপকথনে পরিপাটী, বশীকরণাদিক্রিয়াপটু, কড়ার ও ভারতীবন্ধু প্রভৃতি কৃষ্ণের বিট।

বিজয়। বিদূষক কাহাকে বলেন ?

গোস্বামী। ভোজনপ্রিয়, কহলপ্রিয়, অঙ্গবিকৃতি, বাক্‌চাতুরী ও বেশদ্বারা হাস্যকারী বসন্তাদি গোপ ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণের বিদূষক।

বিজয়। কে কে পীঠমর্দ?

গোস্বামী। নায়কের ন্যায় গুণবান্ হইয়াও নায়কের অনুবৃত্তিকারী শ্রীদামই কৃষ্ণের পীঠমর্দ।।

বিজয়। প্রিয়নর্মসখার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত সুবল ও অর্জ্জুনাদি কৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা। সুতরাং তাঁহারা অন্যসকল প্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখা—এই পাঁচের মধ্যে চেটগণের দাস্যরস, পীঠমর্দের বীররস, অন্যসকলের সখ্যরস। চেটগণ কিঙ্কর, আর চারিজন সখা।

বিজয়। সহায়গণের মধ্যে কি স্ত্রীলোক নাই?

গোস্বামী। হাঁ আছেন। তাঁহারা দূতী।

বিজয়। দূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। দূতী দুই প্রকার, স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী। কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি স্বয়ংদূতী।

বিজয়। আহা! আপ্তদূতী কাহারা?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভ-বচনচতুরা 'বীরা' এবং চাটু উক্তিচতুরা 'বৃন্দা' এই দুইজন কৃষ্ণের আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী—ইঁহারা অসাধারণী। ইঁহারা ব্যতীত লিঙ্গিনী, দৈবজ্ঞা ও শিল্পকারিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের অনেক সাধারণী দূতী আছেন। তাঁহাদের কথা নায়িকা-দূতী বিচারে বলিলেই সুষ্ঠু হয়।

বিজয়। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ নায়কের ভাব, গুণ ইত্যাদি অনুভব করিয়াছি। ইহাও জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ পতি ও উপপতিভাবে নিত্যলীলা করেন। পতিভাবে দ্বারকাপুরে এবং উপপতিভাবে ব্রজপুরে লীলা করেন। আমাদের কৃষ্ণ উপপতি, অতএব ব্রজের রমণীগণের বিবরণ জানাই আবশ্যক।

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সকল ব্রজবাসিনী ললনা, তাঁহারা প্রায়ই পরকীয়া; কেননা পরকীয়া ব্যতীত মধুর রসের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিকাশ হয় না। সম্বন্ধযোগে পূর্ববনিতাদিগের রস কুণ্ঠিত। শুদ্ধ কামযোগে ব্রজবাসিনীদিগের রস অকুণ্ঠ এবং কৃষ্ণের অধিক সুখ বিধান করে।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। শৃঙ্গার রসজ্ঞ রুদ্র বলেন, স্ত্রীলোকের বামতা ও দুর্লভত্ব নিবন্ধন যে নিবারণাদি প্রতিবন্ধকতা, তাহাই কন্দর্পের পরম আয়ূধস্বরূপ। বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়াছেন যে, যে স্থলে নিষেধ বিশেষ আছে এবং মৃগাক্ষি ললনা দুর্লভ হইয়া পড়ে, সেই স্থলেই নাগরের হৃদয় বিশেষ, আসক্ত হয়। দেখ, রাসলীলায় কৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যতগুলি গোপী

ততগুলি স্বরূপে তাঁহাদের সহিত লীলা করিয়াছিলেন; সাধক মাত্রেরই রাসলীলায় অনুগত হওয়া উচিত। ইহাতে একটী উপদেশ এই যে, সাধক যদি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ভক্তের ন্যায় সেই লীলায় প্রবেশ করিবেন। কৃষ্ণবৎ আচরণ করিবেন না। তাৎপর্য্য এই যে, গোপীভাব অনুগত হইবেন।

বিজয়। গোপীভাবটী একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। নন্দনন্দন কৃষ্ণ— গোপ। তিনি গোপী ব্যতীত কাহারও সহিত রমণ করেন না। গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণের ভজনসেবা করিয়াছেন, শৃঙ্গাররসাধিকারী সাধকও সেই ভাবে কৃষ্ণভজন করিবেন। আপনাকে ভাবনামার্গে ব্রজগোপী মনে করিয়া কোন সৌভাগ্যবতী ব্রজবাসিনীর পরিচারিকাবোধে তাঁহার নির্দেশ মত রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। আপনাকে 'পরোঢ়া' বলিয়া না জানিলে রসোদয় করিতে পারিবেন না। এই পরোঢ়াভিমানই —ব্রজগোপীত্ব ধর্ম। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,— (উজ্জ্বল, কৃষ্ণবল্লভা প্রঃ ১৯)

"মায়াকলিততাদৃক্-স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।। (১)

মায়াকল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয় মাত্র—পরদারত্ব নাই। তথাপি পরোঢ়াত্ব অভিমান নিত্য বর্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধভয়জনিত অপূর্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।

বিজয়। আপনাকে পরোঢ়া বলিয়া জানা কিরূপ?

গোস্বামী। 'আমি ব্রজে কোন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; প্রাপ্তকাল হইলে কোন গোপিবিশেষের সহিত আমার উদ্বাহ হয়, এইরূপ বিশ্বাস হইলেই কৃষ্ণসম্ভোগের লালসা বলবতী হয়। এবম্ভূত অপ্রসূতিকা গোপনারীভাব আপনাতে আরোপ করার নাম গোপীভাব।

বিজয়। পুরুষের আরোপ কেমনে সিদ্ধ হইবে?

গোস্বামী। মায়িকস্বভাববশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষপরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্‌গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন না থাকিলেও স্বভাব ও দৃঢ় অভিমানবশতঃ যে কেহ ব্রজবাসিনী হইতে অধিকারলাভ করিতে পারেন। যাঁহার মধুররসে স্পৃহা, তিনিই ব্রজবাসিনী হইবার অধিকারিণী। স্পৃহা-অনুসারে সাধন

(১। পরোঢ়া অভিমানযুক্তা ব্রজদেবীগণের যোগমায়াকল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত কখনই সঙ্গম হয় নাই। অভিসারাদি সময়ে যোগমায়াকল্পিত সেইরূপ গোপীমূর্তি গৃহমধ্যে দর্শন করিয়া গোপগণ মনে ভাবিতেন যে আমাদের পত্নী গৃহেই আছে, সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবার অবসর হয় নাই।)

করিতে করিতে অনুরূপ সিদ্ধি উদিত হয়।

বিজয়। পরোঢ়ার মহিমা কি?

গোস্বামী। পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ যখন কৃষ্ণ সম্ভোগলালসা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ সর্বাতিশায়িনী শোভা ও সদ্‌গুণবৈভবের দ্বারা প্রেমসৌন্দর্যভর-ভূষিত হন। রমাদিশক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের রস মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বিজয়। সেই ব্রজসুন্দরীগণ কতপ্রকার?

গোস্বামী। তাঁহারা তিন প্রকার অর্থাৎ সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া।

বিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকার ভেদ আছে?

গোস্বামী। সাধনপরাগণ দুই প্রকার অর্থাৎ যৌথিকী ও অযৌথিকী।

বিজয়। যৌথিকী কাহারা?

গোস্বামী। ব্রজরস সাধনে রত হইয়া গণে গণে ব্রজে জন্ম লাভ করেন, তাঁহারা যৌথিকী অর্থাৎ যুথসংযুক্তা। যৌথিকীগণ দুই প্রকার অর্থাৎ মুনিগণ এবং উপনিষদ্‌গণ।

বিজয়। কোন্ মুনিগণ ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

গোস্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়া অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজাভীষ্ট সাধনে যত্ন করেন—তাঁহারাই লব্ধভাব হইয়া ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা পদ্মপুরাণে কথিত আছে। বৃহদ্বামনপুরাণে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাসারম্ভে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি আছে।

বিজয়। উপনিষদ্‌গণ কিরূপে ব্রজে গোপীজন্ম গ্রহণ করেন?

গোস্বামী। সূক্ষ্মদর্শী মহোপনিষদ্‌গণ গোপীগণের ভাগ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপূর্বক তপস্যাচরণ করিয়া প্রেমবতী গোপী হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়। অযৌথিকী কাহারা?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাবে বদ্ধরাগ্ হইয়া যাঁহারা উৎকণ্ঠানুসারে তদ্‌যোগ্য অনুরাগক্রমে সাধনে রত হন, তাঁহারাই প্রাচীন ও নবীনভেদে দুই প্রকারের অযৌথিকী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ একক এবং কেহ কেহ দুইজনে বা তিনজনে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রাচীনগণ নিত্য প্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য লাভ করেন। দেবমানবাদি-যোনি হইতে নবীনাগণ আসিয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমশঃ প্রাচীনা হইয়া পূর্বোক্ত মত সালোক্য প্রাপ্ত হন।

বিজয়। আমি সাধনপরাদিগের কথা বুঝিলাম। এখন দেবীগণের কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যখন কৃষ্ণ স্বর্গে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিত্যপ্রিয়াগণ স্বীয় স্বীয় অংশে তাঁহার তুষ্টির জন্য দেব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যখন কৃষ্ণ পূর্ণরূপে গোকুলে উদিত হন, তখন তাঁহারা গোপকন্যা হইয়া তাঁহাদের অংশী নিত্যপ্রিয়াদিগের প্রাণসখী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণ কোন্ কোন্ সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্ম গ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। স্বাংশরূপে কৃষ্ণ অদিতির গর্ভে বামন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, আবার বিভিন্নাংশে অন্যান্য দেবতা হন। শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভ জন্ম নাই। ব্রহ্মা ও শিব সামান্য পঞ্চাশগুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীব-নিচয় হয়, তন্মধ্যে গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ঐ পঞ্চাশটী গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের অংশ থাকায়, তাঁহারা প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত। গণেশ ও সূর্য্যও তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্মকোটী মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটী মধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণীসকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে তাঁহারা রুচি ও সাধনভেদে কেহ কেহ ব্রজে এবং কেহ কেহ পুরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজজন্ম দেবীগণই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় নিত্যপ্রিয়াদিগের প্রাণসখী হইয়াছিলেন।

বিজয়। প্রভো, উপনিষদ্‌গণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন; বেদের অন্য কোন অংশাধিষ্ঠাত্রী দেবী কি ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন।

বিজয়। কামগায়ত্রী কি অনাদি নয় ?

গোস্বামী। কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতাগায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।

বিজয়। উপনিষদাদি সকলেই ব্রজে জন্মলাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় গোপকন্যাত্ব অভিমানে এবং কৃষ্ণকে গোপনায়ক অভিমানে পতি বলিয়া বরণ করিলেন। গান্ধর্ববিবাহরীতিতে কৃষ্ণ তাঁহাদের তাৎকালিক পতি হইলেন—এ কথা বুঝিলাম, কিন্তু কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াগণ অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণসঙ্গিনী হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ উপপতি হন, তাহা কি কেবল মায়াকল্পিত ?

গোস্বামী। মায়াকল্পিত বটে, কিন্তু জড়মায়াকল্পিত নয়। জড় মায়া কৃষ্ণলীলাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রপঞ্চমধ্যগত হইয়াও ব্রজলীলা সম্পূর্ণরূপে জড়মায়ার অতীত। চিচ্ছক্তির অন্য নাম— যোগমায়া। তিনিই কৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন যাহা দেখিয়া জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টাগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিত্যপ্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন। তাঁহাদের সহিত নিত্যপ্রিয়াদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্বক

কৃষ্ণকে উপপতি করেন। সর্বজ্ঞ পুরুষ ও সর্বজ্ঞ শক্তিগণ নিজ নিজ রসাবেশে সেই সেই প্রত্যয় স্বীকার করেন। ইহাতে রসের উৎকর্ষ এবং স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির পরমোৎকর্ষ লক্ষিত হয়। এরূপ উৎকর্ষ বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। প্রাণসখীগণের নিত্যপ্রিয়াদের সহিত সালোক্য লাভ হইলে কৃষ্ণে সঙ্কুচিত পতিভাব উদার হইয়া উপপতিভাব হইয়া পড়ে। তাহাই তাহাদের চরম লাভ।

বিজয়। অপূর্ব সিদ্ধান্ত। প্রাণ জুড়াইল, এখন প্রভো, নিত্যপ্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ করুন।

গোস্বামী। তোমার মত অধিকারী না পাইলে কি এত গূঢ়তত্ত্ব শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মুখে প্রকাশ করিতেন? দেখ, সর্বজ্ঞ শ্রীজীব এবিষয়ে কতই যে হৃদয় গোপন করিয়া স্থানে স্থানে বিচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার টীকাসকল ও কৃষ্ণসন্দর্ভাদি গ্রন্থ পড়িলে জানিতে পার। পাছে অনধিকারিগণ এত গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া বিকৃতধর্ম আশ্রয় করে, সেই ভয়ে শ্রীজীবাচার্য্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এখনকার রসবিকৃতি ও রসাভাসাদি যাহা বৈষ্ণবপ্রায় লোকে দেখিতেছ তাহাই শ্রীজীব আশঙ্কা করিতেন। এত সাবধান হইয়াও অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন নাই। তুমি এ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করিবে না। এখন নিত্যপ্রিয়াদিগের কথা বলি।

বিজয়। নিত্যপ্রিয়া কাহারা? যদিও আমি বহুশাস্ত্র পড়িয়াছি তথাপি শ্রীগুরুর মুখচন্দ্র হইতে এই সুধা পাইতে বাসনা করি।

গোস্বামী। রাধা ও চন্দ্রাবলী যাহাদের মধ্যে মুখ্য, সেই নিত্যপ্রিয়াগণ ব্রজে কৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্য্যবিদগ্ধাদি গুণের আশ্রয়। তাঁহারা ব্রহ্মসংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন—(ব্রঃ সং ৫।৩৭)

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়াকলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।"

সচ্চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশে ক্ষোভিত করেন, তখন তাহাতে পৃথককৃত হ্লাদিনী প্রতিভাদ্বারা ভাবিত হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিতা হন, তাঁহাদের সহিত এবং নিজরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপদ্বারা সিদ্ধ হয় যে চতুঃষষ্টি কলা সেই সকলের সহিত অখিলাত্মভূত হইয়াও নিত্য গোলোকধামে বাস করেন, সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এই বেদসার ব্রহ্মবাক্যে নিত্যপ্রিয়াদিগের উল্লেখমাত্র আছে। তাঁহারা যে নিত্য অর্থাৎ দেশকালাতীত চিচ্ছক্তি প্রকাশ, ইহা সত্য। চতুঃষষ্টিকলাই তাঁহাদের নিত্যলীলা। "কলাভিঃ স্বাংশরূপাভিঃ শক্তিভিঃ" এই টীকায় অন্য কোনরূপ পৃথক্ অর্থ হইলেও আমি যে শ্রীল স্বরূপগোস্বামীসম্মত অর্থ বলিলাম, তাহাই নিতান্ত গূঢ় এবং শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীবের হৃদয়সম্পুটগত ধন বলিয়া জানিবে।

বিজয়। নিত্যপ্রিয়াগণের নামগুলি পৃথক্ পৃথক্ শুনিবার জন্য কর্ণের স্পৃহা জন্মিতেছে।

গোস্বামী। স্কন্দপুরাণে, প্রহ্লাদসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা,

শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর অন্য নাম সোমাভা। রাধিকার নামান্তর গান্ধর্বা। খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুঙ্কুমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোকপ্রসিদ্ধ।

বিজয়। ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ?

গোস্বামী। এই সকল গোপীগণ যুথেশ্বরী। যুথও শত শত। বরাঙ্গনাসকল যুথে যুথে লক্ষ সংখ্যা। রাধা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঙ্কুমা পর্যন্ত সকলেই যুথাধিপ বলিয়া প্রকীর্তিত। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইহাদিগকে প্রোহ্যভাবে কীর্তন করা হইয়াছে। যুথেশ্বরিগণের মধ্যে রাধা প্রভৃতি অষ্ট গোপী সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত 'প্রধানা' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

বিজয়। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইহারা প্রধানা গোপী এবং কৃষ্ণের লীলাপুষ্টিকরণে বিশেষ পটু। তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে যুথেশ্বরী কেন বলা হয় নাই?

গোস্বামী। তাঁহারা যেরূপ গুণবতী তাহাতে তাঁহাদিগকে যুথাধিপত্যে গ্রহণ করা যোগ্যই বটে। কিন্তু শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময়ভাবে ললিতা ও বিশাখা এত মুগ্ধ যে, তাঁহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র যুথেশ্বরী বলিতে ইচ্ছা করেন না। তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমতীর অনুগত সখী এবং কেহ কেহ চন্দ্রাবলীর অনুগত, এরূপ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

বিজয়। আমরা শুনিয়াছি যে, ললিতার গণ আছে, সে কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীমতী সর্বযুথেশ্বরীর প্রধানা। তাঁহার যুথগতগণ কেহ কেহ ভাববিশেষের আদরে ক্রমে ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত এবং কেহ কেহ বিশাখাদির গণ। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী শ্রীমতী রাধিকার পৃথক্ পৃথক্ গণনায়িকা বলিয়া পরিগণিত। বহু ভাগ্যক্রমে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ হয়।

বিজয়। প্রভো, কোন্ কোন্ শাস্ত্র ঐসকল গোপীদিগের নাম পাওয়া যায়?

গোস্বামী। পদ্মপুরাণে, স্কন্দপুরাণে, ভবিষ্যোত্তরে ঐসকল নাম পাইবে। সাত্ত্বততন্ত্রেও অনেক নাম পাইবে।

বিজয়। শ্রীমদ্ভাগবত জগতের সকল শাস্ত্রশিরোমণি। তাহাতে যদি ঐ সকল নাম থাকিত, তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হইত।

গোস্বামী। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ তত্ত্বশাস্ত্র হইয়াও রসসমুদ্র। রসিক লোকের বিচারে রসতত্ত্ব সকলই তাহাতে আছে। শ্রীরাধানাম এবং সকল গোপীগণের ভাব ও পরিচয় ভাগবতে গূঢ়রূপে আছে। তুমি এখন যদি দশমস্কন্ধ পদ্যগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, সকলই তাঁহাতে পাইবে। অনধিকারী লোককে দূরে রাখিবার জন্য গূঢ়রূপে ঐ সমস্ত কথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। বাবা বিজয়, একটি নামের মালিকা ও গুটিকতক কথা সাজাইয়া যাহার তাহার কাছে দিলে কি ফল হয়? পাঠক যত উন্নত হয়, ততই গূঢ় কথা বুঝিতে পারে। সুতরাং যে বিষয় সর্বজনের নিকট প্রকাশ্য নয়, তাহা গূঢ়রূপে বলাই পাণ্ডিত্য। যে যাহার

অধিকারী সে আপন অধিকারের কথা বুঝিয়া লয়। বস্তুতত্ত্ব শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত জানা যায় না। জানিলেও কার্য হয় না। তুমি 'উজ্জ্বলনীলমণি' ভালরূপে বুঝিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই সমস্ত রস পাইবে।

এই সব কথা হইতে অনেক কাল অতীত হওয়ায় সে দিনের ইষ্টগোষ্ঠী ভঙ্গ হইল। বিজয় চিজ্জগতে নায়ক-নায়িকা তত্ত্বের রস ধ্যান করিতে করিতে হরচণ্ডীসাহীর দিকে যাত্রা করিলেন। এক একবার তাঁহার মনে বিদূষক, পীঠমর্দ্দাদি ভাব আসিয়া নানা সুখসঞ্চার করিতে লাগিল। আবার বংশীরূপ স্বয়ংদূতীর কথা বিচার করিয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ব্রজের পরম ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া বিজয়কে আনন্দে নাচাইতে লাগিল। বিগত রাত্রে সুন্দরাচলের দিকে যাইতে যাইতে উপবনে যে লীলা দেখিয়াছিলেন, তাহাই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া তাঁহার চিত্তে উদিত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

(রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব—রাধার স্বরূপ—ষোড়শ শৃঙ্গার—দ্বাদশ আভরণ--শ্রীমতীর পঞ্চবিংশতি গুণাবলী—চারুসৌভাগ্য রেখা—রাধার পঞ্চপ্রকার সখী—সখী—নিত্যসখী—প্রাণসখী—প্রিয়সখী—পরম প্রেষ্ঠ সখী— গোকুল ললনাগণের প্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন-—নায়িকাভেদ—ভাবযোগ্যতা—মুগ্ধা—মধ্যা—প্রগল্‌ভা—সাকল্যে নায়িকার সংখ্যা—নায়িকাদিগের অষ্টপ্রকার অবস্থা—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিত ভর্তৃকা, (৮) স্বাধীন-ভর্তৃকা—কৃষ্ণপ্রেম-সন্তাপ—উত্তমা—মধ্যমা—কনিষ্ঠা- ভেদে নায়িকাগণের প্রেম-তারতম্য—উত্তমার লক্ষণ—মধ্যমার লক্ষণ—কনিষ্ঠার লক্ষণ—নায়িকা-সংখ্যা—যুথেশ্বরীদিগের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ও তটস্থ- ভেদ--অধিকা-সমা ও লঘ্বী—প্রখরা মধ্য ও মৃদ্বী—আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী- ভেদে দ্বিবিধা অধিকা--আপেক্ষিকাধিকা—আত্যন্তিকী লঘু—সমা-লঘু—কায়িক বাচিক ও চাক্ষুষ ভেদে ত্রিবিধ অভিযোগ--সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ—আপেক্ষ ব্যঙ্গ—আঙ্গিক অভিযোগ—চাক্ষুষ অভিযোগ—অমিতার্থা-নিসৃষ্টার্থাপত্র-হারী ভেদে আপ্তদূতী ত্রিবিধা—আপ্তদূতীগণের নাম।)

অদ্য বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানপূর্বক বাসায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে ব্রজনাথ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিতে গেলেন। বিজয়কুমার শ্রীরাধাকান্ত মঠে আসিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। সময় বুঝিয়া বিজয় শ্রীরাধিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় বলিলেন,—প্রভো, শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই আমাদের প্রাণসর্বস্ব। কেন বলিতে

পারি না, রাধিকার নাম শুনিলে আমার হৃদয় গলিত হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণই আমাদের গতি তথাপি শ্রীরাধার সহিত যে লীলাবিলাস, তাহাই মাত্র আস্বাদন করিতে ভালবাসি। যাহাতে শ্রীরাধিকার কথা নাই, এরূপ কৃষ্ণকথাও আর ভাল লাগে না। প্রভো, বলিতে কি, আমি আর বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি না। শ্রীরাধিকার পাল্যদাসী বলিয়া আমার পরিচয় দিতে ভাল লাগে। আবার আর এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহির্মুখ লোকের নিকট ব্রজকথাপ্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় না। অরসিক লোকে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, সে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

গোস্বামী। তুমি ধন্য! আপনাকে যতদিন সম্পূর্ণরূপে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া বিশ্বাস না হয়, ততদিন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কথায় অধিকার জন্মে না। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, কোন দেবীরও রাধাকৃষ্ণ কথায় অধিকার নাই। বিজয়, যে সকল হরিবল্লভাদিগের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তন্মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী সকলের মুখ্যা। তাঁহাদের উভয়েরই কোটী কোটী সংখ্যা ললনাযুগ আছে। মহারাসের সময় প্রমদাশতকোটী আসিয়া রাসমণ্ডল শোভা করিয়াছিলেন।

বিজয়। প্রভো, চন্দ্রাবলীরও কোটী কোটী যুথ থাকুক, কিন্তু শ্রীরাধার মাহাত্ম্য শুনাইয়া আমার দূষিত কর্ণকে শোধিত ও রসপূরিত করুন। আমি আপনার শরণাগত।

গোস্বামী। আহা বিজয়, রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধা—মহাভাব স্বরূপা, সুতরাং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা এবং সকল বিষয়েই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা অধিক। দেখ, তাপনীশ্রুতিতে তিনি 'গান্ধর্বা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঋক পরিশিষ্টে রাধার সহিত মাধবের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ণন করেন। সুতরাং পদ্মপুরাণে নারদের উক্তি এই —রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয় তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। সকলগোপী অপেক্ষা রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। হইবেই বা না কেন? রাধাতত্ত্বটী কেমন? হ্লাদিনীনামা মহাশক্তি সর্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। রাধিকা সেই হ্লাদিনীসারভাব।

বিজয়। অপূর্বতত্ত্ব! রাধার স্বরূপ কি প্রকার?

গোস্বামী। রাধিকা আমার সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা—বৃষভানুনন্দিনী। তাঁহার স্বরূপে ষোলপ্রকার শৃঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশপ্রকার অলঙ্কার শোভা করিতেছে।

বিজয়। সুষ্ঠুকান্তস্বরূপ কাহাকে বলা যায়?

গোস্বামী। স্বরূপের শোভা এত যে, শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার কাছে লাগে না। সুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল বদনকমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে কুচদ্বয় অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদ্বয় শোভিত, করে নখরত্ন বিরাজমান। ত্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই।

বিজয়। ষোড়শ শৃঙ্গার কি কি?

গোস্বামী। স্নান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন পরিধান, কটিতটে নিবী, বেণী,

কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশমধ্যে পুষ্পবিন্যাস, গলে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরিবিন্দু, কজ্জ্বলাক্ষী, চিত্রিত গণ্ডদেশ, চরণে অলক্তক রাগ এবং ললাটফলকে তিলক, এই ষোলটী শৃঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা।

বিজয়। দ্বাদশ আভরণ কি কি?

গোস্বামী। চূড়ার অপূর্ব মণি, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলে সুবর্ণপদক, কর্ণোর্দ্ধছিদ্রে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠভূষা, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, গলে তারাহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননূপুর এবং পদাঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুরী, এইরূপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা করে।

বিজয়। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্ণের ন্যায় অসংখ্য গুণ। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ প্রধান, যথা—

১। তিনি মধুরা অর্থাৎ চারুদর্শনা।

২। নববয়া অর্থাৎ কিশোর বয়স বিশিষ্টা।

৩। চপলাঙ্গী অর্থাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি)।

৪। উজ্জ্বলস্মিতা অর্থাৎ আনন্দময় হাস্যযুক্তা।

৫। চারুসৌভাগ্যের রেখাযুক্তা অর্থাৎ পাদাদিস্থিত চন্দ্ররেখাযুক্তা।

৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন।

৭। সঙ্গীতবিস্তারে অভিজ্ঞ।

৮। রম্যবাক্ অর্থাৎ রমণীয় বাক্যপটু।

৯। নর্মপণ্ডিতা অর্থাৎ পরিহাসপটু।

১০। বিনীতা।

১১। করুণাপূর্ণা।

১২। বিদগ্ধা অর্থাৎ চতুরা।

১৩। পাটবান্বিতা, সর্বকার্যে পটুতাযুক্তা।

১৪। লজ্জাশীলা।

১৫। সুমর্য্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা।

১৬। ধৈর্য্যশালিনী অর্থাৎ দুঃখ সহিষ্ণু।

১৭। গাম্ভীর্য্যশালিনী।

১৮। সুবিলাসা অর্থাৎ সুবিলাসপ্রিয়।

১৯। মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী অর্থাৎ মহাভাবের পরমোৎকর্ষ বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্তা।

২০। গোকুলপ্রেমবসতি অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলে গোকুলবাসীদিগের সহজ প্রেম হয়।

২১। জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ অর্থাৎ যাঁহার যশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত।

২২। গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহাস্পদা।

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীনা।

২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা।

২৫। সন্ততাশ্রবকেশবা অর্থাৎ কেশব সর্বদা তাঁহার আজ্ঞাধীন।

বিজয়। চারুসৌভাগ্য রেখাগুলি বিস্তাররূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

গোস্বামী। বরাহসংহিতা, জ্যোতিঃশাস্ত্র, কাশীখণ্ড ও মাৎস্য-গারুড়াদিপুরাণ অনুসারে সৌভাগ্য রেখা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ১। বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যবরেখা, ২। তাঁহার তলে চক্র, ৩। মধ্যমার তলে কমল, ৪। কমলতলে ধ্বজ, ৫। তথা পতাকা, ৬। মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত মধ্যচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, ৭। কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ। পুনরায় ১। দক্ষিণ চরণের অঙ্গুমূলে শঙ্খ, ২। পার্ষ্ণিতে মৎস্য, ৩। কনিষ্ঠ তলে বেদী, ৪। মৎস্যোপরি রথ, ৫। শৈল, ৬। কুণ্ডল, ৭। গদা, ৮। শক্তি চিহ্ন। বামকরে-১। তর্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পর্য্যন্ত পরমায়ু রেখা, ২। তাহার তলে কর হইতে আরম্ভ হইয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ মধ্যদেশগত অন্যরেখা, ৩। অঙ্গুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বক্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিলিত হইয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ গত অন্য রেখা অঙ্গ লীগুলির অগ্রভাগে নন্দ্যাবর্তরূপ অর্থাৎ পাঁচটী চক্রাকারচিহ্ন একত্রে আট হইল, ৯। অনামিকা তলে কুঞ্জর, ১০। পরমায়ু রেখা তলে বাজী, ১১। মধ্যরেখাতলে বৃষ, ১২। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, ১৩। ব্যজন,১৪। শ্রীবৃক্ষ, ১৫। যূপ, ১৬। বাণ, ১৭। তোমর, ১৮। মালা; দক্ষিণ হস্তে বামহস্তের ন্যায় পরমায়ু রেখাদিত্রয়। অঙ্গুলীগুলির অগ্রে শঙ্খ পাঁচটী। ৯। তর্জনীতলে চামর, ১০। কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ, ১১। প্রাসাদ, ১২। দুন্দুভি, ১৩। বজ্র, ১৪। শকটযুগ, ১৫। কোদণ্ড, ১৬। অসি, ১৭। ভৃঙ্গার। বাম চরণে সপ্ত, দক্ষিণ চরণে অষ্ট, বাম করে অষ্টাদশ, দক্ষিণ করে সপ্তদশ, একত্রে পঞ্চাশ চিহ্ন সৌভাগ্যরেখা।

বিজয়। এই সমস্ত গুণ অন্যে কি সম্ভব হয় না?

গোস্বামী। জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে এই সকল গুণ আছে। শ্রীরাধিকায় এই সমস্ত গুণ পূর্ণরূপে থাকে। দেবী প্রভৃতিতে অন্য জীব অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পরিমাণে আছে। শ্রীরাধার সমস্ত গুণই অপ্রাকৃত, কেননা প্রাকৃত জগতে কাহাতেও এসকল বিশুদ্ধ ও পূর্ণরূপে নাই। গৌরী প্রভৃতিতেও এ সব গুণের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নাই।

বিজয়। আহা! শ্রীমতী রাধিকার রূপ-গুণ অবিচিন্ত্য। তাঁহার কৃপাতেই কেবল তাহা অনুভব করা যায়।

গোস্বামী। সেরূপ গুণের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং কৃষ্ণও যে রূপ ও গুণ দেখিয়া সর্বদা মোহিত হইয়া থাকেন, তাহার আর তুলনা কোথায়?

বিজয়। প্রভো, কৃপা করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সখিগণের বিষয় বলুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধার যুথই সর্বোত্তম। সেই যুথে যে-সকল ললনা আছেন তাঁহারা সর্বসদ্‌গুণভূষিত। তাঁহাদের বিলাসবিভ্রম সর্বদা মাধবকে আকর্ষণ করে।

বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় প্রকার?

গোস্বামী। পঞ্চ প্রকার। যথা ঃ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরম প্রেষ্ঠসখী।

বিজয়। কাহারা সখী?

গোস্বামী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি সখীমধ্যে কীর্তিত হইয়া থাকেন।

বিজয়। নিত্যসখী কাহারা?

গোস্বামী। কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী।

বিজয়। প্রাণসখী কে কে?

গোস্বামী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইঁহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতাপ্রাপ্ত।

বিজয়। প্রিয়সখী কাহারা?

গোস্বামী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মুঞ্জকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা,শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী।

বিজয়। কে কে পরম প্রেষ্ঠসখী?

গোস্বামী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী--এই আটজন সর্ব সখীগণের প্রধানা পরমপ্রেষ্ঠ সখী বলিয়া উক্ত। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরাকাষ্ঠাপ্রযুক্ত স্থল বিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন।

বিজয়। যূথাদি বুঝিলাম, 'গণ' কাহাকে বলে?

গোস্বামী। প্রত্যেক যূথে যে অবান্তর বিভাগ আছে, তাহার নাম গণ। যথা—শ্রীমতীর যূথে ললিতার অনুগত সখীসকল ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত।

বিজয়। ব্রজাঙ্গনাদিগের পরোঢ়াত্ব একটি মহদ্‌গুণ বিশেষ। পরোঢ়া কোন স্থলে ইষ্ট বলিয়া বোধ হয় না?

গোস্বামী। এই জড় জগতে যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব—ইহা ঔপাধিক। মায়িক কর্মফলানুরোধে কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ। মায়াতে বহুতর অধর্ম ও তুচ্ছ স্পৃহা থাকে,এই জন্যই ঋষিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ করিয়াছেন। রসকে ধর্মাশ্রিত করিবার জন্য কবিগণ জড়ালঙ্কারে পরোঢ়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। চিদ্বিলাস রসই নিত্যরস। সেই রসের হেয়-প্রতিফলন মায়িক স্ত্রী পুরুষগত শৃঙ্গার রস। সুতরাং জড়ীয় শৃঙ্গার রস অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিধিপরবশ। এই কারণেই প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকাসম্বন্ধে পরোঢ়া পরিত্যক্তা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ নায়ক, সেখানে

রসপুষ্টির জন্য যে পরোঢ়ামিলন,তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এ তত্ত্বে অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহবিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পরকীয়রসকে প্রপঞ্চমধ্যে গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন,তখন গোকুলললনাদিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত পরোঢ়ানিন্দা স্থান পায় না।

বিজয়। গোকুল ললনাপ্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে?

গোস্বামী। গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণে কেবল নন্দনন্দনত্ব স্ফূর্তি। সেই নিষ্ঠাক্রমে যে সমস্ত ভাবমুদ্রা উদিত হয়, তাহা অভক্ত তার্কিকগণ দূরে থাকুক, ভক্তগণের পক্ষেও দুর্গম। নন্দনন্দনের ঐশ্বর্যভাব মাধুর্য্যাধিক্যক্রমে প্রায়ই অলক্ষিত, কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া নিজ চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ করায় গোপীগণ তাহা আদর করেন নাই। আবার শ্রীরাধার সন্নিকর্ষে সে চতুর্ভজত্ব লুপ্ত হইল। দ্বিভুজ কৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। এ সমস্ত শ্রীরাধার নিগূঢ় পরকীয়-রসভাবের ফল।

বিজয়। চরিতার্থ হইলাম। প্রভো, এখন নায়িকাভেদ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। নায়িকা তিন প্রকার অর্থাৎ স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা। চিদ্রসের স্বকীয়া পরকীয়াদিগের কথা বলিয়াছি। এখন সামান্যার কথা বলিব। জড়ালঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, 'সামান্যা' নায়িকাগণ বেশ্যা, তাঁহারা কেবল অর্থলোভী। গুণহীন নায়কে দ্বেষ এবং গুণবান নায়কে অনুরাগ করে না। সুতরাং তাহাদের শৃঙ্গার কেবল শৃঙ্গারাভাস মাত্র, শৃঙ্গার নয়। কিন্তু মথুরায় যে সৈরিন্ধ্রী কুব্জা, তাহাকে সামান্যা বলিয়া তাহার কৃষ্ণবিষয়ক শৃঙ্গাররসাভাব-প্রসঙ্গ হইলেও কোন প্রকার ভাবযোগ্য হওয়ায় তাহাকেও আমরা পরকীয়ামধ্যে পরিগণিত করি।

বিজয়। সে ভাবযোগ্যতা কি?

গোস্বামী। কুব্জা যখন কুরূপা ছিল, তখন তাহার অন্যত্র রতি হয় নাই। কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গে যে চন্দন দান স্পৃহা হইল, তাহাই তাহার প্রিয়ত্ব ভাব, এই জন্য তাহাকে পরকীয় বলা যায়। কিন্তু পট্টমহিষীগণের যে কৃষ্ণে সুখদান-বাঞ্ছা তাহা কুব্জায় উদিত হয় নাই। সুতরাং তাহার রতি মহিষীদিগের রতি অপেক্ষা ন্যূন জাতীয়। এই জন্যই সে কৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণপূর্বক রতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রিয়ত্বভাবের সহিত স্বার্থ প্রার্থনা থাকায় তাহার রতি সাধারণী।

বিজয়। কুব্জাকে পরকীয়া মধ্যে গণিত করায় কৃষ্ণপ্রেমে স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুইপ্রকার নায়িকা- ভেদ দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে আর কি প্রকার ভেদ আছে বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। চিদ্রসে স্বকীয়া, পরকীয়া উভয়বিধ নায়িকাই মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো, আপনার অপার কৃপায় তখন চিদ্রস মনে হইলেই, আমি আপনাকে

ব্রজাঙ্গনা বলিয়া মনে করি। তখন মায়িক পুরুষভাব কোথায় যায় তাহার উদ্দেশ পাই না। আমি এখন নায়িকাদিগের ভাব- ভেদ জানিতে নিতান্ত ব্যাকুল; কেননা, রমণীভাব লাভ করিয়াও উপযুক্ত ক্রিয়াপর হইতে পারি নাই। অতএব আপনাতে সেই ভাব অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য আপনার শ্রীচরণে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছি। বলুন, মুগ্ধা কি প্রকার।

গোস্বামী। মুগ্ধার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবনা কামিনী, রতিদানে বামা, সখীদিগের বশীভূতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দররূপে যত্নশীলা। নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাঁহাকে দেখেন। প্রিয়াপ্রিয় কথা বলেন না ও মান করেন না।

বিজয়। মধ্যা কি প্রকার?

গোস্বামী। মধ্যার লক্ষণ এই—তাঁহার মদন ও লজ্জা সমান সমান। তিনি নবযৌবনা, তাঁহার উক্তিসকল কিয়ৎপরিমাণে প্রগল্‌ভযুক্ত। তাঁহার সুরতক্রিয়ায় মোহ পর্য্যন্ত অনুভব। মানে কখন কোমলা, কখন কর্কশা। মানবতী মধ্যা কখন ধীরা, কখন অধীরা এবং কখন বা ধীরাধীরা হন। যে নায়িকা সাপরাধী প্রিয়ব্যক্তিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরা মধ্যা। যে নায়িকা রোষপূর্বক বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি অধীরা মধ্যা। যে নায়িকা সাশ্রুনয়নে প্রিয়ব্যক্তির প্রতি বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার মিশ্রভাব থাকায় মধ্যাতেই সর্বরসোৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

বিজয়। প্রগল্‌ভা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবনা, মদান্ধ, রতি-বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুকা। তিনি ভূরি ভূরি ভাবোদ্গম্ করিতে জানেন। রসদ্বারা বল্লভকে আক্রমণ করেন। তাঁহার উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ়া। মানক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কর্কশ। মানবতী প্রগলভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা- ভেদে তিন প্রকার। ধীরা প্রগল্‌ভা সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা, ভাবগোপনশীলা এবং আদরকারিণী। অধীরা প্রগল্‌ভা নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করেন। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা- ভেদে মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা জ্যেষ্ঠমধ্যা ও কনিষ্ঠমধ্যা এবং জ্যেষ্ঠপ্রগল্‌ভা- ও কনিষ্ঠ প্রগল্‌ভা প্রভেদ। নায়কের প্রণয়-অনুসারেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ- ভেদ উদিত হয়।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়িকা কত প্রকার?

গোস্বামী। নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। কন্যা— কেবলমুগ্ধা সুতরাং একপ্রকার। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা- ভেদে তিনি আবার মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা- ভেদে ছয়, এইরূপে স্বকীয়া সাত প্রকার। পরকীয়াও সেইরূপে সাতপ্রকার, সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার।

বিজয়। নায়িকাদিগের অবস্থা- ভেদ কত প্রকার?

গোস্বামী। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা,

প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা এইরূপ আট প্রকার অবস্থা। পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা আছে।

বিজয়। অভিসারিকা কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি কান্তকে অভিসার করান অথবা স্বয়ং অভিসার করেন, তিনি অভিসারিকা। যিনি শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক গমন করেন, তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা। যিনি কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসনাদি পরিধানপূর্বক যাত্রা করেন, তিনি তমোভিসারিকা। লজ্জায় তিনি স্বীয় অঙ্গে লীন, নিঃশব্দ, অলঙ্কৃত কৃতাবগুণ্ঠা হইয়া একটী স্নিগ্ধসখী সঙ্গে গমন করেন।

বিজয়। বাসকসজ্জা কি প্রকার?

গোস্বামী। স্বীয় অবসরক্রমে কান্ত আসিবেন, এই আশায় যে নায়িকা নিজ দেহ-সজ্জা ও গৃহ-সজ্জা করেন, তিনি 'বাসক-সজ্জিকা' বলিয়া উক্তা হন। স্মরক্রীড়াসঙ্কল্প, কান্তের পথনিরীক্ষণ, সখীসহ লীলাকথা, পুনঃ পুনঃ দূতীকে প্রতীক্ষা করাই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। উৎকণ্ঠিতা কি প্রকার?

গোস্বামী। নিরপরাধ নায়ক আসিতে বিলম্ব করিলে, যে নায়িকা উৎসুক ও বিরোহৎকণ্ঠিতা হন, তাহাকে ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'উৎকণ্ঠিতা' বলেন। হৃত্তাপ, কম্প, অনাগমনের হেতু বিতর্ক, বিরক্তি, বাষ্পমোচন এবং স্বীয় অবস্থাবর্ণন, এই সকল তাঁহার চেষ্টা। বাসকসজ্জার দশা শেষে মান যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবশ্য বিচারে এবং সঙ্গ মাভাবে উৎকণ্ঠা হয়।

বিজয়। খণ্ডিতা কিরূপ?

গোস্বামী। সময় উল্লঙ্ঘনপূর্বক অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলে নায়িকা 'খণ্ডিত' হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস ও তূষ্ণীভাবই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। বিপ্রলব্ধা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ না আসিলে ব্যথাকুলা নায়িকা "বিপ্রলব্ধা" হন। নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাসাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। কলহান্তরিতা কিরূপ?

গোস্বামী। বল্লভ সখিদিগের সম্মুখে পাদপতিত হইলেও যে নায়িকা ক্রোধভরে তাঁহাকে নিরাশ করেন, তিনি প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসাদি- চেষ্টা-লক্ষিত 'কলহান্তরিতা' বলিয়া উক্ত হন।

বিজয়। প্রোষিতভর্তৃকা কে?

গোস্বামী। কান্ত দূরদেশে গেলে নায়িকা প্রোষিতভর্তৃকা হন। বল্লভের গুণকীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অবস্থান, জড়তা এবং চিন্তাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্তৃকা কে?

গোস্বামী। বল্লভ যাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া সর্বদা নিকটে থাকেন তিনি স্বাধীনভর্তৃকা। বনলীলা, জলক্রীড়া, কুসুমচয়নাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্তৃকা অবস্থা বড় আনন্দজনক।

গোস্বামী। নায়ক যদি প্রেমবশ্য হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ না হন, তবে স্বাধীনভর্তৃকাকে 'মাধবী' বলা যায়। অষ্টনায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা, বাসক-সজ্জা, অভিসারিকা—এই তিন প্রকার নায়িকা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিত-ভর্তৃকা ও কলহান্তরিতা—এই পাঁচ প্রকার নায়িকা ভূষণশূন্যা হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন।

বিজয়। কৃষ্ণপ্রেমসন্তাপ! ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দস্বরূপ সন্তাপাদি সেই পরমানন্দের বিচিত্রতা। জড়জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু চিজ্জগতে তাহা আনন্দবিকারবিশেষ। আস্বাদনে চিন্ময়রস-সুখ বুঝিবে, কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেমতারতম্য কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকাগণ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা- ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। উত্তমানায়িকা নায়কের ক্ষণকালের সুখবিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাঁহাকে খেদান্বিত করিলেও অসূয়ার উদ্‌গম্ হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়াও বলে, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশবার্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র।

বিজয়। কনিষ্ঠার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা।

বিজয়। নায়িকাসংখ্যা কত হইল?

গোস্বামী। একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশতষষ্টি হয়। যথা—প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে, তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশতবিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশতষষ্টি হয়।

বিজয়। আমি নায়িকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন যুথেশ্বরীদিগের পরস্পর ভেদ কি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। যুথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ ভেদ আছে। সৌভাগ্যতারতম্যবশতঃ তাঁহারা অধিকা, সমা ও লঘ্বী—এই প্রকার- ভেদে লক্ষিত হন। প্রখরা, মধ্যা, মৃদ্বীভেদে তাঁহারা আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাঁহাদের প্রগল্ভ বাক্য, তাঁহারা প্রখরা বলিয়া খ্যাত। যাঁহাদের বাক্যে প্রখরা অত্যল্প তাঁহারা মৃদ্বী এবং যাঁহারা তদুভয়ের মধ্যগত, তাঁহারা মধ্যা। আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী- ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ। যিনি সর্বথা অসমোর্দ্ধ, তিনিই আত্যন্তিকাধিকা—তিনিই রাধা, তিনিই মধ্যা। তাঁহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই।

বিজয়। আপেক্ষিকাধিকা কে কে?

গোস্বামী। যুথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্য যিনি শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই 'আপেক্ষিকাধিকা' বলিয়া উক্ত।

বিজয়। আত্যন্তিকী লঘু কে?

গোস্বামী। অন্য নায়িকাগণ যাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নন, তিনিই আত্যন্তিকী লঘু। আত্যন্তিকী অধিকা অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু। আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত সকল যুথেশ্বরীই অধিকা। সুতরাং আত্যন্তিকী অধিকা যুথেশ্বরীর সমত্ব ও লঘুত্বের সম্ভাবনা নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমালঘু একই প্রকার। মধ্যাগণের অধিক-প্রখরাদি- ভেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএব যুথেশ্বরীগণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ। যথা ঃ—১। আত্যন্তিকাধিকা, ২। সমালঘু, ৩। অধিক-মধ্যা, ৪। সমমধ্যা, ৫। লঘুমধ্যা, ৬। অধিকপ্রখরা, ৭। সমপ্রখরা, ৮। লঘুপ্রখরা, ৯। অধিকমৃদ্বী, ১০। সমমৃদ্বী, ১১। লঘুমৃদ্বী, ১২। আত্যন্তিকলঘু।

বিজয়। আমি এখন দূতী- ভেদ জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণাপ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায়স্বরূপ দূতীর প্রয়োজন। দূতী—-স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী- ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। স্বয়ংদূতী কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ লজ্জার ত্রুটি হয়। অনুরাগে মোহিত হইয়া, স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ করেন, তাহাই স্বয়ং দূতী। এই অভিযোগ কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুশ- ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। বাচিক অভিযোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ব্যঙ্গই বাচিক অভিযোগ, তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ ভেদে দুই প্রকার। ব্যঙ্গ আবার কৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবর্ত্তী দ্রব্যকে বিষয় করিয়া নিজ কার্য্য করে।

বিজয়। কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশদ্বারা ব্যঙ্গ দুই প্রকার কার্য্য করে।

বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ?

গোস্বামী। গর্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদি- ভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গরূপ অভিযোগ বহুবিধ।

বিজয়। আক্ষেপব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। আক্ষেপের দ্বারা শব্দোত্থব্যঙ্গ একপ্রকার ও অর্থোত্থব্যঙ্গ আর একপ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমাদিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হইবে না।

বিজয়। আচ্ছা, তাহাই বটে। যাচ্‌ঞাদ্বারা ব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। স্বার্থ ও পরার্থ- ভেদে যাচ্‌ঞা দুই প্রকার। দুই প্রকার যাজ্ঞাতেই শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। এ সমস্ত শব্দে ভাব যোগপূর্বক সাঙ্কেতিক যাজ্ঞা মাত্র। স্বার্থযাজ্ঞা নিজের কথা নিজে বলা। পরার্থ যাজ্ঞায় অন্যের কথা অন্যে বলা।

বিজয়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযোগ-বাক্য, তাহাতে শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ আছে। তাহা অনেক নাটক-নাটিকায় দেখা যায় এবং শব্দচাতুরীতে কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন 'ব্যপদেশ' কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অপদেশ' শব্দ হইতেই 'ব্যপদেশ' শব্দটিকে পারিভাষিকী সংজ্ঞা বলিয়া জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ অন্য কিছু বর্ণনের দ্বারা অভীষ্ট- বোধন। তাৎপর্য্য এই যে কোন এক বাক্যদ্বারা স্পষ্টার্থ এক হয় কিন্তু ব্যঙ্গার্থে কৃষ্ণের নিকট সেবা-যাজ্ঞা বুঝায় ইহারই নাম 'ব্যপদেশ'। সেই ব্যপদেশ দূতীরূপে কার্য্য করে।

বিজয়। ব্যপদেশ একপ্রকার ছলবাক্য, যাজ্ঞা তাহার গূঢ় অর্থ হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবর্তী বিষয় একটু ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে করিয়া অগ্রস্থিত কোন জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প ব্যবহার করা যায় তাহাই পুরস্থ-বিষয়-গত ব্যঙ্গ। তাহাও শব্দোত্থ- অর্থোত্থ ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। আপনার কৃপায় এসব বুঝিলাম। এখন আঙ্গিক অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। অঙ্গুলিস্ফোটন, ছল করিয়া সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূমিতে লিখন, কর্ণকণ্ডুয়ন, তিলকক্রিয়া বেশধারণ, ভ্রূবিক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধর দংশন, হারগুম্ফন, অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমূল উদঘাটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতাসংযোগ, এইরূপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে 'আঙ্গিক-অভিযোগ' হয়।

বিজয়। চাক্ষুষ-অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। নেত্রের হাস্য, নেত্রকে অর্দ্ধ মুদ্রিত করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষাদি 'চাক্ষুষ-অভিযোগ'।

বিজয়। স্বয়ংদূতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে, তাহা অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আপ্তদূতীর কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না— স্নেহবতী ও বাগ্মিনী, সেইরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের দূতী।

বিজয়। আপ্তদূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী- ভেদে দূতী তিন প্রকার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়া মিলনসংযোগকারিণীকে 'অমিতার্থা' দূতী বলেন। যুক্তিদ্বারা মিলনকারিণীকে 'নিসৃষ্টার্থা' দূতী বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন করেন, তিনি পত্রহারী।

বিজয়। আর কেহ আপ্তদূতী আছেন?

গোস্বামী। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদিও দূতীমধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্বারা মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতী রাশিফলাদি বলিয়া মিলন করান। পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসাদি বেশধারিণী লিঙ্গিনী দূতী, লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি কতিপয় সখী পরিচারিকা দূতী রাধিকাদির 'ধাত্রেয়ী' দূতী হন। বনদেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। পূর্বোক্ত সখীগণও দূতী হন। তাঁহারা বাচ্যদূত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাক্যে দৌত্য এবং ব্যঙ্গদূত্য অর্থাৎ পূর্বোক্তবৎ শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গদ্বারা দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দমূল, অর্থমূল, প্রশংসা, আক্ষেপাদি সর্বপ্রকার অভিযোগ আছে।

এই সমস্ত শ্রবণপূর্বক বিজয় প্রভুপদে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বিদায় লইলেন। এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন।
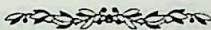
চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

(বিজয়কুমারের সমুদ্র দর্শনে ভাবাবেশ---সখীগণের বিশেষ পরিচয় ও ভেদ---বামা ও দক্ষিণা ভেদে লঘুপ্রখরাগণ--দ্বিবিধা---বামা ও দক্ষিণার লক্ষণ--সখীদিগের দৌত্য---সখীদিগের নায়িকাত্ব--সাঙ্কেতিক ও বাচিক- ভেদে কৃষ্ণসমক্ষ দৌত্য দুই প্রকার---পরোক্ষ দূত্য---নায়িকাপ্রায় দূত্য---সখীপ্রায় দূত্য---নিত্য সখী---সখীগণের ক্রিয়া---অসম-স্নেহ সখী ও সমস্নেহ সখী---তদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব---স্বপক্ষ, সুহৃদ্পক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ ভেদে চতুর্বিধা গোপী---বিপক্ষ--গর্ব, অহঙ্কার, অভিমান, দর্প---উদ্ধসিত-মদ-ঔদ্ধত্য---ব্রজলীলায় যূথেশ্বরীগণের মধ্যে ঈর্ষাভাবের কারণ---পক্ষ-বিপক্ষতার কারণ---প্রেম পুষ্টির নিমিত্ত চন্দ্রাবলীতে রাধাসাম্য-ভাবারোপ---বিজয়কুমারের পূর্ব বিষয়ের পুনরালোচনা।)

অদ্য বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীরপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের ঊর্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রসসমুদ্রের ভাব উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, আহা! এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতি গুপ্ত চিদ্ভাবকে উদ্‌ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রসসমুদ্রের কথা বলেন সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গিদেহ দূরে

নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রসসমুদ্রের তীরে নিজ মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবাম্বুদবর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকারই এই সমুদ্র। রসভাবসমূহই এই ঊর্মিমালা। যখন যে ভাব উঠিতেছে তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই—কৃষ্ণ সুতরাং সমুদ্র তদ্বর্ণবিশিষ্ট, তাহাতে প্রেমতরঙ্গ রাধা সুতরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্যগত গৌরীত্ব। বৃহদ্‌বৃহদূর্মিগণ সখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূরতটে নিক্ষিপ্তা অনুপরিচারিকা বিশেষ। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্রীগুরুর চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া দীনভাবে বসিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বিজয়, তুমি স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত'? বিজয় কহিলেন,- —প্রভো, আপনার কৃপাই আমার সকল মঙ্গলের মূল। আমি সখীর অনুগত হইবার জন্য সখীদিগের ভেদ ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। বিজয়, সখীদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন করা জীবের সাধ্যাতীত। তবে আমরা শ্রীরূপের অনুগত হইয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি, ব্রজসুন্দরী সখীগণই প্রেমলীলা বিহারের সম্যক্ বিস্তারকারিণী। তাঁহারাই ব্রজযুবাযুগলের বিশ্বাস-ভাণ্ডার-স্বরূপ। অতি ভাগ্যবান্ লোকই তাঁহাদের সম্বন্ধে সুষ্ঠুরূপে বিচার অবগত হইতে স্পৃহা করেন। এক যূথানুরক্ত সখীদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত মত অধিকা, সমা লঘ্বী-ভেদ এবং প্রখরা মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদ আছে। সে সমস্ত ভেদ আমি গতকল্য তোমাকে বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে শ্রীরূপের প্রমাণবাক্য সর্বদা স্মরণীয়। তাহাই এই—(উজ্জ্বল-সখী প্রঃ, ১)

"প্রেম-সৌভাগ্যসাদ্‌গুণ্যাদ্যাধিক্যাদধিকা সখী।
সমা তৎসাম্যতো জ্ঞেয়া তল্লঘুত্বাত্তথা লঘুঃ।।
দুর্লঙ্ঘ্যবাক্যপ্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা।।
আত্যন্তিকাধিকত্বাদিভেদঃ পূর্ববদত্র সঃ।
স্বযূথে যূথনাথৈব স্যাদত্রাত্যন্তিকাধিকা।
সা ক্বাপি প্রখরা যূথে ক্বাপি মধ্যা মৃদুঃ ক্বচিৎ।।" (১)

(১) সখীগণের মধ্যে প্রেমসৌভাগ্য ও সাদ্‌গুণ্যের আধিক্যহেতু কেহ 'অধিকা'; ঐ সকল গুণের সমতাপ্রযুক্ত কেহ 'সমা' ও লঘুত্বনিবন্ধন কেহ বা 'লঘু' বলিয়া বিদিত। যে সখীর বাক্য সহজে লঙ্ঘন করা যায় না, সেই সখী 'প্রখরা' নামে বিখ্যাত; সেই প্রখরা সখী গৌরবযুক্তা। গৌরবের ন্যূনতা হইলে 'মৃদ্বী' এবং সমতা হইলে 'মধ্যা' নামে উক্ত হয়। ঐ সকল সখীতে আত্যন্তিকাধিকাত্বাদি ভেদও জানিতে হইবে। এই স্থানে স্বীয় যূথমধ্যে যূথেশ্বরীই 'আত্যন্তিকাধিকা' তিনি কোনও যূথে 'প্রখরা' কোথাও বা 'মৃদু'।

বিজয়। আত্যন্তিকাধিকা যূথেশ্বরী—যূথমধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রধানা। তাঁহার আত্যন্তিকা স্বভাব ও উক্ত প্রখরা, মধ্যা ও মৃদু ভেদে ভেদত্রয় আছে। আত্যন্তিকাধিক-প্রখরা, আত্যন্তিকাধিক-মধ্যা ও আত্যন্তিকাধিক মৃদ্বী স্বভাবের কথা আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন। এখন সখীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিকা। যূথমধ্যে যত সখী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপেক্ষিকাধিকা, আপেক্ষিকসমা এবং আপেক্ষিকলঘ্বী এরূপ ভেদ আছে। আবার প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদে—নয়। ঐ তিন তিন গুণে নয় প্রকার। যথা—

১। আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা, ২। আপেক্ষিকাধিকা মধ্যা, ৩। আপেক্ষিকাধিকামৃদ্বী। ৪। আপেক্ষিকসমা প্রখরা, ৫। আপেক্ষিকসমা মধ্যা, ৬। আপেক্ষিক-সমা-মৃদ্বী। ৭। আপেক্ষিক লঘু প্রখরা, ৮। আপেক্ষিকলঘু-মধ্যা, ৯। আপেক্ষিক-লঘু-মৃদ্বী।

আত্যন্তিক লঘুও দুই প্রকার—আত্যন্তিকলঘু ও সমালঘু। নয় ও এই দুই মিলিত হইয়া এগার হইল। যূথেশ্বরীকে লইয়া দ্বাদশ প্রকার নায়িকা এক এক যূথে আছেন।

বিজয়। প্রভো, প্রসিদ্ধ কোন্ কোন্ সখী কোন্ প্রকার-ভেদে গণিত হন?

গোস্বামী। ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধার যূথে আপেক্ষিকাধিক-প্রখরাশ্রেণীভুক্তা। তাঁহারই যূথে বিশাখাদি সখীগণ আপেক্ষিকাধিক-মধ্যা মধ্যে পরিগণিত। সেই যূথে আপেক্ষিকাধিক-মৃদ্বীশ্রেণীতে চিত্রা ও মধুরিকা প্রভৃতি সখীগণ পরিগণিত। শ্রীরাধার তুলনা অপেক্ষায় শ্রীললিতাদি অষ্টসখীই আপেক্ষিক লঘু মধ্যে গণিত।

বিজয়। সেই আপেক্ষিকলঘু প্রখরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ?

গোস্বামী। লঘুপ্রখরাগণ বামা ও দক্ষিণা-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। বামা লক্ষণ কি?

গোস্বামী। মানগ্রহণে সর্বদা উদ্‌যুক্তা, মানের শৈথিল্যে কোপনা এবং সহজে নায়কের বশীভূতা হন না এরূপ সখী 'বামা'। রাধিকার যূথে ললিতাদি 'বামা' প্রখরা কীর্তিত হন।

বিজয়। দক্ষিণার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। যে নায়িকা মান নির্বন্ধ সহিতে পারেন না, নায়কের প্রতি মুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং নায়কের মিষ্টবাক্যে বশীভূতা হন, তিনি 'দক্ষিণা'। তুঙ্গবিদ্যাদি সখী রাধিকার যূথে দক্ষিণ প্রখরা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

বিজয়। আত্যন্তিক লঘু কাহারা?

গোস্বামী। সর্বদা মৃদু এবং সর্বাপেক্ষা নিতান্তলঘু বলিয়া কুসুমিকাদি সখীগণকে আত্যন্তিক লঘু বলা যায়।

বিজয়। সখীদিগের দৌত্য কিরূপ?

গোস্বামী। দূরবর্তী নায়ক-নায়িকাকে মিলনার্থ অভিসার করানই সখীদিরে দৌত্য।

বিজয়। সখীদিগের কি নায়িকাত্ব আছে?

গোস্বামী। যূথেশ্বরী নিত্যনায়িকা। আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা, আপেক্ষিকাধিকা-মধ্যা এবং আপেক্ষিকাধিকা-মৃদ্বী, ইহাদের নায়িকাত্ব ও সখীত্ব দুই ধর্মই আছে। আপনা অপেক্ষা লঘুদিগের সম্বন্ধে নায়িকাত্ব, আপনা অপেক্ষা অধিকা সম্বন্ধে সখীত্ব বলিয়া তাঁহাদিগকে নায়িকাপ্রায় বলা যায়। আপেক্ষিকসমা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীগণ দ্বিসমা অর্থাৎ অধিক সম্বন্ধে সখী এবং লঘু সম্বন্ধে নায়িকা। আপেক্ষিকী লঘু, প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীগণ প্রায়ই সখী। আত্যন্তিকী লঘুগণ যূথেশ্বরী ও উপরোক্ত তিন প্রকার সখীর গণনায় পঞ্চম শ্রেণী। তাঁহারা নিত্যসখী। যূথেশ্বরী সম্বন্ধে আপেক্ষিকী সখীগণ সকলেই সখী ও দূতী হন, নায়িকা হন না। আত্যন্তিকী লঘু অর্থাৎ নিত্যসখীর পক্ষে সকলেই নায়িকা হন, দূতী হন না।

বিজয়। সখীদিগের দূতী কে?

গোস্বামী। যূথেশ্বরী নিত্যনায়িকা, সকলের আদরের পাত্রী বলিয়া তাঁহার মুখ্য দৌত্য নাই। স্বীয় যূথমধ্যে যিনি যাঁহার বিশেষ অনুরাগিনী সখী, তাঁহাকে যূথেশ্বরী তাঁহার দূত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন। নিজেও কখন সেই সখীর প্রণয়ক্রমে গৌণ দৌত্যও সম্পাদন করেন। দূরে গমনাগমন ব্যতীত যে দূত্য হয়—তাহা গৌণ। তাহা কৃষ্ণের সমক্ষ ও পরোক্ষ-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। কৃষ্ণসমক্ষ দূত্য কত প্রকার?

গোস্বামী। সাঙ্কেতিক ও বাচিক-ভেদে সেই দূত্য দুই প্রকার।

বিজয়। সাঙ্কেতিক কিরূপ?

গোস্বামী। চক্ষুপ্রান্ত, ভ্রূ ও তর্জ্জনাদি চালনদ্বারা সখীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করেন—-তাহাই 'সাঙ্কেতিক'।

বিজয়। বাচিক কিরূপ?

গোস্বামী। পরস্পর সম্মুখে বা পশ্চাতে বাক্য প্রয়োগদ্বারা যে দূত্য করা যায়, তাহা 'বাচিক'।

বিজয়। পরোক্ষ দূত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। সখীদ্বারা হরির সন্নিধানে সখীকে অর্পণ করা, বাহুল্য পূর্বক তাঁহার নিকট সখীকে পাঠান—এই সকল 'পরোক্ষ দূত্য'।

বিজয়। নায়িকাপ্রায়া দূত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। আপেক্ষিকাধিক প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী এই তিন প্রকার সখী স্বীয় লঘু সখীর জন্য যখন দূত্যকার্য্য করেন, তখন তাঁহার 'নায়িকাপ্রায়া' দূত্য করা হয়। তন্মধ্যে সম, মধ্যা সখীদ্বয়ের পরস্পর সৌহার্দ্য অতীব মধুর ও অভেদ প্রায়। প্রেম-বিশেষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই তাহা বুঝিতে পারেন।

বিজয়। সখীপ্রায় দূত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। লঘুপ্রখরা, লঘুমধ্যা ও লঘুমৃদ্বী ইহাদের প্রায়ই দূত্য ঘটে। এই জন্যই তাঁহাদের দূত্যকে 'সখীপ্রায়' দূত্য বলা যায়।

বিজয়। তবে নিত্যসখী কিরূপ ?

গোস্বামী। নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়া সখীত্বেই যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারা 'নিত্যসখী'। নিত্যসখী আত্যন্তিকী লঘু ও আপেক্ষিক লঘুভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। প্রাখর্য্যাদি স্বভাব কি সখী বিশেষের নিত্য স্বভাব ?

গোস্বামী। স্বভাব হইলেও দেশকাল বিশেষে তাঁহাদের বিপর্য্যয় হয়। যথা, রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যত্ন।

বিজয়। সখীদিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যত্নে সর্বদা ঘটিয়া থাকে, এরূপ বোধ হইল।

গোস্বামী। বিজয়, ইহাতে একটু কথা আছে। দূত্যে নিযুক্ত হইয়া সখী নির্জনে কৃষ্ণকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করিলেও সখী তাহাতে সম্মত হন না। সম্মত হইলে প্রিয়সখীর দূত্যবিশ্বাস রক্ষিত হয় না।

বিজয়। সখীগণের ক্রিয়া কি ?

গোস্বামী। সখীগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়া আছে, যথাঃ—১। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের নিকট পরস্পরের গুণ-বর্ণন, ২। পরস্পরের আসক্তি করান, ৩। পরস্পরের অভিসার করান, ৪। কৃষ্ণের নিকট সখী সমর্পণ, ৫। পরিহাস, ৬। আশ্বাস-প্রদান, ৭। নেপথ্য অর্থাৎ বেশরচনা, ৮। মনোগত পরস্পরের ভাব উদঘাটনে পটুতা, ৯। দোষছিদ্রগোপন, ১০। পত্যাদিকে বঞ্চনা করান শিক্ষাপ্রদান, ১১। উচিতকালে নায়ক-নায়িকাকে মিলন, ১২। চামরব্যজনাদির সেবন, ১৩। নায়কপ্রতি স্থলবিশেষে তিরস্কার, নায়িকার প্রতি স্থলবিশেষে তিরস্কার, ১৪। সংবাদ প্রেরণ, ১৫। নায়িকার প্রাণরক্ষা, ১৬। সর্ববিষয়ে প্রযত্ন এই সকল বিষয়ে প্রত্যেক কার্য্যের উদাহরণ আছে, তাহা কি বলিব ?

বিজয়। প্রভো, সঙ্কেত পাইলাম এখন 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে উদাহরণ দেখিয়া লইব। অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। প্রভো, আমি এখন পরস্পর সখীদিগের এবং কৃষ্ণে যে প্রেমনিষ্ঠা তাহা জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। স্বপক্ষ সখীগণ কৃষ্ণে এবং নিজ যূথেশ্বরীকে অসম ও সমস্নেহ বহনপূর্বক দুই প্রকার হন।

বিজয়। 'অসমস্নেহ' সখীগণ কি প্রকার ?

গোস্বামী। 'অসমস্নেহ' সখী দুই প্রকার। কেহ কেহ কৃষ্ণ অপেক্ষা নিজযূথেশ্বরীকে অধিক স্নেহ করেন। যিনি 'আমি হরিদাসী' মনে করিয়া অন্য যূথে মিলিত না হইয়া কেবল আপনার যূথেশ্বরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহবতী থাকিয়াও তদপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহ করেন, তিনি হরিতে অধিক স্নেহবতী বলিয়া পরিচিত। যিনি সখীর তদীয়তাভিমানিনী হইয়া কৃষ্ণ

অপেক্ষা সখীতে অধিক স্নেহ করেন, তিনি সখী স্নেহাধিকা বলিয়া পরিচিত।

বিজয়। তাঁহারা কাহারা ?

গোস্বামী। যাঁহাদিগকে পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে কেবল সখী বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে, তাঁহারাই কৃষ্ণস্নেহাধিকা। যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখী বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাঁহারাই সখীস্নেহাধিকা।

বিজয়। সমস্নেহ কাহারা ?

গোস্বামী। কৃষ্ণে ও যূথেশ্বরীতে যাঁহাদের সমান স্নেহ, তাঁহারা 'সম-স্নেহা'।

বিজয়। সখীগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহারা ?

গোস্বামী। যে সকল সখী রাধা ও কৃষ্ণে তুল্য পরিমাণ প্রেম বহন করিয়াও আমরা রাধিকার নিজজন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠা এবং তাঁহাদিগকে প্রিয়সখী এবং পরমপ্রেষ্ঠসখী বলা যায়।

বিজয়। প্রভো, সখীদিগের পক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে—তাহা বলুন।

গোস্বামী। সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণকে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ-ভেদে চতুর্বিধ বলা যায়। সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থ—ইঁহারা প্রাসঙ্গিক। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভেদই রসপ্রদ।

বিজয়। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষাদির বিশেষ বর্ণন করুন।

গোস্বামী। স্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায় সকল কথা বলিয়াছি। এখন সুহৃৎপক্ষাদির ভেদ বর্ণন করিতে হইবে। ইষ্টসাধক ও অনিষ্টসাধক-ভেদে সুহৃৎপক্ষ দুই প্রকার। যিনি বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ তিনিই তটস্থ।

বিজয়। এখন বিপক্ষ বর্ণন করুন।

গোস্বামী। যাঁহারা ইষ্টহানি ও অনিষ্টকরতঃ বিপক্ষতাচরণ করেন, তাঁহারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিপক্ষ হন। ছদ্ম, ঈর্ষা, চাপল্য, অসূয়া, মৎসর, অমর্ষ, গর্ব প্রভৃতি ভাবসকল বিপক্ষ সখীদিগের অভিব্যক্তি হয়।

বিজয়। গর্ব কিরূপে ব্যক্ত হয় ?

গোস্বামী। অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ ও ঔদ্ধত্য ইত্যাদি ভেদে গর্ব ছয় প্রকারে ব্যক্ত হয়।

বিজয়। এস্থলে অহঙ্কার কিরূপ ?

গোস্বামী। স্বপক্ষের গুণ বর্ণনে পরপক্ষের প্রতি যে আক্ষেপ তাহাই 'অহঙ্কার'।

বিজয়। এস্থলে অভিমান কিরূপ ?

গোস্বামী। ভঙ্গিপূর্বক স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষাখ্যানই অভিমান।

বিজয়। দর্প-লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিহারোৎকর্ষসূচক গর্বই 'দর্প'।

বিজয়। 'উদ্ধসিত' কিরূপ ?

গোস্বামী। বিপক্ষের প্রতি যে সাক্ষাৎ উপহাস তাহাই—'উদ্ধসিত'।

বিজয়। মদ কি?

গোস্বামী। যে গর্ব সেবাদির উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই এস্থলে 'মদ'।

বিজয়। ঔদ্ধত্য কি?

গোস্বামী। স্পষ্টরূপে নিজের উৎকৃষ্টতার আখ্যান করাকে ঔদ্ধত্য বলা যায়। সখীগণের শ্লিষ্ট উক্তি ও নিন্দা গর্ব হয়।

বিজয়। যূথেশ্বরীগণও কি সাক্ষাৎ ঈর্ষা প্রকাশ করেন?

গোস্বামী। না, যূথেশ্বরীগণ স্বীয় স্বীয় গাম্ভীর্য্যমর্য্যাদার উদয় নিবন্ধন সাক্ষাৎ স্পষ্টরূপে বিপক্ষোদ্দেশে ঈর্ষা প্রকাশ করেন না। এমন কি, সখীগণ প্রখরা হইলেও বিপক্ষে যূথেশ্বরীগণের সম্মুখে প্রায়ই লঘুবাক্য প্রয়োগ করেন না।

বিজয়। প্রভো, ব্রজলীলায় যূথেশ্বরীগণ নিত্যসিদ্ধ ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ দ্বেষাদিভাবের তাৎপর্য্য কি? এই সব দেখিয়া বহির্মুখ তার্কিকগণ ব্রজলীলার পরমতত্ত্বের প্রতি হেলা করে। তাহারা বলে যে, যদি পরমতত্ত্বে এইরূপ দ্বেষাদি ভাব থাকে তবে জগতের কার্যের প্রতি অবজ্ঞার বা বৈরাগ্যের কারণ কি? প্রভো, আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করি, তথায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছায় সর্বপ্রকার বহির্মুখকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ নিতান্ত কর্মকাণ্ডী, কেহ কেহ বন্ধ্যা-তর্কপ্রিয়, কেহ কেহ জ্ঞানবাদী এবং অনেকেই নিন্দক। কৃষ্ণলীলায় যে কোন দোষাভাস আছে, তাহাকে দোষ বলিয়া এমন অপূর্ব লীলাকে মায়িক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কৃপা করিয়া এ তত্ত্বটী ব্যাখ্যা করুন। আমাদের চিত্ত দৃঢ় হউক্।

গোস্বামী। যাঁহারা নিতান্ত অরসিক, তাঁহারাই বলেন যে হরিপ্রিয়জনে দেষাদিভাব প্রয়োগ করা অনুচিত। এই কথাটী বিশেষরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, কন্দর্পবৃন্দা সম্মোহনাস্বরূপ অঘনাশক কৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা শৃঙ্গাররস ব্রজে মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনিই বিজাতীয় ভাবময় পক্ষদিগের সম্বন্ধে পরস্পর সপরিবার ঈর্ষাদিকে মিলনকালে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন বিশ্লেষকালে তাঁহাদের পরস্পর বিপক্ষতা থাকে না, স্নেহমাত্রই প্রকাশ হয়।

বিজয়। প্রভো, আমরা ক্ষুদ্রজীব এত গূঢ় বিষয় আমাদের হৃদয়ে সহসা উদিত হয় না। আপনি কৃপা করিয়া এই তত্ত্বটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে আমাদের মঙ্গল হয়।

গোস্বামী। প্রেমরস দুগ্ধসমুদ্র। তাহাতে বিতর্করূপ গোমূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তত্ত্ববিচার করা ভাল নয়, কেন না বহু সুকৃতিফলে ভক্তিদেবী যাঁহার হৃদয়ে চিদাহ্লাদিনীর ফলক প্রদান করেন, তিনি বিনাতর্কে সারসিদ্ধান্ত লাভ করেন। পক্ষান্তরে যুক্তিদ্বারা যতই বিচার করা যায়, অচিন্ত্যভাবে সিদ্ধান্ত উদিত হয় না, বরং কুতর্কের ফলরূপ

কুতর্কেরই উদয় হয়। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান্ জীব—ভক্তিদেবীর কৃপায় সকলই জানিতে পারিয়াছ, তথাপি সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি অবশ্য বলিব। তুমি তার্কিক নও, কর্মকাণ্ডী নও, জ্ঞানকাণ্ডী নও, সংশয়ী নও, নিতান্ত বৈধী ভক্তির উপাসকও নও, তোমাকে কোন সিদ্ধান্ত বলিতে আমার আপত্তি নাই। জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—— একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্ক যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না, কেন না তাহার সত্য-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাসপরিত্যাগই তাহার চরম ফল। ভক্তিপক্ষ বিচারকগণ এ অধিকার ভেদে বহুবিধ। শৃঙ্গার রসে যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারাই এ তত্ত্ব সদ্গুরু পাইলে বুঝিতে পারেন। বিজয়, বৃন্দাবন-লীলারস কি অপূর্ব। ইহা জড়জগতের শৃঙ্গাররসের সদৃশ তত্ত্ব হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ। রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই লীলা যিনি আলোচনা করেন, তাঁহার হৃদ্রোগ সমূলে দূর হয়। (১) বদ্ধজীবের হৃদ্রোগ কি? জড়ীয় কাম। রক্তমাংসাদি সপ্তধাতুময় যে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষাভিমানী দেহ এবং মনবুদ্ধিঅহঙ্কারগত বাসনাময় অভিমানরূপ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া যে কাম থাকে তাহাকে অনায়াসে দূর করিবার আর কাহারাও শক্তি নাই। কেবল ব্রজলীলানুশীলনে ঐ অপকৃষ্ট কাম বিদূরিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই বৃন্দাবন-লীলার শৃঙ্গাররসের এক অপূর্ব চমৎকারিতা দেখিতে পাইবে। আবার আত্মারাম-লক্ষণ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই অপ্রাকৃত শৃঙ্গার নিত্য বিরাজমান। পুনশ্চ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগৎ আর্থাৎ পরব্যোম বৈকুণ্ঠের রসকে অতি লঘু করিয়া নিত্য দেদীপ্যমান। এ রসের মহিমা-সর্বোচ্চ। ইহাতে সান্দ্রানন্দ আছে; শুষ্কানন্দ, জড়ানন্দ, সঙ্কুচিতানন্দ কিছুই নাই। ইহা পূর্ণানন্দস্বরূপ। এই পূর্ণানন্দে যে অনন্ত বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহারা রসের পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য অনেক স্থলে পরস্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন। সেই বিজাতীয় ভাবসমূহ কোন স্থলে স্নেহাত্মক, কোন স্থলে দ্বেষাদি-ভাবাত্মক। জড়ীয় দ্বেষাদিভাব যেরূপ হেয়, ইহারা সেরূপ নয়। ইহারা পরমানন্দের বিকারবৈচিত্র্যমাত্র। রসসমুদ্রের ঊর্মির ন্যায় উঠিয়া, সমুদ্রকে স্ফীত করে। সুতরাং শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত হৈ যে, ভাব— বিচিত্র। যে সকল ভাব সর্বপ্রকারে সমান জাতিত্ব স্বীকার করে, তাহারা স্বপক্ষগত ভাব। ঈষৎ বৈজাত্য থাকিলে সুহৃৎ-পক্ষগত ভাব হয়। যে স্থলে সাজাত্যের অল্পতা— সেইস্থলে ভাব তটস্থ। যে স্থলে সম্পূর্ণরূপে বৈজাত্য থাকে, সে স্থলে ভাব বিপক্ষগত। আবার দেখ; ভাব যখন বিজাতীয়

(১। ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

তখন পরস্পরের রুচিকর হয় না, সুতরাং সেই পরমানন্দ-রসগত কোনপ্রকার ঈর্ষাদির উৎপত্তি সাধন করে।

বিজয়। পক্ষ বিপক্ষতাভাব কেন স্থান পায়?

গোস্বামী। পরস্পর দুই নায়িকার ভাব যখন তুল্য প্রমাণ হয় তখনই পক্ষ বিপক্ষভাবের উদয় হয়। সুতরাং মৈত্রভাব ও বিদ্বেষভাব রসবিকার রূপে ক্রিয়া করে। তাহাও অখণ্ড শৃঙ্গাররসের পরমমাধুর্য্য সমৃদ্ধির জন্য বলিয়া জানিবে।

বিজয়। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী কি তত্ত্বে দুইটী সমান শক্তি?

গোস্বামী। না না। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী, হ্লাদিনীসার। চন্দ্রাবলী তাঁহারই কায়ব্যূহ এবং অনন্ত অংশে লঘু। তথাপি শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধার প্রেমরস পুষ্টি করিবার জন্য চন্দ্রাবলীতে রাধার সাম্য একটী ভাব অর্পণ করতঃ বিপক্ষতা উৎপন্ন করিয়াছেন। আবার দেখ, দুই যূথেশ্বরীতে ভাবের সম্পূর্ণ সাজাত্যও হইতে পারে না। কোন অংশে যদি হয়, সে কেবল ঘুণেকাটা অক্ষর সদৃশ দৈবাৎ হয়। বস্তুতঃ রসের স্বভাববশতঃই স্বভাবতঃ স্বপক্ষবিপক্ষভাবের উদয় হয়।

বিজয়। প্রভো, আর সংশয় হইতে পারে না। আপনার মধুমাখা কথাগুলি আমার কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ সমস্ত কটুতা ধ্বংস করিতেছে। আমি হৃদয়ে মধুর রসের বিভাবগত আলম্বন সম্পূর্ণরূপে বুঝিলাম। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই—একমাত্র নায়ক। তাঁহার রূপ, গুণ ও চেষ্টা ধ্যান করিতেছি। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত স্বভাববিশিষ্ট সেই নায়ক, পতি ও উপপতিরূপে রসে নিত্যলীলাময়। তত্তদ্ভাবেই তিনি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দক ও প্রিয়নর্মসখাদ্বারা সর্বদা সেবিত, বংশীবাদনপ্রিয়। মধুর রসের বিষয়রূপ কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে উদিত হইলেন। আবার মধুর রসের আশ্রয় ব্রজললনাগণের কথাও বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারাই নায়িকা। স্বকীয়া পরকীয়া - ভেদে নায়িকা দুই প্রকার। ব্রজে পরকীয়া নায়িকাগণই এই রসের প্রধান আশ্রয়। তাঁহারা সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া- ভেদে তিন প্রকার। ব্রজললনাগণ যূথে যূথে বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। কোটী কোটী সংখ্যক ব্রজললনা বহু বহু যূথেশ্বরীর অধীন। সকল যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রধানা। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী,— এই পঞ্চপ্রকার- ভেদে শ্রীরাধার যূথ নির্মিত হইয়াছে। ললিতাদি অষ্টসখী পরমপ্রেষ্ঠসখী। ললিতাদি যূথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইলেও শ্রীরাধার অনুগত সখী হইবার লালসায় পৃথক্ যূথ রচনা করেন না। তাঁহাদের অনুগতাগণ তাঁহাদের গণ বলিয়া পরিচিত। নায়িকাগণ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা- ভেদে আবার প্রত্যেকে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে এবং কন্যা, স্বকীয়া, পরকীয়া- ভেদে সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার। নায়িকাদিগের অভিসারিকা প্রভৃতি অষ্ট অবস্থা। আবার উত্তমা, মধ্যমা কনিষ্ঠা- ভেদে গুণিত করিয়া একত্রে নায়িকা সাকল্যে তিনশত ষষ্ঠি হয়। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি-ব্যবহার

ও তাহার তাৎপর্য্যও হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। দূত্যকার্য্য ও সখীকার্য্য হৃদয়ঙ্গম হইল। এই সমস্ত জানিতে পারিয়া আমি এখন রসের আশ্রয়তত্ত্ব বুঝিলাম। রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্র করিয়া বিভাবের অন্তর্গত আলম্বনতত্ত্ব প্রতীত হইল। কল্য শ্রীচরণে আসিয়া উদ্দীপন সকল জানিয়া লইব। শ্রীকৃষ্ণ অপার করুণা করিয়া আপনাকে আমার লালক করিয়া দিয়াছেন। আপনার শ্রীমুখক্ষরিত সুধাপানেই আমি পুষ্ট হইব।

গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,——বাবা, তোমার মত শিষ্য পাইয়া আমিও কৃতকৃতার্থ হইলাম। তুমি যত জিজ্ঞাসা করিতেছ, শ্রীনিমানন্দ আমার মুখে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। উভয়ে অনেক প্রেমক্রন্দনের পর নিস্তব্ধ হইলেন।

বিজয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাবর্গ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। সেই সময়ে শ্রীরাধাকান্তমঠে কয়েকটী শুদ্ধবৈষ্ণব আসিয়া চণ্ডীদাসের এই পদ্যটি গান করিতে লাগিলেন।

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম পরতাপে যাব; ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায়।।"

খোল করতালের সহিত অর্দ্ধপ্রহর এই গান হইলে সকলেই এই প্রেমে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিৎ ভগ্ন হইলে বিজয় শ্রীগুরু গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করতঃ এবং অন্য বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক সম্ভাষণ করতঃ হরচণ্ডীসাহী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়
মধুর রসবিচার

(মধুর রসের উদ্দীপন—কায়িক, বাচিক ও মানসিক- ভেদে ত্রিবিধগুণ—মানস গুণ—বাচিক গুণ—কায়িক গুণ– বয়ঃসন্ধি—নব্য বয়স—ব্যক্ত বয়স—পূর্ণ বয়স—রূপ —লাবণ্য—সৌন্দর্য—অভিরূপতা—মাধুর্য—মার্দব—নাম—অনুভাব ও লীলাভেদে দুই প্রকার কৃষ্ণ চরিত—চারুক্রীড়া—মণ্ডন—সম্বন্ধী—লগ্ন—বংশীরব—সন্নিহিত-সম্বন্ধী—তটস্থা—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিকভেদে তিন প্রকার অনুভাব—অঙ্গজ, অযত্নজ, স্বভাবজ ভেদে বিংশতিপ্রকার অলঙ্কার—১। ভাব—২। হাব—৩। হেলা—৪। শোভা—৫। কান্তি—৬। দীপ্তি—৭। মাধুর্য—৮। প্রগল্ভতা--৯। ঔদার্য—১০। ধৈর্য– ১১। লীলা—১২। বিলাস—১৩। বিচ্ছিত্তি—১৪। বিভ্রম—১৫। কিলকিঞ্চিত—১৬। মোট্টায়িত—১৭। কুট্টমিত—১৮। বিব্বোক—১৯। ললিত—২০। বিক্রীত—এতদতিরিক্ত মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে দুইটী অলঙ্কার—আলাপ, বিলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার বাচিক অনুভাব—মধুর রসে সাত্ত্বিক ও সঞ্চারি ভাব—সঞ্চারিভাব সকলের উৎপত্তিহেতু—উৎপত্তি সন্ধি-শাবল্য শান্তি- ভেদে চারিটী দশা।)

আলম্বনতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদিত হইতেছে। তাহাতেই বিজয়ের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়ব্যাপারে সময়ে সময়ে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। যাহা কিছু পাইলেন, তাহা ভোজন করিয়া বিজয় অদ্য প্রভুচরণে কিছু উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া পতিত হইলেন। গোস্বামী তাঁহাকে যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে বিজয় কহিলেন—প্রভো, আমি মধুর রসের উদ্দীপনগুলিকে বুঝিতে ইচ্ছা করি। তখন গোস্বামী মহোদয় সযত্নে বলিতে লাগিলেন।

গোস্বামী। মধুর-রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্লভাদিগের গুণ, নাম,চরিত, মণ্ডন, সম্বন্ধী ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন বিভাব।

বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হউক।

গোস্বামী। গুণ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কায়িক।

বিজয়। এ রসে মানস গুণ কত প্রকার ?

গোস্বামী। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ।

বিজয়। বাচিক গুণ কত প্রকার ?

গোস্বামী। কর্ণের আনন্দজনক বাক্যেই বাচিক গুণসকল আছে।

বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার ?

গোস্বামী। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য, মার্দব ইত্যাদি কায়িক গুণ। এ রসে বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবয়স এই চারি প্রকার মধুর-রসাশ্রিত বয়স।

বিজয়। বয়ঃসন্ধি কি ?

গোস্বামী। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বলা যায়। তাহারই নাম প্রথম কৈশোর। কৈশোর বয়স সমুদয়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্ডকে বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণে এবং প্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি-মাধুর্য্যই—উদ্দীপন।

বিজয়। নব্যবয়স কিরূপ ?

গোস্বামী। নবযৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হাস্য এবং মনের স্বল্প বিক্রিয়া দ্বারা লক্ষিত হয়।

বিজয়। ব্যক্তবয়স কিরূপ ?

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈষ্ণব ও একজন শঙ্করমঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসী দেবদর্শনার্থে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবের আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্ন্যাসী শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন। সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রজগোপী অভিমান ছিল না। পুরুষাভিমানী ব্যক্তির নিকট রসকথার আলোচনা নিষেধ থাকায়, গোস্বামী ও বিজয় উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহারা সিদ্ধবকুলাভিমুকে গমন করিলে, বিজয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের কৃত প্রশ্নটী পুনরায় বলিলেন।

গোস্বামী। স্তনের স্পষ্ট উদ্‌গম হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্বাঙ্গে উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয়—এই অবস্থাকে ব্যক্ত - যৌবন বলেন।

বিজয়। পূর্ণ বয়স কিরূপ ?

গোস্বামী। যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গসকল উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট,স্তনদ্বয় স্থূল এবং উরুযুগল রম্ভাবৃক্ষসদৃশ হয়, সেই বয়সই—পূর্ণ যৌবন। কোন কোন ব্রজসুন্দরীর অল্পতারুণ্যস্থলেও শোভার পূর্তিবিশেষ ক্রমে পূর্ণ- যৌবন প্রকাশ পায়।

বিজয়। বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ কি বলুন।

গোস্বামী। অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাভ করে, তাহাই রূপ। অঙ্গ সকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়।

বিজয়। লাবণ্য কি ?

গোস্বামী। মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটী ছটা বাহির হয়, তদ্রূপ অঙ্গসকল হইতে যে ছটা বাহির হয়, তাহাকে 'লাবণ্য' বলে।

বিজয়। সৌন্দর্য্য কি ?

গোস্বামী। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্নিবন্ধগুলি সুন্দররূপে সংযুক্ত থাকিলে ' সৌন্দর্য্য' হয়।

বিজয়। অভিরূপতা কি ?

গোস্বামী। স্বীয় আশ্চর্য্যগুণের দ্বারা নিকটস্থিত অন্য বস্তুকে স্বীয় সারূপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম—আভিরূপ্য বা অভিরূপতা।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। শরীরের কোন অনির্বচনীয় রূপকে 'মাধুর্য্য' বলে।

বিজয়। মার্দব কি?

গোস্বামী। কোমল বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা-ধর্মকে 'মার্দব' বলা যায়। মার্দব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ- ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো, গুণসকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। রসভাবগর্ভ রাধাকৃষ্ণাদি নামই নাম।

বিজয়। তাহাও বুঝিলাম; এখন চরিত কিরূপ বলুন।

গোস্বামী। চরিত দুই প্রকার—অনুভাব ও লীলা। বিভাব সমাপ্ত হইলে অনুভাব বর্ণিত হইবে।

বিজয়। তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন।

গোস্বামী। চারুক্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গো-দোহন, পর্বত হইতে গো-গণকে ডাকা এবং গণনাদিকে 'লীলা' বলা যায়।

বিজয়। চারুক্রীড়া কিরূপ?

গোস্বামী। রাসলীলা, কন্দুক- খেলা ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীড়া।

বিজয়। মণ্ডন কত প্রকার।

গোস্বামী। বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য এবং অনুলেপন এই চারিপ্রকার 'মণ্ডন'।

বিজয়। লগ্ন কি কি?

গোস্বামী। লগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সন্নিহিত- ভেদে সম্বন্ধি দ্রব্য দুই প্রকার।

বিজয়। বংশীরব কিরূপ?

গোস্বামী। বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণশব্দ, চরণচিহ্ন, বীণারব ও শিল্পকৌশল ইত্যাদি 'লগ্ন-সম্বন্ধী'।

বিজয়। বংশীরব কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণভক্ত হইতে যে মুরলীনাদামৃত উদ্‌গীর্ণ হয়, তাহাই সকল উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান।

বিজয়। এখন কৃপা করিয়া সন্নিহিত-সম্বন্ধী বলুন।

গোস্বামী। নির্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, পর্বতোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রিধাতু, নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগুড়ী (পাচন), বেণু, শৃঙ্গী, কৃষ্ণের প্রিয় ব্যক্তি দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবনাশ্রিত বস্তু ও ব্যক্তিনিচয়, গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলাদিকে 'সন্নিহিত-সম্বন্ধী' বলা যায়।

বিজয়। বৃন্দাবনাশ্রিত কি কি?

গোস্বামী। পক্ষিগণ, ভ্রমর, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকারপুষ্পবিশেষ, কদম্বাদি--বৃন্দাবনাশ্রিত।

বিজয়। তটস্থ কি?

গোস্বামী। চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু ও খগাদিই তটস্থ।

সম্যগ্‌রূপে উদ্দীপন সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিজয় ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। আলম্বনের সহিত উদ্দীপন-ভাব সমস্ত হৃদয়ে একত্র হইয়া একটী পরম ভাবের উদয় হইল। তখন বিজয়ের দেহে অনুভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। বিজয় গদগদস্বরে কহিলেন, —" প্রভো, এখন আমাকে অনুভাবসমুদায় ভাল করিয়া বলুন। কৃষ্ণ-চরিতের এক অংশ লীলার বিষয় বলিয়াছেন। অনুভাব জানিতে পারিলে কৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব।"

গোস্বামী। অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক- ভেদে তিনপ্রকার।

বিজয়। অলঙ্কার কি?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের যৌবনকালে বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সত্ত্বজ বলিয়া উক্ত। কান্তে সর্বদা অভিবিবেশবশতঃ সেই সব অদ্ভুতরূপে উদিত হয়। যথা,—

অঙ্গজ—১। ভাব, ২। হাব, ৩। হেলা।

অযত্নজ–৪। শোভা, ৫। কান্তি, ৬। দীপ্তি, ৭। মাধুর্য্য, ৮। প্রগল্‌ভতা, ৯। ঔদার্য, ১০। ধৈর্য্য। স্বভাবজ–১১। লীলা, ১২। বিলাস, ১৩। বিচ্ছিত্তি, ১৪। বিভ্রম, ১৫। কিলকিঞ্চিত, ১৬। মোট্টায়িত, ১৭। কুট্টমিত, ১৮। বিব্বোক, ১৯। ললিত, ২০। বিকৃত।

বিজয়। এস্থলে ভাব কি?

গোস্বামী। উজ্জ্বল-রসের নির্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের আদি বিকারের ন্যায় যে আদি বিকার উদিত হয়, তাহাই — 'ভাব'।

বিজয়। প্রভো, হাব কি প্রকার?

গোস্বামী। গ্রীবাকে তির্যক্ করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশরূপ ভ্রূনেত্রাদি বিকাশ করাকে 'হাব' বলা যায়।

বিজয়। হেলা কি?

গোস্বামী। হাব যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তখন তাহাকে ' হেলা' বলে।

বিজয়। শোভা কি?

গোস্বামী। রূপ ও সম্ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই 'শোভা'।

বিজয়। কান্তি কি?

গোস্বামী। মন্মথতর্পণদ্বারা যে উজ্জ্বল শোভা হয়, তাহাই 'কান্তি'।

বিজয়। দীপ্তি কি?

গোস্বামী। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া কান্তি অতিশয় বিস্তৃতা হইলে 'দীপ্তি' নাম প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। চেষ্টাসমূহের সর্বাবস্থায় যে চারুতা তাহাই এস্থলে—'মাধুর্য্য'।

বিজয়। প্রগল্‌ভতা কি?

গোস্বামী। প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে 'প্রগল্‌ভতা' বলেন। কান্তের অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্থলে—প্রয়োগ।

বিজয়। ঔদার্য কি?

গোস্বামী। সর্বাবস্থগত বিনয়কে 'ঔদার্য্য' বলে।

বিজয়। ধৈর্য্য কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তোন্নতির স্থির ভাবই—'ধৈর্য্য'।

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ?

গোস্বামী। রম্যবেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই 'লীলা'।

বিজয়। বিলাস কিরূপ?

গোস্বামী। গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গম-জন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই—'বিলাস'।

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি?

গোস্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি কান্তির পুষ্টি করে, তাহাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে, অপরাধী কান্ত আসিলে সখীদিগের প্রযত্নে ভূষাদি ধারণ করিয়াছি, এরূপ ঈর্ষা-অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বলা যায়।

বিজয়। বিভ্রম কি?

গোস্বামী। স্বীয় বল্লভপ্রাপ্তিসময়ে মদনাবেশজনিত ভ্রমবশতঃ হারমাল্যাদির অযথাস্থানে ধারণ-কার্য্যই 'বিভ্রম'।

বিজয়। কিলকিঞ্চিত কি?

গোস্বামী। গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সকলকে হর্ষক্রমে অযথা মিলন করার নাম 'কিলকিঞ্চিত'।

বিজয়। মোট্টায়িত কি?

গোস্বামী। কান্তস্মরণ ও তদীয় বার্তা-প্রাপ্তিসময়ে হৃদয়ে যে ভাব, সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয়, তাহাই 'মোট্টায়িত'।

বিজয়। কুট্টমিত কি?

গোস্বামী। স্তন-অধরাদি গ্রহণসময়ে হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রম হইতে যে বাহ্য ক্রোধ ব্যথার ন্যায় উদিত হয়, তাহাই 'কুট্টমিত'।

বিজয়। বিব্বোক কি?

গোস্বামী। গর্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্তু অর্থাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর- প্রকাশ হয়, তাহাই 'বিব্বোক'।

বিজয়। 'ললিত' কি?

গোস্বামী। অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি ও ভ্রূবিলাসের মনোহারিতা হইতে যে সৌকুমার্য্য-প্রকাশ হয়, তাহাই 'ললিত'।

বিজয়। বিকৃত কি?

গোস্বামী। লজ্জা, মান, ঈর্যাদিদ্বারা বিবক্ষিত বিষয় বাক্যের দ্বারা না বলিয়া চেষ্টা প্রকাশ করা হয়, তাহাই 'বিকৃত'। এই বিংশতি প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এতদতিরিক্ত রসজ্ঞগণ মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে আর দুইটি অলঙ্কার স্বীকার করেন।

বিজয়। মৌগ্ধ্য কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়েও অজ্ঞাত বিষয়ের ন্যায় যে প্রশ্ন হয়, তাহাই ' মৌগ্ধ্য'।

বিজয়। চকিত কি?

গোস্বামী। ভয়ের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় প্রকাশ করার নাম 'চকিত'।

বিজয়। প্রভো, অলঙ্কার সমস্তই শুনিলাম; এখন উদ্ভাস্বর বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম 'উদ্ভাস্বর'। মধুররসে নীবি, উত্তরীয় বসন ও ধর্মিল্লের ভ্রংশন্, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের ফুল্লতা এবং নিশ্বাস ইত্যাদি 'উদ্ভাস্বর'।

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়া নামকরণ করিলেন, সে সমুদায়ই মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্ত্বের লাঘব হইত।

গোস্বামী। তথাপি এইসকল দ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ হয়। এইজন্যই ইহাদিগকে পৃথক্ রূপে সংগৃহীত করা হইয়াছে।

বিজয়। প্রভো, এখন বাচিক অনুভাব ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ- ভেদে 'বাচিক অনুভাব' দ্বাদশ প্রকার।

বিজয়। 'আলাপ' কি?

গোস্বামী। চাটুপ্রিয়বাক্যের উক্তির নাম 'আলাপ'।

বিজয়। 'বিলাপ' কি?

গোস্বামী। দুঃখজনিত বাক্‌প্রয়োগের নাম 'বিলাপ'।

বিজয়। 'সংলাপ' কি?

গোস্বামী। উক্তি ও প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট বাক্যালাপকে 'সংলাপ' বলে।

বিজয়। 'প্রলাপ' কি?

গোস্বামী। বৃথা আলাপকে 'প্রলাপ' বলা যায়।

বিজয়। 'অনুলাপ' কি?

গোস্বামী। মুহুর্মুহুঃ এক কথা আলাপের নাম 'অনুলাপ'।

বিজয়। 'অপলাপ' কি?

গোস্বামী। পূর্বোক্ত বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ যোজনার নাম 'অপলাপ'।

বিজয়। 'সন্দেশ' কি?

গোস্বামী। প্রোষিত কান্তার নিকট স্বীয় বার্তা- প্রেরণই 'সন্দেশ'।

বিজয়। 'অতিদেশ' কি?

গোস্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ যে বাক্য তাহাই 'অতিদেশ'।

বিজয়। 'অপদেশ' কি?

গোস্বামী। অন্য বাক্যের দ্বারা যে কথা সূচিত হয়, তাহাই 'অপদেশ'।

বিজয়। 'উপদেশ' কি?

গোস্বামী। শিক্ষার জন্য যে বচন বলা যায়, তাহাই 'উপদেশ'।

বিজয়। 'নিদের্শ' কি?

গোস্বামী। আমি সেই ব্যক্তিই বটে, এরূপ কথাই 'নির্দেশ'।

বিজয়। 'ব্যপদেশ' কি?

গোস্বামী। ছল করিয়া আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম 'ব্যপদেশ'। এই সমস্ত অনুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধুর্য্যপোষক বলিয়া উজ্জ্বল রসেও কীর্তিত হইল।

বিজয়। প্রভো, রসবিষয়ে অনুভাব বলিয়া একটি পৃথক্ ব্যাপার করিবার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। আলম্বন-উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয়, তাহাই অঙ্গে প্রকটিত হইলে 'অনুভাব' নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক্ করিয়া না দেখাইলে তত্ত্বের পরিষ্কৃতি হয় না।

বিজয়। মধুররসে সাত্ত্বিকভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব, যাহা পূর্বে সাধারণ রসতত্ত্ববিচারে বলিয়াছি, তাহাই এ রসের সাত্ত্বিক ভাব। এই রসে সেই সকল ভাবের উদাহরণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকার।

বিজয়। সে কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজলীলায় দেখিবে। হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ, অমর্ষ্য হইতে স্তম্ভ-ভাবের

উদয় হয়। হর্ষ, ভয়, ক্রোধ হইতে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম হয়। আশ্চর্য্য, হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয়। বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ্য, ভয় হইতে স্বরভঙ্গ হয়। ভয়,হর্ষ, অমর্ষ্য হইতে বেপথু বা কম্প হয়। বিষাদ, ক্রোধ, ভয় হইতে বৈবর্ণ্য হয়। হর্ষ,রোষ, বিষাদ হইতে অশ্রু হয়। সুখ, দুঃখ হইতে প্রলয় হয়।

বিজয়। সাত্ত্বিক বিকারগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি?

গোস্বামী। হাঁ আছে। আমি সাধারণ রসবিচারে সাত্ত্বিক ভাব সকলকে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত বলিয়া বিচার করিয়াছি। এ রসে উদ্দীপ্ত ও সূদ্দীপ্তরূপ সাত্ত্বিক ভাবের একপ্রকার ভেদ আছে।

বিজয়। প্রভো, আমার প্রতি আপনার কৃপা অপার। এখন ব্যভিচারী ভাব এ রসে যেরূপ স্থিত, তাহা বলিয়া পরম সুখ প্রদান করুন।

গোস্বামী। নির্বেদাদি যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, যাহা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, তাহা সকলই এই রসে আছে। ঔগ্র্য ও আলস্য এ রসে নাই। মধুর রসের সঞ্চারী ভাবে কয়েকটী আশ্চর্য্য কথা আছে।

বিজয়। তাহার মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য কথা কি?

গোস্বামী। সখ্যাদি রসে সখা ও গুরুজনের যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও এই মধুর রসের সঞ্চারী ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই রসে যে স্থায়ী ভাব তাহাই এ রসে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবে কার্য্য করে।

বিজয়। অন্য আশ্চর্য্য কথা কি?

গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাবসকল রসের সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে জ্ঞান করা যায় না। সুতরাং তন্মধ্যগত মরণাদিও রসের অঙ্গ নয়। তাহারা যুক্তিদ্বারা এই রসে গুণমধ্যে পরিগণিত। রসই গুণী এবং তাহারাই গুণ, এই এক সিদ্ধান্ত।

বিজয়। সঞ্চারী ভাবসকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে?

গোস্বামী। আর্তি, বিপ্রিয়, ঈর্ষা, বিষাদ, বিপত্তি, অপরাধ, হইতে 'নির্বেদ' জন্মে।

বিজয়। বিষাদ কাহা হইতে জন্মে?

গোস্বামী। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধ হইতে বিষাদ জন্মে।

বিজয়। দৈন্য কাহা হইতে জন্মে?

গোস্বামী। দুঃখ, ত্রাস, অপরাধ হইতে ' দৈন্য' জন্মে।

বিজয়। গ্লানি কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। শ্রম, আধি, রতি হইতে 'গ্লানি' জন্মে।

বিজয়। শ্রম কি হইতে জন্মে।

গোস্বামী । পথভ্রমণ, নৃত্য, রতি হইতে 'শ্রম' উৎপত্তি হয়।

বিজয়। মদ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। মধুপান হইতে বিবেকহরোল্লাসরূপ 'মদ' জন্মে।

বিজয়। গর্ব কি হইতে জন্মে।

গোস্বামী। সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয়, ইষ্ট লাভ হইএত 'গর্ব' জন্মে।

বিজয়। শঙ্কা ও ত্রাস কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। চৌর্য, অপরাধ, অন্যের ক্রূরতা হইতে শঙ্কা এবং বিদৎ ভয়ানক জন্তু ও ভয়জনক শব্দ হইতে 'ত্রাস' হয়।

বিজয়। আবেগ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। প্রিয়দর্শন, প্রিয়শ্রবণ, অপ্রিয়দর্শন, অপ্রিয়শ্রবণ হইতে 'আবেগ' অর্থাৎ চিত্তের বিভ্রমজনিত ইতিকর্তব্য-বিমূঢ়তা জন্মে।

বিজয়। উন্মাদ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়ানন্দ ও বিরহ হইতে 'উন্মাদ' জন্মে।

বিজয়। অপস্মার কিরূপ?

গোস্বামী। দুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উৎপন্ন চিত্তবিপ্লবই 'অপস্মার'।

বিজয়। ব্যাধি কিরূপে জন্মে?

গোস্বামী। জ্বরাদি প্রতিরূপ বিকারই 'ব্যাধি'। চিন্তা-উদ্বেগাদি হইতে তাহা জন্মে।

বিজয়। মোহ কি?

গোস্বামী। হৃণ্মূঢ়তাই ' মোহ'। তাহা হর্ষ, বিশ্লেষ, বিষাদ হইতে জন্মে।

বিজয়। মৃতি কিরূপ?

গোস্বামী। এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই। মৃত্যুর উদ্যমমাত্রই ঘটিয়া থাকে।

বিজয়। আলস্য কিরূপ?

গোস্বামী। এ রসে আলস্য সাক্ষাৎ নাই। শক্তি থাকিতেও অশক্তি ছল করার নাম 'আলস্য'। তাহা কৃষ্ণসেবাদিতে নাই। তাহা গৌণরূপে প্রতিপক্ষে আছে।

বিজয়। জাড্য কি হইতে হয়?

গোস্বামী। ইষ্টশ্রবণ, ইষ্টদর্শন, অনিষ্টদর্শন ও বিরহ হইতে 'জাড্য' হয়।

বিজয়। ব্রীড়া অর্থাৎ লজ্জা কি হইতে হয়?

গোস্বামী। নবীন সঙ্গম, অকার্য, স্তব, অবজ্ঞা হইতে 'ব্রীড়া' হয়।

বিজয়। অবহিত্থা কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। 'অবহিত্থা' বা আকার গোপন করা—কাপট্য, লজ্জা, দাক্ষিণ্য, ভয় ও গৌরব হইতে হয়।

বিজয়। স্মৃতি কি হইতে হয়।?

গোস্বামী। পূর্বানুভূত অর্থপ্রতীতিরূপ স্মৃতিসদৃশ দর্শন ও দৃঢ়াভ্যাস হইতে হয়।

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয়?

গোস্বামী। বিমর্শ ও সংশয় হইতে 'বিতর্ক' জন্মে।

বিজয়। চিন্তা কি?

গোস্বামী। ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের আশা হইতে 'চিন্তা' হয়।

বিজয়। মতি কি?

গোস্বামী। বিচারোদিত অর্থনির্দ্ধারণই 'মতি'।

বিজয়। ধৃতি কি?

গোস্বামী। মনের স্থৈর্য্যই 'ধৃতি'। তাহা দুঃখাভাব ও উত্তম লাভ হইতে জন্মে।

বিজয়। হর্ষ কি?

গোস্বামী। অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভ হইতে যে প্রসন্নতা হয় তাহাই 'হর্ষ'।

বিজয়। ঔৎসুক্য কি?

গোস্বামী। ইষ্টদর্শনের স্পৃহা ও ইষ্টপ্রাপ্তিস্পৃহা হইতে 'ঔৎসুক্য' হয়।

বিজয়। ঔগ্র্য কি?

গোস্বামী। চণ্ডতার নাম 'ঔগ্র্য', তাহা তোমাকে বলিয়াছি; এ রসে (ইহা) নাই।

বিজয়। অমর্ষ কি?

গোস্বামী। অধিক্ষেপ ও অপমানজনিত অসহিষ্ণুতাই 'অমর্ষ'।

বিজয়। অসূয়া কি?

গোস্বামী। পরের সৌভাগ্যে বিদ্বেষ। তাহা সৌভাগ্য ও গুণ হইতে হয়।

বিজয়। চাপল কি হইতে হয়?

গোস্বামী। চিত্তলাঘবকে 'চাপল' বলে। তাহা রাগ ও দ্বেষ হইতে হয়।

বিজয়। নিদ্রা কিসে হয়?

গোস্বামী। ক্লম হইতেই 'নিদ্রা'।

বিজয়। সুপ্তি কি?

গোস্বামী। স্বপ্নই 'সুপ্তি'।

বিজয়। বোধ কি?

গোস্বামী। নিদ্রা-নিবৃত্তিই 'বোধ'।

বাবা বিজয়, এই সকল ব্যভিচারী ভাব ছাড়া উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি চারিটী দশা আছে। ভাবসম্ভবই উৎপত্তি। দুই ভাবের একত্রীকরণই 'ভাবসন্ধি'। একই প্রকার দুই স্বরূপের সন্ধির নাম 'স্বরূপসন্ধি'। পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের সন্ধির নাম 'ভিন্নসন্ধি'। বহুভাব মিশ্রিত হইলে 'ভাব-শাবল্য' হয়। ভাবের লয় হইলে 'ভাবশান্তি' হয়।

বিজয় এখন মধুর রসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক-ভাব ও ব্যভিচারী ভাব শ্রবণ করিয়া রসের সামগ্রী সমস্তই অবগত হইলেন। চিত্ত প্রেমে মগ্ন হইয়াছে। প্রেম অস্ফুট।

তাহা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেবের চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—প্রভো, আমার চিত্তে প্রেম এখন কি অস্ফুট রহিয়াছে, কৃপা করিয়া বলুন। গোস্বামী কহিলেন,—আগামীকল্য তুমি প্রেমতত্ত্ব জানিতে পারিবে। প্রেমসামগ্রী জানিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু প্রেম এখনও তোমার হৃদয়ে স্পষ্ট উদিত হন নাই। স্থায়ী ভাবই প্রেম। তাহা তুমি সাধারণতঃ পূর্বে শুনিয়াছ। এখন উজ্জ্বলরসে বিশেষ করিয়া শুনিলে তোমার সর্বসিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিজ বাসায় গমন করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

(মধুরারতির স্থায়িভাব-রতি আবির্ভাবের হেতু—অভিযোগ—বিষয়—সম্বন্ধ—অভিমান--তদীয়--বিশেষ—উপমা---স্বভাব--নিসর্গ---স্বরূপ--নিত্যসিদ্ধাদিগের রতি স্বভাবজ--সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গজ—সাধারণী-সমঞ্জসা-সমর্থা-ভেদে ত্রিবিধা রতি—ত্রিবিধা রতির বিশেষত্ব—সমর্থারতির বিশেষ মাহাত্ম্য---সমর্থারতির চরম মহাভাব---সমর্থারতির উন্নতির ক্রম—প্রেমলক্ষণ ও প্রকার-ভেদ—প্রৌঢ় প্রেম—মধ্য প্রেম—মন্দ প্রেম—স্নেহের লক্ষণ—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে দ্বিবিধ স্নেহ---আদর ও গৌরব—মদীয়ত্ব--উদাত্ত ও ললিত- ভেদে দুই প্রকার মান—কোটিল্য ললিত ও নর্মললিত- ভেদে দ্বিবিধ ললিতমান—প্রণয়—বিশ্রম্ভ—মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ--সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ—প্রণয়, স্নেহ ও মানের সম্বন্ধ---রাগের লক্ষণ—নীলিমা রাগ—শ্যামা রাগ,--কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা রাগ—অনুরাগ—প্রেমবৈচিত্ত্য—মহাভাব—মহাভাবের উদাহরণ, স্থিতি ও ভেদ--রূঢ় মহাভাব ---মহাভাবের অনুভাব ও তাহার বিবরণ—অধিরূঢ় মহাভাব-মোদন- মাদন--মোহন অবস্থার অনুভাব—দশবিধ দশা—উদ্‌ঘূর্ণা—চিত্রজল্প ও ইহার দশবিধ অঙ্গ—১। প্রজল্প, ২। পরিজল্প, ৩। বিজল্প, ৪। উজল্প, ৫। সংজল্প, ৬। অবজল্প, ৭। অভিজল্প, ৮। আজল্প, ৯। প্রতিজল্প ও ১০। সুজল্প—মাদনের লক্ষণ—সংক্ষেপে সর্বপ্রকার মধুর রসের নির্য্যাস—সখ্যরসে রতির গতি—স্বকীয় ও পরকীয় ভাব- ভেদে নিত্যত্ব।)

অদ্য উপযুক্ত সময়ে বিজয় আসিয়া শ্রীগোপালগুরুগোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অদ্য বিজয়কে স্থায়ী ভাব বুঝিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন।

গোস্বামী। মধুরা-রতিই মধুর রসের স্থায়ী ভাব।

বিজয়। রতি-আবির্ভাবের হেতু কি?

গোস্বামী। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান তদীয় বিশেষ উপমা ও স্বভাব হইতে রতি উদিত হয়। হেতুগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বভাব হইতে যে রতির উদয় হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ 'রতি'।

বিজয়। অভিযোগ কি?

গোস্বামী। ভাবব্যক্তিই অভিযোগ, তাহা স্বকর্তৃক ও পর-কর্তৃকরূপে দ্বিবিধ।

বিজয়। বিষয় কি?

গোস্বামী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়।

বিজয়। সম্বন্ধ কি?

গোস্বামী। কুল, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটী সামগ্রীর গৌরবকে 'সম্বন্ধ' বলেন।

বিজয়। অভিমান কি?

গোস্বামী। অনেক রম্য বস্তু থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমি এইটীই চাই, এইরূপ নির্ণয়কে 'অভিমান' বলে।

বিজয়। তদীয় বিশেষ কি?

গোস্বামী। পদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তদীয় প্রিয়জনই 'তদীয় বিশেষ'; এস্থলে বৃন্দাবনাশ্রিত গোষ্ঠকেই গোষ্ঠ বলা যায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রৌঢ়ভাবানুবিদ্ধ ব্যক্তিগণই 'প্রিয়জন'।

বিজয়। উপমা কি?

গোস্বামী। এক বস্তু অন্য বস্তুর কথঞ্চিত সাদৃশ্য ধারণ করিলে, সে তাহার 'উপমা' হয়।

বিজয়। স্বভাব কি?

গোস্বামী। যে ধর্ম অন্য হেতু অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই 'স্বভাব'। স্বভাব দুইপ্রকার নিসর্গ ও স্বরূপ।

বিজয়। নিসর্গ কি?

গোস্বামী। সুদৃঢ় অভ্যাস জন্য সংস্কারকে 'নিসর্গ' বলা যায়। গুণ-রূপ-শ্রবণাদি তাহার উদ্বোধনের ঈষৎ হেতুমাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের বহুজন্মসিদ্ধ সুদৃঢ় অভ্যাস থাকিলে তাহাতে যে সংস্কার হয়, তাহাই নিসর্গ। কৃষ্ণগুণরূপ শ্রবণ হইতে সেই ভাবের হঠাৎ উদ্বোধ, তাহাই সম্যক্ কারণ নয়।

বিজয়। স্বরূপ কিরূপ?

গোস্বামী। অজন্য, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে 'স্বরূপ' বলা যায়। সেই স্বরূপ কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয়নিষ্ঠ- ভেদে ত্রিবিধ। কৃষ্ণ নিষ্ঠস্বরূপ দৈত্যপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের অপ্রাপ্য। সুতরাং অদৈত্য-প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে সুলভ। ললনানিষ্ঠ স্বরূপ স্বয়ং উদ্‌বুদ্ধতা লাভ করে। কৃষ্ণরূপাদি অদৃষ্ট অশ্রুত হইলেও কৃষ্ণের প্রতি বেগে রতি প্রকাশ করে। কৃষ্ণ ও গোপললনানিষ্ঠ স্বরূপই 'উভয়নিষ্ঠ'।

বিজয়। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান,তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব, এই সাতটী হেতুহইতে কি সর্বপ্রকার মধুরতি উদিত হয় ?

গোস্বামী। গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণ-রতি স্বভাবজ অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধ, তাহা অভিযোগাদিদ্বারা উদিত হয় না। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে ঐ সকল হেতুও কার্য্য করে। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি, নিসর্গসিদ্ধসাধকদিগের রতি অভিযোগাদিদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়।

বিজয়। দুই একটী উদাহরণ দিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

গোস্বামী। এই উদ্দিষ্ট রতি রাগানুগা ভক্তিতেই লভ্য হয়। বৈধী ভক্তি যতদিন ভাবময়ী না হয়, তাহা হইতে এই রতি বড় দূরে থাকে। সাধনদশায় ব্রজললনাদিগের কৃষ্ণসেবার ভাবচেষ্টা দেখিয়া যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা স্বভাব ব্যতীত আর ছয়টী কারণ হইতে বিশেষতঃ প্রিয়জন হইতে, ক্রমশঃ রতি লাভ করেন। সাধনসিদ্ধ হইলে ললনানিষ্ঠস্বরূপের স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন।

বিজয়। রতি কত প্রকার ?

গোস্বামী। রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জায় সাধারণী রতি। তাহা সম্ভোগেচ্ছামূলা হওয়ায় তিরস্কৃত হইয়াছে। মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, কেননা তাহা লোকধর্ম-অপেক্ষায় বিবাহবিধিদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থা, যেহেতু তাহা লোক ও ধর্মকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান। সমর্থা যে অসমঞ্জসা তাহা নয়। পরম পারমার্থিক বিচারে সমর্থাই অতি সমঞ্জসা। সাধারণী রতি মণির ন্যায়, সমঞ্জসারতি চিন্তামণির ন্যায় এবং সমর্থা রতি জগদ্দুর্লভ কৌস্তুভের ন্যায় অনন্যলভ্যা।

বিজয়। ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'কি অপূর্ব কথা হইতেছে। আমি সাধারণী-রতির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।'

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে অতি গাঢ় নয় এরূপ রতি উদিত হয়,তাহা সাধারণী। এই রতির গাঢ়ত্ব-অভাবে সম্ভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্ভোগেচ্ছা হ্রাস হইলে এ রতিও হ্রাস হইয়া পড়ে।

বিজয়। সমঞ্জসা রতি কি প্রকার ?

গোস্বামী। গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্নীভাবাভিমানস্বরূপা গাঢ়রতিই সমঞ্জসা। কখন কখন তাহাতে সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়, সমঞ্জসা রতি সম্ভোগেচ্ছা হইতে পৃথক্ হইলে তদুত্থিত ভাবদ্বারা কৃষ্ণ বশ করা দুর্ঘট হয়।

বিজয়। সমর্থা রতি কি প্রকার ?

গোস্বামী। রতি মাত্রেরই সম্ভোগেচ্ছা আছে। সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির সম্ভোগেচ্ছা স্বার্থপরা। সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে নিঃস্বার্থ-লক্ষণ কোন বিশেষভাবপ্রাপ্ত সম্ভোগেচ্ছার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ একই ভাবপ্রাপ্ত রতিই 'সমর্থা'।

বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ, একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। সম্ভোগেচ্ছা দুই প্রকার—প্রিয়জন দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখময়ী ইচ্ছা এক প্রকার এবং আপনার দ্বারা প্রিয়জন-ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখ-ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্য প্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায়, কেননা তাহা স্বসুখোন্মুখী। দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছা প্রিয়জনহিতোন্মুখী হওয়ায় প্রেমোন্মুখী। সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই প্রবল। সমঞ্জসাতে তাহা প্রবল নয়। শেষোক্ত লক্ষণই সমর্থা রতির সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্ম।

বিজয়। সম্ভোগে প্রিয়জন-স্পর্শসুখ অবশ্য ঘটিয়া থাকে। সেই সুখের ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না?

গোস্বামী। অবশ্য সে ইচ্ছা দুর্বার, তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছা নিতান্ত দুর্বল। এই বিশেষ ক্রমে রতিই বলবতী হইয়া তদ্রূপ বিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া রতি ও সম্ভোগেচ্ছার একাত্মতা লাভ করেন। সেই রতি সর্বাতিক্রমে সামর্থ্যপ্রযুক্ত 'সমর্থা' নাম প্রাপ্ত হন।

বিজয়। সমর্থা রতির বিশেষ মাহাত্ম্য কি?

গোস্বামী। পূর্বোক্ত অভিযোগাদি মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ অথবা তদীয় হইতেই হউক্ বা রতির স্বাভাবিক স্বরূপ হইতেই হউক্, এই সমর্থারতি জাত হইবামাত্র সকল বিস্মরণ-করণ-ক্ষমতাযুক্ত হইয়া অতি গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হন।

বিজয়। সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধা রতিতে কিরূপে মিলিত হইয়া একাত্মতা লাভ করে?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের সমর্থা রতি কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য। সম্ভোগে যে নিজ সুখ আছে, তাহাও কৃষ্ণসুখের অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং সম্ভোগেচ্ছা ও কৃষ্ণসুখময়ী রতি সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলাসোর্মি-চমৎকারী শ্রীধারণপূর্বক আপনা হইতে সম্ভোগেচ্ছাকে পৃথক্ সত্তায় থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে ঐ রতি কখন কখন পর্য্যবসিত হইতে পারে।

বিজয়। আহা! এ কি অপূর্ব রতি! ইহার চরম মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা হয়।

গোস্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব-দশাকে লাভ করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষেরা ইহার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতদূর সাধ্য পাইয়া থাকেন।

বিজয়। প্রভো, এই রতির ক্রমোন্নতি জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। "স্যাদ্দৃঢ়েহয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মনঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপি।।' "(উজ্জ্বল, স্থায়ী ভাব প্রঃ, ৫৯)

তাৎপর্য্য এই, মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব-রূপ ধারণ করেন।

বিজয়। প্রভো, ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয়। তদ্রূপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এক বস্তুরই ক্রমোন্নতি। ভাব- শব্দে এস্থলে মহাভাব।

বিজয়। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকিতেও এক প্রেম শব্দে সমস্ত ভাবকে কেন বলা হয়?

গোস্বামী। স্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাসক্রম। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ প্রেম-শব্দ দ্বারা সেই সকলকে উদ্দেশ করেন। যাঁহার যে জাতীয় কৃষ্ণপ্রেম উদিত, তাঁহাতে কৃষ্ণেরও সেই জাতীয় প্রেম উদিত হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রেমলক্ষণ কি?

গোস্বামী। মধুর-রসে যুবক-যুবতীর মধ্যে ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়, তাহাই 'প্রেম'।

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার-ভেদ আছে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ-ভেদে প্রেমের তিন প্রকার ভেদ অছে।

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার?

গোস্বামী। যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বারা প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তিতে যে কষ্ট হইবে, তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্লেশদায়ী হয়, তাহাই প্রৌঢ়প্রেম।

বিজয়। মধ্য-প্রেমের কি লক্ষণ?

গোস্বামী। যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্লেশানুভব সহিয়া থাকে, সেই প্রেম—'মধ্যম'।

বিজয়। মন্দপ্রেম কিরূপ?

গোস্বামী। আত্যন্তিক হইলেও পরিচিতত্বাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা না করেন, এরূপ প্রেম 'মন্দ'। ইহাতে অন্যের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেম বাধকরূপে কার্য্য করে।

বিজয়, প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দজাতীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর একপ্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষ্ণুতা, সে স্থলে প্রৌঢ়প্রেম। যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহা যায়, সে স্থলে মধ্য-প্রেম। যে স্থলে কখন কখন বিস্মরণ হয়, সেই স্থলে মন্দ-প্রেম।

বিজয়। প্রেম বুঝিলাম। স্নেহলক্ষণ কি?

গোস্বামী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। চিৎ-শব্দে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমই স্নেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে, প্রিয়বিষয়কে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না।

বিজয়। স্নেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ- কনিষ্ঠ-ভেদ কি আছে?

গোস্বামী। কনিষ্ঠস্নেহীর প্রিয়ব্যক্তি অঙ্গ-সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। মধ্যম স্নেহীর

প্রিয়বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্ঠস্নেহীর প্রিয় বিষয় শ্রবণেই চিত্তদ্রব হয়।

বিজয়। স্নেহ কতপ্রকার?

গোস্বামী। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ স্বরূপতঃ দুইপ্রকার।

বিজয়। ঘৃত-স্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই 'ঘৃতস্নেহ'। মধুস্নেহ মিশ্রিত হইয়া স্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। ঘৃতস্নেহ নিসর্গতঃ শীতল। তৎপ্রযুক্ত পরস্পর আদরে ঘনীভূত হইয়া গাঢ়াদরময় হন। ঘৃতলক্ষণবশতঃ ইহাকে ঘৃতস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। আদর কি?

গোস্বামী। গৌরব হইতে আদরের জন্ম। সুতরাং আদর ও গৌরব পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। রত্যাদিতে তাহা থাকিলেও স্নেহে তাহা সুব্যক্ত বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত।

বিজয়। গৌরব কি?

গোস্বামী। ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম 'গৌরব'। তাহা হইতে উদিত হয় যে ভাব, তাহাই 'সম্ভ্রম'। তাহাকেই আদর বলে। আদর ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেই গৌরব আছে।

বিজয়। মধুস্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহ হইলে তাহাকে মধুস্নেহ বলেন। সেই স্নেহ স্বয়ং মাধুর্য্যময় এবং তাহাতে নানা রসের সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্মাদকতা-ধর্মবশতঃ উষ্ণতা আছে। এই জন্য মধুর সমান বলিয়া মধুস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। মদীয়ত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রতির উদ্ভব দুইপ্রকার। তাহার আমি, এই একপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। তিনি আমার, এইটী অন্যপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে আমি তাঁহার' এই ভাব বলবান্। মধুস্নেহে তিনি আমার, এই ভাব বলবান্। চন্দ্রাবলীতে ঘৃতস্নেহ। শ্রীরাধায় মধুস্নেহ।

বিজয়। (গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া) মান কি?

গোস্বামী। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক এক নূতনপ্রকার মাধুর্য্য প্রকট করেন এবং প্রিয়ের প্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটীল্য ধারণ করেন, তিনি 'মান'।

বিজয়। মান কয়প্রকার?

গোস্বামী। উদাত্ত ও ললিত ভেদে 'মান' দুইপ্রকার।

বিজয়। উদাত্তমান কি প্রকার?

গোস্বামী। দুইপ্রকার। এক প্রকারে দুর্বোধ রীতিক্রমে সরল অর্থাৎ দাক্ষিণ্যভাবযুক্ত। অন্য প্রকারে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যগন্ধযুক্ত মনের ভাব গোপনপূর্ব্বক গাম্ভীর্যলক্ষণ মান হয়। ঘৃতস্নেহই উদাত্তমান হয়।

বিজয়। ললিতমান কিরূপ ? ইহাতে আমার অধিক লালসা কেন হয় বলিতে পারি না।

গোস্বামী। ললিতমান দুইপ্রকার। স্বাতন্ত্র্যরূপে হৃদয়গত কৌটিল্য ধারণপূর্বক যে মান, তাহা কৌটিল্যললিত। নর্মবিশেষ যে মান, তাহা নর্মললিত। উভয়বিধ ললিতমানই মধুস্নেহ হইতে উদিত হয়।

বিজয়। প্রণয় কি ?

গোস্বামী। প্রিয়জনের সহিত অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'।

বিজয়। এস্থলে বিশ্রম্ভের অর্থ কি ?

গোস্বামী। প্রণয়ের স্বরূপই 'বিশ্রম্ভ'। মৈত্র্য ও সখ্য-ভেদে বিশ্রম্ভ দুইপ্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রম্ভ। বিশ্রম্ভ প্রণয়ের নিমিত্ত কারণ নয়, কিন্তু উপাদান-কারণ।

বিজয়। মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ ?

গোস্বামী। বিনয়ান্বিত বিশ্রম্ভই 'মৈত্র'।

বিজয়। সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ ?

গোস্বামী। সর্বপ্রকার ভয়োন্মুক্ত স্ববশতাময় বিশ্রম্ভই এখানে 'সখ্য'।

বিজয়। প্রণয়, স্নেহ ও মান ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধে আর একটু স্ফুট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মান-ধর্ম প্রাপ্ত হয়; কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মান ও প্রণয়ের অন্যান্য কার্য্যকারণতা আছে। বিশ্রম্ভকে পৃথগ্রূপে উদাহরণ এই জন্যই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মৈত্র্য ও সখ্য সুসঙ্গত হইতেছে। আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুসখ্য বলিয়া প্রণয়ে বিচারিত হয়।

বিজয়। রাগ-লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষপ্রযুক্ত অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রণয়ই 'রাগ'।

বিজয়। রাগ কতপ্রকার ?

গোস্বামী। নীলিমা-রাগ ও রক্তিমা-রাগ, এই দুইপ্রকার।

বিজয়। নীলিমা-রাগ কয় প্রকার ?

গোস্বামী। নীলী-রাগ ও শ্যামা-রাগ-ভেদে নীলিমা দুইপ্রকার।

বিজয়। নীলী-রাগ কি প্রকার ?

গোস্বামী। যে রাগের ব্যয় সম্ভাবনা নাই এবং যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া স্বলগ্নভাবসকলকে আবরণ করে, তাহাই নীলী রাগ। সেই রাগ চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়।

বিজয়। শ্যামারাগ কি ?

গোস্বামী। নীলীরাগ হইতে ভীরুতার ঔষধসেবকাদিদ্বারা প্রকাশশীল এবং বিলম্বসাধ্য যে রাগ, তাহাই শ্যামারাগ।

বিজয়। রক্তিম-রাগ কতপ্রকার?

গোস্বামী। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাসম্ভব রাগ-ভেদে রক্তিমা দুইপ্রকার।

বিজয়। কুসুম্ভরাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চিত্রে সংসক্ত হইয়া শোভা পায়, তাহাই কুসুম্ভরাগ। আধারবিশেষে কৌসুম্ভরাগ স্থির হয়। কৃষ্ণপ্রণয়ী জনে ইহা মঞ্জিষ্ঠমিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়।

বিজয়। মাঞ্জিষ্ঠরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্যসাপেক্ষ কান্তিদ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাই রাধামাধবের পরস্পর মাঞ্জিষ্ঠরাগ। সিদ্ধান্ত এই যে ঘৃত, স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র, নীলিমা ইত্যাদি পূর্ব পূর্ব কথিত ভাবসকল চন্দ্রাবলী, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু, স্নেহ, ললিত, সখ্য, সুসখ্য, রক্তিমা ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাবসকল রাধিকাদিতে প্রকাশ আছে। সত্যভামায় লক্ষণদ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। এই প্রকার ভাব-ভেদে গোকুলরমণীদিগের আত্মপক্ষ বিপক্ষাদিভেদ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। ভাবান্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে এবং ভাবসকলের যে অন্যান্য প্রকার ভেদ আছে, সে- সমস্ত প্রজ্ঞাদ্বারা পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ সে সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা গেল না।

বিজয়। ভাবান্তর শব্দে কোন্ কোন্ ভাব বুঝিতে হইবে?

গোস্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাস্যাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। ইহারাই এস্থলে ভাবান্তর।

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যে রাগ স্বয়ং নব নবভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'।

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে?

গোস্বামী। পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসাভর হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি করায়।

বিজয়। পরস্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালসা সহজে বুঝিলাম। প্রভো, প্রেমবৈচিত্ত্য কি?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। তাহা পরে জানিবে।

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিজয়, ব্রজরসচিত্রবিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি কোথায় এবং মহাভাব-বর্ণনই বা কোথায়? তবে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপাশিক্ষাক্রমে এবং

শ্রীরূপের নির্দেশমতে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাঁহাদের কৃপায় তাহা অনুভব কর। যাবদাশ্রয়বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব বা মহাভাব হন।

বিজয়। প্রভো, আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞাসু। আমি যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেইরূপ মহাভাবের লক্ষণ করুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধিকা অনুরাগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিষয়। শ্রীনন্দনন্দন মূর্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। শ্রীরাধা আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। তাঁহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব; সেই অনুরাগ তাহার ইয়ত্তা বা চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয় এবং সেই অবস্থায় স্বয়ং বেদ্যদশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়সীজনবিশেষের সংবেদ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া যথাবসর সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয়। তৎ-অবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়।

বিজয়। আহা! মহাভাব! মহাভাব! আজ মহাভাব কি, তাহা একটু অনুভব করিলাম। সকল ভাবের চরম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয় ত' কর্ণ জুড়ায়।

গোস্বামী। ধন্য বিজয়।

"রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিত ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে
ভুয়োভির্নবরাগহিঙ্গূলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃকৃতী।।"

এই শ্লোকটীই মহাভাবের উদাহরণ। বৃন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন,---হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে, তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার চিত্তজতু মহাসাত্ত্বিক বিকারদ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া পৃথক্তা বিলাপপূর্বক সম্পূর্ণরূপে ভেদভ্রমশূন্য হইয়াছে। আবার সেই শৃঙ্গারকারুকৃতী সেই ব্যাপারকে এই ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে চিত্র করিবার জন্য স্বয়ং নবরাগহিঙ্গুলভরের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের অপ্রকটলীলাগত মহাভাববৈচিত্র্য যোগমায়াদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে যথাবৎ অনুচিত্রিত হইয়াছে।

বিজয়। এই মহাভাবের স্থিতি কোথায়?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব দুর্লভ। কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবিদ্য।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। বিবাহবিধিবন্ধনদ্বারা যেখানে স্বকীয়াত্ব, সেখানে রতি সমঞ্জসা অর্থাৎ মহাভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রজে কাহার কাহার একটু স্বকীয় ভাব আছে, কিন্তু তথায় পরকীয় ভাবই বলবান্। তথায় রতি সমর্থা বলিয়া চরমসীমাপ্রাপ্তিস্থলে মহাভাব হয়।

বিজয়। মহাভাবের ভেদ কি কি?

গোস্বামী। পরমামৃতস্বরূপ শ্রীমহাভাব চিত্তকে স্বস্বরূপতাপ্রাপ্তি করান। রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে মহাভাব দুইপ্রকার।

বিজয়। রূপ-মহাভাব কিরূপ?

গোস্বামী। সাত্ত্বিকভাবসকল যাহাতে উদ্দীপ্ত, সেই মহাভাব রূঢ়।

বিজয়। মহাভাবের অনুভাব বলুন।

গোস্বামী। নিমেষমাত্রেও অসহিষ্ণুতা, উপস্থিত জনগণের হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, কৃষ্ণসৌখ্যেও আর্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব, মোহাদির অভাবেও আত্মাদি সর্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব—এই সকল অনুভাব কতকগুলি সম্ভোগ এবং কতকগুলি বিপ্রলম্ভে অনুভূত হয়।

বিজয়। নিমেষাসহত্ব কি প্রকার?

গোস্বামী। এই ভাবটি বৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভ। সংযোগেও বিয়োগ স্ফূর্তি। অল্পকালবিচ্ছেদও অসহ্য হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণদর্শন করিয়া চক্ষের পক্ষ্মকৃৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেননা কৃষ্ণদর্শনকারীর চক্ষের পক্ষ্ম ক্ষণকালও দর্শনবাধ করে।

বিজয়। আসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়ন কিরূপ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাব দেখিয়া কুরুক্ষেত্রগত রাজগণ ও মহিষীগণের চিত্ত যেরূপ বিলোড়িত হইয়াছিল, তদ্রূপ।

বিজয়। কল্পক্ষণত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রাসরাত্রি ব্রহ্মরাত্রি হইলেও গোপীগণের নিকট নিমেষ অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল, তদ্বৎ।

বিজয়। সৌখ্যে ও আর্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং" শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণপদকমল স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে—এইরূপ খেদ করেন, তদ্রূপ।

বিজয়। মোহাদির অভাবেও সর্ব বিস্মরণ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণস্ফূর্তি-অবিচ্ছেদে মোহাদির অভাব। কৃষ্ণস্ফূর্তি থাকে অথচ দেহাদি সমস্ত জগতের বিস্মৃতি হয়।

বিজয়। ক্ষণকল্পতা কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, ব্রজবাসিনীদিগের সহিত যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাঁহাদের রাত্রিসকল ক্ষণার্ধের মত যাইত। আমার অভাবে তাঁহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল। এইভাবেই ক্ষণকে কল্পজ্ঞান হয়।

বিজয়। রূঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাহা দ্বারা রূপভাবোক্ত অনুভাবসকল আরও আশ্চর্য্য বিশেষতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই অধিরূঢ় ভাব।

বিজয়। অধিরূঢ় (ভাব) কতপ্রকার?

গোস্বামী। মোদন ও মাদন-ভেদে তাহা দ্বিবিধ।

বিজয়। মোদন কিরূপ?

গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ উভয়ের অধিরূঢ় ভাবে যখন সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্তিসৌষ্ঠব ধারণ করে, তখন তাহাকে 'মোদন' বলে। সেই মোদনভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ-ভর হয়। প্রেমসম্পত্তিতে বিখ্যাত কান্তাগণ অপেক্ষা অতিশয়িতা উদিত হয়।

বিজয়। মোদনের স্থল কি?

গোস্বামী। শ্রীরাধিকার যূথ বিনা মোদন আর কোথায়ও নাই। মোদনই একমাত্র হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়বর সুবিলাস। বিশ্লেষদশায় মোদনই মোহন হয়। বিরহ-বিবশতাপ্রযুক্ত সেই দশায় সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হয়।

বিজয়। মোহন অবস্থার অনুভাব বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকারপূর্বক কৃষ্ণসুখকামনা, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তির্য্যগ্ জাতির রোদন, মৃত্যুস্বীকারপূর্বক নিজ দেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা ও দিব্যোন্মাদাদি অনুভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতে এই মোহনভাব উদিত হয়। সঞ্চারিভাবগত মোহেও রাধিকার কার্য্য অন্যের বিলক্ষণ।

বিজয়। প্রভো, যদি উচিত বোধ করেন, তবে দিব্যোন্মাদ লক্ষণ বলুন?

গোস্বামী। কোন অনির্বচনীয় গতিবিশেষে মোহনভাব ভ্রমের ন্যায় কোন বিচিত্র দশা প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ হন। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি তাহারই বহুভেদমাত্র।

বিজয়। উদ্‌ঘূর্ণা কি?

গোস্বামী। বহুবিধ বিবশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত করিয়া 'উদ্‌ঘূর্ণা' হয়। কৃষ্ণ মথুরা গেলে রাধিকার উদ্‌ঘূর্ণা হইয়াছিল।

বিজয়। চিত্রজল্প কি?

গোস্বামী। প্রেষ্ঠ ব্যক্তির কোন সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে গাঢ়- রোষোদ্ভুত অনেক ভাবময় তীব্র উৎকণ্ঠা পর্যন্ত জল্পনাকে 'চিত্রজল্প' কহা যায়।

বিজয়। চিত্রজল্পের কতগুলি অঙ্গ?

গোস্বামী। প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প- ভেদে চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ। ইহা দশম স্কন্ধে ভ্রমরগীতায় (১) প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজয়। প্রজল্প কি?

(১। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ ম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায় ও বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য। তৎসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৯শ অধ্যায় ও অনুভাষ্য আলোচ্য।)

গোস্বামী। চিত্রজল্প অসংখ্য ভাববিচিত্রতার চমৎকৃতিজনিত সুদুস্তর হইলেও তাহার কিছু অঙ্গ বলা যায়। অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞা-মুদ্রাদ্বারা প্রিয়ব্যক্তির অকৌশল প্রকাশ করার নাম 'প্রজল্প'।

বিজয়। পরিজল্পিত কি?

গোস্বামী। হৃদয়নাথের নির্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষ প্রতিপাদনপূর্বক ভঙ্গিক্রমে স্বীয় বিচক্ষণতা প্রকাশ করার নাম 'পরিজল্পিত'।

বিজয়। বিজল্প কি?

গোস্বামী। গূঢ় মানমুদ্রা অন্তঃকরণে আছে, বাহ্যে কৃষ্ণের প্রতি অসূয়াকটাক্ষোক্তি করার নাম 'বিজল্প'।

বিজয়। উজ্জল্প কি?

গোস্বামী। গর্বমূলক ঈর্ষাদ্বারা কৃষ্ণের শঠতা কীর্তন ও অসূয়ার সহিত সর্বদা আক্ষেপ, তাহাই 'উজ্জল্প'।

বিজয়। সংজল্প কি?

গোস্বামী। দুর্গম সোল্লুণ্ঠ অর্থাৎ গূঢ় পরিহাস আক্ষেপদ্বারা কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা-স্থাপনই 'সংজল্প'।

বিজয়। অবজল্প কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণের প্রতি কাঠিন্য, কামিত্ব ও ধৌর্ত্যবশতঃ আসক্তির অযোগ্যতা ভয়প্রায় ঈর্ষাদ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই 'অবজল্প'।

বিজয়। কৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকেও খেদান্বিত করেন তখন তাঁহার প্রতি আসক্তি বৃথা, এইরূপ ভঙ্গিক্রমে অনুতাপ-বচনকে 'অভিজল্প' বলেন।

বিজয়। আজল্প কি?

গোস্বামী। নির্বেদক্রমে কৃষ্ণের কপটতা, দুঃখপ্রদত্ব এবং কৃষ্ণকথা ত্যাগ করিয়া অন্য কথার সুখদত্ব কীর্তনই 'আজল্প'।

বিজয়। প্রতিজল্প কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণের মিথুনীভাব দস্যুজ সুতরাং তাঁহার অন্য স্ত্রীগণের সহিত বর্তমান অবস্থায় তাঁহার নিকটতাপ্রাপ্তি অযুক্ত, এই কথা বলা এবং প্রেরিত দূতকে সম্মানবাক্য বলাই 'প্রতিজল্প'।

বিজয়। সুজল্প কি?

গোস্বামী। ঋজুতার নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য ও চপলতার সহিত উৎকণ্ঠাপূর্বক কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসাকে সুজল্প বলেন।

বিজয়। প্রভো, আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগ্য?

গোস্বামী। হ্লাদিনীসারপ্রেমা যখন সর্বভাবোদগমদ্বারা উল্লাসযুক্ত হন, তখনই তিনি

পরাৎপরভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হন। শ্রীরাধিকার সেই মাদনভাব নিত্য।

বিজয়। মাদনভাবে কি ঈর্ষা আছে?

গোস্বামী। মাদনভাবে ঈর্ষাভাব অত্যন্ত প্রবল। ঈর্ষার অযোগ্য চেতনাশূন্য বস্তুর প্রতিও ঈর্ষা দেখা যায়। আবার সর্বদা সংযোগেও কৃষ্ণসম্বন্ধগন্ধ যে সকল পাত্রে আছে, তাহাদের প্রতি স্তবাদিও প্রসিদ্ধ। বনমালার প্রতি ঈর্ষাবাক্য এবং পুলিন্দীগণের স্তবই ইহার উদাহরণ।

বিজয়। কি অবস্থায় দেখা যায়?

গোস্বামী। এই মাদনরূপ বিচিত্রভাব সংযোগলীলায়ই উদিত হয়। এই মাদনের বিলাসস্বরূপ নিত্যলীলা সহস্র সহস্র হইয়া বিরাজ করেন।

বিজয়। প্রভো, কোন মুনিবাক্যে এরূপ মাদনের নির্ণয় আছে কি?

গোস্বামী। মাদনরস অনন্ত। সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ গতি অপ্রাকৃত মদনরূপ কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্গম। সেই কারণেই শ্রীশুক মুনিও তাহা সম্যগ্ বর্ণন করিতে শক্ত হন নাই। রসবিচারক ভরতমুনি প্রভৃতির ত' কথাই নাই।

বিজয়। একটি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। রসস্বরূপ এবং রসের ভোক্তৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। এ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণই রস। তিনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। কিছু তাঁহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদধর্মবশতঃ নিত্যই একরস ও বহুরস। একরসে তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া আত্মারাম। তখন আর তাহা হইতে কিছু পৃথক্ রসরূপে থাকে না। আবার তিনি যুগপৎ বহুরস। সুতরাং আত্মগতরস ব্যতীত সে অবস্থায় পরগতরস ও আত্মপর- যোগগত বিচিত্র রস হয়। শেষ দুই রসের অনুভবেই তাঁহার লীলাসুখ। পরগত রসই চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়া পরকীয় রস। বৃন্দাবনে এই চরম বিস্তৃতি অত্যন্ত প্রস্ফুটিত। অতএব আত্মগত রসের অপরিজ্ঞাত পরম সুখবিশিষ্ট পরকীয় রসেই মাদনসীমা। ইহা বিশুদ্ধরূপে অপ্রকট লীলায় গোলোকে বর্তমান। কিঞ্চিৎ মায়িকপ্রত্যায়িত অবস্থায় ব্রজে বর্তমান।

বিজয়। প্রভো, আমাতে আপনার যে কৃপা, তাহা অসীম। এখন সংক্ষেপে সর্বপ্রকার মধুর রসের নির্য্যাস পাইতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভেদ, তাহা প্রায়ই অলৌকিক, তর্কের অগোচর, সুতরাং বিচারপূর্বক তাহা বলা যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে, শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ স্থলবিশেষ অনুরাগ হইয়া স্নেহ; তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথা স্থির হয় না; কিন্তু ইহা স্থির আছে যে, সাধারণী রতিতে ধূমায়িত অবস্থাই অবধি। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্য্যন্ত সমঞ্জসার গতি। তাহাতে জ্বলিতরূপে দীপ্তা রতি। রূঢ়ে উদ্দীপ্তা এবং মোদনাদিতে সূদ্দীপ্তা রতি। ইহাও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেননা দেশকালপাত্রাদি- ভেদে বিপর্য্যয়ও দেখিতে পাইবে। সাধারণী

রতি প্রেম পর্য্যন্ত যায়। সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা। সমর্থা রতির মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা।

বিজয়। সখ্যরসে রতির গতি কতদূর?

গোস্বামী। নর্মবয়স্যদিগের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। কিন্তু তন্মধ্যে সুবলাদির রতি মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। স্থায়ী ভাবের লক্ষণ যাহা পূর্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই লক্ষণ স্থায়ী ভাব মহাভাব পর্য্যন্ত দেখিতেছি। স্থায়ী ভাব যদ্যপি একই তত্ত্ব তবে কেন রসভেদ দেখা যায়?

গোস্বামী। স্থায়ী ভাবের জাতিভেদে রসভেদ জন্মে। স্থায়ী ভাবে গূঢ় ব্যাপার লক্ষিত হয় না। যখন সামগ্রীসংযোগে রস হয়, তখনই তাহার জাতিভেদ লক্ষিত হয়। স্থায়ী ভাব নিজ গূঢ়জাতি অনুসারে তদুপযোগী সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক তদনুরূপ রসতা প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মধুরাখ্য রতিতে কি নিত্যরূপে স্বকীয় ও পরকীয় জাতিভেদ আছে?

গোস্বামী। হাঁ, তাহাতে নিত্য স্বকীয় ও পরকীয় জাতিভেদ আছে। সেরূপ ভেদ ঔপাধিক নয়। যদি সে ভেদকে ঔপাধিক বলা যায়, তবে মধুর রস প্রভৃতি রসকেও ঔপাধিক বলিতে হয়। যাঁহার যে নিত্য স্বভাবজ রস, তাহাই তাঁহার নিত্য জাতিগত রস। তদনুরূপ তাঁহার রুচি, ভজন ও প্রাপ্তি। ব্রজেও স্বকীয় রস আছে। যাঁহারা কৃষ্ণে পতি অভিমান করেন, তাঁহাদের রুচি, সাধন, ভজন এবং প্রাপ্তি তদনুরূপ। দ্বারকায় স্বকীয়তা বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব। ব্রজের স্বকীয়তা গোলোকগত তত্ত্ব-ভেদ এরূপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অন্তঃস্থিত বাসুদেবপর সেই তত্ত্ব চরমে বৈকুণ্ঠেই যায় এরূপ জানিবে।

মহাপ্রেমে বিজয় দণ্ডবৎ করিয়া বাসায় গেলেন।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়
শৃঙ্গার-রসবিচার

(শৃঙ্গার স্বরূপ---বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ---পূর্বরাগ---পূর্বরাগের হেতু---বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে প্রথমে আশ্রয় তত্ত্বের পূর্বরাগ-পূর্বরাগে---সঞ্চারী ভাব---ত্রিবিধ পূর্বরাগ---লালসা উদ্বেগ জাগর্য্য তানব জড়তা ব্যগ্রতা ব্যাধি উন্মাদ মোহ মৃত্যু---সমঞ্জস পূর্বরাগের লক্ষণ--গুণ কীর্তন---সাধারণ পূর্বরাগ লক্ষণ---নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দ্বিবিধ কামলেখ---পূর্বরাগের ক্রম---মান ও উহার আশ্রয়---সহেতু ও নির্হেতু মান---ত্রিবিধ বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানুভব---অনুমতি বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য---সহেতুমানের উপশমনের উপায়---মানভঙ্গের জন্য উপায়--মানে কৃষ্ণের প্রতি উক্তি--প্রেম বৈচিত্ত্য---প্রবাস---বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস---প্রবাসে দশদশা---বিজয়কুমারের বিপ্রলম্ভ রসবিষয়িণী চিন্তা।)

বিজয় অদ্য ভাবের আস্বাদন করিতে করিতে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,---প্রভো, আমি বিভাব, অনুভাব,সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব বুঝিয়া লইয়াছি। স্থায়ী ভাবের স্বরূপ বুঝিলাম। পূর্বোক্ত সামগ্রিচতুষ্টয়কে স্থায়ী ভাবে মিলিত করিয়াও রসোদয় করিতে পারি না। ইহার কারণ কি ?

গোস্বামী। বিজয়,শৃঙ্গারনামা রসের স্বরূপ জানিলেই স্থায়ী ভাবে রসতা বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। শৃঙ্গার কি ?

গোস্বামী। অত্যন্ত শোভনময় মধুর রসের নাম 'শৃঙ্গার'। তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সংযুক্তই হউন বা অযুক্তই হউন যুবকযুবতীর অভীষ্ট যে আলিঙ্গনাদি, তাহার যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়, তাহাই সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলম্ভ নামক ভাববিশেষ। বিপ্রলম্ভের অর্থ বিরহ বা বিয়োগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন ?

গোস্বামী। রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগবৃদ্ধি হয়, তদ্র প বিরহদ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কত প্রকার ?

গোস্বামী। পূর্বরাগ,মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ।

বিজয়। পূর্বরাগ কি ?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর সঙ্গমের পূর্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদিজাত রতি উন্মীলিত হয়, তাহাই পূর্বরাগ।

বিজয়। দর্শন কতপ্রকার?

গোস্বামী। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাঁহার রূপ দেখা এবং স্বপ্নে তাঁহাকে দেখাকে 'দর্শর্ন বলা যায়।

বিজয়। শ্রবণ কতপ্রকার?

গোস্বামী। স্তুতিপাঠকবন্দী, সখী ও দূতী ইহাদের মুখে এবং গীতাদি হইতে যাহা শুনা যায়, তাহাই 'শ্রবণ'।

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়?

গোস্বামী। পূর্বে অভিযোগাদি কয়েকটী রতি জন্মের হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে, পূর্বরাগেও সেই সকলকে হেতু বলা যায়।

বিজয়। ব্রজনায়কনায়িকার মধ্যে কাহার পূর্ববাগ প্রথমে হয়?

গোস্বামী। ইহাতে অনেক বিচার। সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্বেষণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রেম অধিক বলিয়া মৃগাক্ষীদিগের পূর্বরাগ অগ্রসর। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের প্রথমে পূর্বরাগ জন্মে। ভগবানের রাগ পশ্চাদ্‌বর্তী। ব্রজদেবীসকল ভক্তের অবধি বলিয়া তাঁহাদের পূর্বরাগ অধিক চারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়।

বিজয়। পূর্বরাগের সঞ্চারী ভাব কি কি?

গোস্বামী। ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম,নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, মোহ, মৃত্যাদি ব্যভিচারী ভাব।

বিজয়। পূর্বরাগ কয়প্রকার?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে পূর্বরাগ ত্রিবিধ।

বিজয়। প্রৌঢ় পূর্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমর্থ রতিরূপ পূর্বরাগই প্রৌঢ়। এই রাগে লালসাদি মরণ পর্যন্ত দশা হয়। সেই সেই সঞ্চাবিভাবের উৎকটিতা প্রযুক্ত ঐ সকল দশা হয়।

বিজয়। দশাগুলি বলুন।

গোস্বামী। ''লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।।'' (উজ্জ্বল,পূর্বরাগ প্রঃ ৯)

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু- এই দশ দশা। পৌঢ়রাগে দশাসকলও প্রৌঢ়।

বিজয়। লালসা কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্ক্ষাই লালসা। তাহাতে ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়।

বিজয়। উদ্বেগ কি?

গোস্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ। ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও স্বেদাদি উদিত হয়।

বিজয়। জাগর্য্যা কি?

গোস্বামী। জাগর্য্যার অর্থ নিদ্রাক্ষয়। তাহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

বিজয়। তানব কি?

গোস্বামী। শরীরের কৃশতাই তানব। ইহাতে দৌর্বল্য ও শিরোভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানবস্থানে 'বিলাপ' পাঠ আছে বলেন।

বিজয়। জড়িমা কি?

গোস্বামী। ইষ্টানিষ্ট-পরিজ্ঞানের অভাব, প্রশ্ন করিলে অনুত্তর এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হইলে 'জড়িমা' হয়। ইহাতে অকস্মাৎ হুঙ্কার, স্তম্ভ, দীর্ঘশ্বাস ও ভ্রমাদি প্রকটিত হয়।

বিজয়। বৈয়গ্র্য কি?

গোস্বামী। ভাবগাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ-অসহায়তাকে 'বৈয়গ্র্য' বলা যায়। ইহাতে অবিবেক, নির্বেদ, খেদ ও অসূয়া থাকে?

বিজয়। ব্যাধি কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টের অলাভে দেহের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ-লক্ষণ ব্যাধি। শীত, স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস-পতনাদি ইহাতে থাকে।

বিজয়। উন্মাদ কি?

গোস্বামী। সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে তন্মনস্কত্বনিবন্ধন অন্য বস্তুতে সেই বস্তু বলিয়া যে ভ্রান্তি, তাহাই 'উন্মাদ'। ইষ্টদ্বেষ,নিঃশ্বাস, নিমেষ-বিরহাদি ইহাতে সম্ভব হয়।

বিজয়। মোহ কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে 'মোহ' বলেন। নিশ্চলতা ও পতন ইহাতে ঘটে।

বিজয়। মৃত্যু কিরূপ?

গোস্বামী। সেই সেই প্রতিকারের দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে মদন-পীড়া-প্রযুক্ত মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে। মৃতিতে স্বীয় প্রিয়বস্তুসকল বয়স্যার প্রতি সমর্পিত হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দবায়ু, জ্যোৎস্না, কদম্ব-ইহাদের অনুভব হয়।

বিজয়। সমঞ্জস-পূর্বরাগ কীরূপ?

গোস্বামী। সমঞ্জস-পূর্বরাগ সমঞ্জসা-রতির স্বরূপ। তাহাতে অভিলাষ, চিন্তা,স্মৃতি, গুণ-সঙ্কীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি থাকে।

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গলিপ্সায় যে চেষ্টা, তাহাই 'অভিলাষ'। এই অভিলাষ নিজের

ভূষণগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি করেন।

বিজয়। এস্থলে চিন্তার আকার কি?

গোস্বামী। অভিষ্টপ্রাপ্তির উপায়সকলের ধ্যানই 'চিন্তা'। শয্যা, বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিঃশ্বাস ও নির্লক্ষ্য দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণরূপ।

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি?

গোস্বামী। অনুভূত প্রিয়ব্যক্তি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়চিন্তাই 'স্মৃতি'। কর্ম, অঙ্গ বৈবশ্য, বাষ্প ও নিঃশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয়।

বিজয়। গুণকীর্তন কিরূপ?

গোস্বামী। সৌন্দর্য্যাদি গুণের শ্লাঘা করাকে 'গুণকীর্তন' বলে। কম্প, রোমাঞ্চ, কণ্ঠগদ্‌গদাদি ইহার অনুভাব। উদ্বেগ,বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি—এই ছয়টী সমঞ্জসা রতিতে যতটুকু সম্ভব হয়, তাহাই সমঞ্জস-পূর্বরাগে পাওয়া যায়।

বিজয়। প্রভো, সাধারণ পূর্বরাগলক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। যেরূপ সাধারণী রতি, সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস-রাগ। ইহাতে বিলাপ পর্যন্ত ছয়টী দশা কোমলভাবে উদিত হয়। তাহার উদাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পূর্বরাগে পরস্পর বয়স্যের হস্তে কামলেখপত্র ও মাল্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে।

বিজয়। কামলেখ কি প্রকার?

গোস্বামী। কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দুইপ্রকার। প্রেমপ্রকাশক হইলেই 'কামলেখ' হয়।

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ?

গোস্বামী। বর্ণবিন্যাসশূন্য রক্তবর্ণ পল্লবে অর্ধচন্দ্ররূপ নখাঙ্কই 'নিরক্ষর কামলেখ'।

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী লিপি স্বহস্তে লিখিত হইলে 'সাক্ষর কামলেখ' হয়। কামলেখ হিঙ্গুলদ্রব,কস্তুরী ও মসীদ্বারা লিখিত হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদলকে পত্র করা হয়, কুঙ্কুমদ্রবদ্বারা মুদ্রাঙ্কন হয়, পদ্মতন্তুদ্বারা বাঁধা হয়।

বিজয়। পূর্বরাগের ক্রম কি?

গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে নয়নপ্রীতি, পরে চিন্তা, পরে আসক্তি, পরে সঙ্কল্প, পরে নিদ্রাচ্ছেদ, পরে কৃশতা, পরে অন্য বিষয় নিবৃত্তি, পরে লজ্জা নাশ, পরে উন্মাদ, পরে মূচর্ছা; অবশেষে মৃত্যু। এইরূপ কামদশা হইয়া থাকে। পূর্বরাগ নায়ক নায়িকা, উভয়ের হইয়া থাকে। প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষ্ণের।

বিজয়। মান কি?

গোস্বামী। পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির একত্র অবস্থিতিকালে স্বীয় অভিষ্টরূপের আলিঙ্গন-বীক্ষণাদি-রোধক ভাবকে'মান' বলে। মানে নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল্য, গর্ব, অসূয়া,

অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব আছে।

বিজয়। মানের আশ্রয় কি?

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয় । প্রণয়ের পূর্বে 'মান' নামক রস হয় না! হইলে সঙ্কোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নির্হেতু-ভেদে দ্বিবিধ।

বিজয়। সহেতু মান কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা উদিত হয়, সেই ঈর্ষা প্রণয়মুখ্য হইয়া সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছেন যে, স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয় না! সুতরাং মানপ্রকারমাত্রই নায়কনায়িকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপক্ষবৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়া তাঁহারই হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা জন্মে। দ্বারকায় পারিজাতপুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভামা ব্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই।

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানুভব কতপ্রকার।

গোস্বামী। শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট-ভেদে তাহা তিন প্রকার।

বিজয়। শ্রুত কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়সখী ও শুকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবণকে শ্রুত—বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বিজয়। অনুমিত-বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার?

গোস্বামী। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অনুমিত হয়। প্রিয়ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগের যে অঙ্ক (চিহ্ন) দেখা যায়, তাহাই 'ভোগাঙ্ক'। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে আহ্বান করার নাম 'গোত্রস্খলন'। ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা দুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্বপ্নে যে বিপক্ষবৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই 'স্বপ্নদৃষ্ট'।

বিজয়। দর্শন কিরূপ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার সহিত নায়ক ক্রীড়া করিতেছে এরূপ দেখাকে 'দর্শন' বলেন।

বিজয়। নির্হেতুক-মান কিরূপ?

গোস্বামী। বস্তুতঃ কারণ নাই, কিন্তু কোনপ্রকার কারণাভাসই প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নির্হেতু-মানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের পরিণামই সহেতুক-মান। প্রণয়ের বিলাসোদিত বৈভবই নির্হেতুকমান। ইহাকেই প্রণয়-মান বলা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলগতি। এই কারণেই নায়কনায়িকার অহেতু ও সহেতু দুইপ্রকার মান উদিত হয়। অবহিত্থাদিই এ রসের ব্যভিচারিভাব।

বিজয়। নির্হেতুক-মানের কিরূপে উপশম হয়?

গোস্বামী। নির্হেতুক-মানের স্বয়ংই উপশম হয়, কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না।

আপনিই হাস্যাদি-উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয়; কিন্তু সহেতুক-মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি ও উপেক্ষাদ্বারা রসান্তরাশ্রয়ে উপশান্ত হইয়া থাকে। বাষ্পমোক্ষণ ও হাস্যাদিই উপশমের লক্ষণ।

বিজয়। সাম কি?

গোস্বামী। প্রিয়বাক্যরচনের নাম 'সাম'।

বিজয়। ভেদ কি ?

গোস্বামী। ভেদ দুইপ্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং সখিদিগের দ্বারা উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার-প্রয়োগ।

বিজয়। দান কিরূপ ?

গোস্বামী। ছলপূর্বক ভূষাণাদি প্রদানকে 'দান' বলা যায়।

বিজয়। নতি কিরূপ ?

গোস্বামী। দৈন্য অবলম্বনপূর্বক পদে পতিত হওয়ার নাম 'নতি'।

বিজয়। উপেক্ষা কিরূপ ?

গোস্বামী। সামাদিদ্বারা মানভঙ্গ হইল না দেখিয়া তূষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করার নাম 'উপেক্ষা'। অন্যার্থসূচক বাক্যদ্বারা প্রসন্নকারক উক্তিক্রমে ললনাদিগকে প্রসন্ন করানকেও কেহ কেহ 'উপেক্ষা' বলেন।

বিজয়। আপনি যে রসান্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কি অর্থ ?

গোস্বামী। আকস্মিকভয়াদির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম 'রসান্তর'। ঐ রসান্তর যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্বক দুই প্রকার হয়। আপনি যাহা ঘটে, তাহা 'যাদৃচ্ছিক' এবং প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিদ্বারা যাহা করা যায়, তাহা 'বুদ্ধিপূর্বক'।

বিজয়। আর কোন্ উপায়ে মানভঙ্গ হয় ?

গোস্বামী। দেশ-কাল-বলে এবং মূরলীরবে। অন্য উপায় ব্যতীতও ব্রজললনাদিগের মানভঙ্গ হয়। লঘুমান অল্পায়াসসাধ্য। মধ্যমমান যত্নসাধ্য। দুর্জয়মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা দুঃসাধ্য। মানে কৃষ্ণের প্রতি এই সকল উক্তি হয়, যথা-বাম, দুর্লীলশিরোমণি,কপটরাজ, কিতবরাজ, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত, কঠোর, নির্লজ্জ,অতি-দুর্ললিত, গোপীকামুক, রমণীচোর, গোপীধর্মনাশক, গোপসাধ্বীবিড়ম্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ়তিমির, শ্যাম, বস্ত্রচোর, গোবর্দ্ধন-উপত্যকার তস্কর।

বিজয়। প্রেমবৈচিত্ত্য কি প্রকার ?

গোস্বামী। প্রিয়সন্নিধানে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিশ্লেষবুদ্ধিজনিত যে আর্তি, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। প্রেমোৎকর্ষদ্বারা এক প্রকার ঘূর্ণার উদয় হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে বিয়োগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে, চিত্তের অস্বাভাবিক ভাবই 'বৈচিত্ত্য'।

বিজয়। প্রবাস কিরূপ ?

গোস্বামী। পূর্বে সঙ্গম ছিল, সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, গ্রামান্তর, রসান্তর ও স্থানান্তররূপ ব্যবধান উপস্থিত হয়, তাহাকে 'প্রবাস' বলেন। এই প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভে হর্ষ, গর্ব, মদ, ব্রীড়া ত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত শৃঙ্গারযোগ্য ব্যভিচারী ভাব হয়। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস, অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস-ভেদে তাহা দুইপ্রকার।

বিজয়। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস কি প্রকার?

গোস্বামী। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনের নাম 'বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস'। স্বভক্ত প্রীণনই কৃষ্ণের কার্য্য। কিঞ্চিদ্দূরে এবং সুদূরে গমন-ভেদে প্রবাস দুই প্রকার। সুদূর-প্রবাস ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ, ভবন অর্থাৎ বর্তমান এবং ভূত-ভেদে ত্রিবিধ! সুদূর প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ প্রেরণ হয় ।

বিজয়। অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পারতন্ত্র্যবশতঃ যে প্রবাস হয়, তাহাই অবুদ্ধিপূর্বক। দিব্য ও অদিব্যাদি ঘটনাজনিত পারতন্ত্র্য অনেক প্রকার। প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু-এই দশদশা হয়। কৃষ্ণের প্রবাস-বিপ্রলম্ভে ঐসকল দশা উপলক্ষণরূপে উদিত হয়। বিজয়! প্রেম-ভেদে ও দশা-ভেদে তত্তৎপ্রেমের অনুভাবরূপে সম্ভব হয়। করুণাবিষয়ক বিপ্রলম্ভ সমস্তই প্রবাসবিশেষ বলিয়া করুণালক্ষণ পৃথগ্‌রূপে করা যায় নাই।

বিজয়। বিপ্রলম্ভবিষয়ে সকল কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, বিপ্রলম্ভরস স্বতঃসিদ্ধ নয়, তাহা কেবল সম্ভোগরসের পুষ্টি করে। যদিও জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভরস বিশেষরূপে উদিত হইয়া অবশেষে সম্ভোগরসের অনুকূল হয়, তথাপি নিত্যরসে কিছু কিছু বিপ্রলম্ভ অবস্থিত থাকিবে; নতুবা বিচিত্রলীলা সম্ভব হইবে না।

অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়

শৃঙ্গাররস-বিচার

(সম্ভোগরস-জিজ্ঞাসা—অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিপ্রলম্ভের অভাব—মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ—চতুর্বিধ মুখ্য সম্ভোগ—১। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, ২। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, ৩। সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ ও ৪। সম্পন্ন সম্ভোগ—ছন্ন ও প্রকাশ—ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ—গৌণ সম্ভোগ—সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ—সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাসের বিশেষত্ব-নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ প্রকট-লীলা—নিশান্তলীলা—প্রাতর্লীলা—পূর্বাহ্ণলীলা—মধ্যাহ্নলীলা-অপরাহ্ণলীলা—সায়হ্নলীলা—প্রদোষলীলা—রাত্রিলীলা।)

করজোড়পূর্বক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগরসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন-

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দুই প্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকটলীলা অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনও বিরহ হয় না। 'মথুরামাহাত্ম্যে' কথিত আছে যে, গোপগোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে এই কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য, ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকটলীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহত্ব নাই। সম্ভোগই নিত্য। দর্শন-আলিঙ্গনাদির আনুকুল্যভাব নিষেবণদ্বারা যুবক-যুবতীর উল্লাস আরোহণপূর্বক যে বিচিত্রভাব হয়, তাহাই সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ।

বিজয়। মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাই মুখ্য। সেই মুখ্য সম্ভোগ চতুর্বিধ। পূর্বরাগের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংক্ষিপ্ত। মানের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংকীর্ণ। কিয়দ্দূর-প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সমৃদ্ধিমান্।

বিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ভয়, লজ্জা ইত্যাদি দ্বারা যুবকযুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার অর্থাৎ পরিপাটি নিষেবণ করেন, তাহাই 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ'।

বিজয়। সংকীর্ণ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যেস্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির স্মরণাদিক্রমে সংকীর্যমান উপচার হয়-কিঞ্চিৎতপ্তেক্ষুচর্বণের ন্যায়, সেস্থলে 'সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ'।

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয়, তাহাই 'সম্পন্ন সম্ভোগ'। তাহাও আগতি ও প্রাদুর্ভাব- ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন, তাহাই 'আগতি'। প্রেমসংরম্ভবিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণের অকস্মাৎ যে আবির্ভাব, তাহাই 'প্রাদুর্ভাব'। প্রাদুর্ভাবেই সর্বাভীষ্ট-সুখোৎসব হয়।

বিজয়। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর দর্শন দুর্লভ, কেননা পারতন্ত্র্যবশতঃ তাহা সর্বদা সংঘটনীয় হয় না। সেই পারতন্ত্র্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অতিরিক্ত উপভোগকে 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ' বলা যায়। সম্ভোগরস ছন্ন ও প্রকাশ- ভেদে দুই প্রকার। সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের লীলাবিশেষ—যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গৌণ। সামান্য

ও বিশেষ ভেদে স্বপ্ন দুই প্রকার; সুতরাং গৌণ সম্ভোগও দুই প্রকার। ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন, তাহাই সামান্য। বিশেষস্বপ্নসম্ভোগ জাগর্য্যা হইতে অদ্ভুতরূপে নির্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্য্যাসম্ভোগ যেরূপ সেইরূপ। এই রস ভাবোৎকণ্ঠাময়; পূর্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান্‌রূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে।

বিজয়। স্বপ্নে বস্তুতঃ কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের সম্ভোগ হয়?

গোস্বামী। জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। ঊষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদিগেরও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্নে জাগরের ন্যায় ভূষণাদিপ্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্নও দুইপ্রকার— জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থাপ্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন, তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের ন্যায় নয়; অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ ও পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্নবিলাসে প্রিয়াদিগকে স্বপ্ন-সম্ভোগ করান্।

বিজয়। সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। সম্ভোগের বিশেষ এই সকল —সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্মরোধন (পথ বন্ধ করা), রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌকাখেলা, পুষ্পচৌর্য্যলীলা, ঘট্ট (দানলীলা), কুঞ্জে লুকোচুরি- খেলা, মধুপান, কৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ, কপট নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরসুধাপান ও নিধুবনরমণাদি-সম্প্রয়োগ।

বিজয়। প্রভো, লীলাবিলাস এক প্রকার এবং সম্প্রয়োগ অন্য প্রকার। এই দুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক সুখ?

গোস্বামী। সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলাবিলাসে অধিক সুখ।

বিজয়। প্রেয়সীদিগের কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়োক্তি কি প্রকার?

গোস্বামী। সখীগণ কৃষ্ণকে এইরূপে প্রণয়-সম্বোধন করেন—হে গোকুলানন্দ, হে গোবিন্দ, হে গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্র, হে প্রাণেশ্বর, হে সুন্দরোত্তংস, হে নাগরশিরোমণি, হে বৃদাবনচন্দ্র, হে গোকুলরাজ, হে মনোহর ইত্যাদি।

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট- ভেদে দুই প্রকার হইলেও একই তত্ত্ব; কিন্তু প্রকট ব্রজলীলা কয় প্রকার?

গোস্বামী। প্রকট ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক- ভেদে দুই প্রকার। ব্রজে অষ্টকালীয় লীলাই নিত্য। পূতনাবধাদি ও দূরপ্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।

বিজয়। প্রভো, আমি নিত্যলীলা-নির্দেশ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। বিজয়, তুমি সেই লীলা ঋষিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা শুনিবে, কি শ্রীমদ্‌গোস্বামীগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শুনিবে?

বিজয়। ঋষিদিগের সংস্কৃত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্।।
মধ্যাহ্নো যামিনী চোভৌ যন্মুহূর্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্তমিতা জ্ঞেয়া নিশান্ত প্রমুখাঃ পরে।।

অর্থাৎ নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, স্বায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিলীলা- ভেদে অষ্টকালীন। রাত্রিলীলা ও মধ্যাহ্নলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত; অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত। দু দণ্ডে এক মুহূর্ত। সনৎকুমার-সংহিতায় * সদাশিব এই অষ্টকালীয় লীলা অনুসারে যে সেবা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা হইতেই লীলা বোধ করা যায়।

বিজয়। প্রভো, আমি কি সেই জগদ্গুরু সদাশিবের বাক্যগুলি ** শুনিতে পারি?

গোস্বামী। শুন, সদাশিব উবাচ— পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়াঃ জনাঃ। প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্।। আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিম্।। নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্।। রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্।। প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্। তৎসেবনসুখাহ্লাদভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্।। ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।। ব্রাহ্মং মুহূর্তমারভ্য যাবদত্তুস্যান্মহানিশা।।

বিজয়। নিশান্তলীলা (১) কিরূপ?

(* সাত্বত পাঞ্চরাত্রান্তর্গত তন্ত্রবিশেষ। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৫২ অধ্যায় কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ আলোচ্য।)

(** সদাশিব কহিলেন,– শ্রীহরির প্রিয়পাত্রী পরকীয়াভিমানিনী রমণীগণ প্রচুর অপ্রাকৃত ভাবের দ্বারা নিজ প্রিয় বল্লভকে আনন্দপ্রদান করাইয়া থাকেন। হে নারদ, তুমি নিজ স্বরূপকে সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে পরকীয়াভিমানী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে এইরূপে ভাবনা করিবে; যথা—আমি অতি মনোজ্ঞা রূপযৌবনশালিনী, কিশোরবয়স্কা রমণী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল নানাবিধ শিল্প ও কলাভিজ্ঞা শ্রীরাধার নিত্য অনুচরী-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা, শ্রীমতী রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়া নিত্য সুখী হইব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সম্ভোগার্থ প্রার্থনা করিলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিতেই পর্যবসিত হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সম্ভোগপরাঙ্মুখী হইব; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা রাধিকার অনুচরী ও নিত্যকাল সেবাপরায়ণা হইয়া কৃষ্ণ হইতেও শ্রীমতীতে অধিকতর প্রেমযুক্তা, প্রতিদিন প্রীতি ও যত্নসহকারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিধানকারিণী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনদ্বারা উভয়ের সুখোৎপাদক সেবানন্দেই অতিশয় নিবিষ্টা থাকিব। এইরূপে বিশেষভাবে স্ব-স্বরূপ ভাবনাপূর্বক অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রাহ্মমূহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত মহানিশা উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সুষ্ঠুরূপে মানসসেবা করিবে।)

(১। শ্রীবৃন্দাদেবী কহিলেন,—শ্রীমতী রাধা ও কৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে চতুষ্পার্শ্বে পঞ্চাশটী কুঞ্জদ্বারা সুশোভিত রমণীয় একটী কল্পতরুর নিকুঞ্জে অপ্রাকৃত রত্নময় গৃহে পরস্পর গাঢ়ভাবে আলিঙ্গনপূর্বক একত্রে এক শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। তাঁহারা গাঢ়ালিঙ্গনসুখে এইরূপ নির্ভেদ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত নিদ্রার পরে আমার আজ্ঞাকারী বিহঙ্গকুল সুমধুর কূজন দ্বারা তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলেও, তাঁহারা গাঢ়-আলিঙ্গনোত্থ আনন্দভঙ্গের ভয়ে কাতর হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা করেন না। তদনন্তর সারিকাগণের

গোস্বামী। শ্রীবৃন্দা উবাচ—মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে। কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেষু দিব্যরত্নময়ে গৃহে।। নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ। মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্ব্বোধিতাবপি। গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদমাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ। নো মতিং কুর্ব্বতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি।। ততশ্চ শারিকাশব্দৈঃ শুকশব্দৈশ্চ তৌ মুহুঃ। বোধিতৌ বিবিধৈর্ব্বাক্যৈঃ সতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্।। উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ। প্রবিশ্য কুর্ব্বন্তি সেবাং তৎকালস্যোচিতাং তয়োঃ। পুনশ্চ শারিকা-বাক্যৈরুত্থায় তৌ স্বতল্পতঃ। গচ্ছতঃ স্ব-স্ব ভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ মিথা।।

বিজয়। প্রাতর্লীলা (২) কিরূপ?

গোস্বামী। প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ। কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং

সহিত শুকাদি পক্ষিগণ বিবিধবাক্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে প্রতিবোধিত করিলে তাঁহারা স্বীয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। অনন্তর সখীগণ—শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্বক শর্য্যোপরি সুখে উপবিষ্ট আছেন, দর্শন করিয়া তথায় গমন পূর্বক তাঁহাদের তৎকালোচিত সেবা করিয়া থাকেন; পুনরায় তাঁহারা উভয়েই সারিকাবাক্য শুনিতে শুনিতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর অপ্রাকৃত ভয় ও উৎকণ্ঠারসে আকুল হইয়া স্ব-স্ব-গৃহে আগমন করেন।)

(২। প্রাতঃকালে মা-যশোদা জাগরিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক সত্বর দন্তধাবন করিয়া থাকেন, পরে মাতা অনুমতি প্রদান করিলে বলদেবের সহিত গোদোহনোৎসুক হইয়া গোশালায় গমন করেন। হে বিপ্রবর নারদ, এদিকে পরদিন প্রাতঃকালে সখীগণের দ্বারা শ্রীমতীরাধারাণীও জাগরিত ও স্বীয় শয্যা হইতে উত্থিত হন এবং পরে দন্তধারনাদি করিয়া গাত্রে তৈলমর্দন করেন। তদনন্তর ললিতাদিসখীগণ তাঁহাকে স্নানবেদিত লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দেন এবং পরে বিবিধভূষণ ও দিব্যগন্ধদ্রব্য অনুলেপন ও মাল্যাদিদ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার সখীগণের দ্বারা যত্নসহকারে শুশ্রূষা-প্রাপ্ত হইলে যশোদাকর্তৃক উত্তম অন্ন পাক করিবার জন্য আহূত হইলেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীমতী রোহিণী প্রমুখ পরিচারিকাগণ বর্তমান থাকিতেও যশোদা শ্রীমতী রাধিকাদেবীকে পাক করিবার জন্য আহ্বান করিলেন কেন? বৃন্দা বলিলেন,-—হে মুনে, আমি পূর্বে ভগবতী কাত্যায়নীর মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, দুর্বাসাঋষি রাধিকাকে এই বর দিয়াছিলেন-—'হে দেবি! আপনি যে অন্ন পাক করিবেন, সেই অন্নই আমার বরে মিষ্ট ও অমৃততিরস্কারী এবং ভোজনকারীর আয়ুর্বর্দ্ধক হইবে।'' এইজন্যই নিত্য পুত্রবৎসলা যশোমতী 'আমার পুত্র রাধিকার হস্তপাচিত অন্ন ভোজন করিয়া আয়ুষ্মান হইবে' এইরূপ মনে করিযা এবং অন্নের স্বাদুলোভবশতঃ শ্রীরাধিকাকে আহ্বান করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও শ্বশ্রূর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সখীগণসহ আনন্দ ভরে নন্দালয়ে গমন করিয়া পাক করেন। কৃষ্ণও কতকগুলি গাভী নিজে দোহন করিয়া এবং পিতার আদেশে লোকের দ্বারা অপরগুলি দোহন করাইয়া সখাগণ-পরিবৃত হইয়া স্বগৃহে আগমন করেন। তিনি গৃহে আসিলে, ভৃত্যগণ তাঁহাকে তৈল মর্দনপূর্বক স্নান করাইয়া দেন; পরে ধৌতবস্ত্র পরিধান, মাল্যধারণ ও গাত্রে চন্দন লেপন করেন। তিনি কেশ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বন্ধন করেন। কেশকলাপ গ্রীবা ও ললাটের উপর পতিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করে। সেবকগণ তাঁহার ললাটে চন্দ্রাকৃতি পরমশোভাযুক্ত অলক-তিলক রচনা করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ করে কঙ্কন ও রত্নকেয়ূর, বক্ষস্থলে মুক্তার হার এবং কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডলধারণ করেন। তৎপরে মাতা যশোমতীর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে সখার হস্ত ধারণ করিয়া বলদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনগৃহে প্রবেশ করেন। তথায় ভ্রাতা বলদেব ও সখাগণসঙ্গে উপবেশন করিয়া বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া থাকেন এবং সখাগণকে বিবিধ পরিহাসের দ্বারা হাসাইয়া স্বয়ংও হাসিতে থাকেন। এইরূপে ভোজন সমাপন এবং পরে আচমন করিয়া সেবকগণ-প্রদত্ত তাম্বুল সখাগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া তাম্বুল চর্বন করিতে করিতে ক্ষণকাল দিব্য পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করিয়া থাকেন।)

বলদেবসমন্বিতঃ। মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালাং দোহনোৎসুকঃ।। রাধাপি বোধিতাবিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ। উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাহভ্যঙ্গং সমাচরেৎ।। স্নানবেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা ললিতাদিভিঃ। ভূষণৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।। ততশ্চ স্বজনৈস্তস্যাঃ শুশ্রূষাং প্রাপ্য যত্নতঃ। পক্তুমাহূয়তে স্বন্নং সা সখী সা যশোদয়া।। নারদ উবাচ,— কথামাহূয়তে দেবি পাকার্থং সা যশোদয়া। সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণী প্রমুখাস্বপি। শ্রীবৃন্দা উবাচ—পূর্ব্বং দূর্ব্বাসসা স্বয়ং দত্তো বরস্তস্য মহামুনে। ইতি কাত্যায়নীবক্ত্রাৎ শ্রুতমাসীন্ময়া পুরা।। ত্বয়া যৎপচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ। মিষ্টং স্বাদ্বমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুস্করং তথা।। ইত্যাহূয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা। আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদুলোভাত্তয়া সতী।। শ্বশ্রানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ। স্বসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ।। কৃষ্ণোহপি দুগ্ধ্বং গাঃ কাশ্চিৎ দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ। আগচ্ছতি পিতুর্ব্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ।। অভ্যঙ্গমর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা। ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ। দ্বিবস্ত্রোবদ্ধকেশশ্চ গ্রীবাভালপরিস্ফুরম্। চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভালস্তিলকালোকরঞ্জিতঃ।। কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূররত্নমুদ্রা-লসৎকরঃ। মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতি কুণ্ডলঃ।। মুহুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ম্। অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমনুব্রতঃ।। ভুঙ্‌ক্তেহথ বিবিধান্নানি ভ্রাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ। হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাস্যৈঃ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ম্।। ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণম্। বিশ্রমেৎ সেবকৈর্দ্দত্তং তাম্বুলং বিভজন্নদন্।।

বিজয়। পূর্বাহ্নলীলা ১ বলুন।

গোস্বামী। গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ। ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্বৈরনুগতঃ পথি।। পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেন প্রিয়াগণম্। যথাযোগ্যং তথা চান্যন্ স নিবর্ত্য বনং ব্রজেৎ।। বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ। বঞ্চয়িত্বা চ তান্ সর্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্যুতঃ। সাঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়া সন্দর্শনোৎসুকঃ।।

বিজয়। মধ্যাহ্নলীলা ২ বর্ণন করুন।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ ধারণপূর্বক ধেনুগণকে পুরোভাগে লইয়া গোচারণে বহির্গত হন; সেইকালে ব্রজবাসিগণ সকলেই প্রীতিবশতঃ পথে তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া ও প্রিয়াগণকে নেত্রান্ত দৃষ্টিদ্বারা প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক এবং অন্যান্য অনুগামীবর্গকে যথাযোগ্য সম্ভাষণদ্বারা বিদায় দিয়া বয়স্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া বনে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল সখাগণের সহিত ক্রীড়া করেন; পরে তিনি বয়স্যগণের সকলকেই বঞ্চনা করিয়া, মাত্র দুই তিনটী প্রিয়সখার সহিত প্রিয়া-সন্দর্শনোৎসুক হইয়া আনন্দভরে সঙ্কেত-স্থানে গমন করেন।)

(২ এদিকে সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী (রাধিকা) ও শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিতেছেন দেখিয়া, নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎপরে সূর্য্যাদির পূজা বা কুসুমচয়নের ছল করিয়া গুরুবর্গকে বঞ্চনাপূর্বক প্রিয়ের সঙ্গলাভের জন্য বনে গমন করেন। এইরূপে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে বহযত্নে বনমধ্যে মিলিত হইয়া পরমানন্দে নানাবিধ বিহারাদি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন—সখাগণও তাঁহাদের সঙ্গেই থাকেন। কখনও রাধাকৃষ্ণ হিন্দোলিকায় আরোহন করেন, সখাগণ তাঁহাদিগকে দোলাইতে থাকেন। কখনও বা শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের করচ্যুত বেণু

লুকাইয়া রাখেন; কৃষ্ণ বেণু কোথায় রাখিয়াছেন ঠিক করিতে না পারিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করেন, কিন্তু শ্রীমতী তাঁহার প্রিয়গণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও বেণুর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না, প্রিয়াগণ তখন বঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্বক হাসিতে হাসিতে বেণু অর্পণ করেন, কৃষ্ণও প্রিয়াগণের সহিত বহুপ্রকারের হাস্য পরিহাস করিয়া অবস্থান করেন। কখনও বা শ্রীমতীর সহিত বসন্তবায়ুসেবিতবনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরস্পর গাত্রে পিচকারীদ্বারা চন্দন ও কুঙ্কুমাদিজলবিশেষরূপে সেচন করেন, কখনও বা চন্দনকুঙ্কুমাদি পঙ্কগাত্রে লেপন করেন। তাঁহাদের সখীগণও এইরূপে রাধাকৃষ্ণের ও আপনাদের গাত্রে পরস্পর উক্ত চন্দন ও কুঙ্কুমজল সেচন করেন। হে দ্বিজ, তাঁহারা বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে এইরূপে সখীগণসহ তৎকালোচিত নানা প্রকার বিহার করিয়া থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এইরূপে স্বগণের সহিত সেই সেই কালোচিত নানাপ্রকার বিহার করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণ কোন বৃক্ষতলে দিব্য আসনে আসীন হন এবং মধুপান করিতে আরম্ভ করেন। তদনন্তর মধুমদে উন্মত্ত হইয়া উভয়ে কিয়ৎকাল নিদ্রার আবেশে চক্ষু নীমিলন করিয়া থাকেন, পরে উভয়ে কামবাণের বশবর্ত্তী হইয়া রমণাভিলাষে পরস্পর হস্তধারণপূর্বক কামাপ্লুতচিত্তে স্খলিতপদে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা হস্তিনী ও হস্তিরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকেন, সখীগণও মধুপানমত্ত হইয়া নিদ্রালসনেত্রে সেই কুঞ্জের চতুর্দিকস্থ কুঞ্জসমূহে যাইয়া শয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি বলে যাবতীয় সখীগণের প্রত্যেকের নিকটে পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া একই শরীরে যুগপৎ পৃথগ্‌ভাবে গমন করিয়া থাকেন। মদমত্ত গজরাজ যে প্রকার বহু হস্তিনীর সহিত অক্লান্তভাবে বিহার করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়াগণের সহিত বিহার করিয়া প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকা ও অন্যান্য সখীগণের সহিত জলকেলির জন্য সরোবরে গমন করেন্।

শ্রীনারদ কহিলেন----হে বৃন্দে শ্রীনন্দনন্দনের মাধুর্য্যক্রীড়াতে কি প্রকারের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হইল, আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

শ্রীবৃন্দা বলিলেন,—হে নারদমুনি! হরিতে পরিপূর্ণ মাধুর্য্যই বর্তমান, তাহাই তাঁহার লীলাশক্তি; শ্রীহরি সেই মাধুর্য্যলীলাশক্তি দ্বারাই পৃথক্‌ভাবে গোপগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সরোবরে গমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পরস্পর জলসেক দ্বারা নিজগণের সহিত ক্রীড়া করেন; তৎপরে নিজগণকর্ত্তৃক সুন্দর বস্ত্র, মাল্য, চন্দ্রন ও দিব্য আভরণদ্বারা বিভূষিত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সেই সরসীর তটদেশেই অবস্থিত মণিময় দিব্যগৃহে আমাকর্তৃক সংগৃহীত ফলমূলাদি ভোজন করেন। শ্রীমতি রাধিকার দ্বারা পরিবেশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে ভোজন করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পবিনির্মত শয্যাতে গমন করেন; তৎকালে মাত্র দুই তিনটি সখী কৃষ্ণকে তাম্বুল প্রদান, ব্যজন ও পাদসম্বাহনাদিদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সী শ্রীমতী রাধিকাকে স্মরণ করতঃ সেই সখীগণের সহিত হাস্যপরিহাসপূর্বক আমোদে কালাতিপাত করেন। শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে শ্রীমতী রাধিকাও সখীগণের সহিত আনন্দিতচিত্ত হন। তদনন্তর প্রীতিভরে কান্তপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিয়াই চকোরী যেমন নিশাকরের মুখপদ্মের দর্শন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, শ্রীরাধিকাও প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া শয্যাগৃহে গমন করেন। শ্রীমতী রাধিকা তথায় গমন করিলে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল প্রদান করেন। তখন শ্রীরাধিকাও প্রিয় সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে সেই তাম্বুলভক্ষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণও সখীগণের পরস্পর স্বচ্ছন্দ আলাপ শুনিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে জাগরিত থাকিয়াও গাঢ় নিদ্রিতের ন্যায় (ভান করিয়া) শুইয়া থাকেন। সখীগণও কৃষ্ণ নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়া ক্ষণকাল প্রাণবল্লভের কথা আশ্রয় করিয়া পরস্পর বিশ্রন্তভাবে হাস্য পরিহাস করেন; পরে কোনও রূপ অনুমানে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রায় শুইয়া আছেন জানিতে পারিয়া লজ্জায় জিহ্বা কাটিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত জড়সড় হইয়া পড়েন এবং কিছুকাল আর কিছু বলিতে পারেন না। ক্ষণকাল পরেই আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাবরণী অঙ্গ হইতে দূরে অপসারিত করিয়া " বেশ ঘুমাইতেছে" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইয়া নিজেরাও হাসিতে থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এইরূপ রাধাকৃষ্ণ সখীগণের সহিত বিবিধ হাস্যপরিহাসে ক্রীড়া করিয়া কিছুকাল নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন। তদনন্তর সখীগণসহ বিস্তৃত দিব্য আসনে আনন্দভরে উপবেশন করেন এবং পরস্পর হার, পরিচ্ছদ, চুম্বন ও আলিঙ্গন-পণ রাখিয়া প্রেমভরে পরিহাসালাপ করিতে করিতে পাশাক্রীড়া করিতে থাকেন; ক্রীড়ায় পরাজিত হইলেও 'আমিই জিতিয়াছি এই বলিয়া প্রিয়ার হারাদিগ্রহণে উদ্যত হইলে প্রিয়াদ্বারা তাড়িত হন।

গোস্বামী। সাপি কৃষ্ণং বনং যান্তং দৃষ্ট্বা স্বগৃহমাগতা। সূর্য্যাদিপূজা-ব্যাজেন কুসুমাদ্যাহৃতিচ্ছলাৎ। বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনম্। ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা স্বগণৈস্ততঃ। বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা। হিন্দোলিকা-সমারূঢ়ৌ সখীভির্দোলিতৌ ক্বচিৎ। ক্বচিদ্বেণুং করস্রস্তং প্রিয়য়াপহৃতং হরিঃ।। অন্বেষয়ন্নুপালব্ধো বিপ্রলব্ধো প্রিয়াগণৈঃ। হসিতৈর্বহুধা তাভির্হাসিতস্তত্র তিষ্ঠতি।। বসন্তবায়ুনা জুষ্ঠং বনখণ্ডং ক্বচিন্মুদা। প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কমাদি-জলৈরপি। বিসিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিম্পতো মিথঃ। সখ্যোঽপ্যেবং বিসিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ। বসন্তবায়ুজুষ্টেষু বনখণ্ডেষু সর্ব্বতঃ। তত্তৎকালোচিতৈর্নানাবিহারৈঃ সগণো দ্বিজ। শ্রান্তৌ ক্বাচিদ্বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ।। ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মিলিতেক্ষণৌ। মিথঃ পাণি সমালম্ব্য কামবাণবশঙ্গতৌ। রিরংসূ বিশতঃ কুঞ্জে স্খলৎপদাব্জকৌ পথি। বিক্রীড়তুস্তত্রস্তত্র করিণীযূথপৌ যথা।। সখ্যোঽপি মধুভির্মত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ। অভিতঃ কুঞ্জপুঞ্জেষু সর্বতঃ পরিতস্থিরে।। পৃথগেন বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্বিভুঃ। সর্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো মুহুঃ।। রময়িত্বা চ তাঃ সর্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব। প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থঞ্চ সরো ব্রজেৎ। শ্রীনারদ উবাচ,— বৃন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য মাধুর্য্যক্রীড়নে কথম্। ঐশ্বর্য্যস্য প্রকাশোঽভূত ইতি মে ছিন্দি সংশয়ম্।। শ্রীবৃন্দা উবাচ,—মুনে মাধুর্য্যমপ্যস্তি লীলাশক্তিঃ হরেস্তু সা। তয়া পৃথক্ ক্রীড়দেগাপা- গোপিকাভিঃ সমং হরিঃ।। রাধয়া সহ রূপেণ নিজেন রমতে স্বয়ম্। ইতি মাধুর্য্যলীলায়াঃ শক্তির্নত্বাশতা হরেঃ।। জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়িত্বা স্বগণৈ স্ততঃ। বাসঃ স্রক্চন্দনৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈরপি ভূষিতৌ।। তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যমণিময়ে গৃহে। অশ্নতঃ ফলমূলানি কল্পিতানি ময়ৈর হি।। হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিসেবিতঃ। দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয়াং পুষ্পবির্নির্মিতান্।। তাম্বূলৈর্ব্যজনৈস্তত্র

হে নারদ, রাধিকার করপদ্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাড়িত হইয়া বিষণ্ণ-বদনে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার ন্যায় উদ্যম প্রকাশ করেন এবং বলেন, —" হে দেবি, যদি সত্য সত্যই তুমি জিতিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে যে চুম্বনাদি প্রদান করিব বলিয়া পূর্বেই পণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর, ইহা বলিয়া শ্রীরাধিকার ভ্রূভঙ্গী-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চুম্বনাদি করিয়া থাকেন। ভ্রূভঙ্গী-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য শুকসারী পক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া আবার তাহারাও বাক্‌যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণ শুকশারীর পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া গৃহে যাইবার জন্য অভিলাষী হইয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণবল্লভা শ্রীমতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া গাভীগণের অভিমুখে গমন করেন। শ্রীমতী রাধিকাও সখীগণসমভিব্যাহারে সূর্য্যপূজার্থ সূর্য্যগৃহে গমন করেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূরে গমন করিয়াই তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় পূজক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণাপূর্বক সূর্য্যগৃহের দিকে গমন করেন, শ্রীমতীর সখীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পূজক ব্রাহ্মণজ্ঞানে সূর্য্যপূজা করিয়া দিবার জন্য নিবেদন জানাইলে, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসপ্রবণ কল্পিত বেদমন্ত্রে সূর্য্যপূজা করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ সখীগণ কল্পিত বেদমন্ত্র শুনিয়াই—'ইনি রাধিকাবিরহব্যথিত কান্ত শ্রীকৃষ্ণ'—ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হন, তখন তাঁহাদের আত্মপর-জ্ঞান থাকে না। হে মুনে, এই রূপে তাঁহারা বিবিধ বিহারদ্বারা আড়াই প্রহরকাল অতিবাহিত করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করেন; শ্রীকৃষ্ণও ব্রজে গাভীগণের দিকে গমন করিয়া থাকেন।)

পাদসম্বাহনাদিভিঃ। সেব্যমান হসংস্তাভির্মোদতে প্রেয়সীং স্মরন্।। শ্রীরাধাপি হরৌ সুপ্তে সসখী মোদিতান্তরা। কান্তদত্তং প্রীতমনা উচ্ছিষ্টং বুভুজে ততঃ। কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেৎ শয্যানিকেতনম্। দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোরীব নিশাকরম্।। তাম্বূলচর্বিতং তস্য তত্র তাভির্নিবেদিতম্। তাম্বূলমপি চাশ্নতি বিভজে তৎপ্রিয়ালিভিঃ।। কৃষ্ণোহপি তাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দ-ভাষিতং মিথঃ। প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোহপি পটাবৃতঃ।। তাশ্চ কেলীক্ষণং কৃত্বা মিথঃ কান্তকথাশ্রয়াঃ। ব্যাজনিদ্রাং হরের্জ্ঞাত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ।। ব্যুদস্য রসনাং দদ্ভিঃ পশ্যন্ত্যোহন্যোন্যমাননম্। লীনা ইবলজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমূচুর্ন কিঞ্চন।। ক্ষণাদেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ। সাধুনিদ্রাং গতোহসীতিহাসয়ন্ত্যোহসন্তি তাঃ।। এবং তৌ বিধিধৈর্হাসৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ। অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রাসুখঞ্চ মুনিসত্তম।। উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা। পণীকৃত্বা মিথো হারং চুম্বশ্লেষ পরিচ্ছদান্।। অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ প্রেম্না নর্ম্মালাপ-পুরঃসরম্।। পরাজিতোহপি প্রিয়য়া জিতমিত্যবদন্মৃষা। হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে তয়া।। তয়ৈবংতাড়িতঃ কৃষ্ণঃ করোৎপলসরোরুহৈঃ। বিষন্নবদনো ভূত্বা গতশ্চ ইব নারদ।। জিতোহস্মি চেত্ত্বয়া গৃহ্যতাং মৎপণীকৃতম্। চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্ত্বা চ তথাচরৎ।। কোটিল্যং তদভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুঞ্চ ভর্ৎসনং-বচঃ।। ততঃ শারী শুকানাঞ্চ শ্রুত্বা বাগাহবং মিথঃ। নির্গচ্ছতস্ততস্থানাদগন্তকামৌ গৃহং প্রতি।। কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ। সা তু সূর্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংযুতা।। কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ। বিপ্রবেষং সমাস্থায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি। সূর্য্যঞ্চ পূজয়েত্তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ। তথৈব কল্পিতৈর্বেদৈঃ পরিহাস বিশারদৈঃ।। ততস্তা ব্যথিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণাঃ। ত নন্দসাগরে লীনা ন বিদুঃ স্বং পরাপরম্।। বিহারৈর্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে। নীত্বা গৃহং ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ।।

বিজয়। অপরাহ্নলীলা (১) কিরূপ?

(১। হে নারদ, কৃষ্ণসখাগণের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দিক হইতে গাভীবৃন্দ সংগ্রহ পূর্বক এবং ব্রজবাসিগণকে মুরলী-রবদ্বারা আকর্ষণ করিয়া ব্রজে আগমন করেন। তদনন্তর নন্দাদি ব্রজবাসী সকলেই শ্রীহরির বেণুধ্বনি শুনিতে পাইয়া এবং আকাশ-পথ গোধুলিসমূহ দ্বারা পরিব্যপ্ত সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন বুঝিতে পারেন ও কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীবচিত্তে কৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও গৃহে আগমন পূর্বক স্নান ও বেশভূষা সমাপন করিয়া প্রাণবল্লভের ভোগের জন্য বিবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন। তৎপরে সখীগণ সমভিব্যহারে উৎকণ্ঠিতাচিত্তে প্রাণনাথের দর্শনার্থ রাজপথে ব্রজদ্বারে—যেখানে সমস্ত ব্রজবাসী কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করেন। কৃষ্ণও আগমন করিতে করিতে সেই সকল ব্রজবাসিগণের নিকট গমনপূর্বক কাহাকেও দর্শন, কাহাকেও স্পর্শন, কাহাকেও বা মধুর সম্ভাষণ বা ঈষৎ হাস্যপূর্বক দৃষ্টি এবং গোপবৃদ্ধগণকে কায়িক ও বাচিক নমস্কারাদি দ্বারা এবং নন্দ, যশোদা ও রোহিণীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিদ্বারা এবং প্রিয়াকে কটাক্ষসূচিত বিনয়দ্বারা সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনিও পুনরায় ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্ভাষণপূজাদি প্রাপ্ত হইয়া গোষ্ঠে গমনপূর্বক গো রক্ষণ করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার আদেশে বলরামের সহিত নিজগৃহে গমন করেন এবং তথায় মাতার অনুরোধে স্নান ও কিঞ্চিত ভোজন সমাপনপূর্বক গোদোহনোৎসুক হইয়া পুনরায় গোষ্ঠে গমন করেন।)

গোস্বামী। সংগম্য স্বসখঃ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ। আগচ্ছতি ব্রজং কর্ষন তত্রত্যান্ মুরলীরবৈঃ।। ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ। গোধূলি-পটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বাবাপি নভঃস্থলম্। কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শন-সমুৎসুকাঃ।। রাধিকাপি সমাগত্য গৃহে স্নাত্বা বিভূষিতা। সম্পাদ্য কান্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।। সখীঙঘযুতা যাতি কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎসুকা। রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্বব্রজৌকসঃ।। কৃষ্ণোঽপি তান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্বশঃ। দর্শনৈঃ স্পর্শনৈর্বাচা স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ। গোপবৃদ্ধান্ নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি। সাষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ।। নেত্রান্তসুচিতৈনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা। এবং তৈশ্চ যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ।। গবালয়ং তথা গাশ্চ সংপ্রবেশ্য সমন্ততঃ। পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্। স্নাত্বা ভুক্ত্বা কিঞ্চিদত্র পিত্রা মাত্রানুমোদিতঃ। গবালয়ং পূনর্যাতি দোগ্ধুকামো গবাং পয়ঃ।।

বিজয়। সায়ংললীলা (১) কি?

গোস্বামী। তাশ্চ দুগ্ধা পুনঃ কৃষ্ণঃ দোহয়িত্বা চ কাশ্চন। পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি পয়োভারশতানুগঃ। তত্র পিত্রা পিতৃব্যৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ। সংভুঙ্ক্তে বিবিধান্নানি চর্ব্যচোষ্যাদিকানি চ।।

বিজয়। প্রদোষলীলা (২) কিরূপ?

গোস্বামী। তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধায়াপি তদৈব হি। প্রস্থ্যাপন্তে সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ম্।। শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ। সভাগৃহং ব্রজেত্তৈশ্চ জুষ্টং বন্ধুজনাদিভিঃ।। পক্কান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র সমাগতাঃ। বহূন্নেব পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া।। সখ্যা তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং তথা রহঃ। সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈঃ নিবেদ্যতে।। সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্বশঃ। সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেৎ অভিসর্ত্তুং সমুদ্যতা।।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমনপূর্বক নিজে কতগুলি গাভী দোহন করিয়া এবং অপরের দ্বারা অবশিষ্ট গাভীগুলিকে দোহন করাইয়া শত শত দুগ্ধভারবাহীদিগের অগ্রগামী হইয়া পিতার সহিত গৃহে গমন করেন। তথায় পিতা, পিতৃব্যগণ, তৎপুত্রগণ ও বলরামের সহিত একত্র বসিয়া চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন।)

(২) শ্রীরাধিকাও যশোদার প্রার্থনার পূর্বেই সখীদ্বারা পক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি কৃষ্ণভবনে প্রেরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও পিত্রাদির সহিত উপবেশন করিয়া রাধিকার পক্ক অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করেন এবং তৎপরে পিত্রাদির সহিত স্তাবক জনসেবিত সভাগৃহে গমন করিয়া থাকেন। যেসকল সখীগণ অন্নব্যঞ্জণাদি লইয়া কৃষ্ণভবনে অসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় যশোদা বহু অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করেন। ঐ সময়ে ধনিষ্ঠা নামক সখী গোপনে শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টও প্রদান করেন। সখীগণ তখন সেই অন্নব্যঞ্জনাদি ও কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট লইয়া গিয়া রাধিকাকে সমস্ত নিবেদন করেন। রাধিকাও সখীগণকে পর পর ক্রমে উহা ভাগ করিয়া দিয়া সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণাবশেষ ভোজন করেন। তৎপরে সখীগণদ্বারা ভূষিত হইয়া অভিসারে গমনের জন্য উদ্যত হন।

বিজয়। প্রভো, রাত্রিলীলা (৩) শুনিতে লালসা হইতেছে।

গোস্বামী। বৃন্দা বদতি। প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিদিত এব ততঃ সখী। তথাভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ।। কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে। সিত-কৃষ্ণ-নিশাযোগাবেষা যাতি সখীযুতা।। কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতুহলং ততঃ। কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বা চ গীতকান্যপি।। ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ। জনৈরারাধিতো মাত্রা যাতি শয্যানিকেতনম্।। মাতরি প্রস্থিতায়াস্তু বহির্গত্বা ততো গৃহাৎ। সাঙ্কেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ।। তৌ মিলিত্বা উভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু। বিহারৈর্বিবিধৈঃরাসলাস্যগীতপুর সরৈঃ।। সার্দ্ধং যামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রারেবং বিধানতঃ। স্বষুপ্সৃ বিশতঃ কুঞ্জং সখীভিস্তাবলক্ষিতৌ।। একান্তে কুসুমৈঃ ক্লিপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে। সুপ্তাবতিষ্ঠতাং তত্র সেব্যমানৌ নিজালিভিঃ।।

বিজয়, এই প্রকার অষ্টকালীন্ লীলা। ইহাতে সর্বপ্রকার রস সামগ্রী আছে। পূর্বে যত প্রকার রসের উল্লেখ করিয়ছি, সে সমস্তই এই লীলায় আছে। যথা-স্থানে, যথা-কাল, যথা- দেশ এবং যথা-সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া তুমি তোমার স্বীয় সেবা-কার্য্য করিতে থাক।

পরম পণ্ডিত বিজয় এই পর্য্যন্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভাবে নিতান্ত মগ্ন হইলেন—চক্ষে দরদর জলধারা, রোমাঞ্চ কলেবর, গদগদস্বরে দুই একটী কথা বলিয়া অনেকক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর চরণতলে পড়িয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় গেলেন। রাত্রিদিন তাঁহার হৃদয়ে রসকথা জাগিতে লাগিল।

(৩) বৃন্দাদেবী বলেন,—আমিও তখন এই স্থান হইতেই কোন সখীকে রাধিকার সমীপে প্রেরণ করিয়া থাকি। শ্রীমতী রাধিকা সেই সখীর সঙ্কেতানুযায়ী, সেদিন শুক্লা বা কৃষ্ণ যেরূপ পক্ষ হইয়া থাকে সেইরূপ নিশাযোগ্য অভিসারিকা- বেশ পরিধানপূর্বক সখীর সহিত যমুনার সমীপে কল্পবৃক্ষযুক্ত নিকুঞ্জের দিব্য রত্নময় গৃহে আগমন করেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সভায় উপবেশন করিয়া বিবিধ কৌতুক দর্শন করেন এবং মনোমোহনকর কাত্যায়নী-সঙ্গীত শ্রবণ করেন। তৎপরে গায়িকাগণকে ধনধান্যাদিদ্বারা যথানিয়মে সন্তুষ্ট করিয়া জনগণের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হন এবং মাতার সহিত শয্যাগৃহে গমন করেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন্ করাইয়া গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ গৃহ হইতে বাহিরে গমন করেন এবং অলক্ষিতভাবে সঙ্কেতগৃহে আসিয়া কান্তার সহিত মিলিত হন। সেই স্থানে উভয়ে মিলিত হইয়া বনশ্রেণীমধ্যে ক্রীড়া করেন। সখীগণের নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ বিহারদ্বারা ও রাসলীলায় রাত্রির প্রায় আড়াই প্রহর এই প্রকারে গত হইলে উভয়ে নিদ্রার জন্য সখীগণের অলক্ষিতভাবে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। রাধা ও কৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একান্তে কুসুম-পরিব্যাপ্ত মনোহর কেলি-শয্যায় শয়ন করেন; অন্তরঙ্গ সখীবর্গ রাধাকৃষ্ণকে সেবা করিতে থাকেন।)

উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

লীলাপ্রবেশ-বিচার

(বিজয়কুমারের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের ব্যাকুলতা—লীলা-প্রবেশের উপায়--নবদ্বীপনাগরীভাব পরিত্যাগ করিয়া গৌরানুগত্যে কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ—চিত্ত স্থির করিবার উপায়--উপাসক--পরিষ্কৃতি ও উপাস্য-পরিষ্কৃতি--উপাসক-পরিষ্কৃতিসম্বন্ধে একাদশভাব--১। সম্বন্ধ, ২। নাম, ৩। বয়স, ৪। রূপ, ৫। যূথ, ৬। গুণ, ৭। আজ্ঞা, ৮। বাস, ৯। সেবা, ১০। পরাকাষ্ঠাশ্বাস, ১১। পাল্যদাসী-- প্রধান সখী ও বিপক্ষ পক্ষের প্রতি সাধকের ভাব—গোস্বামিগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ ভার অর্পণ।)

বিজয়কুমার এখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন---আর কোন কথা ভাল লাগে না ; শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া চিত্ত স্থির করিতে পারেন না । সাধারণ রস ত' অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন ; মধুর রসের স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবও এখন বুঝিয়াছেন ।এক একবার এক এক ভাব হৃদয়ে উঠিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে, আবার সত্বরেই আর একটি ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ করে । এইরূপ কয়েক দিন হইতে লাগিল । তিনি স্বয়ং কিছুতেই ভাবের উদয়, ক্রিয়া ও অন্যাকারে পরিণতি—এ সকলের নিয়ম করিতে না পারিয়া আর এক দিবস সজলনেত্রে প্রভুর পদে গিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—'প্রভো, আপনার অপার কৃপায় সমস্ত অবগত হইয়াও আমি আমার উপর প্রভুতা করিতে পারিতেছি না এবং স্থিরভাবে কৃষ্ণলীলায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না । আমাকে যে সদুপদেশ দিতে হয়,তাহা এখন দিন ।'' গোস্বামী তাঁহার ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, মনে মনে করিলেন---কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে,সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে ; প্রকাশ্যরূপে বলিলেন যে, কৃষ্ণলীলায় প্রবেশোপায় অবলম্বন কর ।

বিজয়। প্রবেশের উপায় কি ?

গোস্বামী। শ্রীদাসগোস্বামী এই শ্লোকে প্রবেশের উপায় বলিয়াছেন ।

''ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু ।
শচীসূনুং নন্দিশ্বরপতিসূতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।।''(মনঃশিক্ষা,২)

ওহে, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লইয়া দিনপাত করিবে না, অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তি ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় লোভক্রমে রাগানুগা ভক্তি সাধন কর; ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর; ব্রজরসের

ভজন কর। যদি বল ব্রজরস ভজনের উদ্দেশ কে বলিবে ? তবে বলি,শুন- বৃন্দাবনের প্রকটান্তর-ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না,অর্থাৎ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না। তিনি সাক্ষৎ কৃষ্ণ, সুতরাং অর্চনমার্গে যাঁহারা তাঁহার পৃথক্ ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকেও তাহা হইতে নিরস্ত করিও না ; কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে, সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর । অষ্টকালীয় কৃষ্ণ-লীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর এবং ভজন-গুরুদেবকে ব্রজযূথেশ্বরী বা সখী হইতে পৃথক মনে করিও না। এইরূপভাবে ভজন করিতে পারিলেই ব্রজলীলায় প্রবেশ করিবে।

বিজয়। প্রভো, আমি এখন এই বুঝিতেছি যে, অন্যশাস্ত্র-যুক্তি ও সমস্থ অন্য পথ ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদিত তত্তৎকালের কৃষ্ণলীলায় স্বীয় গুরুরূপা সখীর অনুগত হইয়া উচিত সেবা করিব ।ইহা করিতে হইলে এই বিষয়ে কি প্রকারে মনঃস্থির করিতে হইবে?

গোস্বামী। এই কার্য্যে দুইটি বিষয়ের পরিষ্কৃতির আবশ্যক—উপাসক-পরিষ্কৃতি ও উপাস্য-পরিষ্কৃতি। তুমি রসতত্ত্ব জানিয়াছ, সুতরা তোমার উপাস্য পরিষ্কৃতি হইয়াছে । উপাসক-পরিষ্কৃতি সম্বন্ধে এগারটী ভাব আছে, তাহার মধ্যে তুমি প্রায় সকলই পাইয়াছ; কেবল তাহাতে একটু স্থিতির প্রয়োজন ।

বিজয়। সেই এগারটী ভাব আমাকে আর একবার ভাল করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয় ।

গোস্বামী। এগারটি ভাব এই -১। সম্বন্ধ, ২। বয়স, ৩। নাম, ৪। রূপ, ৫। যূথ, ৬। বেশ, ৭। আজ্ঞা, ৮। বাস, ৯। সেবা, ১০। পরাকাষ্ঠা-শ্বাস এবং ১১। পাল্যদাসীভাব ।

বিজয়। সম্বন্ধ কিরূপ ?

গোস্বামী। সম্বন্ধ-ভাবই প্রাপ্তির ভিত্তিপত্তন । সম্বন্ধকালে কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব যাঁহার হয়, তদনুরূপই তাঁহার চরম লাভ । কৃষ্ণকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে দাস হওয়া যায়; 'সখা' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে সখা এবং 'পুত্র' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে 'পিতা-মাতা'। 'স্বকীয়রতি' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে পুরবনিতা হওয়া যায় । ব্রজে শান্ত নাই, দাস্য সঙ্কুচিত; উপাসকের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে সম্বন্ধ পত্তন হয় । তুমি স্ত্রীস্বভাব,আবার তোমার রুচি পরকীয়-রসে, সুতরা তুমি ব্রজবনেশ্বরীর অনুগত। তোমার সম্বন্ধ এই যে,'আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকা,শ্রীরাধা আমার জীবিতেশ্বরী, কৃষ্ণ তাঁহার জীবিতেশ্বর; সুতরাং রাধাবল্লভই আমার 'প্রাণেশ্বর' ।

বিজয় । শুনিয়াছি, আমাদের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামিচরণ স্বকীয় ভাবের সম্বন্ধকে ভাল মনে করিতেন, তাহা কি সত্য ?

গোস্বামী । শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন অনুচরই শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শূন্য ন'ন । শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে ? তিনি শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শিক্ষা দিয়াছেন-শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীরূপ-সনাতনেরও সেই মত । শ্রীজীবের নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়ভাব-গন্ধ ছিল । সমর্থা-রতি যেস্থলে সমঞ্জসা রতির গন্ধ প্রাপ্ত হয় সেস্থলে ব্রজের স্বকীয়ভাব । সেই ভাব হইতে যাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনকালে কিঞ্চিৎ স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে ; তাঁহারাই স্বকীয়-উপাসক। শ্রীজীব গোস্বামীর দুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধপরকীয়-উপাসক এবং স্বকীয় মিশ্রিতভাবের উপাসক। এই কারণেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি পৃথক্ উপদেশ। "স্বেছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি 'লোচনরোচনী'-গত তদীয় শ্লোকে সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে ।

বিজয়। তবে আমাদের বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়মতে বিশুদ্ধ-পরকীয় ভজনই স্বীকৃত ইহা আমি জানিতে পারিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিয়াছি; কৃপা করিয়া বয়সের কথা বলুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ হইল, তাহাতে একটী অপূর্ব স্বরূপও উদিত হইল—সেই স্বরূপটী ব্রজললনা-স্বরূপ; সুতরাং তাহাতে সেবার উপযুক্ত বয়সের অবশ্য প্রয়োজন। কৈশোর বয়সই বয়স—দশ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। ইহাকেই বয়ঃসন্ধি বলে। তোমার বয়স দশ হইতে সেবোন্নতিক্রমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। বাল্য, পৌগণ্ড ও বৃদ্ধ বয়স ব্রজললনাদিগের হয় না। আপনাকে আপনি কিশোরী বলিয়া অভিমান করিবে।

বিজয়। প্রভো, নাম কিরূপ ? যদিও পূর্বে নামাদিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি তৎসম্বন্ধে দৃঢ় শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে তোমার রুচিগত সেবার অনুরূপ যে রাধিকা-সখীর পরিচারিকা,তাঁহার নামই তোমার নাম। তোমার রুচি পরীক্ষা করিয়া তোমার গুরু যে নাম দিয়াছেন, সেই নামই তোমার নিত্য নাম বলিয়া জানিবে । ব্রজললনাদিগের মধ্যে নামদ্বারা মনোরমা হইবে ।

বিজয়। প্রভো, রূপবিষয়ে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। তুমি যখন রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরী, তখন তোমার সিদ্ধরূপ রুচি-অনুসারেই শ্রীগুরুদেব নির্ণয় করিয়াছেন। অচিন্ত্য-চিন্ময়রূপ-বিশিষ্টা না হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিকা কে হইতে পারে ?

বিজয়। যূথবিষয়ে দৃঢ় করিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। শ্রীমতী রাধিকাই যূথেশ্বরী; রাধিকার অষ্টসখীর মধ্যে কাহারও গণে থাকিতে হইবে। তোমার রুচিক্রমে শ্রীগুরুদেব তোমাকে শ্রীললিতার গণে রাখিয়াছেন। শ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীযূথেশ্বরীর সহিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবে।

বিজয়। প্রভো, কিরূপ সাধকগণ শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীর অনুগত?

গোস্বামী। অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যূথেশ্বরীর অনুগত হইতে বাসনা জন্মে,সুতরাং শ্রীরাধিকার যূথেই সমস্ত ভাগ্যবান্ সাধক প্রবেশ করেন। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীও শ্রীরাধামাধবের লীলাসম্পাদনের জন্য যত্নবতী- বিপক্ষ-পক্ষ হইয়া রসপুষ্টি করিবার জন্য তত্তদ্ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র যূথেশ্বরী—শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা-অভিমানময়ী। যাঁহার যে সেবা, তাহাতেই তাঁহার অভিমান ।

বিজয়। গুণবিষয়ে দৃঢ় হইতে চাই ।

গোস্বামী। যে সেবা করিবে, সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প-কলায় তুমি অভিজ্ঞ, তদনুরূপ গুণ ও বেশ তোমার গুরুদেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিজয়। আজ্ঞা-বিষয়ে নির্ণয় করুন।

গোস্বামী। আজ্ঞা দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। করুণাময়ী সখী যে নিত্যসেবা তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি নিরপেক্ষ হইয়া অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্তব্য তাহা করিবে। আবার উপস্থিত অন্য কোন সেবা প্রয়োজনমত আজ্ঞা করেন, তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা; তাহাও বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিবে।

বিজয়। বাস কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধ্যে কোন গ্রামে তোমার গোপী হইয়া জন্ম হয়,আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত তোমার বিবাহ হয়, কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া, তুমি সখীর অনুগত হইয়া তাঁহার রাধাকুণ্ড-কুঞ্জে একটী কুটীরে বাস করিতেছ—এই অভিমান-সিদ্ধ বাসই তোমার বাস। তোমার পরকীয় ভাবই নিত্যসিদ্ধভাব।

বিজয়। সেবা নির্ণয় করুন।

গোস্বামী। তুমি রাধিকার অনুচরী—তাঁহার সেবাই তোমার সেবা। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্জনে কৃষ্ণসন্নিধানে গেলে, কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না। তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও,রাধিকার দাস্যপ্রেমে কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে—ইহারই নামই ‘সেবা’। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা। শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে শ্রীদাস গোস্বামী ‘বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি’-গ্রন্থে তোমার সেবার আকার নির্ণয় করিয়াছেন।

বিজয়। পরাকাষ্ঠাশ্বাস কিরূপে নির্ণীত হয়?

গোস্বামী। শ্রীদাস-গোস্বামীর এই দুই শ্লোকই পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করে (বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি,১০২,১০০ শ্লোকে)-

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ

কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি।।
হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারা-
ত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায়।।

অর্থাৎ হে বরোরু রাধে, অমৃত-সমুদ্রময় আশাভরে অতি কষ্টে আমি কালাতিপাত করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কৃপাবিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত আমার প্রাণ বা ব্রজবাস বা কৃষ্ণদাস্যেই বা কি আছে?

হা গোকুলচন্দ্র! হা কৃষ্ণ! হা মধুরস্মিত! হা সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ! হা কৃপার্দ্র! তোমার সহিত যেখানে প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধা নিত্য বিহার করেন, আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লইয়া রাখ।

বিজয়। এখন পাল্য দাসীর স্বভাব বলুন।

গোস্বামী। ব্রজবিলাস-স্তোত্রে শ্রীদাস গোস্বামী এই শ্লোকে পাল্যদাসীর ভাব নিরূপণ করিয়াছেন—(ব্রজবিলাসস্তব,২৯ শ্লোক)-

সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগল্‌ভ্যমাপ্তা তয়োঃ
প্রাণ-প্রেষ্ঠবয়স্যয়োরনুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ।
বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈঃ
যেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহ্ণাতু সা মাং গণৈঃ।।

অর্থাৎ যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগল্‌ভ্য লাভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্যক্রমে স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণের সহিত গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাকে পাল্য দাসী বলিয়া স্বীকার করুন।

বিজয়। শ্রীললিতার অন্য সহচরীদিগের সহিত পাল্য-দাসী কিরূপ ব্যবহার করিবেন।

গোস্বামী। শ্রীদাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা। তিনি লিখিয়াছেন,যথা (ব্রজবিলাসস্তব,৩৮ শ্লোক)-

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ।
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে।।

অর্থাৎ যাঁহারা তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদিকার্য্যদ্বারা প্রিয়তার সহিত

শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবাকার্য্যে অসঙ্কোচ-ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষভানুনন্দিনীর রূপমঞ্জরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি; অর্থাৎ আমার সেবাকার্য্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান করি।

বিজয়। অন্যপ্রধান সখীদের প্রতি কি ভাব হইবে?

গোস্বামী। তাহার ইঙ্গিত শ্রীদাস গোস্বামী এই শ্লোকে দিয়াছেন (ব্রজবিলাস-স্তব, ৩০ শ্লোক)—

প্রণয়ললিতনর্ম্ম স্ফারভূমিস্তয়োর্যা
ব্রজপুর-নবযুনোর্যা চ কণ্ঠান্ পিকানাম্।
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তুষ্ট্যা
প্রথয়তু মম দীক্ষাং হন্ত সেয়ং বিশাখা।।

যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-ললিত-কৌতুকের পাত্রী এবং যিনি সুদিব্য গানদ্বারা কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখা কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদান করুন। অন্যান্য সকল সখীদিগের প্রতি এইরূপ ভাব তোমার হইবে।

বিজয়। বিপক্ষপক্ষের প্রতি কি ভাব হইবে?

গোস্বামী। শ্রীদাস গোস্বামী যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শুন (ব্রজবিলাসস্তব,৪১ শ্লোক)।

সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যো চৈঃ সমুদ্বৃদ্ধয়ে
সৌভাগ্যোদ্ভটগর্ব্ববিভ্রমভৃতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্ফুটম্।
গোবিন্দঃ স্মরফুল্লবল্লব বধূবির্গেণ যেন ক্ষণং
ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তৃতমহাপুণ্যঞ্চ বন্দামহে।।

অর্থাৎ রাধিকার শৃঙ্গারপুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ন্যভাবে স্থিত সৌভাগ্য, উদ্ভট, গর্ব, বিভ্রম প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ক্রীড়া করেন, সেই ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলীপ্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি এইরূপ ভাব চিত্তে থাকিবে,অথচ সেবাকালে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস-পরিহাস করিতে পারিবে। তাৎপর্য্য এই যে, 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'তে যেরূপ সেবার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ ব্যবহার লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে; 'বিশাখানন্দাদি'-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলা-চেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে; 'মনঃশিক্ষা'য় যে 'পদ্ধতি' দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে;'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে। শ্রীরূপ গোস্বামী রসতত্ত্ব বিস্তৃত করিয়াছেন । প্রভু নিমানন্দ তাঁহাকে সেই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; এই জন্য তিনি উপাসনায় সেই রসের কিরূপে ক্রিয়া হইবে, তাহা লিখেন নাই—শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীস্বরূপ- দামোদর প্রভুর কড়চা অনুসারে তাহা লিখিয়াছেন।শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে যে ভার দিয়াছিলেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

বিজয়। বলুন,শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকে কোন্ ভার দিয়াছিলেন ?

গোস্বামী। শ্রীস্বরূপ দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন- এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস-গোস্বামীর গ্রন্থে পর্যবসিত হইয়াছে; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন, তাহা এই গাদির বিশেষ ধন। সেই পন্থা আমি শ্রীমান ধ্যানচন্দ্রকে দিয়াছি; তিনি যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা তুমি পাইয়াছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তিদান করেন; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তিদান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন। যাঁহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তিনি তাহাই মাত্র করিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, শ্রীরায় রামানন্দে কি ভার অর্পিত হইয়াছিল ?

গোস্বামী। শ্রীমন্মহাপ্রভু, রায় রামানন্দকে যে রসবিস্তারের ভার দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্য শ্রী রূপেরদ্বারাই করিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, শ্রীসার্বভৌমের প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। তত্ত্বপ্রচার-ভার সার্বভৌমের উপর ছিল; তিনি সে কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।

বিজয়। গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশ পূর্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণ-রসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে রসকীর্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিজয়। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। শ্রীভাগবতমাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহার প্রতি ভার ছিল।

বিজয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। শুদ্ধ-শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধীভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীভট্ট-গোস্বামীর প্রতি ছিল ?

বিজয়। শ্রীভট্ট গোস্বামীর গুরু এবং খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল ?

গোস্বামী। ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্বোপরি, তাহা জগৎকে বুঝাইবার ভার শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।

বিজয়। এইসব শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

সম্পত্তি-বিচার

(শ্রবণ-দশা হইতে সম্পত্তি-দশা পর্য্যন্ত ভক্তের পাঁচটী দশা—১। শ্রবণ-দশা—(ক) ক্রমহীন শ্রবণ-দশা,(খ) ক্রমশুদ্ধ —শ্রবণ-দশা ২। বরণ-দশা ৩। স্মরণ-দশা—(ক) স্মরণ ক্রম, ভাবের সহিত নাম স্মরণ, (খ) উপাস্যনিষ্ঠ ক্রম— ৪। ভাবাপন—দশা (ক)ভাবপন- দশাই স্বরূপ সিদ্ধাবস্থা— ৫। সম্পতি-দশা—সম্পতি-দশাই বস্তু-সিদ্ধাবস্থা— ফলশ্রুতি।)

বিজয় বিচার করিলেন যে, ব্রজলীলা শ্রবণ করিয়া তাহাতে লোভ উৎপত্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পতি-দশা লাভ হয়; এই বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-

বিজয়। প্রভো, শ্রবণ-সময় হইতে সম্পত্তি-লাভ পর্য্যন্ত ভক্তের কয়টী অবস্থা বা দশা হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। পাঁচটি-দশা-১। শ্রবণ-দশা, ২। বরণ-দশা, ৩। স্মরণ-দশা, ৪। ভাবাপন-দশা, ৫। প্রেমসম্পত্তি-দশা।

বিজয়। শ্রবণ-দশা বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্মুখ-দশা দূর হইয়াছে বলিতে হইবে; তখন কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-লালসা হইয়াছে। আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হয়, যথা- ভাগবতে চতুর্থে (৪।২৯।৪০)-

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযুষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্নস্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ ভয়শোকমোহঃ ।।

অর্থাৎ হে নৃপ! মহজ্জনের মুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতসার-নদী বহিতে থাকে; যাঁহারা একান্ত-চিত্তানুগত কর্ণে বিতৃষ্ণাশূন্য হইয়া সেই অমৃতসার পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা,ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

বিজয়। বহির্মুখ লোকেরা যে কোন কোন সময় কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তাহা কি?

গোস্বামী। বহির্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ এবং অন্তর্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা শ্রবণ, এ দু'য়ে অনেক ভেদ আছে। বহির্মুখদিগের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কোন ঘটনাক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইয়া কোন জন্মে শ্রদ্ধা উদিত করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে, যে কৃষ্ণকথা মহজ্জনের মুখে শ্রবণ হয়, তাহাই মাত্র এই পর্বের শ্রবণ-দশা। এ পর্বের শ্রবণ-দশাও দুই প্রকার অর্থাৎ ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণদশা এবং ক্রমহীন শ্রবণ-দশা।

বিজয়। ক্রমহীন শ্রবণ-দশা কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম 'ক্রমহীন'; অব্যবসায়ী-বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়—লীলা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ উদিত হয় না, সুতরাং রসোদয় হয় না।

বিজয়। ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ-দশা কিরূপ?

গোস্বামী। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্নরূপে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ হয়, তখনই রসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিত্তিক-লীলা পৃথক্ করিয়া শ্রুত হইলে, ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয়। এই ক্রমশুদ্ধ শ্রবণই ভজনপর্ব্বে প্রয়োজন। ক্রমশুদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুর্য প্রকটিত হয় এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগানুগা- প্রবৃত্তি উদিত হয়। তখন শ্রোতা মনে করেন—আহা! সুবলের কি আশ্চর্য্য সখ্যভাব! আমি তাঁহার ন্যায় সখ্যরসে কৃষ্ণসেবা করিব—এই প্রবৃত্তির নাম 'লোভ'। লোভের সহিত ব্রজবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া কৃষ্ণভজন করাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলিয়াছেন। সখ্যরসের উদাহরণ দিলাম। দাস্যাদি চারি রসের এই প্রকার 'রাগানুগা ভক্তি' আছে। তুমি আমার প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কৃপায় শৃঙ্গার-রসের অধিকারী, সুতরাং তোমার ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা দেখিয়া লোভ হইয়াছিল, সেই লোভই তোমাকে প্রাপ্তি-পথ দিয়াছে। বস্তুতঃ গুরুশিষ্য-সংবাদই এ পর্বের শ্রবণ-দশা।

বিজয়। শ্রবণ-দশা কি হইলে পূর্ণ হয়।

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব অনুভব হইলে, তাহা শুদ্ধ অপ্রাকৃত বলিয়া মনোহর হয়; তাহাতে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলতা জন্মে। গুরুদেব শিষ্যকে সাধকগত পূর্বোল্লিখিত একাদশটি ভাব দেখাইয়া দেন। শিষ্যের মনোভাব ও লীলার রঞ্জকতা লগ্ন হইলেই শ্রবণ-দশা পূর্ণ হইল; শিষ্য ব্যাকুল হইয়া বরণ-দশা লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, বরণ-দশা কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শৃঙ্খলদ্বারা লীলায় লগ্ন হইয়াছে। শিষ্য ক্রন্দন করিয়া গুরুপাদপদ্মে পতিত হন, তখন গুরু সখীরূপে উদিত হন এবং শিষ্য তাঁহার পরিচারিকা। গোপবধূ কৃষ্ণ-সেবার জন্য ব্যাকুল। গুরু সেই সেবায় পরাকাষ্ঠা-লব্ধা ব্রজললনা। তখন শিষ্যের মুখে এইরূপ ভাবের কথা হয়। (প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্য

স্তবরাজ,১১-১২ শ্লোক)-

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্।।
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো রাধালিকে! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্।।

অর্থাৎ হে রাধিকালিকে, তোমার নিকট পতিত হইয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক এই অধমজন যাচ্ঞা করিতেছে—তোমার দাস্যামৃত সেচনপূর্বক এই সুদুঃখিত জনকে জীবিত কর। যিনি দয়াময় তিনি শরণাগতকে ত্যাগ করেন না— এই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ করিও না, আমি তোমার চরণানুগ হইয়া ব্রজযুগলের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। এইরূপই 'বরণ-দশা'। গুরুরূপা সখী তখন তাঁহাকে ব্রজবাস করিয়া কৃষ্ণনামাশ্রয়-পূর্বক লীলা স্মরণ করিতে আজ্ঞা দেন এবং শীঘ্রই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন।

বিজয়। স্মরণ-দশা কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন (ভঃ-রঃ-সিঃ, পূর্ব ২ লঃ, ১৫০-১৫২ শ্লোক)-

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেন চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।।(১)

এই শ্লোক- দুইটীর অর্থ বলিবার পূর্বেই বিজয় কহিলেন,—'কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা' ইহার অর্থ কি ?

গোস্বামী। শ্রীজীব বলিয়াছেন,— এই দেহের সহিত ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ লীলামণ্ডলে বাস করিবে; দেহের সহিত না পারিলে মনে মনে ব্রজে বাস করিবে– মনে মনে বাস করিলেও একই ফল হয়। যিনি যে সখীর অনুগত, ব্রজে আপনাকে সেই সখীর কুঞ্জসেবিকা স্থির করিয়া, কৃষ্ণ ও নিজভাবের সখীকে সর্বদা স্মরণ করিবেন। সাধকরূপে এই স্থূলদেহে বৈধ ভক্ত্যঙ্গরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবে এবং প্রাপ্ত একাদশভাবের মধ্যে সিদ্ধ-

---

(১) (কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ অভিষ্ট প্রেষ্ঠজনকে সর্বদা স্মরণপূর্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন, শরীরে ব্রজবাস করিতে অসমর্থ হইলে, মনে মনে ব্রজবাস করিবেন, রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজ-জনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্যে এবং সিদ্ধরূপে অন্তরে সেবা করিবেন। বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ ও উচ্চকীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ বর্তমান, তত্ত্ববিদ্গণ, এই রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা আছে বলিয়া জানিবেন।)

ব্রজগোপীদেহে সখীর কার্যানুরোধে লীলাধ্যান ও নির্দিষ্ট সেবা করিবে। দেহযাত্রা বিধি-অনুসারে করিবে এবং সিদ্ধদেহের পুষ্টি ভাবানুসারে করিবে। এরূপ করিলে অবশ্যই ব্রজেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইবে।

বিজয়। এই প্রণালীটি একটু স্পষ্টরূপে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। 'ব্রজবাসের' অর্থ এই যে, অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জনবাসই ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে– সমস্ত দেহযাত্রা বিরোধী না হয়, এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সোবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে।

বিজয়। (একটু গম্ভীররূপে অনুভব করিয়া) প্রভো! এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইল কিন্তু মনকে কিরূপে স্থির করিব?

গোস্বামী। চিত্ত রাগানুগা ভক্তি লাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়া থাকে; কেননা, চিত্ত রাগগন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয়, তবে রাগাভাবে আর তাহার বিষয়ের প্রতি গতি থাকিবে না; তবে যদি উৎপাতের আশঙ্কা থাকে তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন করিবে। স্থির হইয়া গেলে আর উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না।

বিজয়। ক্রমটা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। প্রতিদিন নির্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগপূর্বক ভাবের সহিত নাম করিবে। ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্যের সময়-পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুতভাব উদিত হইবে, তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে।

বিজয়। এরূপ কতদিন করিতে হয়।

গোস্বামী। যে পর্য্যন্ত উৎপাৎশূন্য বা উৎপাতের অতীত অবস্থার সম্ভাবনা উদিত না হয়।

বিজয়। ভাবের সহিত নাম স্মরণ কিরূপ?- একটু স্পষ্ট আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর, উল্লাসে মমতা যোগ কর। মমতায় বিশ্রম্ভ যোগ কর; ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভাব উদিত হইতে হইতে ভাবাপন দশা আসিবে। স্মরণকালে ভাবের আরোপ মাত্র। ভাবাপনকালে শুদ্ধভাবের উদয় হয়— তাহাই 'প্রেম' উপাসকনিষ্ঠক্রম এই। এই ব্যাপারে উপাস্য-নিষ্ঠ একটি ক্রম আছে।

বিজয়। উপাস্য-নিষ্ঠক্রম কিরূপ?

গোস্বামী। যদি অসঙ্কুচিত-প্রেমদশা-লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে দাস গোস্বামীর উপদেশ (মনঃশিক্ষা ৩ শ্লোক) মান-

"যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নমঃ তদা ত্বং শৃণু মনঃ।।

অর্থাৎ যদি রাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং জন্মে জন্মে ব্রজযুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাহ-বিদ্ধি-বন্ধন রহিত পারকীয়-পরিচর্যা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীস্বরূপ ও গণসহিত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পষ্টপ্রেমের সহিত নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপা-সখী বলিয়া প্রণতি কর ; তাৎপর্য্য এই যে, স্বকীয়-রসে সাধন করিয়া ফলকালে সমঞ্জস রস হয়। তাহাতে যুগলসেবার সঙ্কুচিত ভাব হইয়া পড়ে; সুতরাং শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মতানুসারে শুদ্ধ পরকীয় অভিমানে ভজন কর। আরোপকালেও শুদ্ধপরকীয় ভাবমাত্র অবলম্বন করিবে। পরকীয় আরোপে পরকীয়-রতি এবং পরকীয়-রতিতে পরকীয়-রস হইবে। তাহাই ব্রজে অপ্রকটলীলার নিত্যরস।

বিজয়। অষ্টকালীয় লীলায় কি শুদ্ধক্রম আছে?

গোস্বামী। অষ্টকালীয় লীলায় সকল প্রকাররস-বিচিত্রতা বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন,

তাহা বুঝিয়া দেখ (উঃ নিঃ-গৌণসম্ভোগে প্রঃ ২৩)

অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টং পরং তটস্থেন রসাব্ধিমধুরো ময়।।

অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়, সুতরাং অতল ও অপার—প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা, প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশ অসাধ্য ; অপার, কেননা, অপ্রাকৃত রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে, পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্বমধ্যে থাকিয়া তাহা বর্ণন করেন, তবুও তাহা শব্দ-মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পুর্ণ হয় না। যদিও ভগবান্ স্বয়ংও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চ দোষে তাহাদের পক্ষে প্রতীতি দোষযুক্ত হইয়া পড়ে; এমতাবস্থায় এই রসসমুদ্র দুর্বিগাহ, কেবল তটস্থ হইয়া তাহার কণামাত্র প্রকাশ করা যায়।

বিজয়। তবে কি হইল, প্রভো, অপ্রাকৃত-রসলাভে আমাদের কিরূপ সম্ভাবনা হয় ?

গোস্বামী। মধুর রস—অপার, অতুল ও দুর্বিগাহ, কৃষ্ণলীলাই তদ্রূপ; কিন্তু আমাদের কৃষ্ণে দুইটী অসীম গুণ আছে, তাহাই আমাদের ভরসার স্থল —তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহা অতল, অপার ও দুর্বিগাহ, তাহাও তিনি সঙ্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রপঞ্চ অতিশয় তুচ্ছ হইলেও তিনি তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট ভাব প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছা করেন; সুতরাং অপ্রাকৃত নিত্য মধুর-রসময়ী লীলা তাঁহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাথুরমণ্ডল অপ্রাকৃত প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ—কিরূপে আসিলেন এবং কিরূপে আছেন, তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, কেননা, অবিচিন্ত্যশক্তিক্রিয়াকে মানবের বা দেবাদির পরিমিত-বুদ্ধি কখনই বুঝিতে সমর্থ নয়। ব্রজলীলাই প্রপঞ্চাতীত সর্বোচ্চ লীলার প্রকট ভাব—তাহা আমরা পাইয়াছি, আমাদের কোন শোকের বিষয় নাই।

বিজয়। যদি প্রকটলীলাই অপ্রকটলীলার সহিত এক বস্তু, তবে আবার তাহার ক্রমোন্নতি কিরূপ?

গোস্বামী। এক বস্তু-ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; যাহা এখানে প্রকট, তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীতরাজ্যে আছে। কিন্তু প্রপঞ্চবদ্ধ জীবের তদনুভব, তটস্থ স্মরণের প্রথম অবস্থায় লীলা যেরূপ অনুভূত হয়, আবার ক্রমে যত পরিপাক হইতে থাকে, ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয়— ভাবাপন-অবস্থায় অনুভূতি নির্ম্মল হয়।

বিজয়। তোমাকে বলিতে পারি, কেননা, তুমি অধিকারী। স্মরণ-দশায় বহু সাধন করিলে এবং ঐ সাধনকালে ভাবাপন-যোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ-অবস্থায় ভাবাপন-অবস্থা হয়। স্মরণ অবস্থায় যে অনুভবগত প্রাপঞ্চিক দুষ্টভাব থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিগত হইলে আপন দশা উপস্থিত হয়। সুযোগ্যরূপে স্মরণদশায় যত শুদ্ধ-ভক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধভক্তি ততই কৃপা করিয়া সাধকচিত্তে উদিত হইতে থাকেন। ভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণকর্ষণী, সুতরাং কৃষ্ণকৃপাক্রমে স্মরণদশায় চিত্তাগত মল ক্রমশঃ দূর হয়। (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্।। (১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণলীলা অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতে সেই অপ্রাকৃত বস্তু-সংস্পর্শবলে দ্রষ্টা আত্মা যে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন, সেই পরিমাণে দৃশ্যরূপ কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতস্বরূপ দৃষ্ট হইতে থাকে— চক্ষু যেরূপ অঞ্জন-সম্প্রযুক্ত হইয়া দৃশ্যবস্তু ভালরূপে দেখে, তদ্রূপ। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৩৮)-

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ, যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ভাবাপন-দশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি উদিত হয়, তখন ভক্ত নিজশক্তি ও যূথেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোকনাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্যন্ত তাঁহার লিঙ্গ ও স্থূলদেহ-বিধ্বংসরূপ সম্পত্তি-দশা না হয়, সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অনুভব হয় না। ভাবাপন-দশায় জড়ের স্থূলদেহ ও লিঙ্গ দেহের উপর শুদ্ধজীবের আধিপত্য জন্মে, কিন্তু কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই যে, জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন-দশার নাম 'স্বরূপসিদ্ধি' এবং সম্পত্তি দশা হইলে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়।

বিজয়। বস্তুসিদ্ধি হইলে কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধাম কিরূপ দেখা যায়?

গোস্বামী। ইহার উত্তর দিতে আমি অপারক। আমার যখন বস্তুসিদ্ধি হইবে, তখনই তাহা দেখিব ও বলিব, আবার তোমার যখন সম্পত্তি-দশা হইবে, তখনই তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে—বুঝিতে পারার আর তখন আবশ্যক হইবে না ; কেননা, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে, তদ্বিয়ে আর তোমার জিজ্ঞাসা থাকিবে না । আবার দেখ, স্বরূপসিদ্ধ অর্থাৎ ভাবাপন-অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান, তাহা ব্যক্ত করিয়াও কোন ফল নাই, কেননা,ব্যক্ত করিলেও তাহা শ্রোতা অনুভব করিতে পারিবে না। শ্রীরূপ স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ৩ লঃ ২৯ ও ৪ লঃ ১২ শ্লোক)-

জনে চেজ্জাতভাবেহপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ।।(১)
ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা।।

বিজয়। যদি এরূপ হয়, তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে গোলোকের বিষয়সকল কেন বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ?

গোস্বামী। স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ কখন কখন দর্শনানুসারে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিম্নাধিকারীগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। সে সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যে প্রকটলীলা উদিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ভজন কর। তাহাতেই সর্বসিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্ঠাযুক্ত ভজনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্ফূর্তি হইবে। গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেননা, গোকুল ও গোলোক ভিন্ন তত্ত্ব ন'ন । প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টৃদিগের চক্ষে যে সকল মায়াপ্রত্যায়িত ব্যাপার উদিত হয়, তাহা স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে থাকে না। যে অধিকারে যেরূপ দর্শন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভজন কর, ইহাই কৃষ্ণের আজ্ঞা। আজ্ঞা পালন করিলে তিনি কৃপা করিয়া ক্রমশঃ নির্মল-দর্শন উদিত করাইবেন।

বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন । নিজের একাদশ ভাব কৃষ্ণলীলায় সুন্দররূপে সংযোগ করিয়া ধীরভাবে সমুদ্রের তীরে ভজনকুটীরে বসিয়া সদা প্রেমাস্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী ইত্যবসরে বিসূচিকা পীড়ায় ক্ষেত্রলাভ করিলেন। ব্রজনাথ ও তদীয় পিতামহী দেশে চলিয়া গেলেন। ব্রজনাথের নির্মল হৃদয়ে সখ্যপ্রেম

---

(১)জাতভাব ভক্তে যদি বহির্দুরাচারের ন্যায় কোন প্রকার বৈগুণ্যও দেখা যায় তথাপি তাঁহাতে অসূয়া করা কর্তব্য নহে; কারণ, কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনাসক্তিহেতু তিনি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এই নব প্রেম উন্মীলিত হন তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অতিশয় দুর্বোধ্য অর্থাৎ যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহাদিগেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকটে এই নবীন প্রেমের সুষ্ঠু পরিপাটী দুরবগাহ ।

উদিত হইল। তিনি ভজন বলে শ্রীধামনবদ্বীপে জাহ্নবীতীরে অনেক সুবৈষ্ণবের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিজয় গৃহস্থবেশ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন বর্হির্বাস অবলম্বনপূর্বক শ্রীমহাপ্রসাদ-মাধুকরিদ্বারা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অষ্টপ্রহরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রাসময়ে অল্প নিদ্রা, ভোজনের পর প্রসাদসেবন এবং জাগ্রতসময়ে যথাযথ কালোচিত সেবা করিতে লাগিলেন। সর্বদাই হরিনামের মালা হাতে। কখন নৃত্য করেন, কখন কাঁদেন, কখন বা সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া হাস্য করেন । তাঁহার ভজনমুদ্রা তিনি ব্যতীত আর কে বুঝিবে ? এখন তাঁহার প্রকাশ্য নাম নিমাঞি দাস বাবাজী। তিনি গ্রাম্যকথা বলেন না এবং শ্রবণ করেন না। অত্যন্ত বিনীত, বিমলচরিত্র, ভজনে দৃঢ়। কেহ মহাপ্রসাদ আনিলে বা কৌপীন বর্হির্বাস আনিলে আবশ্যকমত গ্রহণ করেন, তদতিরিক্ত গ্রহণ করেন না। হরিনামগ্রহণকালে চক্ষে দর দর ধারা, কণ্ঠে গদগদ বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ভজন সিদ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রকটলীলায় তাঁহাকে অধিকার দিলেন। ব্রহ্ম হরিদাসের ন্যায় তাঁহার ভজন-দেহ সমুদ্র বালুকার মধ্যে রহিল। হরিবল।

গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'।
ভকতিবিনোদ দীন বহু যত্ন করি'।।
বিরচিল জৈবধর্ম গৌড়ীয় ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী-পূর্ণিমায়।।
চৈতনাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুম-সুরভিকুঞ্জে জাহ্নবি-সমীপে।।
শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে যাঁর আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস।।
গৌরাঙ্গে যাঁহার না জন্মিল শ্রদ্ধা-লেশ।
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ।।
শুষ্ক মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায়।।

সমাপ্ত

ফল-শ্রুতি

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম-নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে।।
ছলধর্ম ছাড়ি' কর সত্যধর্মে মতি।
চতুর্বর্গ ত্যজি' ধর নিত্য-প্রেমগতি।।
আমিত্ব-মীমাংসা-ভ্রমে নিজে জড়বুদ্ধি।
নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে নহে চিত্তশুদ্ধি।।
বিচিত্রতাহীন হ'লে নির্বিশেষ হয়।
কালসীমাতুল্য সেহ অপ্রাকৃত নয়।।
খণ্ডজ্ঞানে হেয় ধর্ম আছে সুনিশ্চয়।
প্রাকৃত হইলে, কভু অপ্রাকৃতে নয়।।
জড়ে দ্বৈতজ্ঞান হেয়, চিতে উপাদেয়।
কৃষ্ণভক্তি চিরদিন উপায়- উপেয়।।
জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয়।
হরিসহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময়।।
দেহ কভু জীব নয়, ধরা-ভোগ্য নয়।
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয়।।
জৈবধর্মে নাহি আছে দেহধর্ম কথা।
নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ-প্রথা।।
জীব-নিত্যধর্ম—ভক্তি তাহে জড় নাই।
শুদ্ধ জীব 'প্রেম' সেবাফলে পায় তাই।।
'জৈবধর্ম'-পাঠে সেই শুদ্ধভক্তি হয়।
'জৈবধর্ম' না পড়িলে কভু ভক্তি নয়।।
রূপানুগ-অভিমানে পাঠে দৃঢ় হয়।
জৈবধর্ম বিমুখকে ধর্মহীন কয়।।
যাবৎজীবন যেই পড়ে জৈবধর্ম।
ভক্তিমান্ সেই জানে বৃথা জ্ঞান কর্ম।।
কৃষ্ণের অমল-সেবা লভি' সেই নর।
সেবাসুখে মগ্ন রহে সদা কৃষ্ণপর।।

অনুশীলনমালা

প্রথম অধ্যায়— বাস্তব ও অবাস্তব বস্তু কাহাকে বলে? সম্বন্ধ জ্ঞানই কি শুদ্ধজ্ঞান? বস্তু ও বস্তুর স্বভাব কি? কৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি? ভেদাভেদপ্রকাশতত্ত্বে ভেদের পরিচয় প্রাবল্য কেন? জীবের বদ্ধাবস্থার জন্য দায়ী কে? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তির পরিচয় কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়— অণুচিৎ ও বিভুচিৎ-এর ধর্ম ও সম্বন্ধ কি? জীবের স্বধর্ম ও বিধর্ম কাহাকে বলে? বৈধধর্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক কেন? বৈষ্ণব-বিচারে শঙ্কর কিরূপ? অদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য কি? বাহ্যবেষ একেবারে নিষ্প্রয়োজন কিনা? সদ্ধর্ম কি? ইস্‌লাম ধর্মে প্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের পার্থক্য কি? মহাপ্রভুর ভগবত্তায় শ্রুতি কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন কিনা? স্মার্ত ও বৈষ্ণবাচারে বিরোধ কেন? প্রকৃত বর্ণাশ্রম কি স্বভাব ও লক্ষণানুযায়ী? না, কেবল শৌক্রপন্থায় সিদ্ধ?

তৃতীয় অধ্যায়— পারমার্থিক ও ঔপচারিক ধর্মে প্রভেদ কি? তথাকথিত স্বধর্মই কি জীবের নিত্যধর্ম, না নৈমিত্তিক ধর্ম? 'বৈষ্ণব' এই কথাটি কি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতাদ্যোতক? বৈষ্ণবধর্ম কি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ কোন সাধারণ দলবিশেষের ধর্ম? সন্ধ্যা-বন্দনাদির সহিত হরি ভজনের সম্বন্ধ কি এবং উহা কি নিত্য? বৈষ্ণবধর্ম কি?

চতুর্থ অধ্যায়— শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম ও পঞ্চোপাসনা বা বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্মে সম্বন্ধ ও প্রভেদ কি? পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুপূজা কি শুদ্ধভক্তি? ব্রাহ্ম, পারমাত্ম ও ভাগবত-প্রবৃত্তি কাহাকে বলে? ত্রিবিক্রম-নামের অর্থ কি? সম্বন্ধজ্ঞানকে অনাবশ্যক-বোধে হরিনামক্ষর-জ্ঞানে কীর্ত্তন করিলেই কি ফল পাওয়া যায়? নিরাকারত্ব ও অসীমত্বই কি একমাত্র ভগবত্তা? শ্রীকৃষ্ণের কি জন্ম,কর্ম, দেহত্যাগ আছে? সাধকের কৃষ্ণনাম করিবার সময় কি কৃষ্ণরূপ ধ্যান কর্তব্য? জীবতত্ত্ব কি? মায়াতত্ত্ব কি? ভক্তি ও পাণ্ডিত্য এক,না পৃথক? কি করিলে হরিভজন হয়? দীক্ষার পর সাধকের কি কর্তব্য?

পঞ্চম-অধ্যায়—কর্মকাণ্ড ও বৈধীভক্তির মধ্যে প্রভেদ কি? স্মার্ত রঘুনন্দনের সহিত শুদ্ধ ভক্তির সম্বন্ধ কি? ন্যায়-মতে 'মুক্তি' কাহাকে বলে? কি হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায়? বৈধ সাধনভক্তি নিত্য কি অনিত্য? পঞ্চোপাসক কি আস্তিক? বিষ্ণুর অর্চাপূজক (কনিষ্ঠাধিকারী) ও পঞ্চোপাসক জ্ঞানকাণ্ডীর মধ্যে প্রভেদ কি? ইসলাম-ধর্মে জীবত্মা-বিচার কিরূপ? ইস্‌লাম-ধর্ম, অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধভক্তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

ষষ্ঠ অধ্যায়— জাতি বিচারের সহিত প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্মের সম্বন্ধ কি? দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম কাহাকে বলে? যে কোনও কূলে উৎপন্ন সাধকই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ কিনা? পারমার্থিক

ব্রাহ্মণের সহিত একত্রে মহাপ্রসাদ সম্মানাদি পারমার্থিক সঙ্গ করা কর্তব্য কেন? এবং বিবাহাদি ব্যবহারিক সঙ্গই বা কর্তব্য নহে কেন? শ্রদ্ধা ও শরণাগতি বিচার কিরূপ? বস্তুশক্তির সহিত সুকৃতির সম্বন্ধ আছে কি? সুকৃতির সহিত সঙ্গের সম্বন্ধ কি? সুকৃতি কত প্রকার? নিত্য সুকৃতিই কি অস্ফুট-সেবা? মহাপ্রসাদের চিন্ময়ত্ব কেন? বর্ণাশ্রমত্যাগ করিবার অবস্থা বা অধিকার কখন হয়? বৈষ্ণব বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণে জাতিবুদ্ধি নিষেধ কি না? শ্রীবিগ্রহ-সেবায় নিরপেক্ষতার হানি হয় কেন? জাতিকূল নির্বিশেষে পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই কি পরমার্থ-প্রতিপাদক বেদপাঠে অধিকার আছে?

সপ্তম অধ্যায়—মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি কিরূপ? জীব বদ্ধ হয় কেন? কর্ম জ্ঞানকেঅনর্থ-নিবৃত্তির অনুপযুক্ত-চেষ্টা বলা হইয়াছে কেন? বৈষ্ণব গৃহস্থের সংসার ও অবৈষ্ণব গৃহস্থের সংসারে প্রভেদ কি? গৃহস্থবৈষ্ণবেরও কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ অধিকার অর্থাৎ তাঁহার জগদ্‌গুরুত্ব ও প্রাধন্য কেন? বৈষ্ণব গৃহস্থ কি স্মার্ত-সমাজের দাস? গৃহত্যাগের অধিকারী কে? তাঁহার লক্ষণ কি? বেষগ্রহণ-বিচার কিরূপ? গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন কিনা? বান্তাশীর সঙ্গ কর্তব্য নয় কেন? বর্ণাশ্রমযুক্ত ও বর্ণাশ্রমরহিত ব্যক্তির সঙ্গ ভক্তির তারতম্যানুসারে কর্তব্যাকর্তব্য কেন? দ্বিজ ব্যতীত অন্যবর্ণ সন্ন্যাসের অধিকারী কিনা?

অষ্টম অধ্যায়—কনিষ্ঠ অধিকারী কি শুদ্ধ ভক্ত? তাঁহার শ্রদ্ধা লৌকিকী না শাস্ত্রীয়? কনিষ্ঠাধিকারীর মুখ্য ও গৌণ লক্ষণ কি? মধ্যম অধিকারী কি শুদ্ধ ভক্ত? কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভুর কথিত নাম ও নামকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব-সম্বন্ধে মীমাংসা কি? কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রদ্ধা কিরূপ? দ্বেষ ও উপেক্ষা কাহাকে বলে এবং কত প্রকার? সম্বন্ধ ও সঙ্গ কিসে হয়? উত্তম ভাগবতের ক্রোধপ্রতিম ভাবোত্থবাক্য প্রেম-সূচক, না দ্বেষ-সূচক? কৃত্রিম অশ্রু-বিসর্জন পরিত্যাজ্য কেন? কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত হইলেও অভক্ত-শব্দ-বাচ্য কিনা? কনিষ্ঠ ভক্তের উন্নতি ও অবনতি কিরূপে হয়? কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর পাপ ও অপরাধ থাকে কি না? মধ্যম অধিকারীর মুখ্য ও গৌণ লক্ষণ কি? জাতি গোঁসাই এবং জাতি বৈষ্ণবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তের ব্যবহার কিরূপ? দীনতা ও কৃপা ভক্তির আনুষঙ্গিক কেন? প্রচার আবশ্যক কিনা?

নবম অধ্যায়—অশুদ্ধ শাস্ত্রের বিচার কিরূপ? সভ্যতা বনাম শঠতা কিরূপ? ভক্তির সহায়ক হইলেই কর্ম জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা কিসে অর্থাৎ সমস্ত জগৎই বৈষ্ণবের অজ্ঞাত কিঙ্কর কিরূপে? প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-বিচারে প্রভেদ কিরূপ? শক্তি শক্তিমান্ বিচার কিরূপ? বৈষ্ণব কি শুদ্ধশাক্ত? প্রাকৃত-শাক্ত নাস্তিক মনোধর্মী কেন?

দশম অধ্যায়—শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সহিত প্রাকৃত খণ্ড ঐতিহাসিক

বিচারের পার্থক্য কোথায় ? বেদে কৃষ্ণনাম আছে কি ? বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আছে কি ? প্রকৃত পণ্ডিত কে ? প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে ? তথাকথিত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের অনাদর ও নীচ জাতির মধ্যে আদর কেন ? বৈষ্ণব বহু দেবদেবীর উপাসক বা উচ্ছিষ্টভোজী হইবেন কি ? বৈষ্ণবের জীবহিংসা নিষেধ কেন ? বৈষ্ণবের স্মার্তশ্রাদ্ধাদি আছে কি ?

একাদশ অধ্যায়— ভগবানের এবং ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতির প্রভেদ কোথায় ? ভগবানের অর্চনহীন ধর্ম নিতান্ত নাস্তিক কেন ? ভগবানের অর্চাপূজাই মানবের আস্তিক্য-ধর্মের ভিত্তিমূল অর্থাৎ সাধনপ্রারম্ভে নিতান্ত আবশ্যক কেন ? অতদ্ বস্তু দ্বারা তদ্‌বস্তু লাভ হয় কি ? উপাস্যজ্ঞানে জড়ের কল্পনা ও মনের ধ্যান একই কথা কিনা ? ইসলামধর্মের সয়তান ও অবিদ্যার সম্বন্ধ কি ? বৈষ্ণবের-ধর্মের অর্চাপূজা ও পঞ্চোপাসক বা বহ্বীশ্বরবাদীর প্রতিমা-পূজা এক কি ? শ্রীমূর্তিপূজা কর্তব্য কিনা ? শ্রীমূর্তিপূজা এক কিনা ?

দ্বাদশ অধ্যায়— ন্যায়শাস্ত্রমতে সাধ্য ও সাধন কিরূপ ? বৈষ্ণবধর্ম মতে সাধ্য ও সাধন কিরূপ ? চারিটি মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী একদেশদর্শী কেন ? মুক্তি সাধন কেন ? ফলভোগসাধিনী ও মুক্তিসাধিনী ভক্তিও কি সাধনভক্তি বলিয়া গণ্য ? শুদ্ধা ভক্তি একাধারে সাধন ও সাধ্য কেন ? ভক্তিবিচারে সাধন ও সাধ্য এক, না পৃথক?

ত্রয়োদশ অধ্যায়— সংক্ষেপে মহাপ্রভুর উপদেশ কি ? ব্রহ্মাই জীবের আদি গুরু, ইহার প্রমাণ কি ? সৎসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা কেন ? উহা কি সঙ্কীর্ণতা-দ্যোতক ? প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি বেদের ন্যায় নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে কেন ? উহাদের অবস্থান কোথায় ? একমাত্র শ্রৌত-পন্থায়ই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় কি না ? তর্কপন্থা তত্ত্বজ্ঞান-নিরুপণে ব্যর্থ কেন ? ব্রহ্মকে শ্রীগৌরহরির অঙ্গকান্তি বলা কি অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণদলপ্রীতির পরিচয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ, না আশ্রিত তত্ত্ব? ভূমা বা পরমাত্মাকে গৌরহরির অঙ্গবৈভব বলা কি অযৌক্তিক ? পুরুষত্রয়ের পরস্পরের অবস্থান ও তাঁহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি ? ভগবানে পরস্পর বিষয়-ধর্মের আশ্রয়ত্ব অচিন্ত্য ও সত্য কেন ?

চতুর্দশ অধ্যায়— ভক্ত ও অভক্তের চক্ষে ভগবদবতার দর্শনে পার্থক্য কেন ? অভিধা ও লক্ষণাবিচারে বেদ কৃষ্ণকেই বর্ণন করেন কি না ? চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ কি ? শক্তিমান্ হইতে শক্তির পরিচয় বা শক্তি হইতে শক্তিমানের পরিচয় কি ? লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তি-বিচার ভেদে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরাবস্থা কি মায়াবাদ ? দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির তারতম্যে বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতি হয় কেন ? স্বরূপশক্তি কাহাকে বলে ? তাহার প্রভাব কি কি ? উপনিষদে কি কি ভগবদবতারের নির্ধারণ আছে ? মহামায়া কি যোগমায়া ? গৌরধাম, গৌরলীলা, গৌরমন্ত্র, গৌর-অর্চন বিচার কিরূপ ? গৌর ও কৃষ্ণমন্ত্রে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া একের মন্ত্র অস্বীকারপূর্বক অন্যের মন্ত্র স্বীকারে কি দোষ ? বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কি স্বরূপশক্তি ? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় শ্রীরাধার সহিতসম্বন্ধ কি ?

পঞ্চদশ অধ্যায়— ইচ্ছার চালক কৃষ্ণ, না কৃষ্ণশক্তি? জীবের তটস্থ অবস্থার শ্রুতি-প্রমাণ কি? জীব কি ঘটাকাশ রূপী ও ব্রহ্ম মহাকাশ রূপী? জীব কি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব? জীবই কি ভ্রান্ত ব্রহ্ম? জীবই কি সুপ্ত ব্রহ্ম হইয়া সৃষ্ট্যাদি ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন? কৃষ্ণের বিচার,জীবের সহিত সম্বন্ধ ও প্রকাশসমূহের বৈচিত্র্য কিরূপ? জীব ভগবানের তটস্থশক্তিপ্রসূত, কি স্বরূপশক্তি-প্রসূত? চিদ্বিষয়-বর্ণনে জড়ীয় শব্দ, কাল ও উপমা ব্যবহারোপযোগী কি না? অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ব্যাপারটি কি? মায়া কোন্ অবস্থায় স্বরূপশক্তি ও কোন্ অবস্থায় জড়শক্তি? ঈশ্বরে জীবে ভেদ কোথায়? লিঙ্গশরীর কি অনিত্য ও প্রাকৃত? মুক্তজীব কি নির্দোষ ও সম্পূর্ণ এবং মুক্তজীবের কি তটস্থ-স্বভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?

ষোড়শ অধ্যায়— নিত্যমুক্ত জীব কি মায়ার বিষয়-ব্যাপার অবগত আছেন? কোন কোন জীবের মুক্ত বা বদ্ধ হইবার কারণ কি? জীবের সর্বোত্তম ও সর্বাধম অবস্থা কি? সাধকের বিপ্রলম্ভ কি কেবল দুঃখ? জীবের সুখ দুঃখ বাস্তবিক ক্লেশজনক, মঙ্গলপ্রদ, না সুখপ্রদ? জীবের ক্লেশ-ভোগের জন্য মায়াকে সৃষ্টি করিয়া বা জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা দেওয়ায় ভগবান্ নিষ্ঠুর নহেন কেন? সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বগুণের ক্রিয়া পুণ্যকর্ম বাঞ্ছনীয় কি? জীব শুদ্ধ হইয়াও মায়াবদ্ধ হয় কিরূপে? মায়া ও অবিদ্যা কি এক? কর্মফলপ্রদাতা অদৃষ্ট,না ঈশ্বর? পঞ্চভূতের পরিচয় কি? কর্মের কর্তা জীব না ঈশ্বর? অবিদ্যা ও প্রধান (জড়) কি এক? কর্মের ফলভোক্তা জীব না ঈশ্বর? বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়?

সপ্তদশ অধ্যায়— মুক্তির পর চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি? সাধুসঙ্গ অর্থেই কি নির্জনতা-শব্দ? ভক্তিলাভের উপায় একমাত্র সাধুসঙ্গ, না কর্মজ্ঞানবৈরাগ্য? ভাগ্যবান্ জীবের দুইবার সাধুসঙ্গ কি কি? বৈষ্ণব বলিতে গৃহত্যাগী না গৃহস্থ? স্বরূপগত মায়ামুক্তি ও বস্তুগত মায়ামুক্তি এক,না পৃথক্? গৌর ও কৃষ্ণলীলার উপাসকগণের প্রয়োজন পৃথক্ না এক? বলদেব-প্রকটিত জীব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবের ভেদ কি? নিত্যমুক্ত ও সাধারণ জীব (বদ্ধ বা মুক্ত) পরস্পরের ভেদ কি এবং প্রত্যেকে কত প্রকার?

অষ্টাদশ অধ্যায়— বস্তুবিকারবাদ বেদসম্মত, না বেদবিরুদ্ধ? বেদান্তের প্রতিপাদ্য কি-শক্তিপরিনামবাদ না বস্তুপরিনামবাদ? শ্রুতিপ্রমাণে ভগবানের ত্রিবিধকারকত্বের দ্বারা সবিশেষত্ব ও অবতারবাদ প্রমাণিত কি না? বিবর্তবাদ ও মায়াবাদ এক না পৃথক্? শঙ্করের গৃহীত চারিটী উপনিষদ্ বাক্যের অর্থ কি? বিবর্তবাদ বেদসম্মত না বেদবিরুদ্ধ? মায়াবাদ কিরূপে খণ্ডন করা হইয়াছে?

ঊনবিংশ অধ্যায়— ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি? ভক্তির বাধক কি? ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? ব্রহ্মানন্দ ও সেবানন্দে পার্থক্য কি? সাধনভক্তি ও সাধ্য প্রেমভক্তির সম্বন্ধ

কি ? কৃষ্ণপ্রেম কি সাধ্য ? বর্ণাশ্রমধর্মের সুষ্ঠুতা কখন ? জীজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কখন হরিভজনের যোগ্যতা হয় ? ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল কোন্ কোন্ মুক্তি ? হরিভজনকালে কর্মত্যাগ প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না ? শ্রবণ ও কীর্তনের প্রাধান্য কেন ? নবধাভক্তিতত্ত্ব কি কি ? নাম ও মন্ত্র কি এক ? না পৃথক্ ? কৃষ্ণভক্তের অর্চা-পূজা বিহিত কি না ? দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেন ? অন্বয় ও ব্যতিরেক অথবা বিধি ও নিষেধ ভেদে ৬৪ ভক্ত্যঙ্গ কি কি ?

বিংশ অধ্যায়—গুরুর যোগ্যতা কি নিরপেক্ষ, না অদৈববর্ণাশ্রমবিচারের অপেক্ষা করে ? গুরু কখন পরিত্যাজ্য ? ভক্তিমার্গ একমাত্র নিষ্কণ্টক কেন ? স্মার্ত বা মায়াবাদীর অধীন থাকিয়া শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিলে উৎপাত কেন ? পরিপ্রশ্ন বা জিজ্ঞাসায় কি লাভ ? ভোগ ভক্তিবিরোধী কেন ? শ্রীমায়াপুরের সর্বশেষ্ঠ-তীর্থরূপে প্রাধান্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কি ? অত্যাহার ভক্তিবিরোধী কেন ? বৈষ্ণবের কিরূপে এবং কোন্ একাদশী পাল্য ? সঙ্গ কাহাকে বলে ? স্মার্ত পঞ্চোপাসক ও বহুদেবযাজী বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ভক্তিবিরোধী কেন ? অর্থ ও জনসংগ্রহের লোভে শিষ্য-ব্যাবসায় বা শিষ্যের দাসত্ব সাধকমাত্রেরই ভক্তিপ্রতিকূল কেন ? হরিভজন-তাৎপর্য ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রের অর্থবাদ বা অপব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধী কেন ? যথালাভে সন্তুষ্ট না হইয়া শিষ্যের বা ধনবানের নিকট অর্থাদি যাচ্ঞা ভক্তিবিরোধী কেন ? প্রতিষ্ঠাশার ব্যাঘাতে অমর্ষ বা ভাগ্যের বিয়োগে শোক ভক্তিবিরোধী কেন ? শিষ্যকে অর্থাদির জন্য উদ্বেগ দেওয়া এবং লোককে শুদ্ধভক্তির কথা না বলিয়া হিংসা করা ভক্তিপ্রতিকূল কেন ? আত্মনিবেদন বা শরণাগতি কি ?

ভক্ত্যঙ্গের অঙ্গাদি-বিচার কিরূপ ? কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণ ভক্তিবিরোধী কেন ? ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্ অঙ্গ অর্চনমার্গের অন্তর্গত ? শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন ? শ্রীমায়াপুর কি মথুরা ? বৈষ্ণবসেবা কৃষ্ণসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ কেন ? হরিভজন-উৎসব কর্তব্য কি না ? ঊর্জ ও জয়ন্তীব্রত পালনীয় কি না ? অনধকারীর পক্ষে অনধিকারীর নিকটে ভগবল্লীলীকথা কীর্তন ও শ্রবণ কর্তব্য কি না ?

একবিংশ অধ্যায়—কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে মদ্যমাধিকারি-ভক্তবিচার পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই হঠাৎ উত্তমাধিকারীর ন্যায় কৃত্রিম তৃণাদপিভাব প্রদর্শন কর্তব্য কি না ? এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত সাধুর সহিত অসাধুর সাম্যহেতু সাধুর নিকট অপরাধ হয় কি না ? বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির সম্বন্ধ কি ? যড়্ গোস্বামীর অনুকরণে অর্চনমার্গী রাগানুগার অভিনয় বা রসভজন করিতে পারেন কি না ? নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানী ও বিষ্ণুশত্রুর সম্বন্ধ ও পরিণাম কি ? ভগবদ্গতি লাভের কয় প্রকার উপায় ? অনুকূল ও প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের দৃষ্টান্ত ও পার্থক্য কি ? কাম ও সম্বন্ধ এক, না পৃথক্ ? রাগাত্মিকা ভক্তি কয়প্রকার এবং কাহাকে বলে ? কাম ও প্রেম কোন্ স্থলে একর্থ-বাচক এবং কোন স্থলে পৃথক ? শৃঙ্গার বা মধুর এবং বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য রসত্রয়ের পরস্পরের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি ? জীবের

বস্তুসিদ্ধির অবস্থায় বা নিত্যসিদ্ধস্বরূপে প্রত্যেকেরই কি স্ত্রীরূপ না পুরুষরূপ? প্রাকৃত স্ত্রীমাত্রেই এই জগতে বা পর জগতে কি গোপী হন? জড়জগতে স্থূল দেহে পুরুষরূপ হেতু তাহাদের কি আদৌ মধুররসে কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা নাই? যদি থাকে, তবে কিরূপে সাধন করিবেন? কোন্ কোন্ সাধক বস্তুসিদ্ধি-অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রীরূপে কৃষ্ণভজনে যোগ্য হন? দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ কে? তাঁহারা কিরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন? শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বয়ং একই বিষ্ণুতত্ত্ব, তখন তিনি রাম অবতারেই দণ্ডকারণ্যবাসীগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন না কেন? অর্থাৎ স্বয়ংই শৃঙ্গার রসের বিষয় হইলেন না কেন?

কোন্ কোন্ সাধকের সিদ্ধিক্রমে ব্রজসেবা বা দ্বারকাপুর-সেবা লাভ হয়? নিত্যসিদ্ধ গোপী ও সাধনসিদ্ধা গোপীগণ কিরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন? নিত্যসিদ্ধ ভক্ত কাহারা? জাতরুচি সাধক দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসে কিরূপভাবে সেবা করিবেন? সাধক স্বয়ং শৃঙ্গার রসে ও বাৎসল্য,সখ্য ও দাস্য রসত্রয়ে আপনাকে মূল আশ্রয়বিগ্রহ মনে করা উচিৎ কি না? অন্তরে রাগ বা রুচি উৎপন্ন না হইলে কি করা কর্তব্য? রাগানুগা সাধক বৈধী ভক্তির অনুশীলন একেবারে পরিত্যাগ করিবেন কি না? রাগানুগ সাধক শ্রীগুরুকে কিভাবে দর্শন করিবেন? রাগানুগ সাধকের বাহ্য ব্যবহার কিরূপ?

দ্বাবিংশ অধ্যায়—জীবের সর্বাপেক্ষা লাভ কিসে হয়? ভাবের স্বরূপ লক্ষণ কি? "হ্লাদিনীসারসমবেত" কাহাকে বলে? রাগানুগ সাধক কি অনর্থযুক্ত, না অনর্থমুক্ত? রুচি কাহাকে বলে? উহাই কি রাগ? ভাবই কি রতি? প্রেমের সহিত উহার সম্বন্ধ কি? মুক্ত ও বদ্ধজীবের ভাবের পার্থক্য ও ক্রিয়া কি? ভাব বা রতি কি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপা, না আস্বাদের হেতুরূপা? প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের, শুকের, শ্রীজীবের ও জগাই-মাধাইর কি প্রকার ভাব হইয়াছিল? শুদ্ধভক্তের বাহ্যদুরাচার-দর্শন কর্তব্য কি না? তাদৃশদর্শনকারী অসাধু বা অপরাধী কি না? 'অপিচেৎ সুদুরাচারঃ' শ্লোকের একার্থবাচক অন্য শ্লোক কি আছে? বাহ্যদুরাচার শুদ্ধভক্তের সাধুত্বের মাপকাঠি কি না? অনন্যভক্তি ও পাপের একত্র অবস্থান সম্ভব কি না? মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাসলীলা কিরূপভাবে আদর্শ হওয়া উচিত? ভাবাভাস ও রত্যাভাস কত প্রকার?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎপ্রতীতিসূচক নামসমূহে পার্থক্য কি? নামাভাসের মাহাত্ম্যসূচক কি কি শ্লোক আছে? কর্ম পরমার্থের উপায় নহে কেন? নাম বস্তুতঃ বর্ণের বা শব্দের সুতরাং কর্ণ ও জিহ্বার অতীত কি না? বিষ্ণুতত্ত্বে কোন্ নাম সর্বাপেক্ষা মধুর? একমাত্র নাম-সাধনকালে অন্য অঙ্গ সাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যায়? নিরন্তর নাম করিবার উপায় কি?

চতুর্বিংশ অধ্যায়—নামাপরাধ হয় এবং যায় কিসে? নামসাধকের নামাপরাধ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক কি না? একান্ত নামাশ্রয়ীগুরুকে বেদান্ত-দর্শনাদি শাস্ত্রের গুরু অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করিলে কি হয়? নামার্থ- প্রতিপাদক শ্রুতি অপেক্ষা অন্যান্য বিচারসূচক শ্রুতিবচনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলে কি হয়? নামে অর্থবাদী ও কল্পনাকারী পাষণ্ড কেন? অর্থ বা প্রতিষ্ঠালোভে নামজীবী অপরাধী কেন? সম্বন্ধ জ্ঞানহীন কীর্তনকারীগণের মণ্ডলে যোগদান কর্তব্য কি না?

পঞ্চবিংশ-অধ্যায়— মায়াবাদীকে কি বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলাপদ্বারা বৈষ্ণবাভাস বলা যাইবে? ভোগবাঞ্ছা থাকিলে নামাভাস হয় কি না? নামাভাসীর কিসে নামোদয় হয়? গৃহস্থ বৈষ্ণবের গৃহত্যাগ করিলেই কি শুদ্ধ নামোদয় হয়? নামাভাস নামিকৃষ্ণের সূচক না হইলেও বস্তুশক্তি থাকে কি না? এবং সেই বস্তু শক্তির দোহাই দিয়া নামাভাসকে নামে পরিণত করিতে পারা যায় কি না? নামাভাস কোথায় নামাপরাধ? অনেককে বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলাপে বহুদিন অতিবাহিত করিতে দেখা গেলেও মনঃকল্পিত সিদ্ধরূপ ভাবনাদ্বারাও কেন সিদ্ধিলাভ বা কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত দেখা যায়? তাহাদের মঙ্গলোপায় কি? বস্তুশক্তির দোহাই দিয়া নামাপরাধীর কি ফল লাভ হয়? এক কৃষ্ণনামে যখন সর্বানর্থ নাশ হয়, তখন নিরন্তর বহু নামসাধন আবশ্যক কেন?

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়— কৃষ্ণকে 'বিষয়' ও ভক্তকে 'আশ্রয়' বলা হয় কেন? কোন্ স্থলে কৃষ্ণ 'আশ্রয়' ও ভক্ত 'বিষয়'? কৃষ্ণের সাধারণ লীলায় কে কোন বিষয়ে সহায়? বেণু, মুরলী ও বংশীতে ভেদ কি? পাঞ্চজন্যের লক্ষণ কি?

সপ্তবিংশ অধ্যায়—অনুভাব ও উদ্ভাস্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি? সাত্ত্বিকভাব কাহাকে বলে? উহা কিরূপ ও কিরূপে উদিত হয়? সাত্ত্বিক বিকারসমূহ কত প্রকার? পঞ্চভূত ও প্রাণের সহিত উহাদের সম্বন্ধ কি? অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব কি এক, না পৃথক্? মনোবৃত্তি সমূহের সহিত সাত্ত্বিকভাবসমূহের সম্বন্ধ কি? সাত্ত্বিকভাবের পর পর ক্রম কি? রতির সহিত সাত্ত্বিকভাবের সম্বন্ধ কি? সত্ত্বাভাস ও নিসত্ত্বাভাসে পার্থক্য কি? সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ কি এক? ঐ নামে তাহারা অভিহিত কেন? তাহারা কত প্রকার? ভাবজনক চিত্তবৃত্তিসমূহ কত প্রকার? উহারা কোন্ কোন্ ভাব উৎপন্ন করে? আগন্তুক স্বাভাবিক ভাব কি? ভক্তভেদে ভাবোদয় ভেদ আছে কি না?

অষ্টাবিংশ অধ্যায়— বালক বালিকায় যে কৃষ্ণরতি আভাস দেখা যায়, তাহা কি? শান্তরতি কি শুদ্ধরতি? তাহা কি? ব্রজবাসী ও উদ্ধব বা পাণ্ডবাদির রতির পার্থক্য কি? চিদ্রতির ন্যায় জড় অলঙ্কারশাস্ত্রে কি শান্তরতি আছে? কৃষ্ণভাবের অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে সপ্ত গৌণী রতি কি কি? উহাদের 'রতি'-আখ্যা কখন? গৌণী রতি কি নিত্যা? রতি আখ্যা না থাকিলে উহারা কি? রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকও ব্যভিচারী ভাবসমূহের সম্বন্ধ কি? অপ্রাকৃত সম্ভোগেও বিপ্রলম্ভে পার্থক্য কি? চিদ্রস বা কৃষ্ণরতিকে ভক্তিবিলাস বলা হয় কেন? প্রাক্তন সংস্কার পরিবর্তিত হয় কিসে? চিন্ত্য লৌকিকী ও অচিন্ত্য

অলৌকিকীভাবে পার্থক্য কি? রসতত্ত্বে অধিকারী কে? অনধিকারীকে রসকথা ব্যাখ্যা করিলে কি দোষ হয়? ইতর শাস্ত্র পাঠ বা অন্য সকল প্রকার উপায় ত্যাগ করিয়া মুখ্যশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ উপার্জনপূর্বক জীবিকা-নির্বাহ করিলে কি দোষ হয়? তাহা ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্র-ব্যবসায় কি না? তাহা ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মণের কিসে জীবিকা-নির্বাহ চলিবে?

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়—শান্তরসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারি-ভাব কি কি? বিরাট বা বিশ্বরূপ-দর্শন, নির্জন স্থান, উপনিষদনুশীলন, ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-বিচার প্রভৃতির সহিত শুদ্ধরতির সম্বন্ধ কি? দাস্যরসে কৃষ্ণের কতপ্রকার দাস আছেন? তাঁহাদের নাম কি কি? প্রত্যেক প্রকারের আবার কত প্রকার ভেদ? তাঁহাদের নাম কি কি? সখ্যরসে কৃষ্ণের কতপ্রকার সখা আছেন? তাঁহাদের নাম কি কি? প্রত্যেক প্রকারের আবার কত প্রকার ভেদ? তাঁহাদের নাম কি কি? গোষ্ঠে ,পুরে ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য কোন্ বয়স? বিশ্রম্ভ-প্রণয় কাহাকে বলে?

ত্রিংশৎ অধ্যায়—যশোদা ও বলদেবের বাৎসল্যের পার্থক্য কি? যুধিষ্ঠির ও উগ্রসেনের বাৎসল্যের পার্থক্য কি? উদ্ধব, শিব, নারদ, গরুড় ও পাণ্ডবাদির পরস্পরের রসের পার্থক্য আছে কি না? মধুর রসে কোন্ কোন্ ব্যভিচারী ভাবের অবস্থান এবং কোন্ কোন্‌টির অভাব? শান্তাদি পঞ্চ মুখ্যরসের সহিত সপ্ত গৌণরসের কিরূপ মিত্রতা ও শত্রুতা অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ কি প্রকার? রসাভাস ও রসবিরোধ কাহাকে বলে? তাহা কত প্রকার? তাহা দোষের কেন? কোন্ অবস্থায় বিরুদ্ধভাবসমূহ একত্র মিলিত হইলে অত্যন্ত চমৎকারিতা হয়? উপরস, অনুরস ও অপরসে ভেদ কি?

একত্রিংশৎ অধ্যায়—চিদ্বিলাসসম্বন্ধেযুক্তিবাদীর বিচার ঠিক নয় কেন? চিজ্জগতের ও জড়জগতের বিলাস ও রসের পার্থক্য ও সাদৃশ্য কিসে? নিবৃত্ত শান্ত-রসাশ্রিত ব্যক্তির সহিত চিজ্জগতের ও জড়জগতের মধুর-রসের সম্বন্ধ কি? শান্তরসাশ্রিতমধুররসাশ্রিতের নিকট দুর্ভাগা কেন? মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্বে পার্থক্য কি? শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়কে উজ্জ্বল করে কিরূপে? স্বকীয় ও পরকীয় মধুররসে পার্থক্য কি? জড়জগতে মধুররস কেন ঘৃণ্য রস? চিজ্জগতেই বা কেন উহা উজ্জ্বলরস? কৃষ্ণের চতুষ্পাদ বিভূতি কি কি? গোলোক ও ব্রজ বা গোকুল এক, না পৃথক্? ব্রজ কি প্রাপঞ্চিক? গোলোকের স্বরূপ কিরূপ? কোন্ প্রকার মুক্তপুরুষের পক্ষে গোলোকদর্শন সম্ভব? স্বরূপসিদ্ধ ও বস্তুসিদ্ধ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি? ব্রজরসিকমাত্রেই কি গোলোক দর্শন করেন? চিদ্রসে অভিমান বস্তুটি কাহাকে বলে? উহাদ্বারা কি কি ব্যাপার হয়? গোলোকে ব্রজের ন্যায় যশোদার প্রসব,সূতিকাগৃহ, অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদি অস্তিত্ব আছে কি না? ব্রজেই বা লক্ষিত হয় কেন? আর গোলোকেই বা তাদৃশ বিবাহ বা পরদ্বারত্বাদি হয় না কেন? তবে কি ব্রজলীলার নিত্যতা নাই? "যাদৃশী

ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'' ন্যায়াবলম্বনে কৃত্রিম মনঃকল্পনা বা চেষ্টাদ্বারা নিজের সিদ্ধদেহ ও সিদ্ধসেবা শোধিত করা সাধকের সাধনকালে প্রয়োজন কি না? সকল ব্রহ্মাণ্ডেই কি কৃষ্ণের প্রকট-লীলা হয়? এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কি একটী ব্রজধাম বিদ্যমান? কৃষ্ণ অপ্রকট হইলে লীলার সহিত ধাম কি অপ্রকট হন? লীলা অপ্রকট হইলে ধাম প্রকট থাকেন কেন? শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্ স্বভাব থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে পরকীয় রস সম্ভব হয় কিসে?

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়— ব্রজরসকে ''পরমানন্দ-তাদাত্ম্যস্বরূপ'' বলা হয় কেন? গোলোকের পরকীয়া গোপীগণ গোকুলে স্বকীয়া হইয়াছিলেন কেন? কৃষ্ণের চেট,বিট, বিদূষক ও পীঠমর্দ্দের মধ্যে কাহার কোন্ রস? তাহাদের নাম কি কি? আপ্তদূতী কাহারা? পুরবনিতা ও ব্রজবনিতার কৃষ্ণপ্রেমে পার্থক্য কি? ''যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ''- এই 'তৎপর'-শব্দের অর্থ কি? অভিমন্যু ও গোবর্ধনাদি নিত্য কি না? ব্রজদেবীগণের সহিত তাহাদের কাম প্রাকৃত নরনারীর ন্যায় কি না? পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ কত প্রকার? তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কি? উপনিষদ্‌গণ কিরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন? সাধনপর ব্রজরাগানুগ মানব বস্তুসিদ্ধিক্রমে কিরূপভাবে ব্রজগোপীত্ব লাভ করেন? বিভিন্ন দেবদেবীর সহিত কৃষ্ণের বা কৃষ্ণশক্তির সম্বন্ধ কি? কোন্ কোন্ দেবী কিরূপে ব্রজে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন? ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী পরস্পর এক না পৃথক্? কামগায়ত্রীরূপে কিরূপে ব্রজে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইলেন? ব্রজগোপীগণ যখন নিত্যকাল কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা, তখন ব্রজগোপীগণের সহিত গান্ধর্ববিবাহসত্ত্বেও গোলোকে কৃষ্ণ ও তাঁহাদের মধ্যে পরকীয় রস কিরূপে সম্ভব হয়? নিত্যপ্রিয়া গোপীগণের স্বরূপ কি? কোথায় কোথায় তাঁহাদের নাম আছে? শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁহাদের নাম নাই কেন?

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়— শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলালোচনায় সাধারণ মানব বা দেবদেবীর অধিকার নাই কেন? শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্ব কি? শ্রীমতীর সখী,নিত্যসখী, প্রাণসখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখীগণের নাম কি? যূথ ও গণে পার্থক্য কি? ব্রজগোপীর নিকটে কৃষ্ণের চতুর্ভুজত্ব লোপ পায় কেন? জড়রসে ও চিদ্রসে সামান্য নায়িকার ভেদ কি? কুব্জার রতি পরকীয়া হইলেও উহা মহিষীগণের রতি হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কেন?

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়— সখী-স্নেহাধিকা প্রিয়সখীগণ স্বয়ং কৃষ্ণসঙ্গম অভিলাষ করেন না কেন? তাঁহারা যাবতীয় সখীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা কেন? চিন্ময় অপ্রাকৃত ব্রজবাসীগণের মধ্যে পরস্পর আবার দ্বেষাদি ভাব থাকে কেন? কৃষ্ণপ্রেমরসের মাহাত্ম্য কেন? শ্রীরাধা ওচন্দ্রাবলীর পরস্পরের কৃষ্ণপ্রেমের বৈশিষ্ট্য কিরূপ?

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়— শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ও শুদ্ধজ্ঞানীর সম্মুখে মধুররসালোচনার নিষেধ কেন? শৃঙ্গাররসে মৃত্যু ও আলস্য কি ভাবে অবস্থিত?

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়— কুব্জা, মহিষী ও ব্রজগোপীর রতির পরস্পর পার্থক্য কেন? প্রেমের বিকাশসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-নিষ্ঠস্বরূপ ও তাহার লক্ষণ কি? ঘৃতস্নেহ ও মধু-স্নেহের বৈশিষ্ট্য কি ? মদিয়ত্ব ও তদিয়ত্ব স্নেহ কি প্রকার? অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণও মাদন মহাভাবের গতি জানেন না, একথা কিরূপ? বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক, একথার অর্থ কি? মধুর রসে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পূর্বরাগ কাহার হয়? প্রেমবৈচিত্ত্য কাহাকে বলে? মহাভাবে মৃত্যু কাহাকে বলে?

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়— পূর্বরাগ ও প্রবাস কাহাকে বলে? কত প্রকার? দশ-দশা কাহাকে বলে? বিপ্রলম্ভ কি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব, না অনিত্য?

অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়— জাগর ও স্বপ্নে পার্থক্য কি? কৃষ্ণের প্রকট ব্রজলীলা কাহার হয়? উহা কত প্রকার?

ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়— স্বকীয় ও পরকীয়ভাবসম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত কি? পরাকাষ্ঠাশ্বাস কাহাকে বলে? পাল্য দাসীর স্বভাব গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ? শ্রীগৌরপিয়পার্ষদগণের কৃত কোন্ কোন্ গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাবিষয়ে কিরূপ বচন লিখিত আছে? ঐ সকল বচন কোন্ কোন্ ভাবের আদর্শ স্থল? শ্রীগৌরসুন্দর নিজ প্রিয়তম ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ বিষয়ে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন?

চত্বরিংশৎ অধ্যায়— বহির্মুখের সাময়িক কৃষ্ণকথাশ্রবণাভিনয় ও অন্তর্মুখের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কি একই কথা? শ্রবণ দশা বা দীক্ষা কখন পূর্ণ হয়? পরাকাষ্ঠাশ্বাসের সহিত বরণ দশার সম্বন্ধ কি? লীলাস্মরণের প্রণালী কি ? মনকে কিরূপে স্থির করিয়া কোন্ প্রণালীতে লীলাস্মরণ করিতে হইবে? শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলায় প্রবেশ করিবার কোন প্রণালীক্রম আছে কি না? তটস্থ হইয়া যে ভাবে লীলা স্মরণ করা যায়, তাহাই কি প্রকৃত ও পূর্ণ স্মরণ? অপ্রাকৃত কৃষ্ণরসের কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ হয়? "যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"- এই কথার সহিত গোকুলে গোলোক-স্ফূর্তির সম্বন্ধ কি?